শ্রীঅরবিন্দ

সমগ্র রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড



সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

শ্রীশ্রীঠাকুর

সমগ্র রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯২
চতুর্থ মুদ্রণ মার্চ ২০১১

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো কলিকাতা ১৯৮৭

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু অনুবাদ দেবদাস পাঠক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-044-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
ক্রিয়েশন ২৪বি/১বি, ড. সুরেশ সরকার রোড
কলকাতা ৭০০০১৪ থেকে মুদ্রিত।

SUBHAS CHANDRA BASU SAMAGRA
RACHANABALI: Volume IV
[Anthology]
by
Subhas Chandra Bose
edited by
Sisirkumar Bose
&
Translated by
Debdas Pathak

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

২০০.০০

নিবেদন

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৯৫তম জন্মদিনে আমরা তাঁর রচনাসমগ্রের চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করছি।

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের পর অস্বাভাবিক দেরী হওয়ায় আমরা খুবই দুঃখিত। সুভাষচন্দ্রের বর্মায় বন্দীজীবনের সময় দুইটি ইংরাজিতে বড় লেখা তর্জমা করা সহজ ছিল না। তার মধ্যে একটি হল তিনি জেলে বসে যে সব বই পড়েছিলেন সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক সুদীর্ঘ মন্তব্য ও টীকা। কত বিষয় যে তিনি পড়েছিলেন এবং সে সম্বন্ধে কত গভীর চিন্তাভাবনা করেছিলেন পাঠক তাঁর লেখা থেকেই তার পরিচয় পাবেন। অপরটি হল দেশের বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস ও বিদেশী বস্ত্র বয়কটের তাৎপর্য। এগুলি এতদিন বাংলায় প্রকাশিত হয়নি।

বিশ দশকে শেষের দিকে জনজীবনে আবার প্রবেশ করবার পর সুভাষচন্দ্র তাঁর মতামত ব্যক্ত করে বহু বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন। সেগুলি এই খণ্ডে স্থান পেয়েছে। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে জনজীবন ও সমাজের নানা দিক ও ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁকে টেনে নিয়ে যেত এবং ছোটখাটো অন্যায় বা অবিচারও তিনি মুখবুজে সহ্য করতেন না।

সমকালীন কয়েকটি ভাষণ এই খণ্ডে প্রকাশিত হল যেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যেমন, নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের ভাষণ, ১৯২৮-এর কলিকাতা কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপক্ষে তাঁর বক্তৃতা, রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে খুবই উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান উপাদান আছে। মান্দালয় জেলের খাতায় সুভাষচন্দ্রের "মন্ত্রবিচার" শীর্ষক একটি লেখা আমরা পেয়েছি। শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা নিশ্চয়ই এই ধরনের লেখা দেখে সুখী হবেন। তাছাড়া, তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমরা আরও কিছু চিঠিপত্র উদ্ধার করতে পেরেছি। তার মধ্যে পিতা জানকীনাথের কয়েকটি এবং মেজদাদা শরৎচন্দ্রের সঙ্গে লেখা চিঠি আছে।

আমি বিশ্বাস করি এই গ্রন্থটি বাঙ্গালী পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হবে। যত শীঘ্র সম্ভব আমরা পঞ্চম খণ্ড প্রকাশের চেষ্টা করব।

এই সংকলনটি প্রস্তুতির কাজে শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু অনেক সাহায্য করেছেন। বড় দুইটি ইংরাজি লেখা তর্জমা করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। শ্রীদেবদাস পাঠক যথেষ্ট অধ্যবসায় ও যোগ্যতার সঙ্গে এগুলি এবং অন্যান্য ইংরাজি ভাষণ, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ইত্যাদি তর্জমা করেছেন। আগের মতই আনন্দ পাবলিশার্স আন্তরিকতার সঙ্গে একটি উঁচু মানের গ্রন্থ প্রকাশে সাহায্য করেছেন। সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাই।

জয় হিন্দ্

শিশিরকুমার বসু

বসুন্ধরা
৯০ শরৎ বসু রোড
কলিকাতা ২০
৯ই ডিসেম্বর ১৯৯১

সূচী

১· অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখিত পত্র, ২৬ জুলাই ১৯২৩ ... ১১

২· দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি সম্পর্কে বিবৃতি, ১৯ ডিসেম্বর ১৯২৩ ... ১২

৩· বাজে চিন্তা ... ১৩

৪· দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত পত্র, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ ... ২০

৫· পঠিত গ্রন্থাবলীর বিশ্লেষণ (প্রথম পর্ব) ... ৩১

আয়ার্ল্যান্ড, এ নেশন ... ৩১

নতুন আয়ার্ল্যান্ডের কণ্ঠ ... ৪২

শ্রীমতী জে· আর· গ্রীন, গ্রন্থসমূহ ... ৪৫

টি· এম· কেট্‌ল্‌, গ্রন্থসমূহ ... ৪৮

ডোরা সিগারসন (শ্রীমতী শর্টার), গ্রন্থসমূহ ... ৪৯

ইউরোপে সভ্যতার ইতিহাস ... ৫২

সভ্যতার বিপ্লব ... ৬১

সামাজিক সংগঠন ... ৭৭

প্রাক্তন কাইজার-এর স্মৃতিকথা (১৮৭৮-১৯১৮) ... ৮২

এশিয়া অ্যান্ড ইউরোপ ... ৮৩

সাইকোলজি অ্যান্ড ক্রাইম ... ৯০

অপরাধপ্রবণ মন ... ৯৬

ন্যাচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ন্যাশন্যাল ডিকে ... ১০১

ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি ... ১১৯

দি কনফ্লিক্ট অব কালার ... ১২৯

৬· সমাজতত্ত্বের মূল কথা ... ১৩২

৭· দেশাত্মবোধের সাধনা ... ১৩৩

৮· দেশবন্ধু ও জাতিগঠন ... ১৩৫

৯· উত্তর কলিকাতার অধিবাসিগণের নিকট আবেদন, ১০ আগস্ট ১৯২৭ ... ১৪০

১০· 'ইন্টারন্যাশন্যাল টাইমস'-এর সম্পাদককে লিখিত পত্র, ১৩ আগস্ট ১৯২৭ ... ১৪১

১১· ১২ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাদের প্রতি আবেদন, ১৪ আগস্ট ১৯২৭ ... ১৪২

১২· "ফরোয়ার্ড"-এ প্রদত্ত বিবৃতি, ২৪ আগস্ট ১৯২৭ ... ১৪৩

১৩· "ক্ষমা করুন এবং ভুলে যান"— শিলং থেকে প্রচারিত আবেদন, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ... ১৪৩

১৪· বিনা শর্তে রাজবন্দীদের মুক্তিদান এড়াবার জন্য সরকার যে নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে সে সম্পর্কে বিবৃতি, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ ... ১৪৪

১৫· এক রাজবন্দীর অত্যন্ত বিপন্ন সম্পত্তি সম্পর্কে বিবৃতি, ১৩ নভেম্বর ১৯২৭ ... ১৪৬

১৬· বাঙলার কংগ্রেস সংগঠনগুলির প্রতি আবেদন, ২২ নভেম্বর ১৯২৭ ... ১৪৮

১৭· শিল্প এবং স্বাদেশিকতা বিষয়ে ভাষণ,
১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ ... ১৪৯
১৮· রাজবন্দীদের তহবিল সম্পর্কে বিবৃতি,
১৬ ডিসেম্বর ১৯২৭ ... ১৫০
১৯ ডঃ মুঞ্জের বিবৃতি প্রসঙ্গে "ফরোয়ার্ড"-এর এক প্রতিনিধির নেওয়া
সাক্ষাৎকারের সময় ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি প্রদত্ত বিবৃতি ... ১৫০
২০· হরতাল সম্পর্কিত সভায় ভাষণ, ... ১৫১
৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮
২১· শ্রমিকদের জন্য আকুল আবেদন, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ ... ১৫২
২২· বর্জন-সভা সম্পর্কে ভাষণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ ... ১৫৩
২৩· সিটি কলেজ কেলেঙ্কারির প্রতিবাদসভা সম্পর্কে ভাষণ, ২ মার্চ ... ১৫৪
১৯২৮
২৪· জনসাধারণের নিকট অর্থের জন্য আবেদন, ২১ এপ্রিল ১৯২৮ ... ১৫৫
২৫· মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, পুনা, ৩ মে ১৯২৮ ... ১৫৫
২৬· সিটি কলেজের ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃতি, ১৮ মে ১৯২৮ ... ১৬২
২৭· নবীন ভারতের ব্রত সম্পর্কে অপেরা হাউস-এ ভাষণ, ২২ মে ১৯২৮ ... ১৬২
২৮· রাজবন্দীদের সম্পর্কে বিবৃতি, ৮ জুন ১৯২৮ ... ১৬৩
২৯· পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নিকট পত্র, ১২ জুলাই ১৯২৮ ... ১৬৪
৩০· মতিলাল নেহরুর নিকট থেকে টেলিগ্রাম, ৬ আগস্ট ১৯২৮ ... ১৬৫
৩১· জামশেদপুরে শ্রমিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি, ২৮ অক্টোবর ১৯২৮ ... ১৬৫
৩২· ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবৃতি, ১ নভেম্বর ১৯২৮ ... ১৬৬
৩৩· এ· আই· সি· সি-র প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত, ৭ নভেম্বর ১৯২৮ ... ১৬৭
৩৪· লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে বিবৃতি, ১৮ নভেম্বর ১৯২৮ ... ১৬৮
৩৫· বাউড়িয়া চটকলে ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি, ২৭ নভেম্বর ১৯২৮ ... ১৬৮
৩৬· ফ্রি প্রেস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিবৃতি, ২৮ নভেম্বর ১৯২৮ ... ১৭০
৩৭· মহাত্মাজীকে লিখিত পত্র, ৩ ডিসেম্বর ১৯২৮ ... ১৭০
৩৮· বোম্বাই-এর শ্রোতাদের আচরণের নিন্দাসূচক বিবৃতি, ১৯ ডিসেম্বর ... ১৭১
১৯২৮
৩৯· নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণ,
কলিকাতা, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ ... ১৭১
৪০· কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে ভাষণ, ডিসেম্বর ১৯২৮ ... ১৭৪
৪১· রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ,
কলিকাতা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ ... ১৭৬
৪২· ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ... ১৭৯
গ্রন্থ-বিবরণী ... ১৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ— বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস ... ১৮১
প্রথম অধ্যায়— প্রাচীন ইতিহাস ... ১৮২
দ্বিতীয় অধ্যায়— ব্রিটিশ শুল্ক ... ১৮৩
তৃতীয় অধ্যায়— কোম্পানির আমলে এবং পরবর্তীকালে ... ১৮৪
চতুর্থ অধ্যায়— অন্যান্য অন্তঃশুল্ক ... ১৮৯
পঞ্চম অধ্যায়— ইতিহাসের শিক্ষা ... ১৯০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— ব্রিটিশ কার্পাসজাত পণ্য বর্জন ... ১৯১
প্রথম অধ্যায়— ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ ... ১৯২
দ্বিতীয় অধ্যায়— ভারতের থানবস্ত্র উপযোগের বিশ্লেষণ ... ১৯৫
তৃতীয় অধ্যায়— বিদেশী থানবস্ত্র— আমদানির হ্রাস-বৃদ্ধি ... ১৯৭
চতুর্থ অধ্যায়— ভারতীয় সুতা বনাম বিদেশী সুতা ... ২০১

পঞ্চম অধ্যায়— বিদেশী থানবস্ত্রের বিশ্লেষণ ... ২০৪
ষষ্ঠ অধ্যায়— ব্রিটেনের কাছে কার্পাসজাত পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব ... ২০৬
সপ্তম অধ্যায়— ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ... ২০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— বর্জনের প্রভাব ... ২০৯
প্রথম অধ্যায়— বর্জনের ঘোষণা এবং অতঃপর ... ২১০
দ্বিতীয় অধ্যায়— ব্রিটিশ আমদানির পরিসংখ্যান ... ২১২
তৃতীয় অধ্যায়— উপসংহার ব্রিটিশ বাণিজ্যের সরকারি ... ২২৪

পূর্বাভাস

৪৩. পরিশিষ্ট-১ ... ২২৭
মন্ত্রবিচার ... ২২৮

৪৪. পরিশিষ্ট-২ ... ২৩৪
পত্রাবলী
১-৫ জানকীনাথ বসু লিখিত ... ২৩৪
৬ শরৎচন্দ্র বসু লিখিত ... ২৩৬
৭ শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত ... ২৩৭
৮ জানকীনাথ বসু লিখিত ... ২৩৯
৯ শরৎচন্দ্র বসু লিখিত ... ২৩৯

নির্ঘণ্ট ... ২৪১

অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখিত সুভাষচন্দ্র বসুর পত্র, ২৬ জুলাই ১৯২৩

মহাশয়,

জনসভাগুলি যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হবার সময় এসে গেছে। ১৮ই জুলাই মির্জাপুর পার্কে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং আশা করা গিয়েছিল যে, ওই সভার ব্যবস্থাপক অথবা ব্যবস্থাপকবৃন্দ তৎকালে কলকাতাবাসী সকল প্রখ্যাত নেতাকে আমন্ত্রণ জানাবেন। আমি জানি যে, আমি সভায় পৌঁছে জনৈক প্রধান ব্যবস্থাপককে স্বয়ং গিয়ে শ্রীযুক্ত দাশকে আমন্ত্রণ জানাবার পরামর্শ দেবার আগে পর্যন্ত শ্রীযুক্ত দাশকে সেই সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সব অপ্রিয় তথ্য সম্পর্কে অনবহিত থেকেই জনসাধারণ নিজেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

২৩শে জুলাই, সোমবার, আমি Servant-এ ২৫শে এবং ২৬শে জুলাই তুর্কী শান্তি উৎসব সম্পর্কে সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দেখেছি। এই সভার অন্যতম আহ্বায়করূপে আমার নাম প্রকাশিত হয়েছে দেখলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে, সংবাদপত্রে এই সভা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি পাঠাবার পূর্বে আমার সহ-আহ্বায়করা এ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবার অথবা আমার সঙ্গে পরামর্শ করবার ন্যূনতম সৌজন্যবোধটুকুও দেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

আজ সকালে Servant-এ ২৫ তারিখের সভা বাতিল এবং ২৬শে জুলাই দুটি সভা অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতেও অন্যতম স্বাক্ষরকারীরূপে আমার নাম রয়েছে, কিন্তু অনুষ্ঠানসূচীতে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে, সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি পাঠাবার আগে সে-সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবার প্রয়োজন কেউ বোধ করেননি।

আমি মনে করি একই দিনে দুটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুটি জনসভার ব্যবস্থা উদ্ভট। অধিকন্তু, কাজের দিনে বিকেল দুটোর সময় টাউন হলের মতো জায়গায় জনসভার অনুষ্ঠান করা আরও উদ্ভট এই কারণে যে, একই দিনে এবং একই বিষয়ে বিকেল সাড়ে চারটের সময় অন্য জায়গায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অতএব দুটোর সময় টাউন হলের সভা বাতিল করে বিকেলে কোনও এক পার্কে একটি সভার ব্যবস্থা করে সেই সভায় সকল বক্তাকে উপস্থিত করবার ব্যবস্থা করতে আমার সহ-আহ্বায়কদের অনুরোধ করছি। আশা করি আমার আবেদন ব্যর্থ হবে না।

৩৮/২ এলগিন রোড
২৪-৭-২৩

সুভাষচন্দ্র বসু

দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি সম্পর্কে বিবৃতি, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯২৩

গত বৎসর আগস্ট মাসে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকেই ভবানীপুরের ৪৪, চাউলপট্টি রোডে অবস্থিত দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি ক্রমাগত উন্নতির পথে চলেছে। শিল্পশাখার কয়েকটি বিভাগ আছে, যার মধ্যে বয়নবিভাগ দুই বছরের অধিক কাল ধরে কাজ করছে। বর্তমানে এই বিভাগের তাঁতে প্রস্তুত সার্ট এবং কোটের কাপড়ের জমি এবং নকশা অত্যন্ত সুন্দর। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিজের হাতে কাটা সুতা থেকে নিজের কাপড় বোনাই শিল্পশাখার পছন্দ। এইভাবে এই প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কলকাতায় প্রচুর সংখ্যায় চরকা চালু রাখতে সমর্থ হয়েছে। রঙ এবং দর্জি বিভাগেও ক্রমোন্নতি দেখা যাচ্ছে।

সমাজসেবা শাখা অপরিমেয় সেবা করছে। প্রতি সপ্তাহে সংগৃহীত চাল থেকে বর্তমানে দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ১৬টি পরিবারের ভরণপোষণ চালানো হচ্ছে। যে-সব পরিবারের ভরণপোষণ করা হচ্ছে তাদের সুতা কাটার জন্য চরকা এবং তুলা সরবরাহ করা হচ্ছে। ঠোঙা বানাবার জন্য তাদের কাগজও সরবরাহ করা হচ্ছে। শারীরিক অক্ষমতার জন্য যারা কার্যক্ষম নয়, তারা ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রে এইসব কাজ আবশ্যিক।

সমিতির পাঠাগারের জন্য আনুমানিক ৯৩১ টাকা এবং অনেক মূল্যবান গ্রন্থ দান স্বরূপ পাওয়া গিয়েছে।



বাজে চিন্তা

(সুভাষচন্দ্রের মান্দালয় জেলবাসের সময়ে লেখা খাতা)

ভূদেববাবু "বিবিধ প্রবন্ধে" বলেন যে খ্রীস্টধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমপ্রকৃতিক। তাহার একটা কারণ এই বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গলাদেশে মুসলমান অধিকারের সময় উৎপন্ন এবং ইউরোপে খ্রীস্টধর্মের বিকাশ রোমীয় সম্রাটদের শাসনের সময়। ব্রাহ্মদের নিকট যে বৈষ্ণবধর্ম আদৃত হয় তাহার একটা কারণ এই যে উহা খ্রীস্টধর্মের সমপ্রকৃতিক (ব্রাহ্ম সমাজের উপর যে খ্রীস্টধর্মের প্রভাব পড়িয়াছিল তাহা সর্বজনবিদিত)।

আমার নিজের মনে হয় যে খ্রীস্ট ও বৈষ্ণব ধর্ম উভয়ই ভক্তিপ্রধান। এই নিমিত্ত উভয় ধর্ম সমপ্রকৃতিক।

ভূদেববাবু বলেন যে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ-মত প্রচারিত হইলে আর্যদের স্মার্তাচারের পুনর্জন্ম হইয়াছিল। তদ্রূপ বাঙ্গলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইলে রঘুনন্দনের উদ্ভব হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িক দলাদলির নমুনা:

১। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবদের পুরাণ বিভিন্ন—স্কন্দপুরাণে শিবই প্রধান। পদ্মপুরাণে বিষ্ণুই পরমেশ ; ব্রহ্ম ও শিব তাঁহার বিভূতি ; ভগবতী তাঁহার যোগমায়া বা বিদ্যাশক্তি। কালিকাপুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আদ্যা ভগবতীর অপত্য।

২। শিব রামের যুদ্ধ ; শ্রীকৃষ্ণ ও বাণরাজার যুদ্ধ।

৩। খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দলাদলির সময়ে মহম্মদীয় ধর্মের উৎপত্তি।

৪। প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে বিবাদের সময়ে জেসুইটদের উৎপত্তি।

৫। সুন্নি সিয়ার বিবাদের সময় সুফিদের উৎপত্তি।

৬। পঞ্চোপাসকদের বিবাদের সময়ে বুদ্ধের উৎপত্তি (বৌদ্ধদের প্রাধান্যের সময়ে পঞ্চোপাসকদের মধ্যে কতকটা মিলন হইয়াছিল। সেই সময় ষড়দর্শনের উৎপত্তি হয় ও তান্ত্রিক সাধনা আরম্ভ হয়)। এই মিলনের ফলে নূতন ক্ষত্রিয় কুলের সৃষ্টি হইল এবং বৌদ্ধধর্ম পরাস্ত হইল। জয়ের পর আবার বিবাদ আরম্ভ হইল—তার প্রমাণ নূতন উপপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি। আর হিন্দু রাজাদের মধ্যেও বিবাদ। মুসলমান জয়ের পর আবার তান্ত্রিকদের গোপন সাধনা আরম্ভ হইল।

হিন্দু সভ্যতা ও শিক্ষার (culture) মূল বৈদিক। যে ধর্ম অথবা যে সমাজতত্ত্ব এই মূলকে অস্বীকার করিয়াছে হিন্দুসমাজে সে ধর্ম বা সমাজতত্ত্বকে বেশিদিন গ্রহণ করে নাই। Failure of Buddhism-এর প্রধান কারণ বোধ হয় দুইটি—(১) বেদকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা এবং ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও সভ্যতার সহিত সমন্বয় স্থাপন না করা। গোঁড়া হিন্দুরা বৌদ্ধদিগকে এই আখ্যা দিয়াছিল "নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ", (২) ব্রাহ্মণদের সহিত কোনওপ্রকার মিটমাট বা বুঝাপড়া না করা। বৌদ্ধদের আমলে অনেক নীচ বর্ণের এরূপ প্রাধান্য হইয়াছিল (যেমন গন্ধবণিক, ডোম, বাগদী) যে তাহাতে উচ্চবর্ণদের, বিশেষত ব্রাহ্মণদের বিশেষ রোষের উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধরা পরে পুরাণের ও উপপুরাণের দেবতাদের রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু বেদ অথবা বৈদিক শিক্ষার (culture) সহিত তাহারা সমন্বয় করে নাই। পুরাণের দেবতাদের সহিত বুঝাপড়া করিয়া বৌদ্ধরা জনসাধারণকে হাত করিয়াছিল [আর্যরাও অনার্যদেবতাদিগকে জাতে তুলিয়া উভয় শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় স্থাপন করিয়াছল] কিন্তু বৈদিক শিক্ষার সহিত সমন্বয় না করার দরুন তাহারা উচ্চবর্ণদিগকে হাত করিতে পারিল না। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পূর্বে হিন্দু সমাজের অবস্থা এইরূপ ছিল—একদিকে উচ্চবর্ণদের অবলম্বন ছিল—বেদ ও বৈদিক শিক্ষা—অপরদিকে জনসাধারণের অবলম্বন ছিল নানা প্রকার

দেবদেবী। এইসব দেবদেবীর কথা পুরাণ ও উপপুরাণে পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা নীচবর্ণদিগকে হাত করিয়াছিল বটে কিন্তু শিক্ষা (culture) ও বুদ্ধিকৌশলে তাহারা (নীচবর্ণ) উচ্চবর্ণদিগের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ প্রমুখ উচ্চবর্ণদের বুদ্ধিকৌশলের নিকট বৌদ্ধরা পরাজিত হইল। বৌদ্ধরা যদি ক্ষত্রিয়শক্তি পুরা মাত্রায় বজায় রাখিত এবং বিহার নির্মাণ ও শ্রমণভিক্ষুকের সৃষ্টির দিকে এত নজর না দিত তাহা হইলে সমাজের উপর বৌদ্ধদের একাধিপত্য থাকিত এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এত সহজে হইত না। হিন্দু-বৌদ্ধদের বিবাদ ও সংগ্রামের ফলে ভারতীয় জাতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণচৈতন্যের (caste consciousness) উদয় হইল। এই বর্ণচৈতন্যের প্লাবনে জাতীয় ভাব বা সমাজচৈতন্য (social consciousness) ডুবিয়া গেল। ডোম, বাগদী প্রভৃতি যেসব বলশালী বীরত্বসম্পন্ন বর্ণের দ্বারা বাঙ্গলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহারা নীচবর্ণ হইয়া যাওয়াতে সমাজ ও দেশের রক্ষাতে তাহাদের সেরূপ আগ্রহ রহিল না। এই কারণে বোধ হয় মুসলমান বিজয় এত সহজে হইয়াছিল।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে ভারতের সভ্যতা বস্তুত ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা। বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের গভীরতা ও বিস্তৃতি উপলব্ধি করিতে পারে নাই। যেসব দেশে বৌদ্ধধর্ম স্থায়ী হইয়াছে—সেখানে ব্রাহ্মণদের মত প্রভুত্ব প্রভাব বুদ্ধিশালী কোনও জাতি ছিল না। থাকিলে তাহাদের সহিত মিটমাট না করিতে পারিলে বৌদ্ধধর্ম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইত না। কি কৌশলে ব্রাহ্মণেরা আত্মপ্রভাব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

প্রাগ্-ব্রিটিশ বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি নানা দিক হইতে সাধন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন না। দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পাঠ করিলে একথা পরিষ্কার হইবে। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে সেই যুগে সাহিত্যের সহিত সমাজের নাড়ীর যোগ ছিল। ব্রিটিশ যুগে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা সাহিত্য সাধনা করিয়াছেন তাঁহারা প্রায়শ উচ্চবর্ণীয়, অন্তত তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষিত। বর্তমান বাঙ্গালা ফেরঙ্গ বাঙ্গালা ; বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকাংশে ফেরঙ্গ বাঙ্গালা সাহিত্য। এইজন্য এই সাহিত্যের প্রচলন মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে সেই সাহিত্যের বহুল প্রচার হয় নাই এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিরা এই সাহিত্য পরিপুষ্ট করেন নাই। এই কারণে বর্তমান ফেরঙ্গ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে একটা ভাসা-ভাসা ভাব আছে ; এ সাহিত্য যেন unreal; সমাজের প্রাণের সহিত ইহার যেন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই, সমাজের সহিত ইহার নাড়ীর যোগ নাই। এই প্রাণের সংযোগসূত্র—যাহা ইংরাজী প্রভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে—পুনরায় রচনা করিতে হইবে, সমাজের সুখ-দুঃখের কথা, আকাঙ্ক্ষা আদর্শের কথা—এমন কি সমাজের প্রচলিত দোষগুণের কথা পুনরায় সাহিত্যের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে হইবে। তবে সাহিত্য জীবন্ত হইয়া উঠিবে এবং সে সাহিত্যে শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেই রস ও আনন্দের উপলব্ধি করিবে।

মনসার ভাসান, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিষয় যেভাবে সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়া সমাজের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে—ঠিক সেইভাবে বর্তমান যুগের বিষয়গুলি রচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে, এ বিষয়ে মালদহ জেলায় প্রচলিত গম্ভীরা গানের আদর্শ অনুকরণীয়।

আফ্রিকা মহাদেশে এখন মাত্র দুইটি ধর্ম প্রচারিত হইতেছে— খ্রীস্টীয় ও ইসলাম। সেখানে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হইবে না কেন ? ভগিনী নিবেদিতা বলিতেন যে হিন্দুধর্মকে aggressive হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দও এই ভাব প্রচার করিতেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি আমেরিকা ও ইউরোপে গিয়া ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইউরোপে অথবা আমেরিকায় ধর্মপ্রচার করিলে হিন্দু জাতির সম্বন্ধে তাহাদের ধারণার পরিবর্তন হইতে পারে—হিন্দুর দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে—ভারতবাসীর গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্তু তথাকার লোকেরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিবে না। অথচ আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিলে তাহারা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে পারে। এবং তাহারা যদি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে তবে হাজারে হাজারে গ্রহণ করিবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ইহাতে লাভ কি ? প্রথমত সত্য প্রচারের যে লাভ, সে লাভ তো আছেই। দ্বিতীয়ত অসভ্য অথবা অর্দ্ধসত্য আফ্রিকাবাসী হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার আলোক পাইয়া সুসভ্য হইয়া উঠিবে। তৃতীয়ত aggressive হওয়ার ফলে হিন্দুধর্ম আরও শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিবে এবং ভিন্ন দেশে প্রচারের ফলে বাধ্য হইয়া অনেকগুলি গোঁড়ামী ও কুসংস্কার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্বের মধ্যে ভারতের স্থান আরও উচ্চ হইবে। যদি আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে ২০০ লক্ষ হিন্দু হয় তবে নিশ্চয়ই হিন্দুজাতির এবং ভারতের প্রভাব আফ্রিকায় খুব বেশি হইবে। ভারতবর্ষকে World-Power হইতে হইলে হিন্দুধর্ম প্রচারের ফলে অনেক সুবিধা হইবে। ইসলাম প্রধান দেশ বাদ দিলে ভারতবর্ষই এশিয়ার সর্বত্র সভ্যতা ও ধর্ম প্রচার করিয়াছে—আফ্রিকায় বা করিবে না কেন।

বর্ণ সঙ্ঘর্ষের ফলে আফ্রিকাবাসীরা ভবিষ্যতে খ্রীস্টীয় ধর্ম আর গ্রহণ করিতে চাহিবে না। খ্রীস্টীয় ধর্ম গ্রহণ করিলে লোকে সাধারণত স্বজাতিদ্রোহী এবং বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণে অন্য কোনও ধর্ম না পাইলে আফ্রিকাবাসীরা বাধ্য হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে। এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাহাদের উন্নতিও হইবে। তাহারা বিজাতীয় ভাবের দ্বারা অভিভূত হইবে না—অথচ আরও শক্তিমান ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উঠিবে।

হিন্দুধর্ম গ্রহণের ফলে অন্য জাতির কতদূর বা কিরূপ উন্নতি হইতে পারে—ইহা কি experiment করিবার সুন্দর বিষয় নহে ?

৫/৫/২৬

প্রয়াগের পূর্বে যে ভূখণ্ড—সে ভূখণ্ডের একটা স্বতন্ত্র culture প্রাচীন কাল হইতেই আছে। এই culture-এর উপর আর্য বৈদিক শিক্ষার ছাপ পড়িলেও এই শিক্ষা বস্তুত স্বতন্ত্র। প্রয়াগের পশ্চিম দিকে যে ভূখণ্ড, সে ভূখণ্ডের ধর্ম প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল। কিন্তু পূর্বদেশের ধর্ম সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য উপর্যুপরি প্রাণপণ চেষ্টা হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্যে কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিদ্যা পরায়ণ ব্রাহ্মণদের আমদানিও হইয়াছিল। কিন্তু পূর্বদেশ কখনও সম্পূর্ণভাবে বৈদিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই এবং বর্ণভেদের কঠোরতা এখানে অনেক কম। এই ভূখণ্ডে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। এইসব পরবর্তী আন্দোলনের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব অনেক হ্রাস পাইয়াছিল।

এই culture-এর কেন্দ্র পূর্বে ছিল মগধ বা মিথিলা দেশে। পাটলিপুত্র ছিল রাজধানী। সমগ্র বৌদ্ধযুগে মগধের প্রাধান্য বজায় ছিল। তারপর মগধের প্রভাব যখন হ্রাস পাইল তখন শিক্ষার (culture) কেন্দ্র মগধ হইতে গৌড়ে স্থানান্তরিত হইল। কিন্তু প্রাধান্য হারাইলেও মগধদেশে শিক্ষার কেন্দ্র বহুদিন ছিল। অল্পকাল পূর্বেও সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে মিথিলাদেশে যাইতে হইত। তারপর নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রচারের ফলে মিথিলা অপেক্ষা নবদ্বীপের সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাইল। কি কারণে মগধের শিক্ষার ধ্বংস হইল তাহা ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। প্রকৃত কারণ যাহা হউক না কেন—একথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে সমাজের যাহারা মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল—যাহারা শিক্ষার দীপ নিজ হস্তে ধারণ করিয়া সর্বত্র আলোক বিকিরণ করিতেন—সেইসব লোকেরা বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মগধের শিক্ষার ধ্বংস হইল। মগধের প্রাধান্য লোপ পাইল। উত্তরাপথবাসীদের নিকট মগধ পূর্বদেশের দ্বারস্বরূপ ছিল, সুতরাং পূর্বদেশ জয় করিতে হইলে মগধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। পূর্বদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচার করিবার জন্য মগধের সহিত উত্তরাপথবাসীদের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পর যখন শঙ্কারাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুক ও শ্রমণদের উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছিল, সে সময়েও মগধের অনেক ভাল ভাল লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তারপর মুসলমান যুগেও রাষ্ট্রবিপ্লবের বন্যা মগধের বুকের উপর বারংবার বহিয়া গিয়াছিল। এই সব কারণে মগধের লোকসংখ্যাও কমিয়াছিল এবং উত্তর-পশ্চিম হইতে আর্য জাতিরা এবং দক্ষিণ হইতে পার্বত্য ও জংলী জাতিরা মগধদেশে বসিতস্থাপন করে। এইসব কারণে মগধী শিক্ষার চিহ্ন এখন বিহার দেশে পাওয়া মুস্কিল।

শিক্ষার কেন্দ্র গৌড়ে বহুদিন ছিল। তারপর অনেকগুলি উপকেন্দ্রও হইয়াছিল—যথা

বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কুলীনগ্রাম, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি। মধ্যে শিক্ষার কেন্দ্র প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়াছিল। কিছুকাল কলিঙ্গও শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। নবদ্বীপ যেরূপ শিক্ষার কেন্দ্র বলিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল—পুরুষোত্তমতীর্থও তদ্রূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। গৌড় যখন মুসলমান নবাবদের অধিকারে তখনও কলিঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল এবং কলিঙ্গাধিপতি গৌড় আক্রমণ করিয়া মুসলমান গৌড়াধিপতিকে পরাস্ত করিয়াছিল।

এই পঞ্চগৌড়ের শিক্ষা মূলত এক। সে শিক্ষা কি ? সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে তন্ত্র, বৈষ্ণবধর্ম ও নব্যন্যায় বৈদিকশিক্ষার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া এই নূতন গৌড়ীয় শিক্ষা সৃষ্টি করিয়াছে। এখন এই শিক্ষার কেন্দ্র বর্তমান বঙ্গদেশে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই শিক্ষার কেন্দ্র পুরীধামে অথবা গৌহাটিতে হইবে কিনা—তা কে বলিতে পারে ?

যাহারা এই নূতন **culture**-এর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করে তাহাদের এই বিষয়ে আরও ঐতিহাসিক গবেষণা করা উচিত। পাটলিপুত্র, গৌড়, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম, কামাখ্যা প্রভৃতি স্থান তাহাদের নিকট তীর্থ হইতেও পবিত্র। অতএব, প্রত্যেকের পক্ষে এই পঞ্চতীর্থ দর্শন করা অবশ্য কর্তব্য।

৯/৫/২৬

সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কি করিয়া হয় ? কি কি গুণ থাকিলে জাতিবিশেষ নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী বিসর্জন দিয়া বিশ্বের মধ্যে শৌর্য ও বীর্যের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে ? চরিত্রের সবচেয়ে বড় উপাদান—**love of adventure**। এই **love of adventure**-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এই সর্বপ্রধান উপাদানের সহিত অন্যান্য উপাদানও মিলিত হয়। অর্থলিপ্সা ও ব্যবসায় বাণিজ্যের আকাঙ্ক্ষা পাশ্চাত্য জাতিদিগকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বিদেশযাত্রার দিকে পরিচালিত করিয়াছিল। ধর্মপ্রচারের আকাঙ্ক্ষা ইসলামীয় জাতিদিগকে এবং বৌদ্ধদিগকে বিদেশে পাঠাইয়াছিল। বৌদ্ধগণ অহিংসভাবে, কেবল স্বীয় চরিত্রের ও জ্ঞানের প্রভাবে, ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সফলও হইয়াছিল। তাই তাহাদিগকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নাই এবং তাহারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাও কোন দিন পোষণ করে নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল **cultural conquest**। পরবর্তী যুগে খ্রীস্টীয় মিশনারিগণ ধর্মপ্রচারের জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করিয়াছিল। অবশ্য অধিকাংশস্থলে খ্রীস্টীয় মিশনারিদের সহিত রাজনীতির প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত সম্বন্ধ ছিল। কোরানের উপদেশানুসারে এবং হজরতের জীবনের আদর্শ অনুসারে ইসলামীয় জাতিগণ স্বীয় বিক্রমের দ্বারা ধর্মপ্রচার করিয়াছিল। তাই ধর্মপ্রচারের জন্য তাহাদিগকে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইসলামধর্ম বৌদ্ধধর্মের ন্যায় সকলরকম পার্থিব ভোগকে তুচ্ছ জ্ঞান করে না। সেইজন্য অর্থলোলুপ, ভোগলিপ্সু, পরাক্রমশীল শৌর্যবীর্যসম্পন্ন জাতিগণ ইসলামধর্ম গ্রহণ করাতে তাহাদের দ্বারা যুগপৎ ধর্মপ্রচার ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই সমস্ত কথা বিচার করিলেও আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রধান উপাদান—**love of adventure for its own sake**। শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কেন জাতিকে আত্মরক্ষা করিতে হইলে **aggressive** হইতে হইবে। **Love of adventure** না থাকিলে কোনও জাতি **aggressive** হইতে পারিবে না।

তাই **love of adventure** যাহাতে উত্তরোত্তর বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর হৃদয়ে জাগরূক হয় তজ্জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। টাকা পয়সা অথবা কড়াগণ্ডার হিসাবের দ্বারা এই ভাব আসিবে না। লাভ ক্ষতির বিচার না করিয়া **adventure** প্রিয় হইতে হইবে। যাহারা পদব্রজে কলিকাতা হইতে পেশোয়ার অথবা পার্বত্য পথে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাইতে চেষ্টা করে তাহাদিগকে সর্বদা উৎসাহিত করা উচিত। যাহারা একটানে ২০/৩০ মাইল পর্যন্ত সন্তরণ করিতে চেষ্টা করে, জলপথে নিজে নৌকার দাঁড় টানিয়া বহুদূর গমন করে এমনকি মোটরে করিয়া কলিকাতা হইতে কাশ্মীর যাত্রা করে—তাহাদিগকেও উৎসাহ প্রদান করা উচিত। যাহাতে বাঙ্গালী ক্রমশ কঠিন কায়িক পরিশ্রম করিতে শেখে এবং পরিশ্রম করিতে ভালবাসে—তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। কঠিন **physical strain** সহ্য করিতে করিতে

বীরপুরুষের সৃষ্টি হইলে নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে। শ্রীযুক্ত পরাগরঞ্জন দে—যিনি পার্বত্য পথে একাকী কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন পর্যন্ত পদব্রজে গিয়াছিলেন—বাঙ্গালীমাত্রেরই সম্মানভাজন। তাঁহার কথা পড়িয়া কোন্ বাঙ্গালীর বুক না ফুলিয়া উঠে ?

এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ক্রীড়ায় এবং ব্যায়ামে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা যাহাতে জাতির মধ্যে জাগিয়া উঠে তাহার জন্যও যত্নবান হওয়া উচিত। অবশ্য জাতীয় ক্রীড়ার দিকে যথা কুস্তী, লাঠিখেলা ছোরাখেলা, হাড়ুডু ইত্যাদি বেশি ঝোঁক দেওয়া উচিত কিন্তু আমরা সকল রকমে ক্রীড়া ও ব্যায়ামে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিব না কেন ? ইংরাজকে তাহার জাতীয় ক্রীড়াতে পরাজিত করাতে একটা মহান গৌরব আছে। সুতরাং টেনিস্, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ঘুসোঘুসি প্রভৃতি খেলাতেও কৃতিত্ব লাভ করা চাই। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ফুটবল, টেনিসের মত খেলা এখন international হইয়া গিয়াছে সুতরাং এইসব খেলা খেলিলে জাতীয়তা হারাইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

জ্ঞান রাজ্যে ঠিক এইরকম adventure-এর প্রয়োজন চাই। মধ্য এশিয়াতে বৌদ্ধসভ্যতার অনেক ভগ্নাবশেষের উদ্ধার হইয়াছে এবং হইতেছে। এই কার্যে ব্রতী হইয়াছে জার্মান, ইংরাজ, রুশিয়া, ফরাসী, বেলজিয়ম,এমনকি জাপান* । কিন্তু যে ভারতে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি সে ভারত কোথায় ? আমরা বলিব—"সুখে থাকতে ভূতে পাবে কেন ? মধ্য এশিয়ার মরুপ্রদেশে ঘুরিয়া লাভ কি ?" বস্তুত আমাদের জ্ঞানের পিপাসা নাই। জ্ঞানের পিপাসার উদ্রেক হইলে মানুষ পাগল হইয়া যায়। লাভক্ষতির গণনা না করিয়া, সুখদুঃখের চিন্তা না করিয়া মানুষ জ্ঞানহরণে ছুটিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে গমন করে—প্রয়োজন হইলে সকল প্রকার কায়িক কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং বিপদ মাথায় করিয়া হিংস্রজন্তু সঙ্কুল অরণ্যে এবং শুষ্ক জনহীন মরুভূমিতে পরিভ্রমণ করে। জ্ঞানের জন্য যে উৎসুক হইয়াছে—সে বৃদ্ধ বয়সেও Tennyson-এর Ulysses-এর মত গৃহের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে পদাঘাত করিয়া তরঙ্গমালা সংযুক্ত বারিধি পাড়ি দিয়া অজানা দেশের পানে ছুটে। Tennyson-এর Ulysses বলিতেছে,

"I cannot rest for travel, I will drink
Life to the lees.
Old age hath yet his honour and his toil;
Death closes all; but something are the end.
Some work of noble note may yet be done

Come my friends
'Tis not too late to seek a newer world.
Push off and sitting well in order smile
The sounding furrows; for my purpose holds
To sail beyond the sunset and the baths—
Of all the western stars, until I die."

পৃথিবীতে বড় হইতে হইলে জ্ঞানপিপাসু, দিগবিদিক্ জ্ঞানহীন adventure-প্রিয় এইরূপ মানুষের প্রয়োজন। বিশ্বকে যাহারা ভালবাসে, রূপ, রস, গন্ধ,শব্দ,স্পর্শের দ্বারা যাহারা ভূমাকে উপলব্ধি করিতে চাহে ; কি অন্তর কি বাহির, জীবনের কোনও ক্ষেত্রে যাহারা জ্ঞানাহরণের শেষ সীমা স্বীকার করে না—শুধু তাহারাই জগতের মধ্যে জ্ঞানী সুখী ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে।

ইতি,
১০/৫/২৬

আজকালকার ছাত্রদিগকে দেখিলে মনে হয় তাহারা যেন দিন দিন রুগ্ন, অজীর্ণরোগাক্রান্ত, খর্বাকৃতি ও নির্জীব হইয়া পড়িতেছে। এ ধারণা কি সত্য ? খুব সম্ভব সত্য। দশ বৎসর পূর্বে কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যে স্বদেশপ্রেমের ভাব ছিল—আজকাল কি সেরূপ ভাব আছে ? এ

* Modern Review. June 1926

প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব মুস্কিল। তবে একথা সত্য যে আজকালকার ছাত্ররা যেন ক্রমশ "ভাল ছেলে" হইয়া পড়িতেছে, "ভাল ছেলেদের" দ্বারা কিছু হইবে না। "লেখাপড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে"—এ আদর্শ নিতান্ত ভ্রান্ত আদর্শ। "ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ"—একথাও একেবারে অভ্রান্ত নহে—ইহা অর্দ্ধসত্য। ছাত্রদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য মানুষ হওয়া। মানুষ হওয়ার জন্য লেখাপড়া নিতান্ত আবশ্যক—সেই হিসাবে অধ্যয়নকে আমরা তপস্যা বলিতে পারি। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি, চরিত্র গঠন, সমাজসেবা ও দেশসেবা ছাত্রাবস্থায় বাদ দিলে, আস্ত খাঁটি মানুষ তৈয়ারি হইতে পারে না। পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিবার জন্য যাহারা প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া বিদ্যামন্দির হইতে বহির্গত হয় তাহাদের দ্বারা জীবনে কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হইতে পারে ? যুবকদিগকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য, সুস্থ সবল দেহ, অকলঙ্ক চরিত্র, পূর্ণশক্তি ও তেজ লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষা শেষ হইবে না—মাত্র আরম্ভ হইবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মের মধ্যেও আত্মশিক্ষার কাজ বন্ধ রাখিলে চলিবে না। সুতরাং যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকে শিক্ষার চরম উন্নতি জ্ঞান করিয়া, উচ্চ স্থান লাভ করিয়া বৃত্তি ও পদক পাইবার জন্য জীবনের পূর্ণ বিকাশ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করে না তাহাদিগকে ভ্রান্ত, অপদার্থ ও অকর্মণ্য ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

স্বাস্থ্যহানির সঙ্গে সঙ্গে যেন আনন্দ ক্রমশ লোপ পাইতেছে। অন্নের অভাব ও অভিভাবকদের তাড়না এই নিরানন্দ ভাবকে বাড়াইয়া তুলিতেছে।

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিয়াছি যে ছাত্রেরা যখন রাস্তায় হাঁটে উৎসাহ ও উদ্যমে ভরপুর হইয়া তাহারা যেন নাচিতে নাচিতে হাঁটে। (স্ত্রীলোকদেরও সেই অবস্থা) তাহাদের মুখে আনন্দের হাসি ও সর্বাঙ্গে শক্তির স্ফূর্তি। তাহারা যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করে—জীবনসংগ্রামের জন্য তাহারা প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের অবস্থা কি ? অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, শক্তি ও উৎসাহ নাই, এমনকি আনন্দও নাই। নিরানন্দের কালিমাময়ী ছায়া যেন মুখমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ছাত্রেরা যেন ক্রমশ ভদ্রলোক হইতেছে। নদী সাঁতার দিয়া পার হওয়া, ফলের গাছে উঠিয়া ফল চুরি করিয়া খাওয়া, চড়ুইভাতি করা, দল বাঁধিয়া ১০/২০ ক্রোশ পদব্রজে যাওয়া, লাঠি খেলা, কুস্তী করা এসব মনুষ্যোচিত অভ্যাস আধুনিক ভদ্রলোক প্রকৃতি ছাত্রেরা যেন দিন দিন ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু আমি বলি—আনন্দ গেলে আর রহিল কি ? আনন্দ হইতেই এই সৃষ্টির উৎপত্তি ; আনন্দের প্রেরণায়ই সৎকর্মের প্রবৃত্তি। তাই কবীন্দ্র রবীন্দ্রের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—"সমস্ত তিমির ভেদ করিয়া দেখিতে হইবে উচ্চশির এক পূর্ণ জ্যোতির্ময়ে অনন্ত ভুবনে" ইত্যাদি।

সমাজে যাহারা "ভাল ছেলে" বলিয়া পরিচিত তাহারা বস্তুত কতকগুলি নপুংসক বই আর কিছু নয়। তাহাদের দ্বারা ইহজগতে বা পরলোকে কোনও মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় নাই বা হইবে না। তাহারা কোনও প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া গড্ডলিকা প্রবাহে সারা জীবনটি সনাতন পন্থা ধরিয়া হাঁটিয়া যায়। তাহাদের গদ্যময় জীবনের মধ্যে কোথায়ও নূতনের আস্বাদ নাই। প্রাণভরা হাসির লহরী নাই, আবেগময় আত্মদান নাই। তাহাদের নিকট জীবনটা একটা প্রকাণ্ড বোঝা ; কিন্তু তাহারা এতদূর ক্লীব যে এ তথ্য বুঝিয়াও ভূতের বোঝা পিঠ হইতে নামাইতে পারে না। এইসব তথাকথিত "ভালছেলে"দিগকে নির্মূল না করিতে পারিলে বাঙ্গালী মানুষ হইবে না—ভারতে নূতন জাতির সৃষ্টি হইবে না। নূতনকে ভালবাসিতে হইবে। অজানার জন্য পাগল হইতে হইবে। জীবনের অচলায়তনকে ধূলিস্যাৎ করিয়া মুক্ত আকাশ ও বাতাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে। বাঙ্গালী যুবক ও ছাত্রকে আবার "লক্ষ্মীছাড়া" হইতে হইবে। যেসব "বাপে তাড়ান মায়ে খেদান" ছেলেদিগকে সমাজ এতদিন অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে তাহাদের অন্তরে নিহিত অশেষ গুণরাশির কথা কি আমরা কোনও দিন চিন্তা করিয়াছি ? এই অবজ্ঞার রূপ পাপের পরিণামে আজ সমাজ এত নির্জীব ও পঙ্গু। যেসব লক্ষ্মীছাড়া যুবক সুযোগের অভাবে সমাজের দোষে আজ বাধ্য হইয়া গুণ্ডার দলে যোগ দিয়াছে—তাহারা অন্যান্য দেশের ইতিহাসে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে নাই। ইংরাজদের লর্ড ক্লাইভ কি ছিলেন ? তিনি কি "ভাল ছেলে" ছিলেন না "লক্ষ্মীছাড়া" দলের সভ্য ছিলেন ? তোমাদের দেশের শিবাজী কি ছিলেন,বাঙ্গলার বড় বড় মহারাজা ও জমিদারদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস কি ? যে ফ্রান্সিস ড্রেক নাইট উপাধি লাভ করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে গৌবরময় স্থান

পাইয়াছিলেন তাঁহাকে কি সাধারণ বোম্বেটে বলা যায় না ? আজ যদি ভারতবর্ষে মরণের শান্তি বিরাজ না করিত তাহা হইলে কি এই লক্ষ্মীছাড়ার দল থেকে বাঙ্গালী লর্ড ক্লাইভ, ফ্রান্সিস ড্রেক ও শিবাজীর ন্যায় মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইত না ?

১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে কেম্‌ব্রিজ নগরীতে বিলাতের ছাত্রদের মহাসভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় ছাত্রদের কি **profession** হওয়া উচিত এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনার মধ্যে মিঃ কেনেথ বেল নামে অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজের জনৈক অধ্যাপক বলেন :

"The only career worth having is a career of adventure and I am perfectly certain that the right thing is to regard life as an adventure and a tremendously long one at that."

এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু আমাদের মধ্যে ইদৃশ কথা বলেন এইরূপ অধ্যাপক কি পাওয়া যায় ? এই **adventure** প্রিয়তাই ইংরাজী চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। ইহার অভাবে আমরা জাতিহিসাবে শক্তিহীন, পঙ্গু, নির্জীব ও ক্লীবত্ব প্রাপ্ত। অজানাকে ভালবাসা দূরের কথা—আমরা অজানাকে ভয় করি। তাই অজানার মধ্যে যে আনন্দ—তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত। আমরা চিরপরিচিত মানুষ, বস্তু বা পন্থা ছাড়িয়া অজানার জন্য পাগল হই না। তাই আমাদের জীবনে নূতনের প্রেরণা নাই এবং আমরা অকালবৃদ্ধ। অজানা দেশ দেখিব, অজানা লোকের সহিত পরিচিত হইব—অজানা পুস্তক পাঠ করিব—অজানা জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা করিব—এই সব যৌবনোচিত আকাঙ্ক্ষা আবার মরণোন্মুখ জাতির মধ্যে জাগাইয়া নূতন প্রাণের সঞ্চার করিতে হইবে।

ইংরাজেরা আমাদিগকে শিখাইয়াছে যে প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে ভারতে শান্তি বা শৃংখলা ছিল না—ব্রিটিশরা তাহা স্থাপন করিয়াছে। ইংলন্ডের সবচেয়ে বড় দান নাকি শান্তি সংস্থাপন—Pax Britannica. আমরা শুনিয়া শুনিয়া এই কথায় বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু ইংরাজেরা ভারতে যাহা স্থাপন করিয়াছে তাহা শান্তি না সন্নিপাতের লক্ষণ ? (বাহ্যত উভয়ের রূপ একই)। আইনের পাশে আমরা চারিদিক দিয়া বাঁধা। এই কঠিন বাঁধনের চাপে আমরা আসন্ন মৃত্যুর পূর্বে হাঁপাইতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগের সে মুক্তি কোথায়—সে আনন্দ কোথায় ? সুদূর পল্লীগ্রামে যাও—হিমাদ্রিশিখরে আরোহণ কর—তরঙ্গসঙ্কুল ভারত সাগরে পাড়ি দাও—গভীর অরণ্যে প্রবেশ কর—যেখানে যাও না কেন দেখিবে কৃতান্ত সদৃশ ব্রিটিশ রাজপ্রহরী আইনের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। সমগ্র ভারতবর্ষে এক হাত প্রস্ত একখণ্ড জমিও নাই যেখানে এই আইনের চাপ নাই অথবা এই প্রহরীর গতিবিধি নাই। কই প্রাগ্‌ব্রিটিশ যুগে তো এমন ছিল না। আমাদের হাতে অস্ত্র থাকিলে আমরা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও মারামারি করিব তাই আমাদেরই কল্যাণের জন্য গভর্মেন্ট আমাদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছে —তাই আমরা বন্দুকের আওয়াজে চমকাইয়া উঠি—ছোরা হস্তে চোর প্রবেশ করিলে মূর্ছা যাই এবং বাড়িতে ডাকাত পড়িলে স্ত্রীলোকদিগকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় পলায়ন করি। লাঠি খেলা ও কুস্তী করা আমরা পুলিশের ভয়ে অথবা ভদ্রতার চাপে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। সমাজের মধ্যে যাহারা শৌর্যবীর্যসম্পন্ন, নির্ভীকচিত্ত ও নিঃস্বার্থপ্রাণ—তাহাদের জন্য গুণ্ডামি ব্যতীত অন্য কোন পন্থা এখন আর খোলা নাই। যেসব গুণের দ্বারা মানুষ যুদ্ধে জয়ী হয়, জাতিকে নূতন আদর্শ দিয়া যায় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে—সেসব গুণ স্বজাতীয়দের মধ্যে পাইয়াও আমরা কোন কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। বস্তুত এই মরণের শান্তির ফলে আজ ভারতবাসী এত শক্তিহীন ও নিরুদ্যম। আজ ভারতবাসী ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলেও রাজ্য অথবা খণ্ডরাজ্য স্বীয় বাহু ও বুদ্ধিবলে স্থাপন করিতে পারে না। সেরূপ প্রয়াস করিলে বসুন্ধরা ভোগ না করিয়া তাহাকে কারাভোগ করিতে হইবে। জীবনে এখন উন্নতি হয় ক্লীবত্বসম্পন্ন দাসত্বপরায়ণ নিরীহ লোকেদের। ফলে জীবনে আজ আমাদের সুখ নাই। সকলরকম আগ্রহ বা **interest** আমরা হারাইয়াছি। জীবনে আর **romance** নাই—অভাবনীয় ঘটনার সম্ভাবনা নাই—আজ কেবল একটা প্রকাণ্ড নীরস গদ্য।

১১/৫/২৬

[দেশবন্ধুর জীবনচরিত লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে লিখিত]

মান্দালয় জেল
২০-২-২৬

জনসাধারণের পাঠের জন্য স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখার মত সাহস আমার নাই। কখনও হইবে কি না জানি না। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ এত গভীর রকমের ছিল যে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহারও নিকট তাঁহার বিষয় কিছুই বলিতে ইচ্ছা হয় না। অধিকন্তু তিনি এত বড় ছিলেন এবং আমার হিসাবে আমি এত ক্ষুদ্র যে আমার সর্বদা মনে হয় যে, তাঁহার প্রতিভা কত সর্বতোমুখী, হৃদয় কিরূপ উদার ও চরিত্র কত মহান্ ছিল তাহা আজ পর্যন্ত সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। এরূপ অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, ক্ষীণ চিন্তাশক্তি ও দীন ভাষার সাহায্যে সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। তবে ইচ্ছা ও সামর্থ্য না থাকিলেও বন্ধুর অনুরোধে অনেক কাজ এ জীবনে করিতে হয়—তাই আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে আমার এই প্রয়াস। দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষভাবে যতটুকু জানি এবং গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণের দ্বারা তাঁহার জীবনের ও তাঁহার পুণ্যময় কর্মের গূঢ় অর্থ আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা লিখিতে গেলেও একটি পুস্তক হইয়া পড়িবে। অত কথা লিখিবার মত ক্ষমতা বা মনের অবস্থা আমার নাই, এই জন্য বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমি মাত্র কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

দেশবন্ধুর বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের সকল কথা আমি অবগত নই। জীবনচরিতের মধ্যে যে সব কথা আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় আমি জানি না। তাঁহার জীবনের মাত্র তিন বৎসর কাল আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম এবং অনুচর হইয়া তাঁহার কাজ করিয়াছিলাম। এই সময়ের মধ্যেও চেষ্টা করিলে তাঁহার নিকট অনেক কিছু শিখিতে পারিতাম, কিন্তু চোখ থাকিতে কি আমরা চোখের মূল্য বুঝি ? বিশেষত দেশবন্ধু সম্বন্ধে আমার ধারণা ও বিশ্বাস ছিল যে, তিনি অন্তত আরও কয়েক বৎসর জীবিত থাকিবেন এবং তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তিনি মর্তলোকের কর্মভূমি হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন না। দেশবন্ধু নিজের কোষ্ঠীকে খুব বিশ্বাস করিতেন। আমি অবিশ্বাসী হইলেও তাঁহার বিশ্বাস যে আমার মনের উপর সংক্রামক প্রভাব বিস্তার করে নাই, এ-কথা বলিতে পারি না। আমার যতদূর স্মরণ আছে তিনি বহুবার আমায় বলিয়াছেন যে, সমুদ্রপারে দুই বৎসর কারাবাস তাঁহার ভাগ্যে জুটিবে। কারাবাসের অবসানে তিনি সসম্মানে প্রত্যাবর্তন করিবেন ; কর্তৃপক্ষের সহিত মিটমাট হইবে এবং তিনি রাজসম্মানে ভূষিত হইবেন ; তারপর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিবে। সে সময়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার সহিত সমুদ্রপারে যাইতে আমিও প্রস্তুত। সত্য কথা বলিতে কি, সমুদ্রপারে আসার পর তাঁহার কোষ্ঠীর কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে সর্বদা আশঙ্কা হইত—পাছে তাঁহাকেও আসিতে হয়, কিন্তু সে দুর্ভাগ্য অপেক্ষা শতগুণে দারুণ দুর্ভাগ্য বাঙ্গলার, তথা ভারতের ভাগ্যে ঘটিল।

★ ★ ★

দেশবন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। আরোগ্য লাভের জন্য এবং বিশ্রাম পাইবার ভরসায় তিনি সিমলা পাহাড়ে গিয়াছিলেন, আমাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সিমলা হইতে রওনা হইয়া কলিকাতায় আসেন। আমাকে দেখিতে তিনি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দুইবার আসেন এবং আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয় আমার বহরমপুর জেলে বদলী হইবার পূর্বে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে আমি তাঁহার পায়ের ধুলো লইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় অনেক দিন দেখা হইবে না।" তিনি তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহের সহিত বলিলেন, "না, আমি তোমাদের শিগ্‌গির খালাস করে

আনছি।" হায়, তখন কে জানিত যে, ইহজীবনে আর তাঁহার দর্শন পাইব না ? সেই সাক্ষাতের প্রত্যেক ঘটনাটি, প্রত্যেক দৃশ্যটি, প্রত্যেক ভাষাটি পর্যন্ত আমার মানসপটে চিত্রের ন্যায় আজও অঙ্কিত আছে এবং বোধ করি, চিরকাল অঙ্কিত থাকিবে। তাঁহার সেই শেষ স্মৃতিটুকু আমার প্রাণের সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় অলৌকিক প্রভাবেব গূঢ় কারণ কি, অনেকে এ প্রশ্নের সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার ভাবের একটি কারণ নির্দেশ করিতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে ; সুতরাং তাঁহার ভালবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিত না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণত ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। কত বিভিন্ন রকমের লোক তাঁহার হৃদয়ের টানে নিকটে আসিত এবং জীবনের কত ক্ষেত্রে এই নিমিত্ত তাঁহার প্রভাব ছিল ! সমুদ্রে প্রকাণ্ড ঘূর্ণাবর্তের ন্যায় এই বিপুল জনসমাজে তিনি চারিদিক হইতে সকল প্রাণকে আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন এরূপ কত দৃষ্টান্ত এখন চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। যাঁহারা তাঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট মাথা নত করেন নাই, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়েন নাই, বিক্রমের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন নাই, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাঁহারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। আর তাঁহার সহকর্মীরা ছিলেন তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি তাঁহাদের উপকার অথবা মঙ্গলের জন্য কি না করিতে প্রস্তুত ছিলেন ? জীবন না দিলে জীবন পাওয়া যায় না—এ-কথা একশো বার সত্য। দেশবন্ধুর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহার অনুচরবর্গ এবং তাঁহার সহকর্মীগণ তাঁহার আদেশে কি না করিতে পারেন ? কোনও ত্যাগ, কোনও কষ্ট, কোনও পরিশ্রম কি তাহাদের বিচলিত করিতে পারিত ? অবশ্য জীবনদানের পরীক্ষা কোনও দিন হয় নাই—কিন্তু সে কথা বাদ দিলে* বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার অনুচরবর্গ তাঁহার কাজ করিতে গিয়া সানন্দে সকলপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছিল এবং তাহাতে গৌরব অনুভব করিয়াছিল। দেশবন্ধুও জানিতেন যে, তাঁহার অহিংসা-সংগ্রামে তাঁহার এমন কতকগুলি সৈনিক আছে যাহাদের উপর তিনি সর্বাবস্থায় নির্ভর করিতে পারেন। আজ আমি গর্বের সহিত বলিতে পারি দেশবন্ধুর পুণ্যজীবনের শেষদিবস পর্যন্ত তাঁহার শান্তিসেনা অটল অচলভাবে সকল বিপদ তুচ্ছ করিয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে দেশবন্ধুর সুসংযত,কর্তব্যপরায়ণ,নির্ভীক অনুচরবৃন্দকে দেখিয়া অনেক তথাকথিত জননায়ক ঈর্ষাপরায়ণ হইতেন, তাঁহারাও হয়তো মনে মনে ঐরূপ অনুচরবর্গ পাইতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। সহকর্মী বা অনুচরকে ভাল না বাসিতে পারিলে বিনিময়ে তাহার প্রাণ পাওয়া যায় না। সাধারণ সাংসারিক জীবের ন্যায় দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁহার বাড়ি সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বত্র—এমন কি তাঁহার শয়নপ্রকোষ্ঠেও সকলের গতিবিধি ছিল। তাঁহার অন্তরের এবং বাহিরের সম্পদের উপর সকলের দাবি ছিল। তিনি তাঁহার অনুচরবৃন্দকে যে শুধু ভালবাসিতেন তাহা নয়, তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা সহিতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁহার একজন নিকট-আত্মীয় তাঁহার কোনও সহকর্মীর দোষ ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "I hate him"—আমি তাকে ঘৃণা করি। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আমার মুস্কিল এই যে আমি তাকে ঘৃণা করিতে পারি না।" ইহা ব্যতীত বহিরঙ্গ লোকদের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে অনেক ঝগড়া-বিবাদ করিতে হইত। এইরূপ বিবাদের সময় আমি স্বয়ং কয়েকবার উপস্থিত ছিলাম এবং আমি লক্ষ্য করিয়াছি তাঁহার অনুচরবর্গের প্রতি তাঁহার কত গভীর বেদনা, তাহাদিগকে সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার কত লাঞ্ছনা !

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন না তাঁহারা দেশবন্ধুর সঙ্ঘ গঠনের অপূর্ব শক্তি দেখিয়া বিমোহিত হইতেন—হইবারও কথা। কারণ দেশবন্ধু যাহা দেখাইয়া গেলেন তাহা ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন ! আমি এস্থলে নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, তিনি যে পর্বতের

---

* তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে ও কংগ্রেসের কাজ করিতে করিতে কয়েকজনের দেহত্যাগও ঘটিয়াছিল।

ন্যায় অটল সঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন তাহার মূলে ছিল নায়ক ও অনুচরবর্গের মধ্যে প্রাণের সংযোগ। ইহা ব্যতীত দোষ-গুণ-নির্বিশেষে, ভালবাসিবার ক্ষমতার সাহায্যে এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন পন্থী ও রুচির লোকদিগকে একত্র চালাইতে পারিতেন। তাঁহার দলের অন্তর্ভুক্ত নহেন অথবা তাঁহার মত পোষণ করেন না এরূপ বহুলোক গোপনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

অনেক তথাকথিত জননায়ক স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, দেশবন্ধুর অনুচরবর্গ বা সহকর্মীগণ দাসত্বপরায়ণ ছিলেন। দেশবন্ধুর মন্ত্রণাগৃহে যাঁহারা কখনও উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এ-কথা আদৌ সমর্থন করিবেন বলিয়া আমার মনে হয় না। আলোচনা ও পরামর্শের সময়ে যাহারা নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিল, তাহাদিগকে আমি কি করিয়া দাসত্বপরায়ণ বলি ? অধিকন্তু আলোচনার সময় নায়কের সহিত অনুচরবর্গের প্রায়ই তুমুল ঝগড়া হইত, দেশবন্ধু আলোচনার সময় কখনও কখনও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন বটে, কিন্তু স্পষ্টবাদীর উপর তিনি কোনও দিন মনে বিরক্ত হইতেন না। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল যে, যাহারা বেশি আপত্তি তুলিত তাহাদের কথা তিনি বেশি শুনিতেন। তবে এ কথা সত্য যে, মতভেদ হইলেও তাঁহার অনুচরেরা অসংযত বা উচ্ছৃঙ্খল হইত না অথবা নেতার উপর আক্রোশবশত প্রকাশ্যে গালাগালি করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিত না। দেশবন্ধুর সঙ্ঘের প্রধান নিয়ম ছিল সংযম ও শৃঙ্খলা। পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিতে পারে কিন্তু ভোটের দ্বারা একবার কর্তব্য স্থির হইয়া গেলে সেই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। সঙ্ঘের নিয়মানুবর্তী হওয়ার শিক্ষা এই পবিত্র ভারতভূমিতে নূতন নয়। ২৫০০ বৎসর পূর্বে ভগবান বুদ্ধ সর্বপ্রথমে ভারতবাসীকে এই শিক্ষা দিয়া থাকেন—

(ব্রহ্ম ভাষায়)

বৌঢান্দরণ গিম্‌সামি (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি)
ঢম্মান্দরণ গিম্‌সামি (ধম্মং শরণং গচ্ছামি)
তঙ্গান্দরণ গিম্‌সামি (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)

বস্তুত, কি ধর্মপ্রচার, কি স্বদেশ-সেবা—সঙ্ঘ ও সঙ্ঘানুবর্তিতা ভিন্ন কোনও মহান্ কাজ এ জগতে সম্ভব নয়।

আর একটি অভিযোগ আমি শুনিয়াছি—রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া দেশবন্ধুকে নাকি শিক্ষাদীক্ষা হিসাবে নিম্নস্তরের লোকদিগের সাহচর্য করিতে হইত। ১৯২১ খৃস্টাব্দ হইতে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস পর্যন্ত যে সকল কর্মীর সংস্পর্শে দেশবন্ধু আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতেন কি না আমি জানি না। কথাবার্তায় তিনি সেরূপ ভাব কখনও প্রকাশ করেন নাই। হইতে পারে যে, তাঁহার পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না বলিয়া এবং তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়বশত তিনি অন্তরের ভাব গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁহার কারামুক্তির পর কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদানের জন্য সভা করেন। অভিনন্দনপত্রে দেশবন্ধুর গুণগ্রামের উল্লেখ ছিল এবং দেশের জন্য তিনি কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহারও বর্ণনা ছিল। তরুণের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য যখন তাঁহার নিকট নিবেদিত হইল তখন দেশবন্ধুর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ছিলেন চির-নবীন চির-তরুণ ; তাই তরুণের বাণী তাঁহার মরমে গিয়া আঘাত করিত। তিনি যখন সভায় অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিবার জন্য উঠিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভাবের জোয়ার ছুটিতেছে ! নিজের ত্যাগ ও কষ্টের কথা তুচ্ছ করিয়া তিনি বাংলার তরুণ সম্প্রদায়ের ত্যাগের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বেশিদূর বলিতে পারিলেন না। উচ্ছ্বসিত ভাবরাশি তাঁহার কণ্ঠরোধ করিল। নির্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, দুই গণ্ড বহিয়া পবিত্র অশ্রুবারি ঝরিতে লাগিল। তরুণের রাজা কাঁদিলেন, তরুণেরাও কাঁদিল।

যাহাদের জন্য তাঁহার এত সমবেদনা, যাহাদের প্রতি তাঁহার এত ভালবাসা তাহাদিগকে তিনি কি করিয়া নিম্নস্তরের লোক বলিয়া মনে করিতে পারেন তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না।

অবশ্য যাঁহারা দেশবন্ধুর কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি অথবা আভিজাত্যের গর্ব নাই। আশা করি বিনয়রূপ পরম সম্পদ তাঁহারা কোনও দিন হারাইবেন না।

দেশবন্ধুর শেষ পত্র আমি পাই পাটনা হইতে, সে পত্র আজ সুদূর ব্রহ্মদেশে আমার নিকট তাঁহার অমূল্য শেষ স্মৃতি-চিহ্ন। তাঁহার সহকর্মী ও অনুচরদের গ্রেপ্তারের পর তিনি যেরূপ যন্ত্রণায় কালক্ষেপ করিতেছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন সেই পত্রে ছিল। সে যন্ত্রণা যে কত তীব্র তা শুধু তিনিই বুঝিতে পারেন যিনি তাঁহার প্রাণের পরিচয় পাইয়াছেন।

১৯২১ ও ১৯২২ খৃস্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত আটমাস কাল কারাগারে কাটাইবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তন্মধ্যে দুই মাস কাল আমরা পাশাপাশি "সেলে" (ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে) প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলাম এবং বাকী ছয় মাস কাল আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একটি বড় ঘরে ছিলাম। এই সময়ে তাঁহার সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁহার একবেলার রান্নাও আমাদিগকে করিতে হইত। গভর্নমেন্টের কৃপায় আমি যে আট মাস কাল তাঁহার সেবা করিবার অধিকার ও সুযোগ পাইয়াছিলাম—ইহা আমার পক্ষে চরম গৌরবের বিষয়। ১৯২১ খৃঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বে আমি মাত্র ৩/৪ মাস কাল তাঁহার অধীনে কাজ করিয়াছিলাম। সুতরাং সেই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ভাল রকম বুঝিবার সুবিধা আমার হয় নাই। তারপর যখন আট মাস কাল একত্র বাস করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল তখন খাঁটি মানুষকে আমি চিনিতে পারিলাম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে **'familiarity breeds contempt'**—বেশি ঘনিষ্ঠতা হইলে নাকি অশ্রদ্ধা জন্মায়, কিন্তু দেশবন্ধু সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, ঘনিষ্ঠতার ফলে তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়াছে। এ-কথা বোধ হয় অন্যান্য সকলেই সমর্থন করিবেন।

দেশবন্ধু যে সহজ ও অনাবিল রসিকতার অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিলেন এ-কথা আমি জেলখানায় ভাল রকম বুঝিতে পারি। কত রকমের রসিকতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন সকলকে আমোদিত করিয়া রাখিতেন! প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের পাহারার জন্য সঙ্গীনধারী গুর্খা সৈনিক নিযুক্ত হইয়াছিল। একদিন সকালে উঠিয়া তিনি দেখিলেন গুর্খা সৈনিকের পরিবর্তে একজন রুলধারী হিন্দুস্থানী সিপাহী উপস্থিত। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুভাষচন্দ্র, শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশী: আমরা কি এতই নিরীহ!" তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া অথবা ভাবিয়া চিন্তিয়া, রসিকতা করিতে হইত না। পর্বত-নির্ঝরিণীর ন্যায় তাঁহার রসিকতা আপনার প্রেরণায় আপনি ছুটিত। আমি তাঁহার এই গুণের বিশেষ উল্লেখ করিলাম তার কারণ এই যে, জাতি হিসাবে আধুনিক বাঙ্গালীর মধ্যে রসের বোধ কিছু কম। আমি অন্যান্য বিদেশীয় জাতিদের সহিত তুলনা করিয়া এ-কথা বলিতেছি; হইতে পারে ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা এখনও বাঙ্গালীর রসবোধ বেশি।

রসবোধ থাকিলে মানুষ প্রতিকূল ঘটনার আঘাতে সহজে কাতর হয় না, সর্বাবস্থায়ই মজা লুটিতে পারে। জেলখানার একঘেয়ে জীবনের আবর্তে পড়িলে এ-কথার সত্যতা হাড়ে হাড়ে বুঝা যায়। দেশবন্ধুর রসিকতা এত সহজ ও অনাবিল ছিল যে, বয়সের তারতম্য অথবা আমাদের সম্বন্ধের দরুন আমরা কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করিতাম না।

ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল এবং ইংরাজ কবিদের মধ্যে তিনি ব্রাউনিং-এর অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। ব্রাউনিং-এর অনেক কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তথাপি কারাগৃহে ব্রাউনিং-এর কবিতাগুলি তিনি বারংবার পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। দৈনন্দিন কথাবার্তা ও রসিকতার মধ্যে তিনি সাহিত্য হইতে এত কথা উদ্ধার করিতেন যে, নিজে ভাষ্য করিয়া না দিলে আমার পক্ষে সময়ে সময়ে রসবোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিত। তিনি মানুষের নাম ভাল মনে রাখিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে যে তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে সাহিত্যের অবতারণা করিয়া তিনি যেরূপ সাহিত্যকে সজীব করিয়া সর্বসাধারণের উপভোগের বস্তু করিতে পারিতেন, এরূপ আর কয়জন সাহিত্যিক করিতে পারিতেন বা পারেন, তাহা আমি বলিতে পারি না।

তাঁহার কোনও আত্মীয়ের জন্য দেশবন্ধু একসময়ে শতকরা ৯৲ সুদ হিসাবে দশ হাজার টাকা ধার করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা শোধ দিতে পারেন নাই বলিয়া উত্তমর্ণের এটর্নি খত পরিবর্তন করিবার জন্য তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দেশবন্ধু তখন আলিপুর জেলে এবং আমরা তাঁহার নিকটেই। তাঁহার পুত্র চিররঞ্জনও সেখানে ছিলেন; তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, এই ঋণের কথা পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ ইতিপূর্বে জানিতেন না। যে আত্মীয়ের জন্য টাকা

ধার করা হইয়াছিল, খত পরিবর্তনের সময়ে তিনি লক্ষপতি। কিন্তু দেশবন্ধু দ্বিরুক্তি না করিয়া নূতন খতে দস্তখত করিয়া দিলেন। স্ত্রী, পুত্র কিংবা অন্য কোন আত্মীয়কে না জানাইয়া এইরূপ ঋণ করিয়া তিনি অপরের সাহায্য করিয়া দিতেন।

দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জলগ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে। এই জাতীয় কোন ভদ্রলোক এক সময়ে দুই শত টাকার দাবি লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলেন—আমার তহবিলে মাত্র ছয় শত টাকা আছে, আমি কি করিয়া দুই শত টাকা দিই। ভদ্রলোকটি জিদ করিলেন—তিনিও বিলম্ব না করিয়া দুই শত টাকা তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিলেন। এই ব্যাপারটা দেশবন্ধুর কারামুক্তির পর ঘটিয়াছিল।

যে আট মাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার শত্রু অনেক ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমন কি প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

কারাগারে দেশবন্ধু অধিকাংশ সময়ে অধ্যয়নে নিরত থাকিতেন। ভারতের জাতীয়তা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক অনেক নূতন পুস্তক আনাইয়াছিলেন। প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়া তিনি পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্কীর্ণতার দরুন তিনি জেলখানায় থাকিতে পুস্তক সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে পুনর্বার কর্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইল বলিয়া তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারেন নাই। সে সময়ে রাজনীতি ও জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার অনেক আলোচনা হইয়াছিল। তিনি কি রাজনীতি, কি অর্থনীতি, কি ধর্মনীতি—জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই মতের অনুকরণ বা অনুসরণ পছন্দ করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতের জাতীয়তা শিক্ষা ও জাতির প্রয়োজন হইতে আমাদের সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ও দর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ হইবে। এই জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রাম বা বিবাদ পছন্দ করিতেন না এবং তিনি এ বিষয়ে কার্ল মার্কসের বিরোধী ছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁহার আশা ছিল যে, ভারতের সকল ধর্ম-সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে চুক্তিপত্রের (pact) সাহায্যে সকল বিবাদ দূর হইবে এবং জাতি-ধর্ম-শ্রেণী-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী স্বরাজ আন্দোলনে যোগদান করিবে। অনেকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেন যে, চুক্তিপত্রের সাহায্যে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হইতে পারে না, কারণ উহা সমবেদনা ও সহানুভূতির উপর নির্ভর করে, দর কষাকষির উপর নির্ভর করে না। দেশবন্ধু ইহার উত্তরে বলিতেন যে, আপসে মিটমাট না করিয়া লইতে পারিলে মানুষ একদিনও এ সংসারে বাঁচিতে পারে না এবং মনুষ্য-সমাজও একদিনও টিকিতে পারে না। কি পরিবারে, কি বন্ধুমহলে, কি সমাজ-জীবনে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে জীবনের প্রতি মুহূর্তে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে আপসে মিটমাট সাধিত না হইলে মানুষের পক্ষে একত্র বাস করাই অসম্ভব। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে শুধু চুক্তিপত্রের উপর, তাহার মধ্যে ভালবাসার নাম গন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারতের হিন্দু জননায়কদের মধ্যে দেশবন্ধুর মত ইসলামের এত বড় বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না—অথচ সেই দেশবন্ধুই তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মকে এত ভালবাসিতেন যে, তার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন অথচ তাঁর মনের মধ্যে গোঁড়ামি আদৌ ছিল না। এই জন্য তিনি ইসলামকে ভালবাসিতে পারিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়জন হিন্দু-নায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা মুসলমানকে আদৌ ঘৃণা করেন না? কয়জন মুসলমান জননায়ক বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন তাঁহারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না? দেশবন্ধু ধর্মমত হিসাবে বৈষ্ণব ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বুকের মধ্যে সকল ধর্মের লোকের স্থান ছিল। চুক্তিপত্রের দ্বারা বিবাদ ভঞ্জন হইলেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না যে, শুধু তাঁহারই দ্বারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা জাগরিত হইবে। তাই তিনি শিক্ষার (culture) দিক দিয়া হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেন। হিন্দু শিক্ষা ও ইসলামীয় শিক্ষার (culture) মধ্যে কোথাও মিল

পাওয়া যায় এ বিষয়ে কারাগারে মৌলানা আক্রাম খাঁর সহিত তাঁহার প্রায়ই আলোচনা হইত। আমার যতদূর স্মরণ আছে হিন্দু-মুসলমানের "শিক্ষার মিলনের" বিষয়ে মৌলানা সাহেব পুস্তক বা প্রবন্ধ লিখিতে রাজী হইয়াছিলেন।

ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য, এ-কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন প্রথম শ্রেণীর আর কোন নেতা সেরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। "স্বরাজ জনসাধারণের জন্য" এ-কথা পৃথিবীতে নূতন নয়। ইউরোপে বহুকাল পূর্বেও এই মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এ-কথা নূতন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারতে' প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শুনা যায় নাই।

তাঁহার কারামুক্তির পর হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত দেশবন্ধু যে সব কথা প্রচার করিয়াছিলেন সে সব বিষয়ে তিনি তাঁহার কারাবাসের সময়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে সে সকল বিষয়ে আমাদের সহিত আলোচনা হইত। কাউন্সিল প্রবেশের কথা তিনি সেখানেই স্থির করিয়াছিলেন এবং বহু তর্কের পর আমরা তাঁহার পক্ষ সমর্থন করি। কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব লইয়া তখন জেলখানার মধ্যে খুব দলাদলিও হইয়াছিল। দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্পও আমরা সকলে জেলখানায় করি। তবে দুঃখের বিষয়, তাঁহার কতকগুলি মহৎ সঙ্কল্প আজও কাজে পরিণত হয় নাই।

জেলখানার আর একটি ঘটনার উল্লেখ আমি এস্থলে না করিয়া পারি না—কয়েদীর প্রতি তাঁহার ভালবাসা। আমরা যে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেল হইতে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হই, সে সময়ে আলিপুর জেলে আমাদের ওয়ার্ডে (ward) মথুর নামে একজন কয়েদী কাজ করিত। জেলের ভাষায় যাহাকে বলে "পুরানো চোর", মথুর তাহাই ছিল। তাহাকে বোধ হয় চোর বলিলে অন্যায় হয়, সে ছিল ডাকাত। আট দশ বার সে জেলখানায় ঘুরিয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ডাকাতদের ন্যায়ই তাহার অন্তঃকরণ ছিল খুব সরল। কিছুদিন কাজকর্ম করিবার পর দেশবন্ধুর উপর মথুরের ভক্তি ও ভালবাসা জন্মিল—সে তাঁহাকে "বাবা" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। মথুরের প্রতিও দেশবন্ধুর সমবেদনা ও ভালবাসা জাগরিত হইল। ক্রমশ সে আমাদের সকলের প্রতিও আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। রাত্রে অথবা দিনের বেলায় তাঁহার পা টিপিবার সময়ে মথুর তাহার জীবনের সকল ইতিহাস তাঁহাকে বলিত। মুক্তির সময় নিকটবর্তী হইলে দেশবন্ধু তাহাকে বলিলেন যে, তাহার খালাসের পর তিনি তাহাকে নিজের বাড়িতে রাখিবেন, যেন সে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পুনরায় ডাকাতিতে মন না দেয়। মথুরও এই প্রস্তাবে যারপরনাই আনন্দিত হইল এবং সে সঙ্কল্প করিল যে, অতঃপর সে অসৎ কাজ ও অসৎ সঙ্গ ছাড়িয়া দিবে।

মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠাইয়া তাহাকে জেলখানা হইতে নিজের বাড়িতে লইয়া আসেন। তারপর প্রায় তিন বৎসর কাল মথুর তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পরিচারক হইয়া সে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াছে। দাগী চোর বলিয়া থানার পুলিশ কিছু কাল তার পশ্চাতে ঘুরিয়াছিল—তারপরে যখন দেখিল সে বাস্তবিকই দেশবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল। জমাদার তাহাকে দেখিলে প্রায়ই বলিত, "তুই বেটা মানুষ হয়ে গেলি !" আমার খুব ভরসা ছিল মথুরের আর পতন হইবে না, কিন্তু দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর পত্রদ্বারা যখন মথুরের খবর পাইলাম তখন শুনিলাম সে ইতিপূর্বে তাঁহার দার্জিলিং বাসের সময় রসা রোডের বাড়ি হইতে অনেকগুলি রূপার জিনিসপত্র লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এ অদ্ভুত কথা শুনিয়া আমার Les Miserable-এর কথা মনে পড়িল। আমার এখনও বিশ্বাস যে, মথুর তাঁর সঙ্গে থাকিলে তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবের দরুন লোভের বশীভূত হইত না। ক্ষণিক দুর্বলতার বশে সে চুরি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, তবে আমার বিশ্বাস যে তিনি জীবিত থাকিলে সে কোন দিন কাঁদিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িত। এখন তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা ভগবানই জানেন।

মানুষ একাধারে কি করিয়া বড় ব্যারিস্টার, উদার-প্রেমিক, পরম-বৈষ্ণব, চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও দিগ্বিজয়ী বীর হইতে পারে—এ প্রশ্ন স্বভাবত সকলের মনে উদয় হয়। আমি নৃতত্ত্ববিদ্যার সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছি—কৃতকার্য হইয়াছি কি না জানি না। আর্য,

দ্রাবিড় ও মঙ্গোল এই তিনটি জাতির রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি। প্রত্যেক জাতির মধ্যে কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে, সুতরাং রক্তের সংমিশ্রণ হইলে গুণের সংমিশ্রণও হইয়া থাকে! রক্ত-মিশ্রণের ফলেই বাঙ্গালীর প্রতিভা এমন সর্বতোমুখী এবং বাঙ্গালীর জীবন এত বৈচিত্র্যপূর্ণ, আর্যের ধর্মপ্রবণতা ও আদর্শবাদ, দ্রাবিড়ের কলাবিদ্যা ও ভক্তিমত্তা এবং মঙ্গোলের বুদ্ধিকৌশল, অনুচিকীর্ষা ও বাস্তববাদ বাঙ্গলার সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। বাঙ্গালী যে একসঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও ভাবুক, মায়াবাদবিদ্বেষী ও আদর্শবাদী, অনুকরণপ্রিয় ও সৃষ্টিক্ষম তাহা এই রক্তমিশ্রণের ফল। যে জাতির রক্ত কাহারও ধমনীতে প্রবাহিত হয় সে জাতির গুণ ও শিক্ষা (culture) জন্মের সময়ে সংস্কাররূপে তাহার চিত্তের মধ্যে স্থান পায়। বাঙ্গালী যেরূপ এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে বাঙ্গলার শিক্ষাও (culture) তদ্রূপ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাস ও সাহিত্যের সহিত যাঁহার পরিচয় আছে, তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, বাঙ্গলার সভ্যতা আর্য-সভ্যতা হইলেও তাহা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। স্বামী দয়ানন্দ উত্তরভারত জয় করিয়া আর্যসমাজ আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছিলেন কিন্তু তিনি বাঙ্গলা দেশে আমল পাইলেন না কেন? আর কালীর ভক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে সহস্র সহস্র শিক্ষিত বাঙ্গালী কেন এত ভক্তি করে বা অনুকরণ করে? বাঙ্গলায় দায়ভাগের প্রচলন কেন? বৌদ্ধধর্ম সর্বত্র বিতাড়িত হইলে অবশেষে বাঙ্গলা দেশে কেন শেষ আশ্রয় পাইল? বাঙ্গলা দেশে কেন নব্যন্যায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল? বাঙ্গলা শঙ্করের মায়াবাদ গ্রহণ করে নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম বাঙ্গলা দেশ হইতে বিতাড়িত হইলে শঙ্করের মায়াবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের কেন সৃষ্টি হইল? এই সব প্রশ্ন তুলিলেই বুঝা যাইবে যে, বাঙ্গালীর শিক্ষাদীক্ষার একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গলার শিক্ষার মধ্যে প্রধানত তিনটি ধারা দেখিতে পাওয়া যায়—(১) তন্ত্র, (২) বৈষ্ণব ধর্ম (৩) নব্যন্যায় ও রঘুনন্দনের স্মৃতি। ন্যায় ও স্মৃতির দিক দিয়া আর্যাবর্তের সহিত বাঙ্গলার নাড়ীর সংযোগ আছে। বৈষ্ণবধর্মের দিক দিয়া দাক্ষিণাত্যের সহিত বাঙ্গলার প্রাণের সংযোগ আছে। তন্ত্রের দিক দিয়া তিব্বতীয়, ব্রহ্মদেশীয় ও হিমালয় প্রান্তবাসী জাতিদের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ আছে।

ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন বাঙ্গালীকে তার্কিক ও নৈয়ায়িক-প্রকৃতি করিয়াছে। এই প্রকৃতি দেশবন্ধুর চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে বড় ব্যারিস্টার করিয়া তুলিয়াছিল। কি নৈয়ায়িক, কি ব্যবহারজীবী উভয়েরই চুল-চেরা তর্ক লইয়া কারবার। দেশবন্ধু প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না—তবে পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। খুব বড় নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ন্যায় তিনি চুল-চেরা তর্ক করিতে পারিতেন এবং অবিরাম বাক্যস্রোতের দ্বারা শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে বড় নৈয়ায়িক হইতেন যে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নিরস বেদান্তের ভিতর দিয়া প্রেমমার্গে লইয়া গিয়াছিল, দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্ন্যাসীর মত হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য; ব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয়। অতএব ভগবানকে পাইতে হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এ সব বর্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ভগবানের লীলা অনন্ত; সে লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বহির্জগতে নয়, মানুষের অন্তরেও। মনুষ্য-হৃদয় নিত্যবৃন্দাবন, সেই বৃন্দাবনে জীবের সহিত ভগবানের, রাধার সহিত কৃষ্ণের অনন্ত লীলা চলিয়াছে। তিনি রসময়: তাই সকল রসের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাইতে হইবে। এরূপ মত যিনি পোষণ করেন তিনি যে নেতিমার্গ হইতে পারেন না—এ-কথা বলা বাহুল্য। বস্তুত দেশবন্ধু বিশ্বসংসারকে, তথা মনুষ্য জীবনকে, পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সাহায্যে যে জীবনের সকল প্রকার বিরোধ দূর হইয়া যায় এবং সর্বত্র সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়—এ কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন। তাই বৈষ্ণব-ধর্ম হইয়াছিল তাঁহার জীবনের শেষ আশ্রয়। তিনি কথাবার্তায় এবং বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম—এ সব আলাদা করিয়া দেখিলে চলিবে না, পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে এবং একটিকেও বাদ দিলে জীবন পূর্ণ

হইবে না।

যে দার্শনিকতত্ত্ব তাঁহার ধর্মরাজ্যের সকল বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছিল তাহার বাস্তবরূপ প্রেমের মধ্য দিয়া তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে সামঞ্জস্য (synthesis) লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্মক্ষেত্রে ভিন্ন রুচি ও ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিতেন। তাঁহার নিজের মধ্যে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করিতে পারিতেন না।

জেলখানার আলোচনার মধ্যে তাঁহার নির্বিচার বদান্যতার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলিলে তিনি বলিতেন, "দেখ তোমরা মনে করিবে আমি নিতান্ত বোকা ; লোকে আমাকে ঠকিয়ে টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু আমি সব বুঝতে পারি, আমার কাজ দিয়ে যাওয়া, তাই আমি দিয়ে যাই। বিচার করবার ভার যাঁর উপর তিনি বিচার করবেন।"

যে তন্ত্রের উপদেশে বাঙ্গালী শক্তিপূজা শিখিয়াছে সেই তন্ত্রের প্রভাবে দেশবন্ধু অসাধারণ তেজস্বী বীর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু অবশ্য কোনও দিন তান্ত্রিক সাধনা করেন নাই, অন্তত করিয়াছিলেন বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু কুলাচার, বীরাচার, চক্রানুষ্ঠান প্রভৃতি সাধনা না করিলে যে শক্তিমান হওয়া যায় না—এ-কথা আমি স্বীকার করি না। তন্ত্রের সার কথা শক্তিপূজা। জগতের মূল সত্য আদ্যাশক্তি, যাহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সেই আদ্যাশক্তিকে সাধক মাতৃরূপে আরাধনা ও পূজা করিয়া থাকে ; বাঙ্গালীর উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব খুব বেশি বলিয়া বাঙ্গালী জাতিহিসাবে মায়ের অনুরক্ত এবং ভগবানকে মাতৃরূপে আরাধনা করিতে ভালবাসে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীরা (যথা ইহুদি, আরব, খৃস্টান) ভগবানকে পিতৃরূপে আরাধনা করিয়া থাকে। ভগিনী নিবেদিতার মতে যে সমাজে নারী অপেক্ষা পুরুষের প্রাধান্য, সেখানে ভগবানকে লোকে পিতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। অপর দিকে যে সমাজে পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রাধান্য, সেখানে লোকে ভগবানকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে শিখে। সে যাহা হউক, বাঙ্গালী যে ভগবানকে—শুধু ভগবানকে কেন, বাঙ্গলা দেশকে এবং ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে কল্পনা করিতে ভালবাসে—এ কথা সর্বজনবিদিত। দেশকে আমরা মাতৃভূমি কল্পনা করিয়া থাকি, মাতৃভূমির ইংরেজী তর্জমা—father land, আমরা অবশ্য mother land কথাটি চালাইয়া থাকি, কিন্তু ইংরেজী ভাষার দিক হইতে তাহা শুদ্ধ নয়।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখার মধ্যে মাতৃভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্।"

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাহিয়াছিলেন—

"যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"

এবং রবীন্দ্রনাথ যখন গাহিয়াছিলেন—

"ও আমার জন্মভূমি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।"

তখন তাঁহারা তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃরূপের প্রভাবই দেখাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু মাতৃরূপের অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক জীবনে তাঁহার মাতৃভক্তির কথা অনেকেই জানেন। আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতেন। বঙ্কিম-লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত তাঁহার মাতৃভক্তি কত গভীর। তাঁহার "নারায়ণ" পত্রিকায় বৈষ্ণব-ধর্ম সম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা হইত, শাক্ত ধর্মেরও সেইরূপ অনুশীলন হইত। দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যে কয়টি প্রবন্ধ "নারায়ণে" প্রকাশিত হইয়াছিল, সেগুলি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ।

দেশবন্ধুর ব্যবহারিক জীবনেও আমরা তন্ত্রের প্রভাব দেখিতে পাই। পারিবারিক জীবনে দেশবন্ধুর মাতৃভক্তির কথা অনেকে জানেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষায় ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় যে বিশ্বাস করিতেন, একথাও সর্বজনবিদিত। শঙ্করপন্থীদের উপদেশ "নারী নরকস্য দ্বারম্"—এ কথা

তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। বস্তুত চিন্তাজগতে ও কর্মজীবনে তন্ত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বাঙ্গলার সভ্যতা ও শিক্ষার সার সঙ্কলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যেরূপ মানুষের উদ্ভব হয় দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

তাঁহার গুণ বাঙ্গালীর গুণ, তাঁহার দোষ বাঙ্গালীর দোষ। তাঁহার জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব ছিল যে, তিনি বাঙ্গালী। তাই বাঙ্গালী জাতিও তাঁহাকে এত ভালবাসিত। তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালীর দোষগুণ লইয়াই বাঙ্গালী—বাঙ্গালী। কেহ বাঙ্গালীকে ভাবপ্রবণ বলিয়া ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করিলে তিনি ব্যথিত হইতেন—তিনি বলিতেন—আমরা ভাবপ্রবণ ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয়। তার জন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।

বাঙ্গলার যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙ্গলার প্রকৃতিরূপে, বাঙ্গলার সাহিত্যে, বাঙ্গলার গীতি-কবিতায়, বাঙ্গালীর চরিত্রে যে সে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে—এ কথা দেশবন্ধু যেরূপ জোরের সহিত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্বে সেরূপ আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না। অবশ্য এ ভাব তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ এই ভাবের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাহিত্য ও শিক্ষার দিক দিয়া যে বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন দেশবন্ধু তাহা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তথাপি আমি বলিতে বাধ্য, দেশবন্ধু যেরূপ গভীরভাবে এই চিন্তার ধারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, "নারায়ণ" পত্রিকার ভিতর দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে তিনি এই ভাবের প্রচারের জন্য এবং তদ্বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সহায়তার নিমিত্ত এত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী চিরকাল তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে পারি যে, বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি তাঁহার মুখের বাণী ও লেখা হইতে শিখিয়াছি।

মনুষ্য জাতির শিক্ষা (culture) এক, না বহু—এ প্রশ্ন অনেকে তুলিয়াছেন। কেহ বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে ভেদ নাই—শিক্ষা একই—তাঁহারা অদ্বৈতবাদী। অপরে বলেন, শিক্ষার মধ্যেও জাতি আছে, অতএব শিক্ষা বহু—তাঁহারা দ্বৈতবাদী। দেশবন্ধু কিন্তু ছিলেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। শিক্ষা বহু বটে, একও বটে। মূলত যদিও মনুষ্য জাতির শিক্ষা এক—তথাপি সেই একের বিকাশ বহুর মধ্য দিয়া, বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া। উদ্যানে যেরূপ নানাপ্রকার বৃক্ষ থাকে এবং সেই সকল বৃক্ষে বিভিন্ন রকমের ফুল ফুটিয়া থাকে, মানবসমাজের মধ্যেও তদ্রূপ নানাপ্রকার শিক্ষা (culture) বিকাশলাভ করে। এই সকল পুষ্প ও বৃক্ষ লইয়া যেরূপ একটা উদ্যানের সত্তা, বিভিন্ন শিক্ষার সমাবেশ সেরূপ মনুষ্য জাতির শিক্ষা। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ শিক্ষার বিকাশ সাধন করিলে তার ফলে বিশ্বমানবের শিক্ষা পরিপুষ্ট হয়। জাতীয় শিক্ষাকে বর্জন করিয়া অথবা অবহেলা করিয়া বিশ্বমানবের সেবা সম্ভবপর হয় না। দেশবন্ধুর স্বদেশপ্রেমের পরিণতি বিশ্বপ্রেমে; কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমকে বাদ দিয়া বিশ্বপ্রেমিক হইবার প্রয়াস পান নাই। অপর দিকে তাঁহার স্বদেশপ্রেম তাঁহাকে আত্যন্তিক স্বার্থপরতার দিকে লইয়া যাইতে পারে নাই।

দেশবন্ধু তাঁহার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে বাঙ্গালীকে ভুলিয়া যাইতেন না। অথবা বাঙ্গলাকে ভালবাসিতে গিয়া স্বদেশকে ভুলিতেন না। তিনি বাঙ্গলাকে ভালবাসিতেন প্রাণ দিয়া, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। বাঙ্গলার বাহিরে তাঁহার যে সকল সহকর্মী ছিলেন তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, দেশবন্ধুর সংস্পর্শে আসিবার অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে তিনি তিলক মহারাজের ন্যায় ভক্তি ও ভালবাসা পাইতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণও তাঁহার নিকট তদনুরূপ ভালবাসা ও সহানুভূতি পাইতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, বাঙ্গলাকে স্বরাজ আন্দোলনের অগ্রণী হইতে হইবে। ১৯২০ খৃঃ বাঙ্গলা স্বরাজ আন্দোলনের নেতৃত্ব হারাইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বাঙ্গলা আবার ১৯২৩ খৃঃ নেতৃত্ব ফিরিয়া পায়। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা আবার নেতৃত্ব হারাইয়াছে, কবে ফিরিয়া পাইবে ভগবানই জানেন।

আর একটি কথা দেশবন্ধু প্রায়ই বলিতেন—ভারতবর্ষের কোনও আন্দোলন বাঙ্গলা দেশে চালাইতে হইলে তার উপর বাঙ্গলার ছাপ দিয়া লইতে হইবে। তিনি বলিতেন যে, সত্যাগ্রহ আন্দোলন বাঙ্গলায় চালাইতে হইলে আগে বাঙ্গলার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বাস্তব

জীবনের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহারা এই মত সমর্থন না করিয়া পারিবেন না।

জনসাধারণের উপর, এমন কি তথাকথিত বড়লোকদের উপরও দেশবন্ধুর আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার প্রভাবের কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি যখন যাহা সঙ্কল্প করিয়াছেন তখন তাহা সাধন করিয়াছেন। "মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্ শরীরং বা পাতয়েয়ম্"। এই বাণী তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে গাঁথা ছিল।দুর্বার বিক্রমে যখন যে পথে চলিতেন কেহ তাঁহাকে রোধ করিতে পারিত না। সমুদ্রের তরঙ্গায়িত জলরাশির ন্যায় সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার বেগে আপন আদর্শের পানে ছুটিতেন। প্রিয়জনের আর্তনাদ অথবা অনুচরবর্গের সাবধান বাণীও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিত না। এই দিব্যশক্তি দেশবন্ধু কোথা হইতে পাইলেন ? সে শক্তি কি সাধনার দ্বারা লভ্য ?

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, দেশবন্ধু শক্তির সাধক হইলেও তিনি তন্ত্রমতে শক্তির সাধনা করেন নাই। তাঁহার প্রাণ ছিল বড় ; আকাঙ্ক্ষা ছিল বড়। "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এই কথা যেন তাঁহার অন্তরের বাণী ছিল। তিনি যখন যাহা চাহিতেন—সমস্ত প্রাণ মন বুদ্ধি দিয়া চাহিতেন। তাহা পাইবার জন্য একেবারে পাগল হইয়া যাইতেন। পর্বতপ্রমাণ অন্তরায়ও তাঁহাকে ভীত বা পশ্চাৎপদ করিতে পারিত না। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট যেরূপ এক সময়ে তাঁহার সম্মুখে আল্পস্ (Alps) পাহাড় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"There shall be no Alps"—আমার সম্মুখে আল্পস্ পাহাড় দাঁড়াইতে পারিবে না—তিনিও সকল বাধা বিঘ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। কি সম্বল লইয়া তিনি "ফরওয়ার্ড" পত্রিকা প্রকাশে ও কাউন্সিল-জয়ের চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ যিনি জানেন তিনিই এই উক্তি সমর্থন করিবেন। আমরা কোনও প্রকার অসুবিধা বা বাধার কথা তুলিলে তিনি ধমক দিয়া বলিতেন—তোমরা একেবারে নির্ভরসা (তোমরা pessimist)। আমারও কাজ ছিল যেখানে কোন বিপদ বা অসুবিধার আশঙ্কা—সেই কথাটি তুলিয়া ধরা, তাই তিনি প্রায়ই বলিতেন—"You young old men"—ওহে অকাল-বৃদ্ধ যুবকবৃন্দ। যাঁহারা মনে করেন যে, দেশবন্ধু মদরত প্রকৃতির ছিলেন এবং যুবকদের পাল্লায় পড়িয়া তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চরমপন্থীর ন্যায় কাজ করিতেন—তাঁহারা তাঁহার স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। বস্তুত তিনি ছিলেন চিরনবীন—চির-তরুণ—তিনি তরুণদের আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতে পারিতেন ; তাহাদের সুখদুঃখের সহিত সহানুভূতি করিতে পারিতেন। তিনি তরুণদের সঙ্গ ভালবাসিতেন—তাই তরুণরাও তাঁহার পার্শ্ব ছাড়িতে চাহিত না। এই সব কারণে আমি পূর্বে দেশবন্ধুকে "তরুণের রাজা" বলিয়াছি।

তাঁহার ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিকৌশল (tact) প্রভৃতি গুণের কথা দেশবাসী অবগত আছেন—সে সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই। তাঁহার অলৌকিক প্রভাবের আর একটি কারণ বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। সে কারণের উল্লেখ ইতিপূর্বে আমি কতকটা করিয়াছি। তিনি সর্বদা অনুভব করিতেন যে, যখন যাহা তিনি করেন তাহা তাঁহার ধর্মজীবনের অঙ্গস্বরূপ। বৈষ্ণব-ধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবজীবন ও আদর্শের মধ্যে একটা মধুর সামঞ্জস্য (synthesis) স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সামঞ্জস্যবোধ ক্রমশ ওতপ্রোতভাবে তাঁহার প্রাণমনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি এই অনুভূতির ফলে নিজেকে ভগবানের অনন্তলীলার যন্ত্রস্বরূপ মনে করিতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে মানুষের "অহং কর্তা" এই জ্ঞান লোপ পাইয়া আসে। অহঙ্কার লোপ পাইলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তাঁহার শক্তির নিকট সাধারণ মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। দেশবন্ধুর হইয়াছিল তাহাই ; তাঁহার জীবনের শেষদিকে তাঁহার প্রবল শত্রু তাঁহার সম্মুখীন হইলে যেন ভগ্নপৃষ্ঠ হইয়া পড়িতেন। দেশবাসীর মনেও ক্রমশ এই ধারণা জন্মিয়াছিল—যত্র দাশ মহাশয়. তত্র জয়।

তিনি কত রকম লোককে দিয়া কত দিকে কাজ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় দেশবাসী অবগত নহেন। তাঁহার অনুপ্রেরণার ফল যে দিন ফলিবে দেশবাসী সে দিন তাহা জানিবেন। আদর্শের নিত্য অনুপ্রেরণায় তিনি অনুপ্রাণিত হইতেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারাও উদ্দীপিত হইতেন। জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তাঁহার ছিল এক ধ্যান, এক চিন্তা—স্বদেশ-সেবা এবং সেই স্বদেশ-সেবা তাঁহার ধর্মজীবনের সোপান স্বরূপ।

দেশবন্ধুর জীবনের কথা উল্লেখ করিলে যদি আর একজনের কথা না বলা হয় তবে কিছুই

বলা হইল না। যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিময়ী সেবা ও শান্তির মত ছায়ায় ন্যায় সর্বদা দেশবন্ধুর পার্শ্বে থাকিতেন, তাঁহাকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকী থাকে কে বলিতে পারে ? ভোগের অত্যুচ্চ শিখরে যিনি হিন্দু রমণীর আদর্শ লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই—বিপদের ঘনান্ধকারে যিনি হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল—চিত্তস্থৈর্য ও ভগবদ্বিশ্বাস হারান নাই—সেই দেবীর কথা লিখিতে গেলে আমি ভাষা খুঁজিয়া পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণের রাজা। তাঁহার পতিব্রতা সাধ্বী পত্নী ছিলেন—তরুণের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জনের মাতা নন্, শুধু তরুণদের মাতা নন্—তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙ্গালীর হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁহার চরণে সমর্পিত।

আলিপুরের মামলায় অরবিন্দবাবুর সমর্থনকালে দেশবন্ধু ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়াছেন—

He will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed etc.

এই কথাগুলি কি আজ দেশবন্ধু সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয় ?

পঠিত গ্রন্থাবলীর বিশ্লেষণ

প্রথম পর্ব

Ireland A Nation
(Robert Lynd)
The History of Civiliztion in Europe
(by Francois Guizot)
Revolution of Civilization
Social Organization by Rivers

Ireland A Nation

(by Robert Lynd pub. by Grant Richards Ltd. St. Martin Street, London)

Chap. VI, p. 53.

Sinn Fein lit. "ourselves alone."

একই গ্রন্থকার প্রণীত

(১) Old and new masters
(২) If the Germans conquered England
(৩) The book of this and that
(৪) Rambles in Ireland
(৫) Home life in Ireland
(৬) Irish and English

P.S.O' Hejarty একজন অগ্রগণ্য এস. এফ. লেখক।

"নীতির ভিত্তি হল জাতীয় স্বনির্ভরতা। যে জনগণ নিজেদের অবিশ্বাস করে, একটি অথবা অসংখ্য আইন প্রণয়ন করেও তাদের দিয়ে জাতি গঠন করা যায় না"— আর্থার গ্রিফিথ।

এস. এফ. সাংবিধানিক জাতীয়তাবাদ এবং ফেনিয়ানিজম উভয়েরই বিরোধী। এস. এফ. ফেনিয়ান পদ্ধতিসমূহকে অনৈতিক না হলেও অকার্যকর বলে গণ্য করত—অতএব পার্থক্য শুধু পদ্ধতির।

এস. এফ. ওয়েস্টমিনস্টারে হাজিরাকে অনৈতিক এবং সংসদীয় পদ্ধতিকে ভ্রান্ত গণ্য করত— অতএব পার্থক্য পদ্ধতি এবং নীতির।

ফেনিয়ানদের অধিকাংশ ধারণার সঙ্গে একমত হয়েও এস. এফ.-এর একটা সুবিধা এই ছিল যে, এটা ছিল প্রকাশ্য আন্দোলন, যে আন্দোলনে হিংস্রপন্থার কাছে আত্মসমর্পণ না করেও কোনও বরোর যাজক-প্রতিনিধি যোগ দিতে পারতেন। যাজক এবং মধ্যবিত্তরা কেউ গুপ্ত সমিতি পছন্দ করতেন না।

শারীরিক শক্তিমূলক জাতীয়তাবাদে বিভ্রান্ত হলেও এস. এফ. প্রকৃতপক্ষে এক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন। "এস. এফ. যদি শারীরিক শক্তির বিরোধিতা করে, তবে তার কারণ এস. এফ. ব্যর্থতার বিরোধী।"

নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত হবার পর পার্নেল ফেনিয়ানদের সঙ্গে কাজ করেন, তবে তিনি ছিলেন বিচ্ছিন্নতা বিরোধী

হোম রুল-এর ব্যর্থতা এবং ডাবলিন বিদ্রোহের পরে সরকারী নির্যাতন মানুষের চিন্তাকে সিনফিনমুখী করেছিল, উদ্দীপিত করেছিল জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকেও। "স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার না চালিয়ে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে বলা যায় না।"

"যুদ্ধ সিন ফিনকে নিশ্চিতভাবে প্রজাতন্ত্রী করে তুলেছিল**। আন্দোলনের সাধারণ কর্মীরা সর্বদাই ছিল প্রজাতন্ত্রী। এখন নেতারাও প্রজাতন্ত্রী।"

গেলিক লীগ ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত

O'Hejarty-র মতে এস. এফ. কেবল, অথবা প্রধানত, রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না। নীতি যতটা বিচ্ছিন্নতাবাদী তার চেয়ে বেশি গঠনমূলক। জন্মসূত্রে ফেনিয়ানিজ্‌ম্‌ অপেক্ষা গেলিক লীগ-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। "The death of Irish

civilization seems to him (the S. Feiner) an even more appalling tragedy than the death of Irish liberty." xxx "The Kingdom of Heaven is within you." "It is founded on a belief that each nation has a sort of inner light fidelity to which alone save it." সিন ফিন-এর মহত্তম বৈশিষ্ট্যটি এই নীতিবাক্যের জাতীয়তাবাদী অভিযোজন ছাড়া কিছু নয়।

এস. এফ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি—আয়ার্ল্যাণ্ড এক ঐতিহাসিক জাতি। তারও ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মতো স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের একইরকম অধিকার আছে।

গোঁড়া এস. এফ. সংরক্ষণপন্থী, এবং স্বশাসিত আয়ার্ল্যাণ্ডে সেই রকমই থাকতে পারে, তবে এই ব্যাপারে শ্রমিকদল বিরোধী শিবিরে চলে যেতে পারে। বর্তমানে এস. এফ.-এ প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল উভয় শক্তিই বিদ্যমান, এবং যে-কোনও দিকেই পাল্লা ভারী হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে এটি না রক্ষণশীল না গণতন্ত্রিক, না যাজকতান্ত্রিক না যাজকতন্ত্রবিরোধী, না শ্রমিকতান্ত্রিক না ধনতান্ত্রিক।

১৯১৬ সালের বিদ্রোহ।

ম্যাথু আরনল্ডের অভিমত "The celt is a person always ready to react against the despotism of fact." (যদিও প্রফেসর এ. সি. হ্যাডনের মতে আয়ার্ল্যাণ্ড অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডে সেলটিক বংশধরদের সংখ্যাধিক্য)। হোম রুল বিল যখন পেশ করা হয়, তখন স্যার এডওয়ার্ড কার্সন দাবি করেছিলেন যে, আয়ার্ল্যাণ্ড যে অবিলম্বে হোমরুল পেতে পারে না তাই নয়, যুদ্ধ যত দিন চলবে তত দিন হোম রুল বিলও আইন হিসাবে পাশ করা যাবে না। একটি রফা অনুসারে হোম রুল বিল আইন হিসাবে পাশ করা হয়, তবে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আইনের প্রয়োগ স্থগিত থাকে।*

কার্সন বিদ্রোহ এবং Lavre-এ গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র আনবার পরিকল্পনা সফল হয়েছিল, যেহেতু সরকার হার স্বীকার করেছিল। কিন্তু কার্সনিজ্‌ম্-এর সঙ্গে সঙ্গে এখানে শারীরিক শক্তির ভাবধারাও জয়লাভ করে। দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডে রাজনীতিতে প্রথমে অস্ত্র আমদানি করে ডাবলিনের অদক্ষ শ্রমিকরা। যুদ্ধের আগে সেখানে ৬ মাস শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল এবং এই ধর্মঘট গুঁড়িয়ে দেবার আগেই আইরিশ সিটিজেন আর্মি জন্ম নেয়। ন্যাশন্যাল ভলাণ্টিয়ার্স-এর জন্মও এই একই সময়ে। রেডমণ্ড প্রথমে নিস্পৃহ ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি এদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধ শুরু হলে শুধু রেডমণ্ডই ব্রিটিশ সরকারকে এই সব বাহিনীর সাহায্যের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয় না। তবু কয়েকজন সদস্য প্রস্তাব দেওয়ার বিরোধিতা করেন। তাঁরা দলত্যাগ করে রাজনীতিতে হোম রুলপন্থী Prof Mcheill-এর সভাপতিত্বে "আইরিশ ভলাণ্টিয়ার্স" গঠন করেন। ১৯১৬ সালের বিদ্রোহের কারণগুলি যেদিকে ইঙ্গিত করে তা হল :— (১) জার্মান ষড়যন্ত্র (২) উদ্ধত নেতাদের উন্মাদ নীতি (৩) সরকার তাঁদের নিরস্ত্র করতে যাচ্ছে, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্যে এমন বিশ্বাস (৪) আয়ার্ল্যাণ্ডকে ছলে হোম রুল থেকে বঞ্চিত করা হবে স্বেচ্ছাসেবীদের মনে এমন ধারণা। গ্রন্থকার বিশ্বাস করেন ৩ এবং

* যুদ্ধ শেষে একটি সংশোধনী বিলের কথা ছিল।

বিদ্রোহের এক সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশিত স্বেচ্ছাসেবীদের দমনের জন্য বিস্তৃত পরকল্পনাসম্বলিত দলিলটি জাল প্রমাণিত হয়েছে।

৪ নম্বর কারণে।

"Song of Peace"
Francis Ledwidgs

উৎপীড়ন এই বিদ্রোহের প্রতি আইরিশমেনদের ধিক্কারকে "ব্লাডি অ্যাসাইজ"-এর সময় আতঙ্কে রূপান্তরিত করে। "ব্লাডি অ্যাসাইজ" এসেছিল উৎপীড়নের পরে :

Macdonagh, Plunkett এবং অন্যান্যদের জন্য শোক :

The Black birds

I heard the Poor old Women* say:
"At break of day the fowler came.
And took my blackbirds from
their songs.
Who loved me well through shame
and blame."

* আয়ার্ল্যাণ্ড

"যতদিন পনের জন লোক গুলিতে এবং একজন ফাঁসিতে মরেনি, ততদিন আইরিশ বিদ্রোহ সফল হয়নি।" এই সব মৃত নেতাদের গুণকীর্তন করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক কর্পোর্য়াল কাব্য রচনা করেছিলেন।

বিদ্রোহের ঐতিহাসিগণ :
W.B. Wells
এবং
N. Marlowe

এইসব ঐতিহাসিকরা বিদ্রোহের নিম্নলিখিত কারণগুলি উল্লেখ করেন :— (১) বাইরে থেকে আসা উদ্দীপনা এবং সমর্থন (২) সংগ্রামী মানসিকতা (৩) ধর্মঘট দমন, কার্সনের আচরণ প্রভৃতি কারণে ক্রোধ এবং হতাশার পরিবেশজনিত অস্থিরতা (৪) আয়ার্ল্যাণ্ডের উপর অত্যধিক করারোপ।

আইরিশ পরিকল্পনার খরচ বাবদ সম্রাটের দান হিসেবে আয়ার্ল্যাণ্ড বাৎসরিক ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করত।

অন্যান্য লেখকদের মতো ঐতিহাসিকরাও মনে করেন যে, এমন কি ইস্টার মনডে-র সকালেও সাধারণ লোকেরা এবিষয়ে কিছুই জানত না। কাউন্সিলের ভিতরে শ্রমিকপন্থীরা অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের সমর্থনে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সাহায্য করে।

এক অভ্যুত্থান বন্ধ করতে কেসমেণ্ট আয়ার্ল্যাণ্ডে এসেছিলেন, ঐতিহাসিকরা এ-কথা বিশ্বাস করতে রাজী নন। গ্রন্থকার এ-কথা বিশ্বাস করতে চান। তিনি বলছেন, বিচারের সময়ে কেসমেণ্ট এ-কথা স্বীকার করেননি, কারণ তাঁর আদর্শের জন্য যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে তিনি প্রকাশ্যে সম্পর্ক ছেদ করতে চাননি।

ঐতিহাসিক বলছেন :—

"স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক সংগঠনে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় দুর্বলতা ছিল প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব। তবে এই বিষয়ে জার্মানির দক্ষতার সাহায্য নেওয়া হয়েছিল x x x"

১ম অধ্যায়

লর্ড কার্সনের স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এক জার্মান, তার অস্ত্র এসেছিল জার্মান থেকে। মহাযুদ্ধের পূর্বে **Baron Von Kuhmann** আলস্টারে এসেছিলেন। যুদ্ধের অনতিকাল পূর্বে কার্সন জার্মানিতে গিয়েছিলেন এবং কাইজারের সঙ্গে আহার করেছিলেন।

২য় অধ্যায়
প্রবাদ
গলরা গ্যাডিলিয়াস-এর বংশধর। গ্যাডিলিয়াস ফারাও-এর কন্যা স্কোটাকে বিয়ে করেছিল এবং ইহুদীদের পক্ষাবলম্বনের জন্য তাঁকে মিশর থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল।

গলরা খ্রিঃপূঃ ১৭০০ সালে বিজেতারূপে আয়ার্ল্যাণ্ডে এসেছিল। বহু শতাব্দীব্যাপী গলিক শাসনের সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ড ছিল এক-রাজার অধীনে একটি জাতি, যার আইন এবং ভাষাও ছিল এক। ৪০৫ সালে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবার সময় আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজা **Niall** নিহত হন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা **Dathi** নিহত হন আল্প্স্-এর কাছে গল দেশে (**Prof. Burney** বলছেন যে, তিনি রোমানদের হয়ে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন)।

উদাহরণ ফ্রাঙ্কদের রাজা Dagobut II.

প্রাচীন গ্রন্থসমূহ :— Book of Kells, Ardagh Chalise, Cross of Cong, Tara Broosh, Prose romance of Finn and Cuchullain.

* দ্রষ্টব্য "A History of the Irish Dominicans" by Father M.H. Maciner.

সেণ্ট প্যাট্রিক (বাল্যকালে তিনি দাস ছিলেন) ৪৩২ সালে যাজকরূপে আয়ার্ল্যাণ্ডে এসেছিলেন। ষষ্ঠ শতকে, আয়ার্ল্যাণ্ডে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হলে, ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিদেশীরা শিক্ষার জন্য সেখানে আসতেন।* আইরিশমেনরা ইউরোপের সর্বত্র এবং কার্থেজ-এ বিদ্যালয় এবং মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পণ্ডিত Scotus Erigene ছিলেন আইরিশম্যান এবং তিনি চার্লস দ্য বল্ড-এর রাজসভায় শিক্ষা দিতেন। কল্পনাসমৃদ্ধ সাহিত্য ছাড়াও আর্য়াল্যাণ্ডে ছিল সোনা এবং কলাই-এর কাজে সূক্ষ্ম কারিগরি দক্ষতা।

৮ম এবং ১১শ শতকের মধ্যবর্তীকালে নর্সমেন এবং ডেনরা আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ করে সেখানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। শেষ পর্যন্ত মুনস্টার-এর রাজা ব্রায়ান বর্ন ১০১৪ সালের ২৩ এপ্রিল ক্লনটর্ফ-এ বিজয়ী হয়ে, সেখানে তিনি নিহতও হন, ডেনদের অধীনতা থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডকে মুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বকাল আইরিশ ইতিহাসের সুবর্ণযুগ। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর কোনও প্রতিভাবান উত্তরাধিকারী আসেনি ; তৎসত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর পরে দেড়শ' বছর ধরে জাতীয় পুনরুজ্জীবন চলেছিল। উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হয়েছিল এবং Armagh-এর বিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্র হিসাবে আয়ার্ল্যাণ্ডের দুর্বলতার কারণ ছিল :— (১) অত্যধিক প্রাতিস্বিকতা (২) নির্বাচনভিত্তিক রাজতন্ত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রাদেশিক নৃপতিগণ। এই দুর্বলতার জন্য পোপ চতুর্থ আড্রিয়ানের (তিনি ছিলেন ইংরেজ) নিকট থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়ে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় হেনরি আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। (চতুর্থ আড্রিয়ানের সময় থেকে পোপরা ইংরেজ রাজতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন এবং আইরিশ এবং স্কটিশ স্বাধীনতার প্রতি বৈরিভাব পোষণ করেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, জার্মান সম্রাটদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে, ক্রুসেডে এবং অন্যান্য সঙ্কটে ইংল্যাণ্ডের সমর্থন তাঁদের কাম্য ছিল।)*

নর্ম্যানদের ইংল্যাণ্ড বিজয়ের সঙ্গে অ্যাংলো-নর্ম্যানদের আয়ার্ল্যাণ্ড বিজয়ের তুলনা।

ইংল্যাণ্ডে বসবাস শুরু করে নর্ম্যানরা ইংল্যাণ্ডের জাতীয়তা লাভ করে। নর্ম্যানদের সরকারও জাতীয় সরকারে রূপান্তরিত হয়। আইরিশরা আয়ার্ল্যাণ্ডে বসবাসকারী এমন কোনও নর্ম্যান রাজার প্রজা হয়নি, তাঁরা যাঁর জাতীয়করণ করতে পারত। অনুপস্থিত এক নর্ম্যান রাজার শত্রুরূপেই তাঁরা পরিগণিত হত। এই জন্য অ্যাংলো-নর্ম্যান সরকার চিরকালই এক জাতীয়তাবিরোধী প্রতিষ্ঠান থেকে যায়। দ্বিতীয় হেনরি স্ট্রংবো-কে আয়ার্ল্যাণ্ড জয় করে সেখানকার প্রথম নর্ম্যান নৃপতি হবার অনুমতি দিলে এমন ঘটত না।

ভারতবর্ষের অনুরূপ

লিনস্টার-এর এক সিংহাসনচ্যুত রাজা Mac Murrogh-এর নিকট থেকে সাহায্যের আবেদন পেয়ে অ্যাংলো- নর্ম্যানরা ১১৬৮, ১১৬৯ এবং ১১৭১ সালে আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ করে।

৩য় অধ্যায় (১)
(২)
১ম এডওআর্ড

দ্বিতীয় হেনরির নীতি— প্রধান নৃপতির মধ্যে প্রতীকীকৃত জাতীয় ঐক্য ধ্বংস করে আইরিশ নৃপতিদের মধ্যে অনৈক্যের ইন্ধন যোগানো। আইরিশ সামন্তদের ঝগড়া-বিবাদ দমন করা হয়নি কেন, ওয়াটারফোর্ডের বিশপকে ইংল্যাণ্ডের প্রথম এডওআর্ড এই

প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন— "এক বদমাশ যখন আর এক বদমাশকে মারে তখন চোখ বুজে থাকাই নীতি হিসাবে তিনি সুবিধাজনক মনে করেন। তাতে রাজকোষে সাশ্রয় হয় এবং দেশে শান্তি আসে। একথা শুনে রাজা মৃদু হেসে তাঁকে আয়ার্ল্যাণ্ডে ফিরে যাবার আদেশ দিয়েছিলেন।"

কেবল আইরিশরাই নয়, ইংরেজ আবাসিকরাও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। ইংরেজদের পক্ষে আইরিশদের বন্ধুরূপে বাস করা আইনে নিষিদ্ধ ছিল।

(৩) ঔপনিবেশিক ইংরেজরা ক্রমশ পোশাকে এবং নামে আইরিশ হয়ে উঠছিল।

টিউডরদের কাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ডের আইন, প্রথা, ভাষা, শিক্ষা এবং বাণিজ্যের বিরুদ্ধে একের পর এক অনুশাসন জারি করে। আইরিশমেনদের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিষয়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের উপরেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। চতুর্থ হেনরি আইন করে আইরিশমেনদের শিক্ষার জন্য অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ অথবা অন্যত্র যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তৎসত্ত্বেও, আইরিশ বাণিজ্য যথারীতি চলছিল এবং আইরিশ পণ্ডিতরা ইউরোপের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন।

(৪) সিলকিন টমাস-এর বিদ্রোহ-এর ফল।

অ্যালো-আইরিশ পার্লামেণ্টের স্বাধীনতা ধ্বংস করতে সপ্তম হেনরি ১৪৯৪ সালে স্যার এডওআর্ড পয়নিংসকে আয়ার্ল্যাণ্ডে পাঠান। পয়নিংস্-এর আইনদ্বারা ইংরেজ রাজা এবং প্রিভি কাউন্সিলের সম্মতি ব্যতীত আইরিশ পার্লামেণ্টে আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ হল।

(৫)

১৫৪১ সালে অষ্টম হেনরি আইরিশ পার্লামেণ্টকে আদেশ করলেন তাঁর পূর্ববর্তী খেতাব "লর্ড অব ইংল্যাণ্ড"-এর বদলে "কিং অব আয়ার্ল্যাণ্ড" খেতাব অনুমোদন করতে। এই বিল ইংরেজী এবং আইরিশ-এ পার্লামেণ্টে পঠিত হয়।

(৬)

রানী মারি আয়ার্ল্যাণ্ডের মুদ্রাব্যবস্থাকে হীনমূল্য করেন, কিন্তু এই মুদ্রা ইংল্যাণ্ডে নিষিদ্ধ করা হয়। তিনি তাঁর পিতার মতোই প্রচলিত প্রথাকে অস্বীকারের নীতি অনুসরণ করেন। আইরিশমেনদের নিজেদের ভূমির উপর অধিকার অথবা নিজেদের নেতা নির্বাচনের অধিকার এই প্রথার অন্তর্গত। নেতাদের বংশানুক্রমিক ইংলিশ ব্যারনে পরিণত করা হয়। আইরিশ পোশাক এবং ভাষা নিষিদ্ধ হয়।

(৭)

Lecky বলেন, এলিজাবেথের রাজত্বকালে আইরিশদের কঠোরভাবে দমন করা হয়েছিল। **Fonde** বলেন, স্যার পিটার ক্যারু নারী এবং শিশুদের হত্যা করেছিলেন এবং স্যার হামফ্রে গিলবার্ট আইরিশমেনদের প্রতি এমন ব্যবহার করতেন যেন তাঁরা হিংস্র পশু। অনেক গোটা পরিবারকে তিনি নিশ্চিহ্ন করেছেন। গ্রেফতার এড়িয়ে-বেড়ানো আইরিশ চীফদের বিষ খাওয়াবার জন্য ঘাতক ভাড়া করা হয়েছিল।

(৮)

১৬০৭ সালে আর্লদের পলায়নের পরে সমতলে স্কট এবং ইংরেজদের আলস্টার এবং লিনস্টারে বসত করানো হয়েছিল।

তৎকালে রচিত গ্রন্থসমূহ :—

(১) History of Ireland by Keating

(৯)

(২) Annals of the four masters by O' Clergy.

কবিদের নাম

(1) O' Higgin

ক্রমওয়েল, যিনি ১৬৪৯ সালে আয়ার্ল্যাণ্ড আক্রমণ করেছিলেন, এলিজাবেথের লুণ্ঠনকারীদের অপেক্ষা অধিকতর সম্মানজনকভাবে যুদ্ধ করেছিলেন, তবে তিনিও আইরিশ জাতির মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। ওয়াক্সফোর্ড এবং ড্রইডা-য় (Drogheda) হত্যালীলা তাঁর নাম আতঙ্কে রূপান্তরিত করেছে। ক্রমওয়েলের সময়ে হাজার-হাজার বালক, নারী এবং শিশুকে

(2) O'Hussey
(3) Ward
(4) O' guive.

পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসরূপে বিক্রি করা হয়েছিল। স্যার উইলিয়াম পেলটি-র হিসাব : ১৬৪১ এবং ১৬৫২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মারা যায়।

(১০) সারস্‌ফিল্ড লিমারিক-কে উলিয়ামপন্থীদের হাতে শর্তসাপেক্ষে সমর্পণ করেন। শর্ত ছিল, আইরিশদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে। চরমপন্থী প্রোটেস্ট্যান্টদের জিদের ফলে লিমারিক-এর সন্ধিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ছেঁড়া কাগজ বলে বিবেচিত হল। এই জন্য সকল আইরিশমেনদের নিকট লিমারিক সন্ধিভঙ্গের শহর নামে পরিচিত। এখন থেকে আইরিশদের জঙ্গী ধ্বনি হয়ে উঠল "লিমারিককে মনে রেখো।"

(১) **আইরিশ বিদ্রোহ :** (১) আয়ার্ল্যাণ্ডের ১ম এডওআর্ডরূপে
১৩১৬ সালে অভিষিক্ত এডওআর্ড ব্রুস-এর (রবার্ট ব্রুস-এর ভাই) নেতৃত্বে। ব্রুস শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করা হয়।

(২) (২) ২য় রিচার্ডের রাজত্বকালে।

(৩) আইরিশদের এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের ক্রমবর্ধমান মিশ্রণের ফলে শেষোক্তরা ১৪০৮ সালে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, "ইংল্যাণ্ডে বিধিবদ্ধ আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক এই রাজ্যে অনুমোদিত এবং প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই রাজ্যে কার্যকর হবে না।"

(৪) আয়ার্ল্যাণ্ডের ইংরেজরা লাল গোলাপের বিরুদ্ধে শ্বেত গোলাপের পক্ষাবলম্বন করে এবং প্রথমে ল্যাম্বার্ট সিমনেল এবং পরে পার্কিন ওয়ারবেককে তাঁদের রাজা বলে মেনে নেয়।

(৫) ১৫৩৪ সালে সিলকেন টমাস নামে এক ইংরেজ ঔপনিবেশিকের বিদ্রোহ।

(৬) শেন ও'নীল-এর নেতৃত্বে—যিনি ১৫৬৭ সালে তাঁর হত্যা পর্যন্ত ১৬ বছর ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

(৭) হিউ ও'নীল ১৫৯৮ সালে ইওলো ফোর্ড-এর যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেন কিন্তু ১৬০২ সালে কিনসেল-এ পরাজিত হন।

(৮) ওয়েন রক ও'নীল ১৬৪১ সালে বিদ্রোহ করেন— ১৬৪৬ সালে বেন্‌বার্‌ব্‌-এ জয়ী হন, কিন্তু ১৬৪৯ সালে মারা যান।

(৯) ১৬৮৮ সালে ডেরি-তে জ্যাকোবাইট যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৬৯১ সালে লিমারিক-এ উইলিয়ামপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণের সঙ্গে শেষ হয়।

নবীন আইরিশ জাতি

৪র্থ অধ্যায়
প্রচলিত এক জঘন্য পেনশন প্রথা অনুসারে ইংল্যাণ্ডে যে-কোনও নথিভুক্ত রাজকীয় রক্ষিতা অথবা অপদার্থ ব্যক্তির বেতনের প্রয়োজন হলে আয়ার্ল্যাণ্ডের খাতে সেই খরচ দেখানো হত।

১৭১০ সালে আইরিশ প্রিভি কাউন্সিল সত্যসত্যই প্রস্তাব আনে যে, আয়ার্ল্যান্ডে কোনও অনিবন্ধিত যাজক অথবা সন্ন্যাসী দেখা গেলে তাঁদের খোজা করে দেওয়া হবে। ফৌজদারী আইনসমূহের লক্ষ্য ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন ধ্বংস করা এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের লক্ষ্য ছিল আইরিশ উৎপাদন ধ্বংস করা। ফৌজদারী আইন এবং যাজক-নির্যাতন সত্ত্বেও আইরিশমেনরা যাজকত্ব অধ্যয়ন করতে প্যারিস এবং লুভাঁ-তে যেতেন এবং নির্জন স্থানে এবং ছদ্মবেশে জনসাধারণের কাছে ধর্মোপদেশ দিতে ফিরে আসতেন। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা এমন ভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল যে, তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ছিল না এবং শিল্প-বিপ্লব দেখা দিলে আয়ার্ল্যান্ড নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অসমর্থ হয়।

(১) ট্র্যাফোর্ড-এর সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডের পশম ব্যবসা বন্ধ করবার চেষ্টা হয়েছিল।

(২) পরবর্তীকালে উপনিবেশসমূহে আইরিশ পশমজাত সামগ্রী রপ্তানি নিষিদ্ধ হয় এবং ইংল্যাণ্ডে নিবারক শুল্ক ধার্য করা হয়।

এই ধ্বংস কার্যের ফলে আয়ার্ল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহ আমদানি এবং রপ্তানির উপযুক্ত সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে উন্নত হতে পারেনি।

(৩) ১৬৯৯ সালে ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট আইনের দ্বারা যে-কোনও দেশেই আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রস্তুত পশম রপ্তানি নিষিদ্ধ করে।

(৪) দ্বিতীয় চার্ল্স-এর রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের পশু এবং খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসা ধ্বংস করা হয়;

(৫) উপনিবেশ থেকে আমদানি করা যে-কোনও মাল প্রথমে ইংল্যাণ্ডে খালাস করা না হলে তেমন মাল আমদানি নিষিদ্ধ করে আইরিশ জাহাজী এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়।

(৬) যখনই দেখা গেল যে, আয়ার্ল্যাণ্ডে এক সমৃদ্ধ কাঁচশিল্প গড়ে উঠছে, সঙ্গে সঙ্গেই যে-কোনও দেশেই আইরিশ কাঁচ রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হল।

(৭)আইরিশ রেশমজাত দ্রব্য এবং দস্তানা ইংল্যাণ্ডের বাজার থেকে বহিষ্কৃত হল।

ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের উপর প্রতিক্রিয়া

শিল্প থেকে বহিষ্কৃত ক্যাথলিকরা জমির উপর নির্ভর করতে চেয়েছিল, কিন্তু তাঁদের জমি আগেই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্টরা দেশান্তরী হয়ে যায়। আইরিশ-আমেরিকানরা আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যুদ্ধ করে এবং আমেরিকার পক্ষে যুদ্ধ করতে ইউরোপ থেকে যে-সেনাদল যায় আইরিশ সেনারাও সেই দলে নাম লেখায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাতীয় পুনর্গঠন

(১) ক্যারোল্যান, ওয়েন রক ও' সুলিভান কর্তৃক কবি এবং সঙ্গীতকারদের সৃষ্টি।

(২) আইরিশ বিদ্যালয়ের দ্রুত বিকাশ।

William Molyneux ছিলেন আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্ট জাতীয়তাবাদের উদ্গাতা। তিনি আইরিশ পার্লামেন্টের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করে আইরিশ সাংবিধানিক স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক গ্রন্থ রচনা করেন। এটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সুইফ্‌ট্‌ও বৈরী সরকারকে নিন্দা করে বলেন— "আমাদের অবস্থা সেই সব রোগীর মতো যাদের জন্য চিকিৎসকরা দূরে বসে এমন ওষুধ দেন যার সঙ্গে রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং রোগের প্রকৃতির কোনও সম্পর্ক নেই।"

আমেরিকার যুদ্ধের সময় ফরাসী আক্রমণের ভয়ে আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্ট স্বেচ্ছাসেবীদের অস্ত্রসজ্জিত করা হয়। এই সব সশস্ত্র লোকের শক্তির জন্য সরকার ১৭৮০ সালে কমার্শিয়াল কোড রদ করতে বাধ্য হন। প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিক উভয়ের সমর্থনপুষ্ট হয়ে Grattan আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা দাবি করেন। তাঁরা দাবি করেছিলেন প্রাচীন আইরিশ পার্লামেন্ট, যথা—রাজা, লর্ডস এবং কমন্‌স্—রাজা জর্জ হবেন আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজা। ইংরেজ মন্ত্রিসভা নতি স্বীকার করে এবং ১৭৮২ সালে ওয়েস্টমিনস্টারে রিনানসিয়েশান অ্যাক্ট পাস করা হয়। এতে

ঘোষণা করা হয় যে— "সকল ক্ষেত্রেই আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের অধিকারের দাবি কেবল মাত্র রাজা এবং সেই রাজ্যের (আয়ার্ল্যাণ্ড) পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনদ্বারা নির্ধারিত হবে... এতদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হল বলে ঘোষিত হল এবং চিরদিনের জন্য নিশ্চিত করা হল এবং অতঃপর এবিষয়ে প্রশ্ন করা অথবা সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে না।"

আইরিশ হাউস অব্ কমন্স্-এ ৩০০ সদস্য ছিল। এদের মধ্যে ২০০ জনের নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচকের সংখ্যা ছিল ২০০-জনের কম।

Grattan-এর পার্লামেন্ট ১৭৮২ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত চলে। রাজা কর্তৃক নিযুক্ত আইরিশ মন্ত্রিরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন ইংরেজ মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি এবং তাঁরা আইরিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী ছিলেন না।

Grattan-এর পার্লামেন্টের কাজ

(১) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়।
(২) ক্যাথলিকদের নিষ্কর সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়।
(৩) ১৭৯২ এবং ১৭৯৩ সালে ক্যাথলিক মুক্তির*সারাংশ কার্যকর করা হয়। তাদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষিত জনের বৃত্তিতে, সেনাবাহিনীতে, ম্যাজিস্ট্রেট এবং গ্র্যান্ড জুরি রূপে নিয়োগের পথ অনেকাংশে উন্মুক্ত করা হয়।

১৮২৯ সালের আগে ইংল্যাণ্ডে যা হয়নি।

* দায়িত্বশীল সমালোচকদের মতে সংযুক্তির স্বপক্ষে অছিলা খুঁজে বের করতে ইংরেজ সরকার স্বেচ্ছাকৃতভাবে এই বিদ্রোহের পথ সুগম করে দিয়েছিল।

১৭৮৩ সালে স্বেচ্ছাসেবীদের নেতারা হাউস অব্ কমন্স-এর আমূল সংস্কার দাবি করেন, কিন্তু রোলেন বরোসমূহের প্রতিনিধিরা সম্মত হয় না (আলস্টারের প্রেসবিটারিয়ানরা সোৎসাহে এই আন্দোলনে যোগ দেয়)। এই প্রত্যাখ্যান ১৭৯৮ সালে ইউনাইটেড আইরিশমেন-এর বিদ্রোহের পথপ্রদর্শক, যে-বিদ্রোহ ফরাসী বিদ্রোহের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল।**

এই বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করা হয়। প্রধান সেনাপতি জেনারেল অ্যাবারক্রম্বি এঁদের সম্পর্কে বলেছিলেন, "কসাক অথবা ক্যালমাকরা যে-ধরনের অপরাধ এবং নিষ্ঠুর কাজ করতে পারত সে-সবই এখানে করা হয়েছে।" ঐতিহাসিক লেকি বলেন, "সৈন্যরা যে-ভাবে নির্বিচারে গৃহদাহ এবং নিরস্ত্র মানুষদের, এমনকি নারীদেরও, হত্যা করেছে সে-তুলনায় ফাঁসি অনেক কম ভয়াবহ।"

**
"Rights of Man" নামে Pain একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা বেলফাস্ট-এর কোরান হয়ে ওঠে।

বিদ্রোহ দমনের জন্য অধিকাংশ অর্থ এবং সৈন্যের ব্যবস্থা করেছিল আইরিশ পার্লামেন্ট—তৎসত্ত্বেও ইংরেজ মন্ত্রিসভা রিনানসিয়েশান অ্যাক্ট বাতিল করতে চেয়েছিল। আইরিশ পার্লামেন্টকে উৎকোচ দিয়ে একটি সংযুক্তি প্রস্তাব পাস করানো হয়। মাত্র এক ভোটের গরিষ্ঠতায় এই প্রস্তাব পাস হয়। বলা হয়, মাত্র ৭ জন সদস্য নিঃস্বার্থভাবে সংযুক্তির সমর্থনে ভোট দেন। আর্চবিশপ ট্রয় এবং ক্যাথলিক বিশপরা এই আশ্বাসে সংযুক্তির সমর্থন করেন যে, তৎক্ষণাৎ ক্যাথলিকদের বন্ধনমুক্তি ঘটবে। কিন্তু পিট এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। (যে ৮৪টি আসনের ভোটাধিকার হরণ করা হবে তার প্রতিটির জন্য ৭,৫০০ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি Castlereagh এবং Clare পকেট বরোগুলির পেট্রনদের কিনে নেবার জন্য প্রায় এক মিলিয়ন স্টার্লিং ব্যয় করেন।)

সংযুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর শেষ বক্তৃতায় Grattan আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রসঙ্গে জুলিয়েটের প্রতি রোমিও-র নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করেন :

"Thou art not conquered; beauty's
ensign yet
Is crimson in thy lips and in
thy cheeks,
And deaths pale flag is not
advanced there."

সংযুক্তি সম্পর্কে বায়রনের উক্তি— **"the Union of the shark with its prey."**

ডঃ জন্‌সন্ জনৈক আইরিশম্যানকে বলেছিলেন, **"Do not unite with us; we would unite with you only to rob you."**

উনবিংশ শতাব্দীতে ধ্বংস

(ক) ১৮০০ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যা— ১০,৫০০,৯৫৬
১৮০০ সালে আয়ার্ল্যান্ডের জনসংখ্যা— ৫,৩৯৫,৪৫৬
১৯০০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যা— ৩৬,৯৯৯, ৯৪০
১৯০০ সালে আয়ার্ল্যান্ডের জনসংখ্যা— ৪,৪৫৮,৭৭৫

সংযুক্তি ইংল্যাণ্ড এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনতে পারেনি— Pitt, Castleragh এবং অন্যান্যরা এই রকমই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

(খ) উন্নয়নের জন্য মূলধন আমদানির বদলে আয়ার্ল্যান্ড মূলধন রপ্তানি করতে শুরু করে। ভূস্বামীরা ডাবলিনের পরিবর্তে লন্ডনে গিয়ে জড় হতে থাকেন। ১৮১৭ সালের পরে দুটি রাজস্ব বিভাগের সংযুক্তির পরে রাজকোষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়।

(গ) আয়ার্ল্যান্ড ১৮১৯-২০ সালে রাজস্ব হিসাবে ৫,২৫৬,৫৬৪ পাউন্ড দেয়, কিন্তু ফেরত পায় মাত্র ১,৫৬৪,৮৮০ পাউন্ড। ১৯১১ সালে লর্ড ম্যাকডোনেল হিসাব করেন যে ৯৯ বছরে (ইংল্যান্ড) এইভাবে আয়ার্ল্যান্ডের প্রশাসনিক খরচ বাদ দিয়ে আয়ার্ল্যান্ডের কাছ থেকে ৩২৫,০০০,০০০ পাউন্ড নীট্ মুনাফা করে।

(ঘ) ১৮০০ সালে ডাবলিনে পশমী দ্রব্যের প্রস্তুতকারকের সংখ্যা ছিল ৯১ এবং কর্মীর সংখ্যা ৪,৯৩৮।
১৮৪০ সালে সেখানে পশমী দ্রব্যের প্রস্তুতকারকের সংখ্যা ১২ এবং কর্মীর সংখ্যা ৬৮২। (প্রফেসর কেট্‌ল্-এর মতে আয়ার্ল্যান্ডের অর্থনৈতিক পতনের মুখ্য কারণগুলি ছিল : (১) মাত্রাতিরিক্ত করারোপণ (২) মূলধন প্রত্যাহার। অধিকন্তু, উনবিংশ শতকে লোকজন পালিয়ে যায়, ক্ষেতে চাষ বন্ধ হয়, লোকজনকে বাস্তুচ্যুত করা হয়, দুর্ভিক্ষে হাজার-হাজার লোক মারা যায়, ভাষা এবং জাতীয় কৃষ্টির অবক্ষয় হয়। ১৮শ শতকের শেষে আলস্টার ছিল জাতীয়তাবাদী, ১৯শ শতকের শেষে তা হয়ে যায় সংযুক্তিবাদী।)

(ঙ) ১৮২৯ এবং ১৮৫৮ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ২৩টি আইরিশ ভূমিসংস্কার বিল প্রস্তাবিত হয় এবং ওয়েস্টমিনস্টারে প্রত্যাখ্যাত হয় (যেখানে একই সময়ের মধ্যে ৩৫টি দমনমূলক বিল প্রস্তাবিত হয় এবং তা পাস হয়ে যায়)।

(চ) ১৮২১ সালে ক্যাথলিকদের মুক্তির সময়ে তাঁদের এক বিরাট অংশকে (যেমন— ৪০ শিলিং নিষ্কর সম্পত্তিভোগী) ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যে-সব ভূস্বামীরা

এতকাল ভাগাভাগি করে ৪০ শিলিং নিষ্কর সম্পত্তিভোগীদের তাঁদের ভোটের বিনিময়ে জমি ভাড়া দিতেন, তাঁরা এখন একাজ করতে অস্বীকার করলেন। ফলে ছোট কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল।

ব্রাইট মন্তব্য করেছিলেন যে, দুর্ভিক্ষের সময়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে যত বালকের মৃত্যু হয়েছে ইংল্যাণ্ডের কোন যুদ্ধে কখনও তত লোকের মৃত্যু হয়নি।

(ছ) রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর হিসাব অনুযায়ী চল্লিশ দশকের দুর্ভিক্ষের বলি ৭২৯,০৩৩ লোক। অনুমান করা হয়, পালাবার চেষ্টা করবার সময়েও প্রায় ২০০ লোক জাহাজের মধ্যে মারা যায়।

(আইরিশমেনরা এই দুর্ভিক্ষকে সরকার-সৃষ্ট বলে মনে করত। শুধু আলুর ফসল নষ্ট হয় এবং ১৮৪৬-৪৭ সালে শস্য এবং গবাদি পশু ছিল অপর্যাপ্ত। যেমন পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল সরকার তদনুযায়ী খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি নিষিদ্ধ করলে দুর্ভিক্ষ রোধ করা যেত। জমিদারদের খাজনা দেবার জন্য খাদ্যশস্য রপ্তানি করা হত। অধিকন্তু খাদ্যশস্যের উপর আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার না করে পীল বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন— ফলে খাদ্যশস্যের দাম পড়ে গেল এবং খাদ্যশস্যের চাষীরা ধ্বংস হল। কিন্তু দাম যতটা পড়লে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের পক্ষে কেনা সম্ভব হত, খাদ্যশস্যের দাম ততটা পড়েনি।)

ফেনিয়ান্‌স্

ষাটের দশকে ফেনিয়ানদের অভ্যুত্থান ঘটে। ইউনাইটেড আইরিশমেনদের মতো তাঁরাও ছিলেন প্রজাতান্ত্রিক। আমেরিকায় তাঁদের একটি সংগঠন ছিল এবং আইরিশ পুলিশ এবং ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতেও তাঁদের সদস্যরা ছিলেন।

১৮৬৭ সালে তাঁদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়, কিন্তু এর ফলে দুটি জিনিস হয় :

(১) আইরিশ প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ তছনছ হয়ে যায়।

(২) প্রথম ভূমি আইন পাস হয়।ফেনিয়ানিজ্‌ম্‌ ব্যর্থ হলে হোম রুল আন্দোলন শুরু হয়।

ব্যর্থতার মালা :

ও' কনেল সংযুক্তির রদ চেয়েছিলেন

(১) ১৮০৩ সালে এমেট-এর ব্যর্থতা (ইউনাইটেড আইরিশমেন ?)।

(২) ১৮৪৮ সালে নবীন আয়ার্ল্যান্ডের ব্যর্থতা (নেতা ও'কনেল ?)।

৩) ১৮৬৭ সালে ফেনিয়ানিজ্‌ম্‌-এর ব্যর্থতা।

(৪) আইজ্যাক বাট এবং পারনেল-এর নেতৃত্বে হোম রুল আন্দোলনের ব্যর্থতা (বাট ছিলেন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন এক যুক্তরাষ্ট্রবাদী। পারনেল চেয়েছিলেন গ্র্যাটান-এর পার্লামেন্টের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ; কিন্তু গ্ল্যাডস্টোন-এর হোম রুল বিলেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন)।

"নিজের আইন প্রণয়নে সমর্থ হবার অনুমতির পরিবর্তে যে-পার্লামেন্টকে আয়ার্ল্যান্ড অনুপস্থিত বলে মনে করে তার কাছ থেকে উপযুক্ত আইন পাবার জন্য আয়ার্ল্যান্ডকে বিশৃঙ্খলার আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে।" "পক্ষপাতী ইংরেজ ঐতিহাসিকরা আয়ার্ল্যান্ডকে একটি জাতি হিসাবে দেখতে পায় এবং তার জন্য একটি প্রশ্ন রেখে যায়।"

পৃঃ ২৩৬

"আয়ার্ল্যান্ডে ইংল্যান্ডের উপস্থিতি প্রকৃতপক্ষে সিঁদেল চোরের মত। ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে, এ ছাড়া আত্মপক্ষ সমর্থনের আর কোনও যুক্তি নেই। প্রাসিয়ানিজ্‌ম্‌-এর গ্রাস থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে মানুষ যখন সংগ্রাম করেছিল তার আগে, প্রাচীনকালে, রণকৌশলগত কারণ কিছুটা অজুহাত হতে পারত ××× । পৃথিবীর নৈতিক বোধ রণকৌশলগত কারণকে সাম্রাজ্যবাদী অপরাধের অজুহাত হিসাবে আর সহ্য করবে না।"

লয়েড জর্জ ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংল্যান্ড আইরিশ প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করবে না এবং স্যার প্ল্যাঙ্কেট-এর অধীনে আহূত সম্মেলনকে তিনি বলেছিলেন যে, তারা কোনও মতেই ডমিনিয়ন হোম রুল চাইতে পারবে না। লয়েড জর্জ এ কথাও বলেছিলেন যে, গণভোটের এলাকা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কষ্টকর বলে আইরিশ গণভোট অসম্ভব। কিন্তু তিন বছর আগে সম্মেলনের ক্ষেত্রে এলাকা স্থির করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি।* আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রশ্নটি শান্তি সম্মেলন অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রিগণ এবং রাজনীতিকদের সম্মেলনে উত্থাপন করতে দিতে ইংল্যাণ্ড অসম্মত হয়। শান্তি সম্মেলনে আবেদনের ব্যাপারে কেবল সিনফিনারদের দাবির প্রতিই নয়, যে-আইরিশ সৈন্যরা ব্রিটিশবাহিনীতে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের আবেদনের প্রতিও ইংল্যান্ড কর্ণপাত করেনি।

"আইরিশরা বর্তমান মুহূর্তে এক বিজিত দেশে বসবাসের লজ্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। প্রজাতান্ত্রিকতা নিতান্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের পরাধীনতা ঘোচাবার এক সঙ্কল্প।"

* তখন সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডই ছিল এলাকা।

বহু প্রাক্তন অফিসার এবং সৈনিকদের তরফ থেকে স্বাক্ষরিত এক আবেদনপত্র শান্তি সম্মেলনে পেশ করা হয়েছিল।

আলস্টার প্রশ্ন

"আলস্টার প্রশ্ন ব্রিটিশ শাসকদের এক আবিষ্কার।×××ঃ সে (আলস্টার) যদি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জাতীয়তাবিরোধী হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ষড়যন্ত্রের ফলে।" নিউ স্টেট্‌স্‌ম্যান-এ এক লেখক ঘোষণা করেছিলেন যে, এমন কি ইংল্যাণ্ডের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার যুদ্ধোত্তরকালীন হুমকির ব্যাপারেও কার্সন মন্ত্রিসভার ভিতর থেকে ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। "কার্সনবাদের প্রতিবন্ধকতা ইংল্যাণ্ড থেকে কেবল সোৎসাহে পরিকল্পিতই হয়নি, এর জন্য যাবতীয় খরচও পরমোৎসাহে যোগানো হয়েছিল ইংল্যাণ্ড থেকেই। রাজনৈতিক আলস্টার সৃষ্টি করা হয় লণ্ডনে এবং একে প্রধানত এক আইরিশ সমস্যা বলে ভান করা প্রচণ্ড ভণ্ডামি।"

আয়ার্ল্যাণ্ডে আলস্টার সংখ্যালঘুদের তুলনায় আলস্টারে জাতীয়তাবাদী সংখ্যালঘুদের হার বেশি। বেলফাস্টকে বাদ দিলে, আলস্টারে জাতীয়তাবাদীরা সংখ্যাগুরু। বেলফাস্ট-এর বাইরে জনসংখ্যার ৫০.০১৬% ক্যাথলিক এবং ৪৯.০৮৪% প্রোটেস্ট্যান্ট। ক্যাথলিকরা সকলেই জাতীয়তাবাদী, কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্টদের এক বিরাট সংখ্যা সংযুক্তিবাদী নয়। আলস্টার-এর চারটি সংযুক্তিবাদী-প্রধান কাউন্টিতে জনসংখ্যার ৩০% জাতীয়তাবাদী। অপরদিকে, আলস্টারের সমগ্র সংযুক্তিবাদী জনসংখ্যা আয়ার্ল্যাণ্ডের জনসংখ্যার ২০%।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার চিরাচরিত নীতি হল আইরিশ স্বদেশপ্রেমের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং অরেঞ্জ সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের পুরস্কৃত করা। অধিকাংশ প্রখ্যাত সংযুক্তিবাদীরা ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক চিরকাল পুরস্কৃত হয়েছে, এবং আইরিশ বিরোধী সঙ্ঘর্ষে যারা ইন্ধন জুগিয়েছে লয়েড জর্জও তাদের পুরস্কৃত করেছেন।

লর্ড হেনরি ক্যাভেনডিশ বেন্টিঙ্ক এবং মেজর হিল্‌স্‌-এর মতো সংযুক্তিবাদীরা সম্প্রতি আইরিশ স্বাধীনতার প্রতি আনুকূল্য দেখাচ্ছেন। নর্থক্লিফ আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির সরকার সমর্থন করেন—এটি কোনও কোনও বিষয়ে অ্যাসকুইথ-পরিকল্পনার চেয়ে উন্নত।

Father Brown-এর ভূমিকা সম্বলিত P.H. Pearse-এর রচনা সংগ্রহ

নতুন আয়ার্ল্যাণ্ডের কণ্ঠ

(১) P.H.Pearse. *পৃ. ১৮২

Renunciation

Naked I saw thee,
O beauty of beauty,
And I blinded my eyes
For fear I should fail

I blinded my eyes,
And I closed my ears,
I hardened my heart
And I smothered my desire

I turned my back
On the vision I had shaped
And to this road before me
I turned my face

I have turned my face
To this road before me
To the dead that I see
And the death I shall die.

The Rebel

I come of the seed of the people,
the people that sorrow,
That have no treasure but hope,
No riches laid up but a memory
Of an ancient glory.
I say to my people that they are holy,
that they are august, despite their
chains,
That they are greater than those that
hold them, and stronger and purer,
That they have but need of courage, and
to call on the name of their God,
God the unforgetting, the dear God that
loves the peoples
For whom he died naked, suffering
shame.

And so I speak.
Yea, ere my hot youth pass, I speak to
my people and say:

Ye shall be foolish as I, ye shall scatter
not save;

Ye shall venture your all, lest ye lose
what is more than all;

Ye shall call for a miracle, taking
Christ at his word.
And for this I will answer, O people,
answer here and hereafter
O people that I have loved, shall we
not answer together?

The Wayfarer

The beauty of the world hath made me
sad,
This beauty that will pass;
Sometimes my heart hath shaken with
great joy
To see a leaping squirrel in a tree,
Or a red lady-bird upon a stalk,
Or little rabbits in a field at evening,
Lit by a slanting sun.
Children with bare feet upon the sands
of some ebbed sea, or playing in the
streets
of little towns in Connacht,
Things young and happy
And then my heart hath told me:
These will pass,
Will pass and change, will die and be
no-more,
Things bright and green, things young
and happy;
And I have gone upon my way
Sorrowful.

সমালোচনা

Pearse গেলিক লীগ পত্রিকা "The Sword of Light" সম্পাদনা করতেন। তিনি ছিলেন প্রধানত একজন শিক্ষাবিদ্।

"তাদের জন্য মৃত্যুবরণের চরম যুক্তি পর্যন্ত তিনি (গ্রন্থকার) তাঁর নীতিসমূহের সঙ্গে জীবনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন।" ফাদার ব্রাউন বলছেন "ভবিষ্যতের কল্পনার কাছে বিগত একশ ত্রিশ বছরের যে-কোনও বিপ্লবীর চেয়ে Pearse-এর আবেদন বেশি হবে ×××। বিদ্যালয়ের ইতিহাসে জ্ঞান আহরণের অনেক আগে শিশুরা তাদের মায়েদের কাছে তাঁর নাম এবং কার্যাবলীর কথা শিখবে।"

তাঁর বিদ্যালয়ের একটি ঘর সাজানো ছিল অতীতের মহান আইরিশ নেতাদের নাম দিয়ে, যাঁদের সবাই, অথবা প্রায় সবাই, ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর বিদ্যালয়ের ভিতরটা এমনভাবে রঙ করা ছিল যে, মনে হত এ বুঝি এক প্রকারের আইরিশ বীরত্বের মন্দির।

রচনাসংগ্রহের মধ্যে তাঁর আগ্রহ এখন আবেগে প্রগাঢ় হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস অতীন্দ্রিয়বাদে মহিমান্বিত হয়েছে। তাঁর নাটক এবং কবিতা যন্ত্রণার ভবিষ্যদ্বাণীবাহী। আইরিশ ভাষার প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা রক্তক্ষয়ের প্রয়োজনীয়তা যে কম নয়, তিনি এখন একথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। ফরাসী বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতির চেয়ে Wolfi Tone কর্তৃক কল্পিত এবং স্মরণযোগ্য কালের ফেনিয়ানদের দ্বারা সমর্থিত আইরিশ প্রজাতন্ত্রের ঐতিহ্যগত

আদর্শকে তিনি গ্রহণ করছেন এবং তাঁর কল্পনায় জীবন এই আদর্শের কাছে বলিদানের এক বেদিস্বরূপ। তিনি এক ধরনের ঈশ্বরের বাণী-প্রচারক, যিনি অরণ্যে রোদন করে বলছেন যে, রক্তক্ষয় ছাড়া আয়ার্ল্যাণ্ডের পাপের শেষ হবে না। তিনি নিজেকে স্বাধীনতার জন্য ধর্মযুদ্ধের প্রবক্তা করেছেন। তিনি তৎকালীন যুবসমাজকে খ্রিস্টান বুশিদোর আদর্শে জীবনযাপন করতে আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন হচ্ছেন এবং যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাবাণী করছেন। নিয়তি-নির্ধারিত শেষ দিনের তলোয়ারের ঝলকের জন্য তিনি যেন বর্তমান পৃথিবীকে দেখতেই পাচ্ছেন না। তাঁর নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক দুটি, Singer এবং The King, যুদ্ধে আত্মোৎসর্গের কল্পনা। প্রথমটির যবনিকাপাত হয় যখন নায়ক গলদের (বিদেশীরা) বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়। তাঁর কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয় "একজন মানুষ যেমন পৃথিবীকে মুক্তি দিয়েছিল তেমনই একজন মানুষ একটি জাতিকে মুক্ত করতে পারে। আমি কখনও অস্ত্র নেব না, আমি রিক্ত হস্তে সংগ্রামে যাব। যীশু যেমন মানুষের সামনে উলঙ্গ হয়ে বৃক্ষে ঝুলেছিলেন, আমি সেই ভাবে গলদের সামনে দাঁড়াব।"

Wayfarer-এ তিনি সেই সব নিয়েই বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন, যা তিনি এমন প্রবল আবেগে বর্জন করতে যাচ্ছিলেন। যদিও নিজে যা ত্যাগ করেছেন তা নিয়ে তিনি ভাবছেন না, তিনি ভাবছেন পৃথিবীর কাব্যের প্রধান উপজীব্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর নশ্বরতা নিয়ে। সব শেষে তিনি ভাবছেন যে,শিশুদের আচরণ তাঁকে সব সময় বিশেষভাবে ব্যাকুল করেছে।

স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতাবলীকে ভাবপ্রবণতার দোষে অভিযুক্ত করা যায় না। চারণ কবির তাৎক্ষণিক রচনার মতো এগুলি উচ্ছ্বাসপূর্ণ, উচ্চকণ্ঠ এবং আবেগপূর্ণ। The Rebel-এর প্রথম ছত্রগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন যে-হাত তারে ঝঙ্কার তুলছে সেই হাত প্রায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। "I am... glory". চারণ যখন তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিশ্বাস ব্যক্ত করতে থাকেন তখন দেখতে পাওয়া যায় নিস্তব্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী আবেগে কম্পমান ×××। Pearse বিশ্বাস করতেন যে, তিনি এবং তাঁর সমসাময়িকরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হলেই কেবল আয়ার্ল্যাণ্ডের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব।

প্রাচীন কালের এই চারণ ছিলেন অর্ধেক উদ্দীপক সঙ্গীতরচয়িতা এবং অর্ধেক কবি এবং সেটা, আমি বলব, লেখক হিসাবে Pearse-কে যতটা যথার্থভাবে বর্ণনা করা সম্ভব তারই কাছাকাছি। তাঁর কাহিনী প্রায় ধর্তব্যের মধ্যে আসে না, এর মধ্যে জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার অত্যন্ত অভাব ×××। কিন্তু তাঁর কাব্য এবং নাটকে রয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নির্যাতীত এক মানুষের কণ্ঠ যাঁর মুখমণ্ডল ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত। স্বীকার করছি, আমার চোখে রক্তক্ষয়ের মাধ্যমে মুক্তির নীতিতে সত্য অপেক্ষা ভ্রান্তি অধিক। কিন্তু এই সব নাটক এবং কবিতা এর চেয়ে অনেক বেশি সুকুমার বিশ্বাসের সৌন্দর্যে মণ্ডিত—দরিদ্র এবং নির্যাতীতের ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস এবং যন্ত্রণাকাতর পৃথিবীকে মুক্ত করতে আত্মোৎসর্গের শক্তিতে বিশ্বাস।

(২) Mrs. J.R. Green পৃঃ ১৯০
(৩) A.E. পৃঃ ১৯৭
(৪) T.M.Kettle পৃঃ ২১৩
(৫) Dora Sigerson (Mrs. Shorter) পৃঃ ২২২

গ্রন্থসমূহ

চার্লস দি বল্ড-এর সময়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে যাঁরা গ্রীক ভাষা বলতেন তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন হয় আইরিশম্যান, নয় আইরিশম্যানের ছাত্র।

Mrs. J.R. Green

(১) Irish Nationality
(২) The Way of History in Ireland
(৩) Making of Ireland and its undoing
(৪) The Old Irish World
(৫) "The Trade Routes of Ireland"
(সম্ভবত "The old Irish World"-এর উপর একটি প্রবন্ধ)

Cambrensis Eversus-এর লেখক Lynch থেকে শুরু করে Dr. Joyce পর্যন্ত লেখকরা আইরিশ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাস রচনা করেছেন, কিন্তু এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আনুকূল্য লাভে সমর্থ হয়নি। Swift এবং Grattan-এর সীমাবদ্ধ আয়ার্ল্যাণ্ড সম্পর্কে Lecky যা করেছিলেন, Mrs. Green সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ড, Art Macmurrough, Margaret O' Connor এবং O' Neill-দের আয়ার্ল্যাণ্ড, সম্পর্কে সেই কাজ করা সম্ভব বলে মনে করিয়ে দিলেন। "The Making of Ireland and its undoing" গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ডাবলিন ক্যাস্‌ল্‌-এর সভ্যতা-প্রচারের প্রতিনিধিরা আয়ার্ল্যাণ্ডের ব্যবসা এবং কৃষ্টিকে ধ্বংস করেছিল। "The Trade Routes of Ireland"-এ তিনি দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ইউরোপে যাবার আদি পথটি আদৌ ইংল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ছিল না। সমুদ্র পার হয়ে স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স এবং স্কাণ্ডিনেভিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সরাসরি। ইউরোপে আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধান উপহার ছিল বিদ্যা এবং ধর্ম, বাণিজ্য নয়। আইরিশ অর্থে নির্মিত মঠগুলি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে স্পেনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, স্পেনের মুদ্রা ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রায় প্রধান মুদ্রা।

A.E. আইরিশ সমবায় আন্দোলনের সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "The Irish Homestead"-এর সম্পাদক।

A.E.

পার্নেল ছিলেন এক ধ্বংসের দেবদূত : মিঃ রাসেল এক সৃজনশীল আদর্শবাদী। বিদেশী সরকার নামে পরিচিত অবিচারের নির্জন দুর্গ অবরোধে এবং আক্রমণে পার্নেল তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মিঃ রাসেল সামাজিক মিলনের অনুকূল এক পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, যেখানে ঈশ্বরের পুত্র-কন্যারা অসঙ্কোচে বাস করতে পারে।

"মিঃ রাসেল-এর আবেদনের রহস্যটি যথেষ্ট স্পষ্ট। তাঁর সমগ্র রচনা ××× এক অলৌকিক কল্পনার প্রকাশ—ঐশ্বরিক প্রজাতন্ত্রের কল্পনা—যা এখানে ব্যক্তিমানুষের অন্তরে জন্ম নিয়ে বীর্যবান

গ্রন্থসমূহ
(১) The Renewal of Youth
(২) Co-operation and Nationality
(৩) Religion and Love
(৪) Ideals of the New Rural Socity.
(৫) Nationality and Cosmopolitanism.
(৬) The Candle of Vision.
A.E. চিত্রশিল্পী, কবি, সাংবাদিক অতীন্দ্রিয়বাদী এবং রাজনীতিক।

জীবনরূপে নিজেকে প্রকাশ করছে এবং ওখানে সমস্ত জাতির অন্তরে জন্ম নিয়ে নিজেকে বীর্যবান সভ্যতারূপে প্রকাশ করছে ×××। তাঁর রহস্যবাদ মাটি এবং সাধারণ দৈনন্দিনতার প্রতিভার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কৃষি-সমবায়কে স্বর্গীয় আলোকের কিছুটা দিয়ে আলোকিত করা তাঁর উদ্দেশ্য।"

সংগ্রহ :—

"যে-সকল শব্দ প্রকৃতই প্রেরণা দেয় তার প্রতিটিই এমনভাবে বলা হয়েছে যেন 'সুবর্ণ যুগ' কখনও শেষ হয়নি। মহান্ শিক্ষকরা ব্যক্তিসত্তাকে উপেক্ষা করেন এবং চিরন্তন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন" (The Renewal of Youth)।

"আয়ার্ল্যাণ্ডের আত্মাকে অনুপ্রেরিত করতে হবে এবং মহৎ কাজের চিন্তার দ্বারাই তা সম্ভব, তুচ্ছ মিতব্যয়িতা এবং ক্ষুদ্র লাভের আশার দ্বারা নয় ×××। স্যার হোরেস প্ল্যাঙ্কেট যে-আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিলেন তার বৈশিষ্ট্য হল আয়ার্ল্যাণ্ডে নতুন সমাজব্যবস্থা গঠনের প্রয়াস।" (Co-operation and Nationality).

আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রামীণ সভ্যতা, তিনি দেখছেন, অনেকগুলি কারণে ধ্বংস হয়েছে, এবং অন্যান্য দেশের মতো আয়ার্ল্যাণ্ডকে বিকল্প কোনও নগরসভ্যতা দেওয়া হয়নি। আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রামাঞ্চল তৃণ এবং সঙ্গীতহীন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। A.E-র দৃষ্টিতে আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তির জন্য আবেদন করতে হবে জাতির সঙ্কল্প এবং আত্মার কাছে, সরকারের কাছে কখনও নয়। তিনি বলছেন, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি "মানুষের ভিতরে মানবিক সঙ্কল্পের অবক্ষয় এবং পতনের ট্র্যাজেডি। সঙ্কল্প তার বিগ্রহ রাষ্ট্রের সঙ্গে অংশিদারিত্ব ছাড়া কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়ছে। ××× আমাদের বর্তমান জননেতাদের নীতির ফল হল আইরিশদের এক অর্থনৈতিক শিশুর জাতিতে পরিণত করা, যারা চিরকাল রাষ্ট্রের স্তন্যপায়ী হয়ে থাকবে।" (Co-operation and Nationality)।

A.E.-র বাসনা প্রথমে আয়ার্ল্যাণ্ডের হৃদয়ে এবং পরে গ্রামাঞ্চলে সমবায়িক কমনওয়েলথ গড়ে তোলা। তিনি দেখতে চান পৃথিবীকে এক নূতনতর এথেন্স দেওয়া হয়েছে যে-এথেন্স বলতে নগর বোঝাবে না, বোঝাবে গ্রাম।

"গ্রামাঞ্চলের যে-কোনও জেলায় মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের বাসভূমিকে প্রবাদের দামাস্কাস উপত্যকার মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে। তাঁরা বেড়া-ঝোপের পাশাপাশি ফলের গাছ লাগাতে পারে এবং বসন্তে গ্রামের পথ রঙ দিয়ে সুন্দর করে তুলতে পারে। ইউরোপে অনেক স্বশাসিত গ্রামীণ জেলায় এমন করা হয়েছে এবং এখানেও তা না করবার যুক্তি নেই। শুধু আমাদের লোকদের একত্র করা হোক, তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করা হোক, তা হলে দ্রুতগতিতে একের পর এক উন্নতি হতে থাকবে। কারণ, জাতিসমূহের সমস্ত মহৎ কাজ, সমস্ত সভ্যতা সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের স্বেচ্ছা-প্রচেষ্টার ফল। কখনও মনে হয় যেন মানুষের মধ্যে এমন এক উচ্চতর মন ছিল যা ব্যক্তিমানুষের মাধ্যমে কাজ করতে পারেনি, কাজ করেছে কেবল সঙ্ঘ এবং গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মাধ্যমে। যাই হোক, ব্যক্তিভিত্তিক সভ্যতা হীন এবং যে-সভ্যতার

ভিত্তি বৃহৎ সমবায়, সঙ্ঘ, সৌভ্রাত্র, সহযোগ এবং সঙ্ঘ তা উচ্চতর মানের। আমরা যদি আয়ার্ল্যাণ্ডে কোনও গ্রামীণ সভ্যতা চাই তবে অবশ্যই তাকে জন্ম নিতে হবে সমবায় থেকে।" (Co-operation and Nationality)।

সাহিত্য বিষয়ে A.E-র মতবাদে ইতর শ্রেণীর সঙ্গে কারবারের কোনও স্থান নেই। শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর মতবাদ হুইস্‌লারের মতোই অনৈতিক, সাহিত্যধর্ম সম্পর্কে মতবাদে তিনি টলস্টয়ের সমীপবর্তী।

মনে হয় তাঁর "Nationality and Cosmopolitanism." নিবন্ধে তিনি এমন আইরিশ সাহিত্য সৃজনের আশা ব্যক্ত করেছেন, যা সাধারণের অনুসরণের জন্য বীর চরিত্র তুলে ধরবে। জনগণের সাহিত্যের উদ্দেশ্য চিরকাল দেশের জনসাধারণের মধ্যে নতুন বিবেক সৃষ্টি করা। তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণে আয়ার্ল্যাণ্ডের কোনও মঙ্গল বিধান সম্ভব নয়, এই আদর্শ কেবল মননের সুবর্ণ রোমের আড়ালে লুকানো পুরান হিংস্র লালসাকেই অনাবৃত করে। ইয়েট্‌স্ তাঁর "The Autumn of the Body"-তে আইরিশদের জন্য যে-ফরাসি উদাহরণ সুপারিশ করেছিলেন এটি তার প্রতিবাদ। ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে A.E. লিখছেন :—

"ইংরেজি সাহিত্য সর্বদাই আদর্শ চরিত্র অপেক্ষা বাস্তব চরিত্রের প্রতিই অধিকতর সহানুভূতিশীল এবং আমাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে-ব্যক্তি ডিকেন্‌স ভালবাসেন তিনি ইংল্যাণ্ডের সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি কিম্ভূত চরিত্র সম্পর্কে সহনশীল এ কথা প্রমাণিত হলেও এর থেকে মহত্তর মানবিকতা সম্পর্কে কোনও ধারণা গড়ে তুলতে তিনি সাহায্য পাবেন না, এবং অনেক ইংরেজ লেখক সম্পর্কেই একথা সত্য। এঁদের মধ্যে মৌলিক দর্শনের অভাব, এবং তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে যেভাবে দেখা যায় তাঁরা মানুষকে সেইভাবে দেখেই সন্তুষ্ট। যে-মানুষ অনন্তকালের পরিব্রাজক, আজকের রক্তমাংসের যে-মানুষ পরবর্তীকালে দেবোপম প্রমাণিত হতে পারেন এবং ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে যিনি বিজয়ী হয়ে শেষ পর্যন্ত শুকতারার মতো প্রোজ্জ্বল হতে পারেন, সেই মানুষকে তাঁরা দেখতে পান না।"

এই লেখায় সাহিত্যসমালোচক অপেক্ষা আয়ার্ল্যাণ্ডের সুবর্ণযুগের নির্মাতা এবং স্রষ্টার কণ্ঠই প্রাধান্য পেয়েছে। A.E. এক দেশপ্রেমিক, যিনি তাঁর সমস্ত ক্রোধের মধ্যেও আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখেন—ব্লেক যেমন দেখেছিলেন ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে। ম্যাৎসিনি এবং রাস্কিনের পরে সামাজিক ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এমন স্পষ্ট এবং সোচ্চার কণ্ঠ আর শোনা যায়নি। তিনি আরও বলেন :—

"এখনও আমরা নিজের প্রতি অবিশ্বাস দূর করতে পারলে আয়ার্ল্যাণ্ডের পল্লীঅঞ্চল মধ্যযুগের ইতালির পর্বতগাত্রের মতো সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারত। নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে কোনও জাতির যা-কিছু প্রয়োজন—মাথার উপরে আকাশ, পায়ের নীচে মাটি এবং নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু—সবই আমাদের আছে। যে আমাদের কর্মক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করবে, যে মানুষের সঙ্কল্প এবং বক্তব্যকে দুর্বল করে তুচ্ছ উদ্যমকেই সীমারূপে চিহ্নিত করবে, আমি তাকে নির্বাসনে পাঠাব। আমরা এই পর্যন্তই যেতে পারি এবং এখানে আমাদের জীবন তার বেশি আর স্থায়ী হবে না।"

ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত দেশে যাত্রার জন্য সঙ্গীদের তিনি এইভাবে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন :— "আমরা আয়ার্ল্যাণ্ডে কেবল প্রান্তরের পশুর মতো দিনগতভাবে, কেবল আজকের জন্যই বেঁচে থাকব না ; আমাদের ভাবতে হবে গেলদের এই দীর্ঘ মিছিলের লক্ষ্য কী এবং তাঁদের প্রজন্মের অপরাহ্ণে কেমন করে এবং কোন রীতিতে তাঁদের শিবির স্থাপিত হবে। এই পৃথিবীতে একটি জাতীয় লক্ষ্যই সর্বাপেক্ষা দুর্জয় এবং সবার উপরে সে-ই বিজয়ী। এই লক্ষ্য মরুভূমির বালুকারাশি থেকে ব্যাবিলন গড়ে তুলতে পারে এবং সামান্য কয়েকটি পর্ণকুটির থেকে সাম্রাজিক সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে এবং, সঙ্কল্প সাধিত হলে, রেখে যেতে পারে স্মৃতিসৌধ, যা প্রস্তরের মতোই প্রকৃতির এক অবিনশ্বর অংশ। এরিগ্যাল, বেনবালবেন অথবা স্লিভ গ্যালিয়ন আয়ার্ল্যাণ্ডের কাছে যতটা প্রকৃতির অংশরূপে বিবেচিত, মিশরের মরুভূমিতে পিরামিড এবং স্ফিংসও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মনুষ্যসমাজের কাছে ততটাই প্রকৃতির অংশরূপে বিবেচিত হয়েছে।"

কল্পনার বর্তিকা

"Genius! there is no stinting of this by the keeper of the Treasure House. It is not bestowed but it is won. You man of heavy soul might if be willed play upon the lyre of Apollo, that drunkard be God-intoxicated."

তাঁর বিশ্বাস কল্পনা শুধু আমাদের হৃত নাগরিকত্ব এবং তারকাখচিত পৃথিবী সম্পর্কে চেতনা পুনরুদ্ধারের একটি উপায় এই নয়। "আমি নিশ্চিত যে, সব কাব্য, এমার্সন যেমন বলেছেন, প্রথমে স্বর্গে রচিত হয়।" ব্লেকও কি দাবি করেননি যে, তাঁর কবিতার রচয়িতারা অমরলোকের অধিবাসী ?

পৃঃ ২১৩
(৪)
গ্রন্থসমূহ :—
(১) The Day's Burden.
(২) The Ways of War

T. M. Kettle

তিনি দর্শন যেমন ভালবাসতেন তেমনই ভালবাসতেন শৈলী। তাঁর কাছে এই দুটি ছিল দুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীর বিষণ্ণতা লাঘবকারী তারা। XXX একই সন্ধ্যায় তিনি ভোগবাদীর মতো তাৎক্ষণিক প্রমোদে এবং সন্ন্যাসীর মতো চিরন্তনের ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে পারতেন। তাঁকে দেখে লোকের মনে এই ধারণা জন্মাত যে, তিনি দৃঢ় চরিত্রের কিন্তু বিষণ্ণ মানসিকতাসম্পন্ন লোক। জীবন যে এক বিয়োগান্ত নাটক এ বিষয়ে তাঁর মনে কখনও সন্দেহ ছিল না, যদিও তাঁর দাবি ছিল জীবন হবে এক সুনিশ্চিত বিয়োগান্ত নাটক, যেখানে গাঢ়তম বজ্রগর্ভ মেঘের ভিতর থেকে বুদ্ধির দীপ্তি ঝলসে উঠবে এবং যে-সব অতিপ্রকট চরিত্র পঞ্চম অঙ্কে বিনষ্ট হবে তাদের সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর পঙ্‌ক্তি ঘুরে ফিরে আসছে। "সুন্দর পঙ্‌ক্তি এবং যথাসময়ে প্রস্থান"—এই হল The Day's Burden-এর বৈশিষ্ট্য।

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি

Kettle বলেছেন : যুদ্ধ ইউরোপকে "পাগলা গারদ এবং কশাই-এর দোকানের মাঝামাঝি এক ধরনের সংক্রামক অভিধার স্তরে নামিয়ে এনেছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি (Kettle) বিশ্বাস করতেন যে, জার্মানি শয়তানের বাণীর পক্ষাবলম্বন করে ধর্মযুদ্ধে নেমেছিল। তিনি আরও বলেছেন, "ইংল্যাণ্ড ইউরোপে যুদ্ধ করতে

যায় স্বাধীনতার জন্য আর আয়ার্ল্যাণ্ডে যুদ্ধ করতে যায় ভূস্বামীদের জন্য।" কিছু লোক সর্বদা এই কথা বোঝাবার চেষ্টা করছে যেন আয়ার্ল্যাণ্ড এক ধাঁধায় ভরা দেশ। মনুষ্যপ্রকৃতি ছাড়া আয়ার্ল্যাণ্ডে আর কোনও গোলমাল নেই। খোঁচালে তার রক্ত ঝরবে।

Nietzsche সম্পর্কে Kettle

তাঁর মতে Nietzsche-র রচনায় সারমর্ম হল "দীর্ঘমেয়াদী উৎপীড়নের অধিবিদ্যা।" Nietzsche-কে তিনি বলেন "সেই ভয়ঙ্কর কুইকসোট, যিনি নিষ্ঠুরতাকে আধ্যাত্মিকতার প্রতীক করেছিলেন কিন্তু তবু কোনও কোনও মানসিক অবস্থায় যিনি মনুষ্যোচিত প্রীতির আধার হয়ে উঠেছিলেন। XXX লুসিফারের পরে অন্ধকারের পথনির্দেশক এত আলো আর আসেনি। ইফেসাস খ্যাত ডায়ানার পরে ছদ্ম উপাসনার জন্য এমন সুন্দর প্রতিমা আর ঢালাই অথবা খোদাই করা হয়নি। জার্মানদের তিনি নাচিয়েছিলেন, যেমন তাঁর আগে এই কাজ করতে পেরেছিলেন শুধু হাইনে। 'আমার একটি ধারণা আছে', তিনি লিখেছেন, 'জরথুস্ট্রের সঙ্গে আমি জার্মান ভাষাকে নিখুঁত পর্যায়ে নিয়ে এসেছি।' এই দম্ভ সম্ভবত সত্য। শয়তানের রচনাশৈলী ছিল সর্বদাই উৎকৃষ্ট এবং এটাই যথাযথ যে, তাঁর উপদেশ যখন নিকৃষ্টতম তাঁর গদ্য তখনই উৎকৃষ্টতম।"

যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি

"অবশ্যম্ভাবী কোনও যুদ্ধ নেই", Kettle বলেছেন, "অথবা শুধু সেই যুদ্ধই অবশ্যম্ভাবী যা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং আগ্রাসন কখনই অবশ্যম্ভাবী নয়।"

(৫) Dora Sigerson (Mrs. Shorter)

পৃঃ ২২২ গ্রন্থসমূহ

(১) The Sad Years Katherine. Tynan-এর ভূমিকাসম্বলিত
(২) Progress.
(৩) Road of the Refugees.
(৪) An Old Proverb.
(২) (৩) এবং (৪) সম্ভবত কবিতা, গ্রন্থ নয় এবং (৫) The Dead Soldier (৬) The Comforters. (৭) The Black Horseman.

* The Sad Years-এর ভূমিকায় Katharine Tynan.

সুইনবার্ন এবং ফ্রান্সিস টমসন ডোরা সিগারসন-এর প্রশংসা করেছেন এবং মেরিডিথ "সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যে চিরন্তন দৃঢ়তার" কথা বলেছেন। কবি হয়েই তিনি জন্মেছিলেন, কবি হয়ে ওঠেননি। শিল্পহীনতার মধ্য দিয়ে তিনি শিল্পকে অর্জন করেছিলেন। "শৈল্পিক প্রেরণায় তিনি এমন পরিপূর্ণ ছিলেন, এত বিচিত্র ছিল তাঁর সৃষ্টি এবং শিক্ষানবিশি ছাড়াই এত শিল্পবৈভব তিনি অর্জন করেছিলেন যে, তাঁর সম্পর্কে প্রতিভা শব্দটি প্রয়োগের অনুপযুক্ত মনে হয় না। বলা যায়, তিনি ক্ষমতাটি লাভ করেছিলেন বাতাস থেকে ; ক্ষমতা সহজাত এবং কিছুই অর্জিত নয়।" তাঁর কবিতার প্রকৃতিতে এমন এক সজীবতা আছে যার থেকে মনে হয় যে, কথা বলার মতো সহজভাবে তিনি সেগুলি রচনা করেছেন, থামতে হয়নি, মুছতে হয়নি অথবা অনুচিন্তা করতে হয়নি। XXX তাঁর মুখমণ্ডলে, Katharine Tynan লিখেছেন, "গ্রীক হারকিউলিস-এর কিছু কৌতূহলী আভাস ছিল। তিনি ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী এবং তাঁর তরুণ সৌন্দর্যে মেশানো ছিল এক আশ্চর্য ঝড়ের ইঙ্গিত। XXX তাঁর সৌন্দর্যে ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত সত্ত্বেও তিনি ছিলেন জীবনের আনন্দে ভরপুর।"

বালিকা বয়স থেকেই তিনি অসহায়ের বন্ধু ছিলেন—

ইউরোপের যুদ্ধ শুরু হলে অপ্রশম্য পৃথিবী এবং যুদ্ধের যাঁরা বলি তাঁদের সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

"Lo; I am athirst", sighed the
brown earth,
"Grant me red wine to spend."
"As it was in beginning", said
the great hills,
"And shall be to the end."

১৯১৬ সালে ডাবলিনের ঘটনার পরে তিনি লিখেছিলেন "The Dead Soldier"। তিনি যেন হয়ে উঠলেন একটি জাতির আবেগের প্রবক্তা। প্রায়ই এই অভিযোগ করা হয়েছে যে মৃতের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের কান্না শেষ হয় না। কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন সেইসব রাজনীতিকরা, যাঁরা কান্নার জন্য তাঁকে দিয়েছিলেন নতুন শব ! মৃত বিপ্লবীদের জন্য অন্য সকলের থেকে তিনিই বেশি গেয়েছেন জাতীয় শোকগীতি।

The Dead Soldier

Look! they come the triumphant army!
Over you hill see their weapons peeping.
Still I spoke not, but my wheel sent turning;
I closed my eyes, for my heart was weeping,
my heart was weeping for a dead soldier.
"Who is he who looks towards we?"
"Tis no man, but a gay flag flying."
Red was his mouth and his white brow
thoughtful,
Blue his eyes, how my soul is crying,
My soul is crying for a dead soldier.
"Kneel ye down, lest your eyes shd : dare.
them
Kneel ye down and your beads be saying."
"Lord, on their heads thy wrath deliver."
This is the prayer that my lips are praying,
My heart is praying for a dead soldier.
Best cheer the path of the men victorious,
For he is dead and his blade lies broken.
His march is far where no aid can follow,
And for his people he left no token;
He left no token, the dead soldier.
The way of the sword a man can follow,
See the young child with his gold hair
gleaming
When falls the oak, must the acorn perish
He lifts the blade and his eyes are
dreaming;
He dreams the dream of the dead soldier.

ইউরোপের প্রত্যেক বিধ্বস্ত এবং পরাজিত জাতিরই এমন কবিতা আছে যা ঠিক এই ধরনের আবেগ প্রকাশ করে।

১৪শ অধ্যায়

আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রাক্তন পতাকা—সবুজ। বর্তমান পতাকা কমলা-সাদা-সবুজ ত্রিবর্ণ। জাতীয় সঙ্গীত "The Soldiers Song" পার্নেল চিরকালই সবুজকে অশুভ রঙ বলে ঘৃণা করতেন।

১৬শ অধ্যায়

কবিদের সাক্ষ্য

Ledwidge ইংল্যাণ্ডের পক্ষে যুদ্ধে প্রাণ দেন
Kettle

Ledwidge "Last Songs"-এর লেখক। গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ কবিতা হল "Currabwu" এবং "The Dead Kings"।

Macdonagh ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ দেন।
Pearse

James Stephens :—প্রাচীনতর গেলিক কবিদের রচনা থেকে অভিযোজিত "Reincarnations"-এর প্রণেতা। O'Rahilly-র কবিতা "Inis Fa'l" তর্জমায় এইরকম দাঁড়ায় :—

"Now we may turn aside and dry our tears,
And comfort us, and lay aside our fears,
For all is gone—all comely quality,
All gentleness and hospitality,
All courtesy and merriment is gone;
Our virtues all are withered every one,
Our music vanquished and our skill to sing :
Now may we quiet us and quiet our moan,
Nothing is whole that could be broke, no thing
Remains to us of all that was our own."

Pearse :—প্রাচীন গেলিক সঙ্গীতের তর্জমা "Songs of the Irish Rebels"-এর লেখক।

"The world hath conquered, the wind
hath scattered like dust
"Alexander, Caeser and all that
shared their sway,
"Tara is grass, and behold how Troy
hith low,
"And were the English, perchance
their hour will come."
"Pirates rule in the place of prınces,
In comfort, in ease, in luxury, in spacious
palaces.
Full of strength, full of goods, full of
words, well-feasting,
Uncouth, jabbling, greedy, cynical.
The aim and desire of the crew is,
However they may make peace with our
people,
To play with those that accept terms from
them,
The tricks of the redoubtable cat with the
mouse!"

Pearse-এর মতে ইংরেজদের প্রতি আইরিশদের ঘৃণার "পবিত্র আবেদন" "প্রকৃতি এবং প্রকৃতির ঈশ্বরের প্রতি আইরিশদের ভালবাসা" অপেক্ষা বিন্দুমাত্র কম নয়।

Sir Samuel Ferguson

যৌবনে ইয়েট্‌স বলেছিলেন যে, "আয়ার্ল্যাণ্ড যত কবির জন্ম দিয়েছে ফারগুসন তাঁদের মধ্যে মহত্তম, কারণ তিনি সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য এবং সর্বাধিক সেলটিক।" তিনি ছিলেন একাধারে মৌলিক কবিতার রচয়িতা এবং অনুবাদক। ১৫৮০ সাল নাগাদ রচিত O'Neill-এর চারণ কবি O'Gnive-এর একটি কবিতার তর্জমার সারাংশ নীচে দেওয়া হল।

The downfall of Gael

"We starve by the board
And we thirst amid wassail—
"For the guest is the lord,
"And the host is the vassal.

"Through the woods let us roam,
Though the wastes wild and barren,
We are strangers at home;
We are exiles in Erin!
And Erin's a bark
O'er the wild waters driven!
And the tempest howls dark
And her side planks are riven!
And in billows of might
Swell the Saxon before her—
Unite, oh, unite!
Or the billows burst o'er her.

১৭শ অধ্যায়

T. W. Rolleston অনূদিত "In praise of may" একটি সুন্দর কবিতা। নিম্নলিখিত গ্রন্থ অথবা সঙ্কলনগুলি পাওয়া যায় :—

(১) Dr. Kuno Meyer-এর "Ancient Irish Poetry."

২) Miss Hull-এর The Poem Book of the Gael.

* "Literature in Ireland".

Thomas Macdonagh* আইরিশ সাহিত্য আন্দোলনকে এক ধরনের বিদ্রোহ হিসাবে ভাবতে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, "আয়ার্ল্যাণ্ডে নতুন সাহিত্যের সুরটি আত্মনির্ভরতার জন্য গর্বের, প্রায় ঔদ্ধত্যের। XXX গেলিক পুনরুজ্জীবন আমাদের কারও কারও মধ্যে এক নতুন ঔদ্ধত্যের সঞ্চার করেছে। আমি একজন গেল এবং এ কারণে আমি গর্বিত। XXX আমার জাতি এদেশে বিদেশীদের প্রতারণার পরেও বেঁচে আছে। এই পরাজয়ের কাছেও নতিস্বীকার করতে অস্বীকার করেছে। আজ সে আশা এবং ভালবাসা পূর্ণ হয়ে বাহুতে নতুন ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার শক্তি, কণ্ঠে নতুন সঙ্গীত এবং নতুন এক ভাষার শব্দসম্ভার নিয়ে শক্তিমান হয়ে দেখা দিয়েছে। XXX এই ঔদ্ধত্য ঘটনাবলীর এবং জীবনীশক্তির ইঙ্গিতবাহী, অতএব এক্ষেত্রে মঙ্গলদায়ক।"

"A Note on Irish Literature" নামে এই অধ্যায় আইরিশ সাহিত্যের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

লেখক Francois Guizot সিসলিজ লিঃ, লন্ডন

The History of Civilization in Europe

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস—ইউরোপের সভ্যতায় ফ্রান্সের ভূমিকা—সভ্যতা গঠিত দুটি প্রধান ঘটনা নিয়ে :—(১) সমাজের বিকাশ (২) ব্যক্তির বিকাশ—সভ্যতার ইতিহাস দুটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা যেতে পারে।

১ম আলোচনা

২য় আলোচনা

প্রাচীন সভ্যতার ঐক্য—আধুনিক সভ্যতার বৈচিত্র্য—তার উচ্চতর উৎকর্ষ—রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় ইউরোপের অবস্থা—নগরের আধিক্য—খ্রিস্টিয় চার্চ—যাজক দ্বারা পৌরক্রিয়া সম্পাদন—বিদেশীরা—তারা আধুনিক জগতে ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুভূতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের অনুরক্তির প্রবর্তন করে—পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের সংক্ষিপ্তসার :

৩য় অলোচনা

আলোচনার বিষয়—যাবতীয় বিভিন্ন পদ্ধতি বৈধতার ভান করে—রাজনৈতিক বৈধতা কী ?—পঞ্চম শতাব্দীতে সকল প্রকার

শাসনপদ্ধতির সহাবস্থান :—ব্যক্তির অবস্থায় স্থায়িত্বের অভাব, সম্পত্তি এবং প্রতিষ্ঠান—এর দুটি কারণ, একটি জাগতিক, আক্রমণের অনুবৃত্তি—অপরটি নৈতিক, প্রাতিস্বিকতার স্বার্থপর অনুভূতি, যা বার্বারিয়ানদের বৈশিষ্ট্য—শৃঙ্খলার জন্য সভ্যতার বীজের প্রয়োজন হয়েছে, রোমান সাম্রাজ্যের স্মৃতি খ্রিস্টিয় চার্চ এবং বিদেশীরা—বিদেশীদের, নগরের, চার্চ অব স্পেন-এর, শার্লামেন এবং আলফ্রেড-এর সংগঠন গড়বার প্রচেষ্টা—জার্মান এবং আরব আক্রমণের অবসান—সামন্ততন্ত্রের শুরু ।

৪র্থ আলোচনা

আলোচনার বিষয়—ঘটনা এবং মতবাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় মৈত্রী—নগরের উপর গ্রামের প্রাধান্য—ক্ষুদ্র এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সংগঠন—জায়গিরদারের চরিত্র এবং পরিবারের নীতির উপর সামন্ততন্ত্রের প্রভাব—সামন্ততন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের ঘৃণা—দাসদের জন্য যাজকরা কিছুই করতে পারতেন না—সামন্ততন্ত্রের নিয়মিত সংগঠনের অসম্ভাব্যতা :—(১) শক্তিশালী কর্তৃত্বের অভাব (২) জনসাধারণের ক্ষমতার অনস্তিত্ব (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথার প্রতিবন্ধক—সামন্ততন্ত্রে সহজাত প্রতিরোধের অধিকার সম্পর্কে ধারণা—সামন্ততন্ত্রের প্রভাব ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অনুকূল, সামাজিক শৃঙ্খলার পক্ষে প্রতিকূল ।

৫ম আলোচনা

আলোচনার বিষয়—ধর্ম এক মিলনের নীতি—বাধ্য করা শাসনের মূল কথা নয়—কোনও শাসনের বৈধতার শর্তাবলী :—

(১) ক্ষমতা অবশ্যই যোগ্যতম ব্যক্তির হাতে থাকবে (২) শাসিতের স্বাধীনতাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে—চার্চ যেহেতু জাতি নয়—এক যৌথসংস্থা, শর্তাবলীর প্রথমটি এখানে পূরণ হয়েছিল—চার্চের মধ্যে বিদ্যমান মনোনয়ন এবং নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি—ক্ষমতার অবৈধ প্রসার এবং শক্তির নিন্দার্হ প্রয়োগের জন্য অন্য শর্তটির অস্তিত্ব ছিল না—চার্চের ভিতরে আন্দোলন এবং মননের স্বাধীনতা—রাজন্যবর্গের সঙ্গে চার্চের সম্পর্ক—নীতি হিসাবে বিধিবদ্ধ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার স্বাধীনতা—অবৈধভাবে পার্থিব ক্ষমতা অধিকারের জন্য চার্চের ছল এবং প্রচেষ্টা ।

৬ষ্ঠ আলোচনা

আলোচনার বিষয়—চার্চের মধ্যে শাসকদল থেকে শাসিতদলের বিযুক্তি—যাজকশ্রেণীর উপর অযাজকশ্রেণীর অপ্রত্যক্ষ প্রভাব—সমাজের সকল স্তর থেকে যাজক নিয়োগ—জনগণ এবং শাসন ব্যবস্থার উপর চার্চের প্রভাব—প্রায়শ্চিত্তের প্রথা—মানবমনের বিকাশ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয়—সাধারণত ক্ষমতার অধিকারীর পাশেই চার্চ নিজের জায়গা করে নেয়—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই ; ধর্মের লক্ষ্য মানবিক স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ—পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চার্চের বিভিন্ন অবস্থা (১) সাম্রাজ্যিক চর্চা (২) বারবারিক চার্চ, দুটি শক্তির বিভাজক নীতির বিকাশ—সন্ন্যাস প্রথা (৩) সামন্ততান্ত্রিক চার্চ ; সংগঠনের প্রচেষ্টা ; সংস্কারের অভাব ; ৭ম গ্রেগরি—দিব্যতান্ত্রিক চার্চ ; অনুসন্ধানী স্পৃহার পুনরুজ্জীবন ; বরোর abailard আন্দোলন—দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই ।

৭ম আলোচনা

আলোচনার বিষয়—দ্বাদশ এবং অষ্টাদশ শতকে বরোর অবস্থার তুলনামূলক চিত্র—যুগল প্রশ্ন :—(১) বরোগুলির রাজনৈতিক স্বাধীনতা—পঞ্চম থেকে দশম শতকের মধ্যে শহরগুলির অবস্থা :—তাদের অবক্ষয় এবং পুনরুজ্জীবন—সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ—বৈশিষ্ট্য—বরোর রাজনৈতিক স্বাধীনতার ফলাফল (২)

বরোর অভ্যন্তরীণ শাসন—জনগণের পরিষদ—ম্যাজিস্ট্রেট—উচ্চ এবং নিম্ন পৌরনাগরিকত্ব—ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বরোর অবস্থার বৈচিত্র্য।

৮ম আলোচনা

আলোচনার বিষয়—ইউরোপীয় সভ্যতার সাধারণ ইতিহাসের দিকে এক নজর—এর বৈশিষ্ট্যসূচক এবং মৌলিক চারিত্র—যে-যুগে এই চারিত্রের প্রকাশ শুরু হয়—দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যে ইউরোপের অবস্থা :—ধর্মযুদ্ধের চারিত্র—তার নৈতিক এবং সামাজিক কারণ—ত্রয়োদশ শতকের শেষে এই কারণগুলি আর উপস্থিত ছিল না :—সভ্যতার উপর ধর্মযুদ্ধের প্রভাব।

৯ম আলোচনা

আলোচনার বিষয়—ইউরোপ এবং পৃথিবীর ইতিহাসে রাজন্যবর্গের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—এই গুরুত্বের প্রকৃত কারণ—যে-দ্বিবিধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজন্যপ্রথা বিচার্য :—(১) এর প্রকৃত এবং স্থায়ী চারিত্র—এটি অধিকারের সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক—এর সীমাবদ্ধতা—(২) এর স্থিতিস্থাপকতা এবং বৈচিত্র্য—ইউরোপের রাজন্যপ্রথা বিভিন্ন ধরনের রাজন্যপ্রথার ফলরূপে প্রতীয়মান—বারবারিয়ানদের রাজন্যপ্রথা—সাম্রাজ্যিক রাজন্যপ্রথা—ধর্মীয় রাজন্যপ্রথা—সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যপ্রথা—আধুনিক রাজন্যপ্রথা, নামকরণ যথাযথ এবং এর প্রকৃত চারিত্র।

১০ম আলোচনা

আলোচনার বিষয়—আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন সামাজিক উপাদানগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা এবং সেগুলিকে একই সমাজে এবং একই কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে এক সঙ্গে বাঁচতে এবং কাজ করতে দেওয়া (১) পুরোহিততান্ত্রিক সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা—কেন তা ব্যর্থ হল—চারটি মুখ্য প্রতিবন্ধক—৭ম গ্রেগরির ত্রুটিসমূহ—চার্চের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া—জনগণের তরফে—রাজন্যবর্গের তরফে—(২) প্রজাতান্ত্রিক সংগঠনের প্রচেষ্টা—ইতালীয় প্রজাতন্ত্রসমূহ—তাদের ত্রুটি—দক্ষিণ ফ্রান্সের নগরসমূহ—অ্যালবিজেনসেজদের ধর্মযুদ্ধ—সুইস মিত্রসঙ্ঘ—ফ্ল্যাণ্ডার্স এবং রাইনের বরোসমূহ—হ্যানসিয়াটিক লিগ—সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত সম্প্রদায় এবং বরোসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ (৩) এক মিশ্র সংগঠনের প্রচেষ্টা—ফ্রান্সের স্টেটস-জেনারেল—স্পেন ও পর্তুগালের কোর্টেস (Cortes)—ইংরেজ পার্লামেন্ট—জার্মানির অদ্ভুত অবস্থা—তাদের সকল প্রচেষ্টার অসাফল্য—কী কারণে—ইউরোপের সাধারণ প্রবণতা।

১১শ আলোচনা

আলোচনার বিষয়—১৫শ শতকের বিশেষ চারিত্র—জাতি এবং শাসনব্যবস্থার ক্রমকেন্দ্রীকরণ—(১) ফ্রান্সে—ফরাসী জাতীয় চেতনার রূপ পরিগ্রহণ—১১শ লুই-এর শাসন (২) স্পেনে (৩) জার্মানিতে (৪) ইংল্যাণ্ডে (৫) ইতালিতে—রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং কূটনীতির উদ্ভব—ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে আন্দোলন—অভিজাততন্ত্রে সংস্কারের প্রচেষ্টা—কনস্টান্স এবং বেস্‌ল্‌-এর পরিষদ—জনপ্রিয় সংস্কারের প্রচেষ্টা—জন্ হাস্—বক্তৃতার পুনরুজ্জীবন—পুরাবস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা—ধুপদী গোষ্ঠী অথবা মুক্ত চিন্তকগণ—সাধারণ কর্মতৎপরতা—সমুদ্রযাত্রা, আবিষ্কার, উদ্ভাবন—উপসংহার।

১২শ আলোচনা

আলোচনার বিষয়—আধুনিক ইতিহাসে সামান্য তথ্য চিহ্নিত

করার অসুবিধা—১৬শ শতকে ইউরোপের চিত্র—দ্রুত সামান্যীকরণের বিপদ—ধর্মবিপ্লবের (reformation) বিভিন্ন কারণ—এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বৌদ্ধিক জগতে সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানবমনের বিদ্রোহ—এই তথ্যের প্রমাণসমূহ—বিভিন্ন দেশে ধর্মবিপ্লবের পরিণতি—ধর্মবিপ্লবের দুর্বল দিক—জেসুইট সম্প্রদায়—যাজক সমাজ এবং অযাজক সমাজে বিদ্রোহের মধ্যে সাদৃশ্য।

১৩শ আলোচনা

আলোচনার বিষয়—ইংরেজ বিদ্রোহের সামান্য লক্ষণ—এর মুখ্য কারণসমূহ—ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতির সঙ্গেই এর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতর—এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি বড় দল :—(১) আইন সংস্কারকের দল (২) রাজনৈতিক বিপ্লবীর দল (৩) সামাজিক বিপ্লবীর দল—তারা সবাই ব্যর্থ—ক্রমওয়েল—স্টুয়ার্টদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—বৈধ মন্ত্রিসভা—লম্পট মন্ত্রিসভা—ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপে ১৬৮৮ সালের বিপ্লব।

১৪শ আলোচনা

আলোচনার বিষয়—ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যে পার্থক্য এবং সাদৃশ্য—১৭শ এবং ১৮শ শতকে ইউরোপে ফ্রান্সের প্রাধান্য—১৭শ শতকে ফরাসী সরকারের জন্য—১৮শ শতকে ফরাসী দেশের জন্য—১৪শ লুই-এর শাসন—তাঁর যুদ্ধ—তাঁর কূটনীতি—তাঁর শাসনব্যবস্থা—তাঁর আইনপ্রণয়ন প্রসঙ্গ—তাঁর দ্রুত পতনের কারণ—১৮শ শতকের ফ্রান্স :—দার্শনিক বিপ্লবের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ—আলোচনার উপসংহার।

১ম আলোচনা
পৃঃ৩

"আমার মনে হয় আমরা একথা বলতে পারি যে, ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আমি এমন দাবি করি না XXX যে, সে সব সময় এবং প্রত্যেক দিকে অন্যান্য দেশের থেকে এগিয়ে গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে ইতালি তাকে পিছনে ফেলে গেছে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাকে পিছনে ফেলে গেছে ইংল্যাণ্ড, এবং অন্যান্য বিষয়ও থাকতে পারে যেখানে বিশেষ কোনও সময়ে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি ফ্রান্সের থেকে উঁচু স্থান অধিকার করতে পেরেছে ; কিন্তু একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, যখনই ফ্রান্স সভ্যতার ধারা থেকে নিজেকে পিছিয়ে পড়তে দেখেছে, তখনই সে নতুন আবেগে সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং অচিরেই নিজেকে অন্যের সমকক্ষ করে তুলেছে, অথবা অন্য সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এবং এটাই যে ফ্রান্সের নিজস্ব বিশেষ সৌভাগ্য তাই নয়, আমরা দেখেছি যে, অন্যান্য দেশে উদ্ভূত যে-সব সভ্যতার আদর্শ এবং সংগঠন ইউরোপীয় সভ্যতার সামূহিক মঙ্গলার্থে উর্বর এবং সর্বজনীন হবার জন্য নিজের গণ্ডি প্রসারে প্রয়াসী হয়েছে, ফ্রান্সে এসে এদের কিছুটা নতুন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়েছে ; এবং এদের নতুন জন্মভূমিস্বরূপ ফ্রান্স থেকেই এইসব আদর্শ এবং সংগঠন ইউরোপ জয়ে অগ্রসর হয়েছে। এমন কোনও মহৎ আদর্শ, সভ্যতার এমন কোনও মহৎ তত্ত্ব নেই যা পরিব্যাপ্ত হবার আগে এইভাবে ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে যায়নি।

"এবং এই কারণেই ফরাসী চরিত্রে এমন এক হৃদ্যতা, সহানুভূতিশীলতা আছে, আছে এমন কিছু যা অত্যন্ত সাবলীলভাবে

পথ করে, ছাপ রেখে এগিয়ে যায়। অন্য কোনও জাতির জাতীয় প্রতিভার পক্ষে এটা সম্ভব নয়, সে-প্রতিভা এক ভাষা থেকেই আসুক বা একজনের চিন্তার বাঁক বা আচরণ থেকেই আসুক। এটা নিশ্চিত যে, একজনের ভাবধারা অন্যদের ভাবধারার তুলনায় অধিকতর জনপ্রিয়, তিনি তাঁর ভাবনাকে অধিকতর স্বচ্ছ এবং বোধগম্যরূপে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন এবং তিনি আরও সহজে জনসাধারণের অন্তরে প্রবেশ করতে পারেন : এক কথায়, প্রাঞ্জলতা, হৃদ্যতা এবং সহানুভূতি ফ্রান্স এবং তার সভ্যতার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এইসব গুণই তাকে ইউরোপীয় সভ্যতার পুরোভাগে এগিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।"

পৃঃ ১১

"আমার কাছে প্রগতি এবং বিকাশের ধারণা সভ্যতা শব্দটির অন্তর্নিহিত মৌলিক ধারণারূপে প্রতীয়মান।" (সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের বিকাশও এর অন্তর্ভুক্ত)।

পৃঃ ১৪

XXX কেবল প্রথম আবির্ভাবের সময়েই নয়, তার অস্তিত্বের প্রথম পর্যায়গুলিতেও খ্রিস্টধর্ম সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু করেনি ; সরবে ঘোষণা করেছে যে, সামাজিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করবে না ; দাসদের নির্দেশ দিয়েছে প্রভুদের মান্য করতে ; তৎকালীন সমাজের প্রধান পাপ এবং অন্যায়গুলিকে আক্রমণ করেনি। কিন্তু কে অস্বীকার করবে যে, খ্রিষ্টধর্ম ছিল সভ্যতার এক মহান সন্ধিক্ষণ ?কী তার কারণ ? কারণ খ্রিস্টধর্ম অন্তঃস্থ মানুষকে, মানুষের নীতি এবং অনভূতিকে পরিবর্তিত করে, নৈতিক মানুষ এবং বৌদ্ধিক মানুষকে পুনরুজ্জীবত করে।"

স্বামী বিবেকানন্দের ব্রত প্রসঙ্গ

পৃঃ ২০

ব্যক্তির সেবার জন্য সমাজের সৃষ্টি অথবা সমাজের সেবার জন্য ব্যক্তির সৃষ্টি ? M. Royer-Collard-এর মতো Guizot-ও ভাবেন যে, "সে (মানুষ) নিজেকে সমাজে নিয়োজিত করবার পরে নিজের মহত্তম অংশ সেখানে তার কাছে থাকে।"

পৃঃ ২৪

অন্তঃস্থ মানুষের অথবা সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সভ্যতার ইতিহাস লেখা যেতে পারে। **Guizot** আলোচনা করেন শেষোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে। ইউরোপীয় সভ্যতার নীতি—ন্যায় বিচার, বৈধ্যতা, প্রচার, স্বাধীনতা।

২য় আলোচনা

(১) প্রাচীন মিশরে পুরোহিততন্ত্রের নীতি পরিব্যাপ্ত ছিল।

পৃঃ ২৬, ২৭

(২) ভারতবর্ষেও তাই।

(৩) এশিয়া মাইনর, আয়োনিয়া, সিরিয়া এবং ফোনিসিয়ার বাণিজ্যিক প্রজাতন্ত্রগুলির ভিত্তি ছিল গণতান্ত্রিক নীতি। সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাচীন সভ্যতাসমূহের প্রতিষ্ঠান, আদর্শ এবং আচরণে* এক ঐক্যের লক্ষণ আছে, এক প্রচণ্ড প্রভাবশালী শক্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণ করে। বিভিন্ন নীতির সহাবস্থান এবং সংঘর্ষ এদের জীবনে কখনও ক্ষণস্থায়ী সঙ্কটের বেশি কিছু হয়নি। অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেই এর ফল হয়েছে এক উল্লেখযোগ্য সরলতা।

* এবং সাহিত্যেও

গ্রীসে সামাজিক নীতির সরলতার ফল হয়েছে দ্রুত বিকাশ এবং আশু অবক্ষয়। মিশর এবং ভারতবর্ষে সরলতা স্থিতাবস্থায় পৌঁছে দিয়েছে। আধুনিক ইউরোপে সামাজিক সংগঠনের সকল নীতি,

সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা সহাবস্থান করে এবং একের বিরুদ্ধে অন্যকে চাপ দেয়—যেমন দেয় আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব শক্তি এবং পুরোহিততান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক উপাদানসমূহ। এইসব বিভিন্ন শক্তি অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত। তবু এরা কেউ কারও শ্বাস রুদ্ধ করতে অক্ষম। আধুনিক ইউরোপ আমাদের রাজনৈতিক প্রথা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যুগপৎ সমৃদ্ধির বিভিন্ন উদাহরণ উপহার দিচ্ছে। ইউরোপের ভাবনা এবং অনুভূতিতেও রয়েছে একই বৈচিত্র্য এবং একই সংগ্রাম। আধুনিক সাহিত্যেও একই লক্ষণের প্রকাশ। যদিও প্রাচীন সাহিত্য অপেক্ষা শৈল্পিক গঠন এবং সৌন্দর্য নিকৃষ্ট হলেও আধুনিক সাহিত্য অনেক বেশি সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত এবং বহুমুখী। শিল্প এবং সাহিত্যে বিকাশের কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাচীন সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হলেও ইউরোপীয় সভ্যতা অতুলনীয়রূপে সমৃদ্ধতর।

সভ্যতার উপাদানসমূহের বৈচিত্র্য এবং যে-সঙ্ঘাতপূর্ণ অবস্থার মধ্যে এইসব উপাদানকে অবিরত থাকতে হয়েছে ইউরোপের সভ্যতা তারই ফল।

জন্মের সময় রোম ছিল এক পৌর প্রতিষ্ঠান। রোমের সরকার ছিল পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টি। লাতিন শহরগুলির এক সঙ্ঘ নিয়ে গঠিত ছিল লাতিন জাতি। রোমের বিশ্বজয়ের ইতিহাস কিছু নগর জয়ের এবং নগর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস—দেশের অস্তিত্ব ছিল না। পৌর চরিত্রের ছাপ মারা বৃহৎ স্মৃতিসৌধগুলি ছাড়া রোম আর কিছু রেখে যায়নি। এইসব শহরের বিচ্ছিন্নতা এবং স্বতন্ত্রতা এক ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছিল।

সেই সময়ে কোনও দেশ ছিল না, অর্থাৎ দেশ বলতে এখন যা বোঝায় তখন তা ছিল না।

পৃঃ ৩৪ এবং ৩৫

পৃঃ ৩৬

দ্রষ্টব্য Rescript of Emperors and Theodosius the younger to the Prefect of the Gauls at Arbs in 418.

গলে, স্পেনে, পশ্চিম দিকে সর্বত্র শহর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। XXX পৌর চরিত্রের ছাপ মারা বৃহৎ সব স্মৃতিসৌধ এবং এক শহরের সঙ্গে অন্য শহরের সংযোগকারী বড় বড় রাস্তা ছাড়া রোম আমাদের আর কিছু দিয়ে যায়নি। রোমের পৌর চরিত্র একতা বাড়িয়েছে, বিজয় সহজ করেছে—কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে শহরগুলির মধ্যে সঙ্গতির অভাবে সাম্রাজ্য বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রশাসকের জাল বিস্তার করে সম্রাট ঐক্য এবং সমন্বয়ের প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রশাসনিক একনায়কত্ব এবং সামরিক প্রতিষ্ঠান রোমকে অবলুপ্তি এবং ভাঙন প্রতিরোধে সাহায্য করেছিল। বারবারিয়ানদের বিজয় অপ্রতিরোধ্য প্রমাণিত হলে, কিছু কিছু সম্রাট ভাববার চেষ্টা করেছিলেন যে, সর্বজনীন স্বাধীনতার আশা, আজ আমরা যাকে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন বলি, প্রশাসনিক স্বৈরতন্ত্রের চেয়ে বেশি সফল হবে কিনা।

প্রদেশ এবং শহরগুলি এই সুবিধা প্রত্যাখ্যান করল ; কেউ প্রতিনিধি নির্বাচন করল না, প্রতিনিধিদের সভার জন্য যে-স্থানের সুপারিশ করা হয়েছিল সেই Arles-এ কেউ গেল না। কেন্দ্রীকরণ এবং ঐক্য ছিল সেই সমাজের আদিম চরিত্রের বিরোধী ; রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময়ে স্থানীয় এবং পৌর মনোবৃত্তি দেখা দেয়, যেমন দিয়েছিল রোমের শৈশবে। রোম দুটি ভাবাদর্শ রেখে গিয়েছে :—(১) পৌর ভাবাদর্শ (২) অভিন্ন অসামরিক আইনসহ সাম্রাজ্যের ভাবাদর্শ।

চতুর্থ এবং পঞ্চম শতকে রোমের পতনের সময়ে বিভিন্ন সংস্থা এবং ম্যাজিস্ট্রেটসহ সুসংগঠিত এক খ্রিস্টিয় চর্চ ছিল। এই চার্চ না

থাকলে রোমে সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির মধ্যে খ্রিস্টধর্ম ডুবে যেত—যেমন হয়েছিল মুসলমান আক্রমণের সময়ে এশিয়া এবং উত্তর আফ্রিকায়। খ্রিস্টিয় চার্চ বারবারিয়ানদের জয় করে রোমান এবং বারবারিয়ান জগতের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে উঠেছিল।

রোমানদের পৌর ব্যবস্থা এবং মধ্যযুগের পৌর ব্যবস্থার মাঝখানে ঢুকে পড়েছিল পৌর-যাজক ব্যবস্থা। পৌর বিষয়ে যাজকদের আধিক্য প্রাচীন কালের পৌর ম্যাজিস্ট্রেটদের উত্তরসূরি এবং আধুনিক পৌর নিগমের পূর্বসূরি।

খ্রিস্টিয় চার্চের অস্তিত্ব না থাকলে সমস্ত পৃথিবী অবশ্যই নিতান্ত পার্থিব শক্তির হাতে পরিত্যক্ত হত। একমাত্র চার্চই নৈতিক শক্তি প্রয়োগ করত ; চার্চ মানুষের তৈরি আইনের চেয়ে উৎকৃষ্ট এক শাসনব্যবস্থা, এক আইনের আদর্শ ব্যাপকরূপে প্রচার করে। এই আদর্শ পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিভাজনকে প্রভাবিত করে। এই বিভাজন বিবেকের মুক্তির উৎস। বারবারিজম-এর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য খ্রিস্টিয় চার্চের উপর চাপিয়ে দেওয়া প্রয়োজন থেকেই এর উৎপত্তি।

পৃঃ ৪৬
খ্রিস্টিয় চার্চের তিনটি সুফল :—
(১) নৈতিক প্রভাব
(২) ঐশ্বরিক আইন
(৩) চার্চ এবং রাষ্ট্রের বিভাজন—
অথবা বলা যায় রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে চার্চের স্বাধীনতা।

বারবারিয়ানরা

পৃঃ ৪৭
পৃঃ৪৮

আলানি (Alani) নামে কয়েকটি স্বাভাবিক উপজাতি ছাড়া বারবারিয়ানরা সবাই ছিল জার্মান। গথরা ছিল অধিকতর অগ্রসর এবং ফ্রাঙ্কদের তুলনায় এদের স্বভাব ছিল নম্র—তবে অন্যান্য দিক থেকে এরা ছিল সভ্যতার একই পর্যায়ে। অনিশ্চয়তা, অসাম্য এবং বিপদসঙ্কুল দুঃসাহসী জীবনের প্রতি স্পৃহা ; ব্যক্তিস্বাধীনতার আনন্দ ; অনিশ্চিত জীবজগতে বীর্যবান, স্বাধীন জীবন উপভোগের আনন্দ—এই সবই ছিল তাদের চরিত্রের উপাদান। পাশবিকতার, বস্তুতান্ত্রিকতার, স্থূল এবং নির্বোধ স্বার্থপরতার মিশ্রণ থাকলেও নিজেকে মানুষরূপে অনুভব করবার আনন্দ, ব্যক্তিত্বের অনুভূতি, বাধাহীন বিকাশে মানবিক স্বতঃস্ফূর্তি—এক মহান এবং নৈতিক অনুভূতি। মানুষের নৈতিক স্বভাব থেকে এই অনুভূতি তার শক্তি আহরণ করে ; বারবারিয়ানদের মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতায় এই অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। প্রাচীন সভ্যতায় স্বাধীনতা বলতে বোঝাত রাজনৈতিক স্বাধীনতা, নাগরিকের স্বাধীনতা—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নয়।

তাদের চরিত্র এবং তাদের সাফল্যের গোপন কথা।

M. Thierry তাঁর "The History of the Conquest of the England by the Normans" গ্রন্থে বারবারিয়ান চরিত্র সম্পর্কে এই মত সমর্থন করেন।

বারবারিয়ান সভ্যতার আর একটি উপাদান—সামরিক পৃষ্ঠপোষকের উপর নির্ভরতা—ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির বিশ্বস্ততা এবং প্রধানের প্রতি অনুচরদের আনুগত্য যার ভিত্তি। এর থেকেই সার্বভৌম সামন্তদের প্রতি অধীনস্থ সামন্তদের আনুগত্যের উৎপত্তি—যা ছিল সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি। প্রাচীন প্রজাতন্ত্রসমূহে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কোনও সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল ব্যক্তির সঙ্গে নগরের।

* গ্রীকদের সম্পর্কে ব্যাপারটা কী ?

বারবারিয়ানদের :—
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং সামরিক পৃষ্ঠপোষকতা।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে তিনটি সমাজের মধ্যে সঙ্ঘাত শুরু হয় (১) পৌর সমাজ (২) খ্রিস্টিয় চার্চ (৩) বারবারিয়ান সমাজ। এই সঙ্ঘাত যেমন ইউরোপের শ্লথ অগ্রগতির জন্য দায়ী, তেমনই ইউরোপের বিকাশে বৈচিত্র্যের কারণও এরই মধ্যে নিহিত।

খ্রিস্টিয় চার্চের বিকাশ—৩টি পর্যায়
পৃঃ ৪২

প্রথম পর্যায়—খ্রিস্টিয় সমাজ—সর্বজনীন ধর্মবিশ্বাস এবং সর্বজনীন অনুভূতির এক জটিলতাবর্জিত সঙ্ঘ। নীতি নয়, নিয়ম নয়, শৃঙ্খলা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—নীতি, নিয়মাবলী, শৃঙ্খলা এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের বিকাশ। কার্যনির্বাহক মনোনয়নে ভক্তদের সংস্থার প্রাধান্য, নিয়মাবলী, শৃঙ্খলা গ্রহণ। চার্চের শাসন এবং খ্রিস্টিয় সমাজ তখনও বিভক্ত হয়নি। এক শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদের বলা হত 'Ancients', তাঁরা হতেন যাজক (priests)। অন্য এক শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে বলা হত 'পরিদর্শক' (inspectors) অথবা 'তত্ত্বাবধায়ক' (superintendents), তাঁরা হতেন বিশপ। তৃতীয় এক শ্রেণীকে বলা হত 'ডিকন'—যাঁরা দরিদ্রদের ভার নিতেন এবং ভিক্ষা বিতরণের দায়িত্ব নিতেন।

তৃতীয় পর্যায়—জনসাধারণ থেকে স্বতন্ত্র এক যাজক সম্প্রদায়ের উদ্ভব—তাঁদের নিজস্ব সম্পদ, এলাকা এবং গঠনতন্ত্র ছিল—অস্তিত্বরক্ষার সমস্ত উপায়সম্বলিত এক পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তুলেছিলেন তাঁরা। যাজকরা প্রায় অবাধে ভক্তদের শাসন করতেন। বিশপ এবং যাজকরাও মুখ্য পৌর ম্যাজিস্ট্রেট হতেন। থিওডোসিয়াস অথবা জাস্টিনিয়ানের আইনসঙ্কলনে অনেক চিঠি আছে, যাতে পৌর বিষয়সমূহের দায়িত্ব বিশপ এবং যাজকদের উপর ন্যস্ত হয়েছে।

৩য় আলোচনা

রাজনীতি-বিশেষজ্ঞদের চারটি গোষ্ঠী :—

(১) রাজতন্ত্রী (Abbe Dubos): জার্মান নৃপতিরা রোমান সম্রাটদের সমস্ত অধিকারের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। অভিজাত সম্প্রদায় লাভ করেছিল রাজতন্ত্রের সীমায় অনধিকার প্রবেশ।

(২) অভিজাততান্ত্রিক (M. de. Boulainvilliers): রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে বিজয়ীরা, যারা ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত, সমস্ত ক্ষমতা এবং অধিকার দখল করেছিল। নৃপতিগণ এবং জনসাধারণ তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করে। রাজতন্ত্র নয়—অভিজাতদের সংগঠনই ছিল ইউরোপের প্রকৃত এবং আদিমরূপ।

(৩) গণতান্ত্রিক (Abbe de Mably): সমাজ ছিল স্বাধীন মানুষের সংগঠন, স্বাধীন প্রাতিষ্ঠানিক রীতির অধীন। অভিজাতবর্গ এবং রাজন্যবর্গ মৌলিক স্বাধীনতা লুণ্ঠন করে নিজেদের সমৃদ্ধ করেছিলেন।

এই মতই যথার্থ বলে মনে হয় যে,ক্ষমতা এইসব দলের কোনটিরই একচেটিয়া দখলে ছিল না।

(৪) যাজকতান্ত্রিক : চার্চের দৈব অধিকারের জন্য সমাজ ছিল তার অধীন। সভ্যতা এবং সত্যের জন্য নিয়োজিত তার শ্রমের দ্বারা অর্জিত ইউরোপীয় সভ্যতার শুধু সেই ছিল রানী।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপরে বর্ণিত চারটি উপাদান ইউরোপকে আচ্ছন্ন করেছিল বলে দাবি করে, কিন্তু এর কোনটিই প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। যখন একটি সামাজিক গঠন প্রাধান্য বিস্তার করে, তাকে চেনা তেমন কষ্টসাধ্য নয়, দৃষ্টান্ত—১০ম শতকে সামন্ততন্ত্রের প্রভাব। বারবারিয়ান যুগে ছিল সকল উপাদানের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, এক সর্বব্যাপী বিক্ষোভ। এই বিশৃঙ্খলার কারণগুলি ছিল :—

(১) ঐহিক—আগ্রাসনের বিরামহীনতা। রাইনের দিক থেকে থুরিনজিয়ানরা, স্যাক্সনরা এবং ডেনরা ফ্রাঙ্কদের চাপ দিচ্ছিল এবং

পালাক্রমে তাদেরও সুইজারল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ইতালিতে ঢুকে পড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। গল-এ মেরোভিনগ্র্যান রাজবংশ কারলোভিনগ্র্যানদের* কাছে পরাজিত হয়েছিল। দক্ষিণে মুসলমান আরবরা ভুমধ্যসাগরের সকল উপকূলে বিজয় অভিযান শুরু করেছিল।

* এই বংশে শার্লামেন-এর উদ্ভব।

(২) নৈতিক—ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা। পঞ্চম এবং অষ্টম শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুভূতি পাশবিক স্বার্থপরতার রূপ পরিগ্রহ করে।

সংঘর্ষ এবং বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল :—

(১) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সম্পর্কের মধ্যে—যেমন, স্বাধীন মানুষ, সামন্তবর্গ, মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ, দাস।

(২) ভোগদখলের শর্তাবলী অস্থায়িত্বের মধ্যে।

রাজতন্ত্র ছিল আংশিকরূপে নির্বাচনভিত্তিক এবং আংশিকরূপে বংশানুক্রমিক।

(৩) আনুগত্য, আভিজাত্য এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে। এগুলি সহাবস্থান করত।

বারবারিজম-এর অবসানের কারণসমূহ :

(১) মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি এবং প্রগতির নিয়ম।

(২) রোমান সভ্যতার জলুস।

(৩) খ্রিস্টিয় চার্চ।

(৪) মহামানবদের আবির্ভাব।

বারবারিজম অবসানের প্রচেষ্টাসমূহ :—

(১) অলিখিত বারবারিক আইনকে বিধিবদ্ধ করা। তখন পর্যন্ত এগুলি ছিল অলিখিত।

(২) ইতালি এবং দক্ষিণ গল-এ পৌর ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন।

* এটা ছিল বারবারিয়ানদের প্রথাবিরুদ্ধ। তাদের আইন বাস্তব অথবা আঞ্চলিক ছিল না, ছিল ব্যক্তিগত— অর্থাৎ স্বগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(৩) খ্রিস্টধর্মের প্রভাবের মাধ্যমে স্পেনে ভিসিগথদের আইনে আইনের দৃষ্টিতে মানুষের মূল্যে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে রোমান অথবা ভিসিগথ সকল মানুষকেই একই আইনের* অধীনে আনা হয়।

(৪) মহৎ মানবদের প্রচেষ্টা—সবার উপরে শার্লামেন-এর।

এই সকল প্রচেষ্টার কোনটিই সফল হয়নি।

তৎসত্ত্বেও দশম শতকের মধ্যে নিম্নলিখিত সাফল্যগুলি অর্জিত হয়েছিল :—

(১) উত্তরে এবং দক্ষিণে আগ্রাসন প্রতিহত হয়েছিল (এই ঘটনা মানুষের ক্রিয়াকলাপ সমুদ্রাভিযানের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল—যেমন হয়েছিল নর্মানদের ক্ষেত্রে)।

(২)স্থিতিশীল অবস্থার ক্রমপ্রতিষ্ঠা। বারবারিজম-এর ভিতর থেকে সামন্তপ্রথার উদ্ভব হতে শুরু করে। ইউরোপকে তার প্রাচীনতম সামাজিক রূপ এবং সংগঠন (সামন্তপ্রথা) জার্মানদের কাছ থেকে শিখতে হয়েছিল।

রাজনৈতিক বৈধতা

পৃঃ ৫৬, ৫৭, ৫৮

রাজনৈতিক বৈধতা স্পষ্টত এমন এক অধিকার যার ভিত্তি প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ; সময়ের পূর্ববর্তিতা অধিকারের ভিত্তি এবং বৈধতার প্রমাণরূপে বিবেচিত।

সমস্ত ক্ষমতার জন্মলগ্নে, এমন কি Guizot-ও ভেদাভেদ না করে বলেছেন, আমরা শারীরিক শক্তির মুখোমুখি হই। তথাপি

কোনও ক্ষমতাই অন্য কোনওরকম বৈধতার (যুক্তি, ন্যায় এবং অধিকারের বৈধতা) সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না।

আরব অভিযান

পৃঃ ৬৪

"আরবদের অভিযানের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল। দেশ জয়ের উদ্দীপনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল ধর্মান্তরিত করার উদ্দীপনা। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল দেশ জয় এবং এক নতুন ধর্মমত প্রচার XXX। তাদের বেলায় অসির বল এবং বাক্যের বল ছিল একই হাতে। পরবর্তী কালে মুসলমান সভ্যতা যে-দুর্ভাগ্যজনক বাঁক নেয় এই বৈশিষ্ট্যই তার নিয়ামক ; যে-নিষ্ঠুরতা এই সভ্যতার সহজাত বলে মনে হয়, তার উৎস আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব ক্ষমতার সংযুক্তি, নৈতিক এবং ঐহিক ক্ষমতার মধ্যে বিভ্রান্তি। এই সভ্যতা সর্বত্রই যেরূপ গতিহীন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, আমার মতে এটিই তার কারণ। কিন্তু এই সত্য প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়নি। অধিকন্তু, এটি আরব অভিযানে প্রচণ্ড শক্তি যুগিয়েছে। নৈতিক আবেগ এবং আদর্শের সঙ্গে আরব্ধ এই অভিযান এমন এক তাৎক্ষণিক জাঁকজমক এবং মহত্ত্ব অর্জন করে, জার্মানদের অভিযানে যার অভাব ছিল ; এতে অনেক বেশি কর্মচাঞ্চল্য এবং উৎসাহ দেখা গিয়েছিল এবং এই অভিযান জনচিত্তকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রভাবিত করেছিল।

৪র্থ আলোচনা

ফ্রান্সের মহত্ত্ব

সভ্যতার উপাদান :—(১) ব্যক্তিত্ব বিকাশ (২) সমাজের বিকাশ।

"আমাদের দেশের সভ্যতার এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে যে, বৌদ্ধিক মহত্ত্বে তার কখনও ঘাটতি পড়েনি ; এই সভ্যতা চিরকালই মতাদর্শে সমৃদ্ধ, ফরাসী সমাজে চিন্তার শক্তি চিরকালই প্রবল ; সম্ভবত অন্যদের তুলনায় প্রবলতর। এই সম্মানজনক অধিকার আমরা কিছুতেই হারাব না ; অন্যান্য সমাজের যা চরিত্র সেইরকম কোনও হীন এবং বস্তুতান্ত্রিক অবস্থায় আমরা কোনওমতেই নিজেদের নামতে দেব না। বোধি এবং নীতি এত দিন ফ্রান্সে যে-স্থান অধিকার করেছিল, বর্তমান ফ্রান্সে অন্ততপক্ষে সেই স্থান সে অধিকার করে থাকবে।

সভ্যতার বিপ্লব

সূচীপত্র

১) **সভ্যতার প্রকৃতি**
   (ক) জীবনের অর্থ
   (খ) সবিরাম সভ্যতা
   (গ) ভাস্কর্য, নিশ্চিত পরীক্ষা
   (ঘ) মহৎ যুগ
২) মিশরে সভ্যতার পরিব্যাপ্তি-কালসমূহ
৩) ইউরোপে পরিব্যাপ্তি-কালসমূহ
৪) উত্থান-পতন (মিশর এবং ইউরোপ সমসাময়িক—কালের দৈর্ঘ্য—মিশরীয় এবং ইউরোপীয় শিল্পের চিত্রাঙ্কলেখ)
৫) বিভিন্ন কর্মতৎপরতার সম্পর্ক

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ
(১) Personal Religion in Egypt before Christianity
(২) Egypt and Israel
(৩) Arts and Crafts of Ancient Egypt

প্রকাশক Harper & Bros, 45, Albemarle Street. 1911

৬) সভ্যতার জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি
(সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অবস্থা। অন্যান্য মহাদেশে ব্যাপ্তি-কাল। ভূমিগত নয়, লোকায়ত পর্যায়।
পরিব্যাপ্তি-কালসমূহের মধ্যে ছেদ
পরিব্যাপ্তি-কালসমূহের নকশা
সরকারের পর্যায়সমূহ)
৭) সভ্যতার অবস্থা
(সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়ে অগ্রগতি পরিব্যাপ্তি-কালের কারণ ভবিষ্যৎ)

১ম অধ্যায় (সভ্যতার অর্থ)

পৃঃ ৫

সভ্যতা এক সবিরাম অথবা পৌনঃপুনিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি। "এর পুনরাবৃত্তি পর্যবেক্ষণ এবং এর বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি নির্ধারণ করা দরকার।"

পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি হল তুলনা।

তুলনার জন্য যুগ যুগ ধরে যে-সব বিষয় পাওয়া যায় তার মধ্যে ভাস্কর্য সর্বোত্তম, কারণ অন্যান্য বস্তু অপেক্ষা ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায় অধিকতর প্রাচীন কালের।

মহাযুগ :—ব্যাবিলনের Berossos সভ্যতার বিকাশ এবং পতনকে বলেছেন মহাযুগের গ্রীষ্ম এবং শীত। পর পর যে-সব মানবগোষ্ঠীর অভ্যুদয় হবে তাদের প্রতিটির পরিব্যাপ্তি-কালকে এট্রুসিয়ানরা বলত মহাযুগ। তাদের নিজেদের ১১০০ বছরের মহাযুগ শেষ হয় খ্রিঃ পূঃ ৮৭ সালে (প্লুটার্কের Sulla দ্রষ্টব্য)।

———

৭ম অধ্যায় (সভ্যতার অবস্থা)

সঙ্ঘাত ভিন্ন অগ্রগতি হয় না।

পৃঃ ১২৫

পশ্চাদপসরণ এবং অধঃপতনের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে মানুষকে প্রকৃতি এবং মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই হবে। যে জাতি যত কঠোর সংগ্রাম করবে সে তত বেশি কর্মক্ষম হবে। xxx প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে অভ্যস্ত উত্তরাঞ্চলের জাতিগুলি অনায়াস প্রাকৃতিক পরিবেশমণ্ডিত দেশে প্রবেশ করলে অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। xxx সেই কারণেই কি সকল অভিবাসন শীতলতর থেকে উষ্ণতর জলবায়ু অভিমুখী ? এবং একই দেশের মধ্যেও, যেমন বর্তমান ইংল্যাণ্ডে, পরিবারের প্রবাহ অবিরাম দক্ষিণাভিমুখী।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ?

সভ্যতার বিবর্ধন হয় চিন্তাধারা, আদর্শ এবং ব্যক্তিত্বের অবিরাম সঙ্ঘাতে। যে-কোনও জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই প্রকাশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেই কষ্টের সঙ্গে সংগ্রামের ইতি হয় এবং শুরু হয় অবক্ষয়। "যে-কোনও রূপে মূলধন সঞ্চয় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে। xxx জীবনযাত্রা যত বেশি অনায়াস হয় অবক্ষয় এবং অধঃপতন ততই সহজ হয়। সর্বাধিক সম্পদ অনিবার্যভাবে পতনের দিকে নিয়ে যাবে।"

পৃঃ-১২৬

পরিব্যাপ্তি-কালের কারণ

মহাযুগের বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং শরতের নির্ধারক কী ?

পেশিশ এশিয়া এবং গ্রীসে
এইসখ পরিবর্তনের ফলাফলের

(১) জলবায়ুর পর্যায়বৃত্ত পরিবর্তন। তুর্কিস্থানে মার্কিন অভিযান

জন্না রয়্যাল জিওগ্র্যাফিক সোসাইটির ১৯১০ সালের ২৬ মে তারিখের কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য—মিঃ হান্টিংডন-এর বিবৃতি)

থেকে সেখানে আর্দ্র এবং শুষ্ক জলবায়ুর নিয়মিত আবর্তনের কথা জানা গেছে। যে-সব পশুপালক গোষ্ঠী কৃষিকার্যের পক্ষে অত্যন্ত শুষ্ক জমিতে বাস করে এই ধরনের পরিবর্তন তাদের সমৃদ্ধতর জমিতে এনে জড় করে। কোনও পরিযায়ী যুগের সঙ্গে আসে বর্ধিত শুষ্কতা। কখনও কখনও এইরূপ চলাচলের আগে অথবা পরে দুর্ভিক্ষ আসে। দৃষ্টান্ত—

(ক) Hyksos-দের আরব সমভূমি পরিত্যাগের পরে সিরিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং মিশরে দেখা দেয় ৭ বছরের দুর্ভিক্ষ।

(খ) ৬০০ সালে এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ থেকে আরবদের যাত্রা শুরু হয়। এর পরে দুর্ভিক্ষ আসে ৮৬৬, ৮৭৩, ৯২৯, ৯৬৬, ৯৭০, ১০২৫, ১০৫৫, ১০৬৫, ১২০১, ১২৬৪ এবং ১২৯৫ সালে।

যাই হোক, একে কারণ হিসাবে দায়ী করা যায় না—

(১) পূর্বে বর্ণিত নিয়মিত পর্যায়ের ক্ষেত্রে,

(২) যখন নিজস্ব পর্যায়ে অবস্থিত কোনও গোষ্ঠী ভিন্ন পর্যায়ে স্থিত দেশে প্রবেশ করে, যেমন দেখা গিয়েছে।

পরিব্যাপ্তি-কাল নির্ধারণের উপাদান

(১) মানবমনের প্রক্রিয়ার ফলে স্বাভাবিক হারে এক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।

(২) প্রাচীনকালে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ বর্তমানে কয়েকটি প্রজন্ম দ্বারা বিচ্ছিন্ন (কারণ সম্ভবত এই যে প্রতিটি গোষ্ঠী বর্তমানে বিস্তৃততররূপে বিকশিত এবং দীর্ঘতর সময় ধরে সর্বোত্তম মেধাকে অঙ্গীভূত করছে)।

এক প্রজন্ম—৩০ বছর, আত্মীয়-বিবাহ ছাড়াও এক শতাব্দী আগে প্রত্যেক মানুষের ১০ জন পূর্বপুরুষ আছে—অতএব ৬ শতাব্দীতে ১ মিলিয়ন, ৭ শতাব্দীতে ১০ মিলিয়ন এবং ৮ শতাব্দীতে ১০০ মিলিয়ন। এইভাবে ৭ অথবা ৮ শতাব্দীর মধ্যে একটি সাধারণ আয়তন বিশিষ্ট দেশে সমস্ত সর্বোচ্চ সংখ্যক বিভিন্ন পূর্বপুরুষের মিশ্রণ হয়েছে এবং এক গোষ্ঠীর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অপর গোষ্ঠীর প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্করীকরণ হয়েছে।

(৩) বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর পরিযান দ্বারা কোনও এক নতুন সভ্যতার উত্থান নিয়ন্ত্রিত হয়। দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর মিশ্রণ সময়সাপেক্ষ। দুটি গোষ্ঠীর পরিপূর্ণ সংমিশ্রণ সর্বোচ্চ দক্ষতা উৎপাদন করে। মিশ্রণের ৮ শতাব্দী পরে শুরু এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪ থেকে ৫ শতাব্দী স্থায়ী এই সময় সর্বোচ্চ কর্মদক্ষতার যুগ। পরিব্যাপ্তি-কালের দৈর্ঘ্যের এটাই মৌলিক কারণ।

অবশ্য এক শুষ্ক পরিব্যাপ্তি-কাল এবং দুর্ভিক্ষ পরিযান ত্বরান্বিত করতে পারে, যা সভ্যতাকে সংক্ষিপ্ত করে, যেমন হয়েছিল ষষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কালে।

ভবিষ্যৎ

পর্যায়গুলির মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃত করার অর্থ হল উন্নতির সম্পদ পরে প্রতিটি পর্যায়ে সঞ্চয় করা যেতে পারে। আমাদের নিজেদের কালে ইউরোপের সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা একটি পরিব্যাপ্তি-কালের শেষ দিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবার প্রতিশ্রুতি এনেছে ; এখন অন্য একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশ্রণ প্রয়োজন হবে। পরবর্তী পরিব্যাপ্তি-কালগুলিতে বৃদ্ধির পর্যায় সংক্ষিপ্ত হবার কোনও প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি না। যে কারণে আরও বহু শতাব্দীর মধ্যে নতুন এক ইউরোপীয় শিল্পের সৃষ্টি এবং তার পরবর্তী ক্রিয়া-কলাপ আশা করা যায় না।

গোটা পৃথিবীর মানুষের একত্রে মিশ্রিত হবার কোনও সম্ভাবনা নেই—কারণ (১) জলবায়ুর অবস্থা মানুষকে সর্বদাই কালো অথবা সাদা করবে।

(২) বিভিন্ন দেশের অবস্থা—সর্বদাই পশুপালক, কৃষিজীবী এবং শিল্পজীবী সম্প্রদায়গুলিকে পৃথক করে রাখবে।

জাহাজ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির ফলে নিশ্চিতই যে-বিস্তার ঘটেছিল বর্তমান গতির হার তারই সমান্তরাল এক আপতিক সুবিধার ফল। উপযুক্ত অবস্থা দেখা দিলে এবং তা কায়েম হলে এটা হ্রাস পাবে।

"তথাপি প্রতিটি সভ্যতার উৎস যে জাতি-মিশ্রণে নিহিত এই মতবাদ সত্যই উপলব্ধ হলে, ভবিষ্যতের কোনও সভ্যতার আমলে, সুপ্রজনন বিজ্ঞানীরা যতক্ষণ পুনরায় রোপণ করলে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করবে এমন স্পষ্ট নমুনা না পায়, ততক্ষণ উৎকৃষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে সতর্কতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রেখে অবিরাম মিশ্রণ নিষিদ্ধ করতে পারে। একটি নমুনা নির্ধারণের জন্য বিচ্ছিন্ন করে রাখবার উপর মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতি যতটা নির্ভর করে, ততটাই নির্ভর করে নির্ধারণের পরে নমুনাগুলির মিশ্রণের উপর।"

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সভ্যতার জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি

উচ্চতর এবং নিম্নতম অবস্থা

(২৬)
পৃ ১০৬

প্রধানতম বৈশিষ্ট্য	ইউরোপে পতন
৪ নির্মাণের ক্ষমতা (৪র্থ রাজবংশ)	
	বিজিতের বিনাশ (?)
৫ বৈদেশিক ক্ষমতা (১২শ রাজবংশ)	
	শুধু পুরুষদের ধ্বংস (?)
৬ প্রাকৃতিক উৎপাদনের ব্যবহার (১৮শ রাজবংশ)	
	দাসত্ব (ডোরিয়ানরা)
৭ প্রকৃতির তালিকাভুক্তি (রোমান)	
	সম্পত্তির অংশগ্রহণ (উত্তরের গোষ্ঠীসমূহ)
৮ প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের ব্যবহার (আধুনিক)	

তার নিচে ৫০ ফুট ধ্বংসস্তূপ, যদি এটা একই হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, এটাই নির্দেশ করে যে, শুরু হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ১২০০০ সালে।

মেসোপটেমিয়া

(২৭) অন্যান্য মহাদেশে পরিব্যাপ্তি-কাল

টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিসসেবিত অঞ্চলে সভ্যতা অতি প্রাচীন। এর শুরু সম্ভবত খ্রিঃ পূঃ ১২,০০০ সালে এবং অন্ততপক্ষে খ্রিঃ পূঃ ৬০০০ সালে। শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শাসকরা হলেন :—

Enneatum	৪৪৫০ (?)	
	—	৭০০ (?)
Naramsin	৩৭৫০	
	—	১৬৫০
Khammenabi	২১০০	
	—	১৪৬০
Ashurbanipal	৬৪০	
	—	১৪৬০
El Mamun	৮২০ খ্রিস্টাব্দ	

প্রথম পরিব্যাপ্তি-কাল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত

১৫২০ বছরে ৩টি নির্ধারিত পরিব্যাপ্তি-কালের গড় ভূমধ্যীয় অঞ্চলে ১৩২০ বছরের গড়ের থেকে বেশি দূরে নয়। প্রাচ্য পরিব্যাপ্তি-কাল পাশ্চাত্য পরিব্যাপ্তি-কালের থেকে যতটা অগ্রবর্তী তা হল :—

	পূর্ব	পশ্চিম	পার্থক্য
খ্রিঃপূঃ	৩৭৫০	৩৪৫০	৩০০
	২১০০	১৫৫০	৫৫০
	৬৪০	৪৫০	১৯০
খ্রিঃ	৮২০	১২৪০	৪২০

প্রাচ্য পর্ব থেকে ভূমধ্যীয় পর্বের অগ্রবর্তিতা বিভিন্ন সময়ে ২ থেকে ৫½ শতাব্দীর মধ্যে এবং মোটের উপর ৩½ শতাব্দী।

পৃঃ-১০৮

"এই ফলাফলসমূহ ঐতিহাসিক অবস্থার সামান্য অর্থ সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি সঞ্চারিত করে। সভ্যতা সব সময় প্রাচী থেকে আসে এই ধারণার কারণ সভ্যতার পর্যায়ের দিক থেকে প্রাচী প্রতীচী অপেক্ষা কয়েক শতাব্দী এগিয়ে। এইভাবে তরঙ্গ যখন ওঠে প্রাচী তখন বেশি সভ্য, আবার তরঙ্গ যখন পড়ে—যা চোখ এড়িয়ে যায়—প্রাচী তখন কম সভ্য।"

পৃঃ-১০৯

"অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, প্রাচী এবং প্রতীচীর অবিরাম সঙ্ঘাতের কারণ পর্যায়সমূহের মধ্যে ব্যবধান। মেসোপটেমিয়া এবং ইউরোপ একই পর্যায়ে থাকলে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকত, যেমন দেখা যায় ভূমধ্যীয় অঞ্চলে, যেখানে রাজনৈতিক উত্থানও জনসংখ্যায় পরিবর্তন ঘটায় না। কিন্তু মেসোপটেমিয়া সব সময় এগিয়ে আছে বলে, প্রতিটি পরিব্যাপ্তি-কালে ইউরোপের জাগরণের কয়েক শতাব্দী আগেই মেসোপটেমিয়া নিশ্চিতরূপে ইউরোপকে রাজনীতির দিক থেকে পিছনে ফেলে যায়। এল-মামুন-এর (El Mamun) সময়ে ভূমধ্যসাগর ছিল প্রায় একটি আরব হ্রদ ; খ্রিস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে সমগ্র সভ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে আধিপত্য করত পারস্য। তবু, মোটামুটিভাবে, প্রতীচী সাধারণত প্রাচীকে নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ প্রতিটি পরিব্যাপ্তি-কালের চূড়ান্ত অবস্থা থেকে

ক্রমাবনতি পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য সভ্যতার তুলনায় উচ্চতর স্থানে থাকে।"

ভারতবর্ষ

"অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও সমৃদ্ধির এক ঢেউ থেকে পরবর্তী ঢেউ-এর পরিব্যাপ্তি-কাল চিহ্নিত করা যায়। প্রাচীন কালে কাশ্মীর, আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানসহ সমগ্র ভারতবর্ষে (দক্ষিণের উপদ্বীপ ছাড়া) অশোকই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে পরিচিত। খ্রিঃ পূঃ ২৫০ সাল ছিল তাঁর শাসনের তুঙ্গাবস্থা। পরবর্তী মহান শাসনকাল ছিল মোগল সাম্রাজ্য পূর্ণতা পাবার পর (১৫৫০ সাল)। বিরাম-কাল ১৮০০ বছর।"

মেক্সিকো

পৃঃ ১১০

"বলা হয়, মেক্সিকোতে অত্যন্ত সভ্য মায়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয় খ্রিঃ পূঃ ১০ম শতকে। মায়া রাজত্বের পতনের পরে আসে টলটেকরা, এরাও অত্যন্ত সভ্য, ষষ্ঠ শতকে। বিরাম-কাল ১৫০০ বছর।"

"এইভাবে সভ্যতার পরিব্যাপ্তি-কাল হল :—

একটি সভ্যতার পরিব্যাপ্তি-কাল

		পরিব্যাপ্তি-কাল
(১) ভূমধ্যীয় গড়	—	১৩৩০ বছর
(অথবা প্রথমটি বাদ দিয়ে	—	১৫০০ বছর
(২) মেসোপটেমিয়া	—	১৫২০ বছর
(৩) ভারতবর্ষ, একটি পরিব্যাপ্তি-কাল	—	১৮০০ বছর
(৪) মেক্সিকো, একটি পরিব্যাপ্তি-কাল মোটামুটি	—	১৫০০ বছর

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে পরিব্যাপ্তি-কালের দৈর্ঘ্য কার্যত একই রকম। এর থেকে এই ইঙ্গিত মেলে যে, মানবমনের বিন্যাসই এর কারণ, বাইরের কোনও ঘটনা নয়, অবশ্য পর্যায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।

(২৮) পর্যায় মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, দেশের সঙ্গে নয়

পৃ ১৩

"এইভাবে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইতালিতে এট্রুসকানদের ক্ষেত্রে, পূর্ব দিকে গ্রীকদের ক্ষেত্রে এবং, অবশ্যই, স্পেনে আরবদের ক্ষেত্রে **বহিরাগতরা তাদের উৎসের সমপর্যায়ে, নতুন বাসভূমির সমপর্যায়ে নয়**। সভ্যতার পর্যায় মানুষের অন্তরে প্রোথিত, তাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এর কারণ নয়।

এট্রুসকানরা

ইতালিতে এট্রুসকানরা ছিল বিদেশী এবং তারা যে-সভ্যতা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল তা ভূমধ্য-অঞ্চলের অথবা পশ্চিম ইউরোপের নয়। এট্রুসকান সভ্যতা এমন পর্যায়ে ছিল যা গ্রীস এবং রোমের সভ্যতার তুলনায় কয়েক শতক পূর্ববর্তী। বাস্তুকর্মে, বিরাট দুর্গ-নগরে এবং চমৎকারভাবে চিত্রিত স্মৃতিস্তম্ভে প্রদর্শিত তাদের সভ্যতা—সব কিছুই সাম্রাজ্যিক যুগের আগে অন্তর্হিত হয়। রোমান ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক বৈশিষ্ট্য হল ইট্রুরিয়ার সভ্যতার অন্তর্ধান। ইট্রুরিয়ান মনীষীরা নিজেরাই তাঁদের পরিব্যাপ্তি-কাল ১১০০ বছর বলে নির্দেশ করেছেন। সমাপ্তি হয় খ্রিঃ পূঃ ৮৮ সালে, আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ক্ষমতা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল আনুমানিক খ্রিঃ পূঃ ৬০০ সালে এবং এই সভ্যতা ছিল মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার পর্যায়ভুক্ত।

৩ অথবা ৪ শতক ধরে ব্যাকট্রিয়াবাসী গ্রীকরা যে-সভ্যতা প্রদর্শন করেছিল তা স্থায়ী অধিবাসীদের সভ্যতা অপেক্ষা উচ্চ

মানের। খ্রিঃ পূঃ ৫০০ এবং সম্ভবত ৪০০ সালে পারস্য গ্রীসের থেকে অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। অতএব গ্রীকদের পক্ষে প্রাচ্যদেশীয়দের তুলনায় নিজেদের উচ্চস্থানে বজায় রাখার অর্থ হল, তাঁরা তাঁদের নিজেদের পর্যায়, যা ২ অথবা ৩ শতক পরবর্তী কালের, ধরে রেখেছিল।

গ্রীকদের উদ্ধৃতির

স্পেনের আরবদের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা, সাহিত্য এবং অবক্ষয়ের তারিখগুলি সম্পূর্ণরূপে মেসোপটেমিয়ার পর্যায়ের অনুরূপ এবং ইউরোপীয় পর্যায়ের বিপরীত। রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও আগে আসে এবং উচ্চতম সীমায় পৌঁছয় যখন ৭৩২ সালে আবদার রহমান ফ্রান্সের মধ্যভাগে পৌঁছন। জনমতের দ্বারা বারংবার শাসকরা ক্ষমতাচ্যুত হবার পরে ১১৪৪ সাল নাগাদ গণতান্ত্রিক প্রথা চালু হয়। ৯৭০ সালে আল হাকেম সমগ্র পরিচিত পৃথিবী থেকে বই সংগ্রহ করে কারডোভার একটি প্রাসাদ ভরতি করে ফেলেছিলেন। এখানে ৬০০,০০০ বই তালিকাভুক্ত করে তদনুযায়ী সাজানো ছিল। আরবের ঐতিহাসিকরা বলেন যে, স্পেনের আরব সুলতানদের বিস্তৃত বাগান, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, পণ্ডিত ব্যক্তিদের বৃত্তি এবং পৃথিবীর সব দেশ থেকে পণ্ডিতদের আকর্ষণ করবার জন্য ভাণ্ডার ছিল।

স্পেনের উদ্ধৃতির

"প্রত্যেক শ্রেণীর সভ্যতার পর্যায় আরও যথার্থরূপে নির্ধারিত হলে সভ্যতার পর্যায়কে আক্রমণকারীদের উৎস নির্ণয়ের মান হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব হতে পারে। XXX সম্ভবত কোনও পর্যায় একটি গোষ্ঠীকে দীর্ঘকাল আঁকড়ে থাকে।"

পৃঃ ১১৩

"এই প্রসঙ্গে এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, রোম কর্তৃক ইউরোপের প্রতিটি দেশ জয় এবং সেখানে বসতিস্থাপন তার পরবর্তী ইতিহাসে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। রোমান প্রভাবের অনুক্রম ছিল ইতালি, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি ; এবং বিগত কয়েক শতাব্দীতে এইসব দেশের ক্ষমতার অনুক্রমও ছিল অনুরূপ।"

(২৯) পরিব্যাপ্তি-কালের মধ্যে ছেদ

"স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কোনও জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সভ্যতার সর্বোচ্চ অবস্থা থেকে অবিরাম ক্ষয়ের প্রবণতা দেখা যায় এবং যতক্ষণ এই সভ্যতা কোনও কিছু প্রবর্তনের পক্ষে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ এই ক্ষয় চলতে থাকে। তারপরে সতেজ এক গোষ্ঠী আসে এবং রক্ত আর কৃষ্টি উভয়ের সংমিশ্রণে নতুন সৃষ্টির জন্য পুরান বংশকে ব্যবহার করে। ভালভাবে শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্টি পুরান মাটিতে দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং সভ্যতার এক নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করে। রক্তের মিশ্রণ ছাড়া নতুন প্রজন্ম হয় না। জাতির জন্মের ক্ষেত্রে যৌনসংসর্গবিহীন সন্তান জন্মের কথা অজ্ঞাত।"

পৃঃ ১১৪

উদাহরণ :—

আমরা এখানে ৪৫০ সালকে মিশ্রণের মুখ্য তারিখ হিসাবে ধরছি।

(১) ধ্রুপদী যুগ এবং মধ্যযুগীয় ৭ম এবং ৮ম পরিব্যাপ্তি-কালের মধ্যবর্তী সময়ের বিরতি সর্বাপেক্ষা পরিচিত। ৩০০ থেকে ৪০০ সালের মধ্যে আধ ডজন বিভিন্ন বংশভুক্ত ১৫টি গোষ্ঠী নিজেদের সীমানা-ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় (দ্রষ্টব্য Migrations, Huxley Lectures, 1906)। "সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহ থেকে ৭ম ধ্রুপদী পরিব্যাপ্তি-কালের শুরু এবং মাইকেনিয়ান (ষষ্ঠ)

পৃঃ-১১৫

(Mykenaean) পরিব্যাপ্তি কালের সমাপ্তি আংশিকরূপে বুঝতে পারা গিয়েছে। প্রাচীন প্রথা "Return of the Hera Kleidai"-এর সময় নির্ধারিত হয়েছে খ্রিঃ পূঃ ১২০০ সালের কাছাকাছি খ্রিঃ পূঃ ১১৯৪ সালে মিশরের বিরুদ্ধে মৈত্রীজোট-যুদ্ধের সময় ক্রেটান সভ্যতা ভেসে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই তারিখেই তারিখ-চিহ্নিত বস্তুদ্বারা মিশরের সঙ্গে গ্রীসের সকল সম্পর্কের ইতি। অতএব খ্রিঃ পূঃ ১২০০ সালকে মুখ্য পরিবর্তনের তারিখ রূপে গণ্য করা যেতে পারে।"

"মধ্য ক্রেটান (৫ম) থেকে মাইকেনিয়ান-এর শেষ দিকের ক্রেটান (৬ষ্ঠ) এবং প্রাথমিক ক্রেটান (৪র্থ) থেকে মধ্য ক্রেটান (৫ম) পর্যন্ত বিরতিগুলির সময় প্রায় মিশরে বিরতিগুলির অনুরূপ, তবে গ্রীক উৎস থেকে অন্য কোনওভাবে এই তারিখগুলি নির্ণয় করা যায় না।"

"মিশরে ৭ম থেকে ৮ম পরিব্যাপ্তি-কালে রূপান্তর ৬৪১ সালে আরব আক্রমণ দ্বারা নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত। প্রধান দল আসবার পরে ৯ম শতক পর্যন্ত অন্যান্য আরব উপজাতিরা আসতে থাকে।" XXX

"ষষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কালের বিরতি মিশরে খুব স্পষ্ট নয়, তবে বিভিন্ন পরিযান এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তম পরিব্যাপ্তি-কালের শুরু খ্রিঃ পূঃ ৯৫০ সালে পূর্বদেশীদের, খ্রিঃ পূঃ ৭৫০ সালে ইথিওপিয়ানদের এবং অতঃপর লিবিয়ানদের নিয়ে।"

"খ্রি পূঃ ২৬০০ সালে হিকসস (Hyksos) পরিযান ষষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কালের সূচনা করে। এর আগে পূর্ব দেশের লোকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল এবং এমন কি দুজন মেসোপটেমিয়ান মিশরের রাজাও হয়েছিলেন ; সম্ভবত আরও পরিযায়ীদের অবিরাম স্রোতও প্রবহমান ছিল, আনুমানিক ৪শ' অথবা ৫শ' বছর পরে টেরাক (Terak) এবং আব্রাহাম এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।" XXX

"ষষ্ঠ রাজবংশের পরে মিশরীয় শিল্পকর্মের ধ্বংস এবং ষষ্ঠ রাজবংশের শেষ দিক থেকে পরবর্তীকালে বিদেশী বোতাম-মোহরের (button seals) আবির্ভাব, যা খ্রিঃ পূঃ ৪০০০ সালের ক্রেটান শিল্পকর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, পঞ্চম পরিব্যাপ্তি-কাল নির্দেশ করে।"

"আপাতদৃষ্টিতে পিরামিড নির্মাতাদের চতুর্থ পরিব্যাপ্তি-কালের শুরু তৃতীয় রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে। দ্বিতীয় রাজবংশের শেষ এবং তৃতীয় রাজবংশের প্রথম দিক পর্যন্ত শিল্পকর্মের অবিরাম অবনতি দেখা যায়, তবু তৃতীয় রাজবংশের শেষ দিকে সুন্দরতম মিশরীয় শিল্পের জন্ম হয়। রাজবংশের পরিবর্তন দ্বারা সূচিত বিরাম নিঃসন্দেহে নতুন পরিব্যাপ্তি-কালের প্রবেশ। সময় নির্দিষ্ট হয়েছে খ্রিঃ পূঃ ৫০০০ সাল।"

পৃঃ-১১৭

"প্রাক-রাজবংশ যুগের সর্বশেষ ঘটনা তৃতীয় পরিব্যাপ্তি-কালের অভ্যুদয়। ভাস্কর্যের চূড়ান্ত অবস্থা (বাজপাখির দ্বারা) আমরা জের-এর (Zer) সময়কাল বলে দেখিয়েছি (খ্রিঃ পূঃ ৫৪০০ সাল)। তার আগে ১ম রাজবংশের আরম্ভ পর্যন্ত ১৫০ বছর এবং তার আগের রাজাদের ('0' রাজবংশ) ৩৫০ বছর নিয়ে ৫০০ বছরের হিসাব পাওয়া যায় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ যুগের আগে।" XXX

যখন সভ্যতার এক নতুন পরিব্যাপ্তি-কাল শুরু হয়, অভিযানের তারিখগুলি ভাস্কর্যের পর্যায়ের সঙ্গে এইভাবে তুলনা করা যায় :—

পরিব্যাপ্তি-কাল	অভিযান	বৃদ্ধি	ভাস্কর্য
৩য়	৬০০০?	৬০০?	৫৪০০ খিঃপূঃ
৪র্থ	৪৯৬০	১৫০	৪৭৫০ ,,
৫ম	৪০০০	৫৫০	৩৪৫০ ,,
৬ষ্ঠ	২৬০০	১০৫০	১৫৫০ ,,
৭ম	১২০০	৭৫০	৪৫০ ,,
৮ম	৪৫০	৮০০	১২৪০ খ্রিস্টাব্দ

"এটা স্পষ্ট যে, পিরামিড-নির্মাতারা প্রথম দিকের রাজবংশের আমলের লোকদের উপর অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি এসে পড়ে ; নতুন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছতে তারা নিয়েছিল মাত্র ১৫০ বছর। ঐতিহাসিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা এত কম জানি যে এর অর্থ অনুধাবনে অক্ষম। ধ্রুপদী যুগকে যেমন একটি রোমান এবং একটি গ্রীক চরম পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল, অনুরূপভাবে এই যুগকেও সম্ভবত **দুটি চরম পর্যায় সমন্বিত একটি পরিব্যাপ্তি-কাল** হিসাবে গণ্য করা উচিত।"

(৩০)

পরিব্যাপ্তি-কালের নকশা

(বই-এর শেষে সম্পূর্ণ নকশাটি, নকশা ৫৭, পাওয়া যাচ্ছে না)।

উদাহরণ :—

পৃঃ-১১৯

"প্রথম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, পরিব্যাপ্তি-কালের অবরোহণের সময় পর্যায়সমূহের ব্যাপকতর বিস্তার। তার অর্থ, সভ্যতার মধ্যে অপকৃষ্টতাজনিত বিরতিকাল কম এবং প্রত্যেক পরিব্যাপ্তি-কালে সভ্যতার পর্যায় প্রতিটি পুনরাবৃত্তি-কালে দীর্ঘতর। যদিও এই তথ্য

পৃঃ-১২০

প্রবল ভাবে সত্য যে বহু প্রকারের সভ্যতার ক্ষেত্রে একের পর এক পুনরাবৃত্তিতে কোনও উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি, তৎসত্ত্বেও সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী অধিকতর সভ্য হচ্ছে এই সাধারণ ধারণার সঙ্গে এটি সঙ্গতিপূর্ণ। চতুর্থ পরিব্যাপ্তি-কালে মিশরের নির্মাণকার্য পরবর্তী চারটি পরিব্যাপ্তি-কালের নির্মাণকার্যের মতই উৎকৃষ্ট। পরবর্তী কালের শিল্প যত উন্নতই হোক, চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ অথবা সপ্তম পরিব্যাপ্তি-কালের শিল্পোৎকর্ষে তার সমকক্ষ, যদিও তার চরিত্র আলাদা। এইভাবে পর পর পরিব্যাপ্তি-কালগুলিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলি উন্নততর না হলেও সামগ্রিক সভ্যতা মহত্তর, কারণ তা দীর্ঘতর। **বৃদ্ধি পরিমাণের দিক থেকে, মানের দিক থেকে নয়।**"

(২) "পর্যায়গুলির এই বিস্তারের অন্য এক ফল হল কৃষ্টির প্রত্যেকটি রূপের শ্রেষ্ঠ যুগকে পৃথক করা। এইভাবে প্রথম দিকে ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার কারিগরি এবং সম্পদের শিল্প সবই ছিল প্রায় সমসাময়িক। সেই কারণেই ছিল সম্পদের দ্বারা রূপায়িত শৈল্পিক কারিগরি। কিন্তু পর্যায়গুলির ব্যবধান আরও বেড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি দক্ষতা স্বাধীনতা অর্জন করবার এবং সম্পদ বৃদ্ধি পাবার আগেই শিল্পে অধঃপতন আসে। এই কারণেই শেষ দিকের মাইকেনিয়ান (Mykenaean), রোমান এবং আধুনিক কালের মানুষের হাতে সম্পদের ক্রমবর্ধমান রুচিহীন ব্যবহার। পর পর এইসব পরিব্যাপ্তি-কালগুলির এক আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য হল—সমৃদ্ধতম যুগে উত্তরের লোকদের হঠাৎ হানা , যা ইউরোপের দক্ষিণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং কোনও স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায় না।" উদাহরণ :

(ক) ১৫২৭ সাল—**Constable de Bourbon**-এর নেতৃত্বে রোমের উপর জার্মানদের হামলা এবং রোম লুণ্ঠন।
(খ) খ্রিঃ পূঃ ৩৯০ সালে সেল্টরা রোম ধ্বংস করে এবং ১৭৯ সালে তারা গ্রীস লুণ্ঠন করে।
(গ) দ্বিতীয় মিনোয়ান (**Minoan II**) যুগের শেষ দিকে অথবা খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সালে কুয়োসস (**Kuossos**)-এর প্রাসাদ ধ্বংসের সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়, আপাতদৃষ্টিতে যা বারবারিয়ানদের কাজ বলে মনে হয়।
(ঘ) খ্রিঃ পূঃ ৩৩০০ সালে ১২শ মিশরীর রাজবংশের কাছাকাছি সময়ে ২য় মিনোয়ান যুগের মধ্যভাগ এক ব্যাপক বিপর্যয়ে হ্রস্ব হয়।

"এইভাবে পর পর চারটি পরিব্যাপ্তি-কালে XXX আমরা দেখতে পাচ্ছি উজ্জ্বলতম অবস্থায় দক্ষিণ ইউরোপের আকাশ অকস্মাৎ উত্তরের ঝড়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে কিন্তু কোনও স্থায়ী পরিবর্তন রেখে যায়নি।"

"প্রত্যেক পরিব্যাপ্তি-কালের মুখ্য বিজেতার আবির্ভাব হয়েছে একই পর্যায়ে।"...

শাসন ব্যবস্থার পর্যায়সমূহ

(১) নতুন কোনও জনগোষ্ঠীর প্রতিটি অভিযানের সঙ্গে কঠোর এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন থাকতেই হবে। হানাদারদের একত্রে ধরে রাখতে এবং আক্রান্তদের নিশ্চিতরূপে বশে রাখতে এক স্বৈরতন্ত্রের প্রয়োজন। এই পর্যায়ের স্থিতি ছিল ৪ থেকে ৬ শতাব্দী।
(২) পরবর্তী পর্যায় মুষ্টিমেয় লোকের শাসন। নেতৃত্ব তখন পর্যন্তও অপরিহার্য, তবে স্বৈরতন্ত্রের বদলে **আইনের** সাহায্যেই দেশের ঐক্য বজায় রাখা যায়। এই পর্যায়ের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন প্রকার—রোমে এবং গ্রীসে ৪ শতাব্দীর মতো, মধ্যযুগের ইউরোপে ৫ অথবা ৬ শতাব্দীর কাছাকাছি।
(৩) **গণতন্ত্র**, যার স্থায়িত্ব ৪ শতাব্দীর মতো। এই সময়ে সম্পদের বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গণতন্ত্র পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করলে মূলধনহীন অধিজন ঊনজনদের মূলধন গ্রাস করে এবং সভ্যতার ক্রমাগত অবক্ষয় হতে থাকে। সর্বাধিক পরিচিত উদাহরণ ২য় শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্যের সম্পদের সম্ভোগ, যে-সময়ে, রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর গথিক রাজত্বের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত, গণতন্ত্রের আধিপত্য ছিল।

সভ্যতার পরিব্যাপ্তি-কালসমূহ

২য় অধ্যায়
পৃঃ ১১

মিশরীয় সভ্যতা—পর পর ৮টি পরিব্যাপ্তি-কাল, যার প্রত্যেকটি তার আগে এবং পরে এক অপকৃষ্ট অথবা অবক্ষয়ের যুগদ্বারা বিচ্ছিন্ন।

১ম পরিব্যাপ্তি-কাল, প্রাগৈতিহাসিক

চিত্রিত মৃৎশিল্প (পেয়ালা এবং পাত্রাদি)। "এই সুদূর যুগে স্বাভাবিক অনুকরণ থেকে অলঙ্কারের উৎপত্তি, বিশুদ্ধ অলঙ্কার হিসাবে এর বিকাশ এবং নির্বোধ অনুকরণে এর অবক্ষয়ের প্রমাণ আছে।"

২য় পরিব্যাপ্তি-কাল, প্রাগৈতিহাসিক

নতুন রীতর আবির্ভাব, প্রাচীনতর মৃৎশিল্প নতুন নমুনা উদ্ভাবন করা বন্ধ করল। চকমকি পাথরের কাজ এ যুগের বিশেষ শিল্প। অন্যান্য শিল্পগুলি হল—স্লেটের কাজ, হাতির দাঁতের কাজ ইত্যাদি।

মিশরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শিল্পের শুরু এই যুগে। ভাবলেখ পর্যায়

৩য় পরিব্যাপ্তি-কাল
০-২য় রাজবংশ

থেকে চিত্রলেখ লিপির দ্রুত বিকাশ ঘটানো হচ্ছিল। ১ম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মেনা-র (Mena) আমল আসতে আসতে খোদাই শিল্প প্রাচীনতার পর্যায় অতিক্রম করে আসছিল, যদিও তখন পর্যন্ত মুক্তি পায়নি। "১ম রাজবংশের শুরু প্রাচীনত্বে, সর্বোত্তম যুগ মধ্যভাগের প্রথম দিক এবং তারপর থেকে শুধু অবক্ষয়ের সামান্য একটু প্রকারভেদ।"

৪র্থ পরিব্যাপ্তি-কাল
৩য়-৬ষ্ঠ রাজবংশ

৩য় রাজবংশের শেষ দিক পিরামিড নির্মাতাদের মহান যুগ। যে-রাজার কাজ নিকৃষ্টতম (Neterkhet) তাঁর আমল এবং Sneferu-র প্রায় নিখুঁত পর্যায়ে উন্নীত শিল্পের আমল—এই দুই-এর মধ্যে তালিকায় ব্যবধান মাত্র ১৩০ বছরের।

যা একত্রে মিশ্রিত করতে হবে কোনও গোটা জিনিসের এমন অংশ হিসাবে বিবেচনা না করে, আলাদাভাবে সযত্নে করা সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রাচীন পদ্ধতির অপরিহার্য চিহ্ন।

ভাস্কর্যশিল্পে পরিবর্তন স্থাপত্যের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যা এই প্রজন্মে শিল্পকর্মের এবং বৃহৎ বস্তু নিয়ে সাহসী কাজকর্মের ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল—যার ফল নেফার্ত-এর (Nefert) প্রতিমূর্তি।

৫ম পরিব্যাপ্তি-কাল
৭ম-১৪শ রাজবংশ

প্রাক্-পারসীক যুগের গ্রীসের স্থাপত্যের সূক্ষ্ম কারুকাজের প্রতি পুঙ্খানুপুঙ্খ মনোযোগে এই যুগের শুরু—উত্থান দ্রুত, ১২শ রাজবংশের সময় পূর্ণ সৌন্দর্য অর্জিত। পূর্ণ বিকাশের স্থায়িত্ব ১$\frac{১}{২}$ শতাব্দীর বেশি নয়। ১২শ রাজবংশের শেষ দিকে স্পষ্ট অবক্ষয় চোখে পড়ে।

৬ষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কাল
১৫শ-২০শ রাজবংশ

ধ্বংসাবশেষের প্রাচুর্যের জন্য, বিশেষ করে থিবিস-এ, এই যুগ সর্বাধিক পরিচিত। ১৮শ রাজবংশের আমলে বিভিন্ন শৈলী সমন্বিত কয়েকটি পর্যায় ছিল। বৈদেশিক বিজয়, যা সিরীয় প্রভাব নিয়ে আসে, নমুনায় পরিবর্তন ঘটায় (সর্বোত্তম উদাহরণ Tahutmes II)। Akhenaten-এর প্রকৃতিবাদের গুরুত্বপূর্ণ আবির্ভাবে এবং প্রকৃতিবাদের প্রতি বিতৃষ্ণায় এই রাজবংশের সমাপ্তি।

২৬শ রাজবংশ প্রতিকৃতি অঙ্কনে উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই শিল্প (রিলিফ) যে-গভীরতা স্পর্শ করেছিল একটি রোমান প্রতিমূর্তির (২৫ নং চিত্র) থেকে তা অনুমান করা যায়, যেটি কোনও দিক থেকেই এই ধরনের শিল্পকর্মের মধ্যে নিকৃষ্টতম নয়। গ্রীক এবং রোমান শিল্প এত বেমানান ছিল যে, মিশরীয় রূপকল্পনার পাশে তা দাঁড়াতে পারত না এবং প্রাচীন শিল্পটি চিরকালের মতো হারিয়ে যায়।

৮ম পরিব্যাপ্তি-কাল
আরবরা

শৈলীর কত অধঃপতন হয়েছিল কপ্‌টিক (Coptic) ভাস্কর্যে (২৬ নং চিত্র) তা বেদনাদায়কভাবে স্পষ্ট। এর উপরে প্রভাব পড়েছিল অবক্ষয়িত ধ্রুপদী এবং পারসীয় শিল্পের। কপ্‌টিক গঠনরীতির সরলরেখা এবং যান্ত্রিক বক্ররেখায় আরব শিল্পের জ্যামিতিক শৈলীর পূর্বাভাস কী করে এল তা কৌতূহলোদ্দীপক। স্থাপত্যে নর্মানদের সমসাময়িক একমাত্র কাজের নিদর্শন কায়রোর দুর্গ এবং দুর্গপ্রাচীরসমূহ। বাব্-এল্-ফাতা (Bab-el-futuh) তোরণ নির্মিত হয়েছিল ১০৮৭ সালে, টাওয়ার অব লন্ডন এবং মলিং অ্যাবি-র (Malling Abbey) যুগে।

৩য় অধ্যায়
৪র্থ পরিব্যাপ্তি-কাল
মিশরীয় যুগ

ইউরোপে সভ্যতার পরিব্যাপ্তি-কালসমূহ

এই পরিব্যাপ্তি-কাল মিশরের ৪র্থ যুগের সমসাময়িক। মিশরের প্রথম তিনটি যুগের সমান্তরাল ধ্বংসাবশেষগুলি তখনও কুয়োসস-এ Kuossos) নবপ্রস্তরযুগের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শায়িত।

ডঃ ইভানস ক্রেটান স্থাপত্যের এক প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ।

প্রাথমিক ক্রেটান যুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষগুলি পাওয়া গিয়েছিল Mochlos-এ (এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত)। Tholos Hagia Triada-য় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিতে মূর্তি খোদাই-এর প্রাচীনতম উন্মেষ দেখা যায়। মূর্তিগুলি মিশরের প্রাগৈতিহাসিক যুগের মূর্তির অনুরূপ, দ্বিতীয় যুগে কোনও বাহু ছিল না, পায়ের শেষ একটি বিন্দুতে।

৫ম পরিব্যাপ্তি-কাল
মধ্য ক্রেটান যুগ

প্রধান বৈশিষ্ট্য—পাত্রে বহুবর্ণ চিত্রের বিকাশ এবং রঙিন ঝকঝকে পাত্র। এই যুগের শুরু হয় মানুষ এবং মাছের অসূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কনে এবং কুয়োসস-এর (Kuossos) মন্দির প্রতিষ্ঠায়। প্রকৃতিবাদের নিরন্তর প্রসার হয় এবং এই যুগের শেষে দেখা যায় কুয়োসস-এর মন্দির। এক ব্যাপক বিপর্যয় এই যুগের সমাপ্তি ঘটায়।

৬ষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কাল
শেষ ক্রেটান যুগ

এই যুগের শিল্প ধ্রুপদী যুগের শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বী। উদাহরণ—স্টিয়াটাইট (steatite) পাত্র, দেয়ালচিত্র এবং রিলিফের কাজ, সোনার পেয়ালা এবং স্থাপত্যও। ডোরিয়ান আক্রমণের সময়ে এই জাঁকজমক বিধ্বস্ত হয়। যে-সব অঞ্চল ডোরিয়ানদের অধীনে আসেনি, যেমন সাইপ্রাস এবং মূল ভূখণ্ডে অ্যালথেন্স্-এর (Althens) মতো কয়েকটি শহর, সেগুলি তাদের প্রাচীন ক্ষয়প্রাপ্ত শিল্পরূপগুলি ধরে রেখেছিল।

ডিপাইলন (dipylon) পাত্রের ভিতরে নতুন শিল্পের শুরু। প্রাচীন শিল্পের সমৃদ্ধ শঙ্খবৃত্ত (spirals) জায়গা ছেড়ে দিল পরস্পর সমকোণে মিলিত সরলরেখাবলী-সমন্বিত নকশাকে, এবং কর্মরত মূর্তির বিমুক্ত নকশার জায়গা নিল জ্যামিতিক.কারুকার্য। স্থাপত্যে নতুন রীতি দেখা দিল এবং এশিয়ার প্রভাব জোগাল নতুন প্রেরণা। খ্রিস্টপূর্ব ৮ম শতকের কাছাকাছি সময়ে ভাস্কর্য প্রকাশের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয় এবং প্রায়োগিক দিক থেকে প্রায় নিখুঁত হয়ে ওঠে (উদাহরণ—এথেন্স-এর নগরদুর্গে কুমারীর প্রতিমূর্তিগুলি)। এর পরে আসে লুডোভিসি শাসনের অবসানে বংশীবাদিনী কুমারীর মূর্তিতে শিল্পকর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। গ্রীক ভাস্কর্যের বিরাট অংশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই মান থেকে নেমে এসেছিল। তার পরে আসে অনুকরণজাত তুচ্ছ গ্রীক শিল্পকর্মের আরও নিম্ন মানের রোমান অনুকরণ।

৮ম পরিব্যাপ্তি-কাল

উত্তরের অভিবাসীরা তাদের সঙ্গে করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নতুন আদর্শ নিয়ে এল এবং উদ্ভব হল সম্পূর্ণরূপে পৃথক এক শৈলীর, যা তার উল্লম্ব রেখায় এবং আকৃতির দৈর্ঘ্যে ইতালির প্রাক্-ধ্রুপদী শিল্পকর্মের এবং সেলটিক জন্তুদের এথেনসীয় শৈলীকে মনে করিয়ে দেয়। চরম উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল ১২৪৫ সাল নাগাদ। অতঃপর শিল্পের (পাথরে, ব্রোঞ্জে এবং রাজকীয় সীল-মোহরে) অবক্ষয় শুরু হয়।

"এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাস্কর্য এবং খোদাই-এর প্রাথমিক শাখায় ১৩শ শতকের শেষভাগ, যখন পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয়েছিল, কী করে যুগসন্ধিতে পরিণত হয় এবং অতঃপর অবক্ষয় কেমন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। ৮ম যুগ অথবা মধ্যযুগীয় শিল্পের প্রকৃত শৈলীর অবক্ষয় এবং বিনাশের জন্য রেনেসাঁস কেবল তার পূর্ববর্তী যুগের অনুকরণে পর্যবসিত হয়। অনুকরণের ইতিহাস—ভাল, মন্দ অথবা গতানুগতিক—এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়। XXX"

উত্থান-পতন

৮ম পরিব্যাপ্তি-কাল

সর্বাধিক পরিচিত ইমারতগুলির তারিখ :—

পূর্ব (মিশর)

কায়রো তোরণ
—১০৮৭-৯১

ইংল্যান্ড

বৃহদায়তন দুর্গ

টাওয়ার অব লন্ডন—১০৭৮
নিউ ক্যাস্‌ল্—১০৮০

লঘুতর রীতির সূত্রপাত

কায়রো দুর্গ—১১৮৩
ডোম অব দি রক—১১৮৯

ক্যান্টারবেরি কয়ার—১১৮০
লিঙ্কলিন কয়ার—১১৮৬

উত্তম সমৃদ্ধির অবসান

সুলতান হাসানের মসজিদ
কায়রো—১৩৬২

ট্রিনিটি কলেজ—১৩৫০,কেম্‌ব্রিজ
গ্লস্টার কয়ার—১৩৫০

গম্বুজ-কারুকার্যের আধিক্য

কাইত বে-র
সমাধি—১৪৭৪
ইয়েশবেক-এর
প্রাসাদ—১৪৭৬

ক্রসবি—১৪৭০
সেন্ট জর্জ-এর উইন্ডসর—১৪৭৬

৭ম পরিব্যাপ্তি-কাল

এই যুগে মিশরীয় পর্যায় গ্রীক পর্যায় থেকে আধ অথবা এক শতক অগ্রবর্তী ছিল। কারণটা নিঃসন্দেহে এই যে, অনেক প্রাচীনতর নমুনার সঙ্গে মিশরীয়দের পরিচয় ছিল। গ্রীসে খ্রিঃ পূঃ ৬০০ সালের আগে ভাস্কর্য দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছিল (করিন্থ, সেলিনাস), পূর্ণবিকশিত হয়েছিল খ্রিঃ পূঃ ৫০০ সালের মধ্যে (এগ্রিজেন্টাম)। খ্রিঃ পূঃ ৫০০ সালের আগে ভাস্কর্য উত্তমরূপে বিকশিত হয়নি এবং খ্রিঃ পূঃ ৪৫০ সালের আগে প্রাচীন রীতি বর্জন করেনি। খ্রিঃ পূঃ ৫৫০ সালের মধ্যে গ্রীক প্রভাবে মিশরে নতুন শৈলীর ভাস্কর্য প্রবল হয়ে ওঠে এবং খ্রিঃ পূঃ ৫২৫ সালে পারসীয়দের আক্রমণের সময় পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।

৬ষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কাল

পূর্ব
পশ্চিম

খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সাল নাগাদ মিশরে প্রাচীনরীতি লুপ্ত হয়, খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সালের মধ্যে স্বাধীন শৈলীর নাগাল মেলে এবং খ্রিঃ পূঃ ১৩০০ সালের মধ্যে অবক্ষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ সাল নাগাদ কুয়োসস-এ (Kuossos) এই যুগ শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। খ্রিঃ পূঃ ১৩৭০ সালের তেল-এল-আমারুয়ার (Tell-el-Amarua) মৃৎশিল্প ক্রিটের অবক্ষয়ের পর্যায়াধীন।

৫ম পরিব্যাপ্তি-কাল

এই যুগে ২ অথবা ৩ শতকের মধ্যে ক্রিট এবং মিশরে একই পর্যায় ছিল। ক্রিটের মধ্য-পর্যায় মিশরের ১২শ রাজবংশের মধ্যভাগের সঙ্গে যুক্ত।

৪র্থ—১ম পরিব্যাপ্তি-কাল

এই যুগের শেষ দিকের পর্যায় মিশরের ৬ষ্ঠ—৮ম রাজবংশের সঙ্গে যুক্ত।

মিশরের তৃতীয় যুগে যা আছে, মনে হয়, তা ক্রিট থেকে আমদানি করা। সেখানে এগুলি দেখা যায় নিম্ন নবপ্রস্তর (sub-neolithic) অথবা নবপ্রস্তর স্তরের ঠিক উপরে এবং কোনও প্রাসাদসৌধের আগে। কুয়োসস-এ নবপ্রস্তর যুগের ২৫ নম্বর ধ্বংসস্তূপে অথবা ফাইস্তস-এর (Phaistos) ১৫ ফুট স্তরে মিশরের ১ম এবং ২য় যুগের অনুসন্ধান এখনও বাকি।

পরিব্যাপ্তি-কালের দৈর্ঘ্য

শিল্পের বিকাশে সর্বোত্তমভাবে নির্দিষ্ট অবস্থা হল ভাস্কর্যে প্রাচীন যুগের সমাপ্তিকাল, যখন প্রথম বিভিন্ন অংশের নিখুঁত সমন্বয় আয়ত্ত হয়। নিম্নলিখিত তারিখগুলিকে প্রাচীন পন্থার সমাপ্তিকাল বলে ধরতে পারি :

	বিরাম-কাল
৮ম পরিব্যাপ্তি-কাল ১২৪০ সাল	১৬৯০
৭ম পরিব্যাপ্তি-কাল খ্রিঃ পূঃ ৪৫০ সাল	১১০০
৬ষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কাল খ্রিঃ পূঃ ১৫৫০ সাল	১৯০০
৫ম পরিব্যাপ্তি-কাল খ্রিঃ পূঃ ৩৪৫০	১৩০০
৪র্থ পরিব্যাপ্তি-কাল খ্রিঃ পূঃ ৪৭৫০	৬৫০
৩য় পরিব্যাপ্তি-কাল খ্রিঃ পূঃ ৫৪০০	

অতএব পরিব্যাপ্তি-কালের গড় ১৩৩০ বছর।

মিশরীয় এবং ইউরোপীয় শিল্পের চিত্রাঙ্কলেখ

মিশরীয়

৩য় পরিব্যাপ্তি-কাল গুণগত মানে ৪র্থ এবং ৫ম পরিব্যাপ্তি-কালের মধ্যবর্তী। এই কাল শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে ৪র্থ পরিব্যাপ্তি-কালের সমকক্ষ এবং ৫ম পরিব্যাপ্তি-কালের থেকে অনেক উন্নত ; কিন্তু এই কালের স্থাপত্য উভয় পরিব্যাপ্তি-কালের থেকেই নিকৃষ্ট। ৭ম পরিব্যাপ্তি-কালের সকল উৎকর্ষই অনুকরণ থেকে অর্জিত। ৮ম পরিব্যাপ্তি-কালে মিশরে কোনও ভাস্কর্য নেই, কেবল স্থাপত্য আর ধাতুশিল্প। এই কালকে ৭ম কালের সমকক্ষ বলে ধরা যেতে পারে।

পৃ ৮৭

শুরুতে নীচু চিত্রাঙ্কলেখ হল ইউরোপীয় শিল্পের, যা শেষ দিকে অপেক্ষকৃত উঁচুতে উঠে যায়। ১৫০০ সালের পর থেকে সমস্ত স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য নিতান্ত অনুকরণ বলে শেষ চারটি শতক বাদ দেওয়া হয়েছে। **"অধিজনের অনুভূতিতে যার শিকড় নেই এবং নিতান্ত শৌখিন বস্তুর মত যা মরে যাবে, শেষ ৫০ বছরের সেই কৃত্রিম প্রাচীনত্বের পুনর্জন্ম হিসাবের মধ্যে না এনে এই অষ্টম পরিব্যাপ্তি-কালকে আমি নিজে অন্যান্য পরিব্যাপ্তি-কালের মতই ক্ষয়িষ্ণু বলে গণ্য করতে চাই।** সন্দেহ নেই, হাড্রিয়ানের আমলে প্রাচীন শৈলীর মিনার্ভাকে সৌন্দর্যের পুনরুজ্জীবন রূপে পূজা

করত। অবশ্য এই সব নিতান্ত ব্যক্তিগত মতামত এবং এর সমর্থনে যুক্তি দেখাতে আমি ইচ্ছুক নই।"

মধ্যযুগীয় তরঙ্গকে মূল্যের দিক থেকে মাইকেনিয়ান (৬ষ্ঠ) এবং ধ্রুপদী (৭ম) এই দুই-এর মাঝামাঝি বলে গণ্য করা হয়, প্রথমোক্তের তুঙ্গাবস্থা ধরা হয় খ্রিঃ পূঃ ৫০ সাল। মাইকেনিয়ান তরঙ্গকে অ্যান্টোনাইনদের স্তরে স্থাপন করা হয়।

মোটামুটি খ্রিঃ পূঃ ৪০০ সাল থেকে ২০০ সাল পর্যন্ত ধ্রুপদী শিল্পের অবনতি অবিরাম একই হারে চলে। মুদ্রা থেকে দেখা যায় যে, দ্রুত অবনতি আসে পরবর্তী কালে, কমোডাস (Commodus) এবং সারভেরাস-এর (Serverus) পরে। এবং মুদ্রা থেকে এটাও দেখা যায় যে, ৬০০-৮০০ সালে যাবতীয় শিল্প কীভাবে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়। xx মধ্যযুগের স্থান ধ্রুপদী পর্যায়ের নীচে বই নয়।

ইউরোপে প্রথম দিকের পরিব্যাপ্তি-কালগুলিতে (৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম) পাত্র-অলঙ্করণ ছাড়া মূর্তি-ভাস্কর্য নেই।

বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক

৮ম পরিব্যাপ্তি-কালের বিষয়বস্তুসমূহ

সভ্যতার অন্যান্য প্রমাণ দেখা দেয় ভাস্কর্যের প্রমাণের পরে। সকল যুগেই ভাস্কর্য এবং স্থাপত্য ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী।

৫ম অধ্যায়
পৃ ৯৪

১২৪০ ব্যামবার্গ ভাস্কর্য

(১) ভাস্কর্যে স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণ ১২৪০ সাল। স্থাপত্যে স্বাধীনতা অর্জিত হয় স্যালিসবেরি ক্যাথিড্রালের সঙ্গে সঙ্গে, যা শুরু হয় ১২২০ সালে এবং উৎসর্গিত হয় ১২৫৮ সালে।

১৪০০

(২) চিত্রকলা অনুগমন করে। প্রাচীন রীতির হাত থেকে Altichiers এবং Jacopo D' Avanzo মুক্তি অর্জন করেন ১৩৭৯ সাল নাগাদ—অন্যান্যরা ১৪৫০ সাল নাগাদ। (অতএব ভাস্কর্যের ১৫০ থেকে ২০০ বছর পরে)।

১৬০০

(৩) সাহিত্যে বেকন এবং বেন জনসন আছেন সন্ধিক্ষণে (আনুমানিক ১৬০০ সাল)।

১৭৯০

(৪) সঙ্গীতে ১৭৯০ সালে সিম্ফনিতে Haydn-এর প্রথম স্বাধীন পদক্ষেপ। ১৭৯৬ সাল থেকে পরবর্তীকালে Beethoven-এর মধ্যে প্রাচীন রীতি প্রায় দেখাই যায় না।

১৮৯০

(৫) বলবিদ্যায় (Mechanics) বেকার-এর Forth Bridge অকারণ বাধা নিষেধের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে (এর আগে ব্রুনেল-এর tubular bridge নতুন হলেও কোনওমতেই নিখুঁত অভিযোজন ছিল না)। ১৮৯০ সাল তাই প্রাচীনত্বের সমাপ্তিকাল।

১৯১০-এর পরে

(৬) বিজ্ঞান এবং সম্পদের ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের সমাপ্তি ধরা যায় ১৯১০ সালের পরে।

৭ম পরিব্যাপ্তি-কাল

৭ম পরিব্যাপ্তি-কালের সভ্যতার সন্ধিক্ষণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে চিহ্নিত করা যায় :

ভাস্কর্য	—	খ্রিঃপূঃ ৪৫০
চিত্রকলা	—	” ৩৫০
সাহিত্য	—	” ২০০
বলবিদ্যা	—	” ০
বিজ্ঞান	—	খ্রিস্টাব্দ ১৫০
সম্পদ	—	” ২০০

	৬ষ্ঠ পরিব্যাপ্তি-কাল	৫ম পরিব্যাপ্তি-কাল	৪র্থ পরিব্যাপ্তি-কাল
ভাস্কর্য	খ্রিঃপূঃ ১৫৫০	খ্রিঃপূঃ ৩৪৫০	খ্রিঃপূঃ ৪৭৫০
চিত্রকলা	,, ১৪৭০(?)	,, ৩৪০০	,, ৪৭০০(?)
সাহিত্য	,, ১৩৫০(?)	,, ৩৩২০	
বলবিদ্যা	,, ১২৮০	,, ৩২৭০	,, ৪৬৫০(?)
বিজ্ঞান			
সম্পদ	,, ১১৮০	,, ৩২৫০	

প্রথম দিকের, অর্থাৎ ভাস্কর্যের, পর্বকে প্রত্যেক পরিব্যাপ্তি-কালের শুরু ধরে আমরা এখন সভ্যতার সকল পর্যায় এক সঙ্গে পর্যালোচনা করতে পারি।

	৮ম	৭ম	৬ষ্ঠ	৫ম	৪র্থ
	১২৪০ খ্রিস্টাব্দ	৪৫০ খ্রিঃপূঃ	১৫৫০ খ্রিঃপূঃ	৩৪৫০ খ্রিঃপূঃ	৪৭৫০ খ্রিঃপূঃ
স্থাপত্য	০	০	০	০	০
চিত্রকলা	১৬০	১০০	৮০	৫০	৫০(?)
সাহিত্য	৩৬০	২০০	২০০	১৩০	—
বলবিদ্যা	৫৫০	৪৫০	২৭০	১৮০	১০০(?)
বিজ্ঞান	৬৫০+	৬০০	—	—	—
সম্পদ	৬৫০+	৬৫০	৩৭০	২০০	—

এইভাবে প্রতিটি পরিব্যাপ্তি-কালের আনুক্রমিক পর্যায়ের বিকাশের ক্রম সাধারণত এক, যদিও পরবর্তী যুগে বিরাম-কাল দীর্ঘ হয়েছিল।

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রন্থ

১) Introduction and Pre History
The Earth before History — E. Perrier
Prehistoric man — J. DeMorgan
Language; A linguistic Introduction to History — I. Vendryes
A Geographical Introduction to History — L. Febore
Race and History — E. Pittard
From Tribe to Empire — A. Moret
Woman's place in Simple Societies — J.L.Myres
* The Diffusion of Culture — G. Elliot Smith
The Migration of Symbols — D.A. Mackenzie.

২) The Early Empires.
The Nile and Egyptian Civilization — A. Moset
Colour Symbolism of Ancient Egypt — D.A. Mackenzie

Chaldeo—Assyrian
Civilization — L. Delaporte
The Aegean Civilization — G. Glotz.

সামাজিক সংগঠন
(সভ্যতার ইতিহাস সংক্রান্ত)
পুস্তক তালিকা

(১) Bachofen, J.J. Das Mutterrecht (Stuttgart 1861)
(২) Brown. A.R., Three Tribes of Western Australia (Journ. R. Anth. Ind. 1913)
(৩) Cunow H, Zur Urgeschichte der Ehe Uind Familie Stuttgart 1912
(৪) Fazer Sir J.G. Totemism and Exogamy 1910
(৫) Hobhouse L.T. Morals in Evolution 1915
(৬) Kohler J. Ungeschichte der Ehe Stuttgart 1897
(৭) Lowie, R.H. Primitive Society (New York and London 1920)
(৮) Maine Sir H. Ancient Law 1861
(৯) Morgan L.H. Systems of Consanguinity and affinity of the Human Family Smithsonian contributions to knowledge 17) 1871
(১০) Morgan L.H. Ancient Society, New York 1877
(১১) Mcheunan J.F. The Patriarchal Theory (London 1885)
(১২) Do Studies in Ancient History 1886.
(১৩) Mcheunan J.F. Studies in Ancient History 2nd series 1896
(১৪) Rioers—Article "Marriage" in Hastings' Encyclopaedia of Religion and Ethics 1915
(১৫) Do—Article "mother—right", ibid
(১৬) Schurz—Altersklassen und Mannerbunde, Berlin 1902
(১৭) Websters Primitive Secret Societies, New York 1908
(১৮) Westermarck E. History of Human Marriage.
W. Crooke—The Tribes and Castes of the North West Provinces and Oudh—(Calcutta 1896)
Sir H. Rislay—Tribes and Castes of Bengal (Calcutta 1891)

London
Kegn Paul,
Trench, Trubner and Co.
Ltd.
New York:
Alfred A.
Knopf INC.
1924

এই গ্রন্থকারের
অন্যান্য গ্রন্থ
(১) Kinship and Social Organization (1914)

The History of
Melanesian Society
(1914)

E. Thurston—Tribes and Castes in Southern India (Madras 1909)

R.V. Russell—The Tribes and Castes of the Central Provinces of India—1916

সামাজিক গঠন দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যেতে পারে :—

(১) গতিহীন, বিশ্লেষণমূলক (সমাজ যে-অবস্থায় আছে সেই অবস্থা সম্পর্কিত)।

(২) গতিশীল, ঐতিহাসিক (সমাজ কী ভাবে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছল তার সঙ্গে সম্পর্কিত)।

দ্বিবিধ বিচার

(১) গোষ্ঠীর গঠন।

(২) গোষ্ঠীর ক্রিয়া-কলাপ, যার অন্তর্ভুক্ত (ক) ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক (খ) গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ক।

সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ

(১) পারিবারিক

(২) রাজনৈতিক (সরকার, জেলা- পরিষৎ, পৌরসভা ইত্যাদি)

(৩) বৃত্তিমূলক

(৪) ধর্মীয়

(৫) শিক্ষাগত

(৬) সমিতি অথবা সঙ্ঘ (আদিম অথবা অমার্জিত সমাজে গুপ্ত সমিতি ছিল, যেখানে বিশেষ ধরনের কলা সম্পর্কে জ্ঞান গোপন রাখা হত)।

বণিক সঙ্ঘ, শ্রমিক সঙ্ঘ, মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতির স্থান ৩ এবং ৬ নম্বরের মাঝামাঝি জায়গায়।

সামাজিক শ্রেণীকে এইভাবে ভাগ করা যায় —

(ক) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, যেমন সমিতি এবং সঙ্ঘ ইত্যাদি।

(খ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, যেমন পরিবার ইত্যাদি (আমি স্বেচ্ছায় কোনও পরিবারের সদস্য হইনি, পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছি)।

—

পরিবার—পিতা-মাতা এবং সন্তানদের নিয়ে গঠিত ছোট সামাজিক গোষ্ঠী।

ব্যাপকতর অর্থে পিতা এবং মাতার আত্মীয়দেরও পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা যেতে পারে। দ্বিপাক্ষিক* গোষ্ঠীতে পিতা এবং মাতা উভয়ের আত্মীয়স্বজনকেই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। একপক্ষীয় গোষ্ঠীর বেলায় দুজনের যে কোনও একজনের আত্মীয়স্বজনকে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। একপক্ষীয় গোষ্ঠী দুই প্রকারের হতে পারে :—

(১) পিতৃশাসিত অথবা পিতৃগোত্রজ শাসিত, যেমন— ভারতীয় যৌথ পরিবার, এবং ডিটমারশেন (Ditmarschen) এবং নরওয়ের যৌথ পরিবার ইত্যাদি।

*Rivers দ্বিপাক্ষিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে Kindred শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

(২) মাতৃশাসিত অথবা মাতৃগোত্রজ শাসিত, যেমন— মালাবারের নায়ারদের "তারাবাদ" (Taravad)* ।

পরিবারের শ্রেণীবিভাগ অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ থেকে স্বতন্ত্র। কখনও কখনও জ্ঞাতিরাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু পরিবারের যে-সদস্যরা (পুত্র অথবা কন্যা) আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে সংসার পেতেছে তারা এর অন্তর্ভুক্ত হয় না।

* দ্রষ্টব্য "A Treatise of Hindu Law and Custom" by J.D. Mayne (Madras 1914)

২য় অধ্যায়

* দ্রষ্টব্য Anthropological Notes and Queries (London) এবং "The handbook of folk lore" পৃ. ২৯৫ (London 1913)

মালাবারের তারাবাদ এবং যৌথ পরিবারের উদাহরণ, গোষ্ঠীর নয়। (তারাবাদ মাতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত)

গোষ্ঠী-অর্ধাংশ (Clan Moiety) এবং উপজাতি

গোষ্ঠীর সংজ্ঞার্থ*

"এক উপজাতির অসবর্ণ বিবাহজাত একটি শাখা, যার সদস্যরা পরস্পর কোনওপ্রকার সাধারণ বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনের ভিত্তি হতে পারে এক অভিন্ন পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তিতে বিশ্বাস, একই সর্বজনীন প্রতীকের উপাসনা অথবা একই সর্বজনীন অঞ্চলে বসবাস।

গোষ্ঠী এক একপক্ষীয় উপবর্গ। জ্ঞাতিবর্গ (Kindred) অপেক্ষা যৌথ পরিবারের (পিতৃশাসিত অথবা মাতৃশাসিত) সঙ্গেই এর সাদৃশ্য অধিক। যৌথ পরিবার এবং গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যৌথ পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে বের করতে পারে, এই সম্পর্ককে বংশানুক্রমিকতার সংজ্ঞায় প্রকাশ করতে পারে। গোষ্ঠীর সকল সদস্য তা পারে না ; কারণ একই প্রতীকের উপাসনা অথবা একই অঞ্চলে বাসের জন্য গোষ্ঠীভুক্তি আত্মীয়তার ভিত্তিতে হয় না।**

স্কটল্যান্ডে গোষ্ঠীর সঙ্গে উপজাতির সাদৃশ্য বেশি। Lang এবং Frazer গোষ্ঠীর (clan) বদলে জ্ঞাতি (kin) শব্দ ব্যবহার করেন এবং আমেরিকানরা 'জেন্‌স্' (gens)। অবশ্য আমেরিকানরা gens শব্দটি ব্যবহার করেন পিতৃসম্পর্কযুক্ত উপবর্গের (group) ক্ষেত্রে এবং clan শব্দটি ব্যবহার করেন মাতৃসম্পর্কযুক্ত উপবর্গের ক্ষেত্রে।

গোষ্ঠী এবং প্রতীক (Totem)

মেলানেশিয়ার কোনও কোনও স্থানে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে, একই প্রতীকী গোষ্ঠীর উৎপত্তি সেই প্রতীক থেকে। অন্যান্য স্থানে এই রকম বিশ্বাস প্রচলিত যে, তারা প্রতীকের সঙ্গে কোনওভাবে সম্পর্কিত কোনও পুরুষ বা নারীর বংশধর।

গোষ্ঠী, প্রতীক এবং অঞ্চল

একটি প্রতীকী গোষ্ঠী একান্তভাবে বিশেষ এক অঞ্চলে আবদ্ধ থাকতে পারে অথবা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন হয়, অন্যান্য প্রতীকী গোষ্ঠীর সঙ্গে একই অঞ্চলে বাস করতে পারে। কোনও কোনও গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতীকের বন্ধন অনুপস্থিত। অপরিহার্য বন্ধন হল একই অঞ্চলে বাস। এমন কথা বলা হয়েছে যে, আঞ্চলিক গোষ্ঠী নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এমন এক প্রতীক-উপাসক গোষ্ঠী যারা প্রতীক হারিয়ে ফেলেছে— তবে এই মতবাদ গ্রাহ্য হয়নি। সম্ভবত একই অঞ্চলে বাস নয়, একই পূর্বপুরুষের বংশধর এই বিশ্বাসই

** একই প্রতীক এবং একই অঞ্চলের জন্য যে-গোষ্ঠী তৈরি হয় তার ভিত্তি আত্মীয়তা নয়।

সমস্ত আঞ্চলিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃত বন্ধন— কারণ আমরা দেখতে পাই যে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সদস্যভুক্তি প্রকৃত বাসস্থানের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে কোনও ব্যক্তি অথবা তার পূর্বপুরুষের আদি বাসস্থানের উপর।

বংশধারার প্রণালী এবং যে-বন্ধন কোনও গোষ্ঠীর সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ করে রাখে ওই দুই-এর মধ্যে কোনও পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কি? মনে হয় Rivers ভাবেন (যদিও তথ্য এখনও ত্রুটিযুক্ত) যে, স্থানীয় উপবর্গ গঠন (local grouping) পিতৃবংশধারার সঙ্গে (যেমন টোন্‌স্ প্রণালীতে মাবুইয়াগ দ্বীপে) এবং মাতৃবংশধারার একই অঞ্চলে সীমাবদ্ধ না থাকার (যেমন মেলানেশিয়ায়) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পিতৃসম্পর্কজাত বংশধারায় স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে বাস করতে যায়, আর মাতৃসম্পর্কজাত বংশধারায় মায়েদের বাড়িতেই সন্তানদের পালন করা হয়— এই কারণেই প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে উপবর্গগঠন আঞ্চলিক এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে তা বিক্ষিপ্তভাবে বিভক্ত।

প্রতীকবাদ

সেই সব গোষ্ঠীর দেখাই বেশি মেলে যাদের সকল সদস্যই তিনটি প্রতীকের মধ্যে একটির সঙ্গে তাদের সম্পর্কে বিশ্বাস করে। এই তিনটির মধ্যে পশুপ্রতীকই বেশি দেখা যায়। গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে প্রতীকের সম্পর্ক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার এবং তা এই রকম হতে পারে :—

(১) একই প্রতীক থেকে উৎপন্ন বংশধারা, যেমন মেলানেশিয়ায়।

(২) গোষ্ঠীর সদস্যারা এমন এক পুরুষ অথবা নারীর বংশধর যে কোনও না কোনওভাবে প্রতীকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। (এই ধরনের প্রতীকী বন্ধন ক্রমশ এই বিশ্বাসে পরিণত হয় যে, একতার বন্ধন একই পূর্বপুরুষ থেকে বংশপরম্পরায় এসেছে)।

প্রতীকবাদ সামাজিক বিন্যাসেরই একটি রূপ, স্বাভাবিক অবস্থায় যার পারিবারিক এবং ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ আছে (পৃঃ ২৬)।

গোষ্ঠীর ক্রিয়া-কলাপ

সমগ্র সমাজের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রে গোষ্ঠীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বয়োবৃদ্ধ পুরুষদের নিয়ে গঠিত গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিষদ আছে যা কার্য নির্বাহ করে। গোষ্ঠী নিজেদের গোষ্ঠীপতি নির্বাচন করে এবং বৃহত্তর পরিষদের অংশ এই পরিষদ বৃহত্তর পরিষদের নজরে না এনেও গোষ্ঠীপতিকে পদচ্যুত করতে পারে।

গোষ্ঠী বিশেষ ধরনের কোনও বৃত্তি অনুসরণ করে এমন কোনও দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না। বংশানুক্রমিক বিশেষজ্ঞের বৃত্তির সম্পর্ক থাকে হয় পরিবার নয় বর্ণের (caste) মতো বিশেষ ধরনের উপবর্গের সঙ্গে।

(ক) আইল অ্যামব্রিম-এ (নিউ হেব্রাইডিজ) পতিত জমির মালিকানা গোষ্ঠীর অথবা যৌথভাবে গ্রামের, কিন্তু চাষের জমির মালিকানা পিতার দিক থেকে রক্তের সম্পর্ক আছে এমন জ্ঞাতিবর্গের এবং কোনও লোকের বোনের সন্তানদের (বংশানুক্রম পিতার দিক থেকে এবং গোষ্ঠীগুলি অঞ্চল ভিত্তিক)।

(খ) উপবর্গের যে-সম্পত্তির কথা এখনই বলা হল,

প্রতীক-৩ প্রকার
(১) পশু
(২) উদ্ভিদ
(৩) জড় পদার্থ (তারা, বৃষ্টি ইত্যাদি)
ব্রিটিশ গায়েনায় একটি গোষ্ঠীর একাধিক প্রতীক আছে। একে বলা হয় সংযুক্ত প্রতীকধর্মিতা (linked totemism)।

অস্ট্রেলিয়ায় কোন পশুকে পুরুষের সঙ্গে এবং কোন পশুকে নারীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলা হয়। একই পূর্বপুরুষে বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞাতিসম্পর্ক (kinship) এবং গোষ্ঠী-সম্পর্কের (clan relationship)মধ্যে পার্থক্য হল প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিকভাবে সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়—কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না।

(১) রাজনৈতিক
পৃ. ২৭

(২) বৃত্তি
পৃ. ২৬

(৩) সম্পত্তি
পৃ. ২৫

সীমিত যৌথ মালিকানা

মেলানেশিয়ায় তা যৌথ এবং প্রত্যেক সদস্যই তা ব্যবহার করতে পারে। সদস্য নয় এমন কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তাকে উপবর্গের কারও কাছ থেকে অনুমতি নিতে হয়। (এই রীতি সম্ভবত এই ইঙ্গিত করে যে, পূর্বে শিথিল কোনও মালিকানা-ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল)।

(গ) উত্তর আমেরিকায় ব্যক্তিগত এবং এজমালি মালিকানার মাঝখানে কয়েকটি স্তর আছে। যেখানে এজমালি মালিকানার অস্তিত্ব আছে সেখানে মালিকানা গোষ্ঠীতে না বর্তিয়ে বরং এক ধরনের যৌথ পরিবারে বর্তায়। (গোষ্ঠী-মালিকানার দৃষ্টান্ত হিসেবে অ্যাজটেকদের দেখানো হয়—কিন্তু Rivers এটা সমর্থন করেন না।)

৪) ধর্ম

(ক) প্রতীকবাদের অধিকাংশ ধরনেই প্রতীক সম্পর্কে এক নিশ্চিত ভক্তি বর্তমান, বিশেষত প্রতীক যেখানে পশু। এই পশুকে আঘাত করলে, হত্যা করলে অথবা আহার করলে উচ্চতর এক শক্তিকে ক্রুদ্ধ করা হয়।

(খ) অন্যান্য ধরনের প্রতীক নিতান্তই এক স্মারক অথবা চিহ্ন এবং উচ্চতর কোনও শক্তিতে বিশ্বাসের দ্যোতক নয়।

(গ) অস্ট্রেলিয়ায় প্রতীকপূজারী গোষ্ঠীর সদস্যদের আচারানুষ্ঠানের সাহায্যে প্রতীকপ্রজাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

দ্বৈত সংগঠন

মেলানেশিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় সম্প্রদায়গুলি 'ময়টি' নামে দুটি ভাগে বিভক্ত, বিবাহ নিয়ন্ত্রণে যার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দ্বৈত প্রথাটি একটি স্থানীয় উপবর্গ-বিন্যাসের সঙ্গে সংযুক্ত, যা বিবাহ ছাড়া অন্য সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে।

'ময়টি'রা কখনও কখনও একে অন্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয় এবং একে অন্যকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখে। এমন একটি ধারণাও আছে যে, 'ময়টি'গুলির শারীরিক এবং মানসিক চরিত্রও আলাদা—কোনও কোনও ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে একটি 'ময়টি' সামাজিক সম্ভ্রমের দিক থেকে উচ্চতর বলে গণ্য হয়।

দ্বৈত প্রথার সদৃশ এক ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে, যেমন— যেখানে দুটি শ্রেণী নিয়ে সমাজ গঠিত—গোষ্ঠীপতি এবং সাধারণ লোক।

দুই প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাঝামাঝি কিছু দৃষ্টান্তও আছে—যেমন ফিজিতে আইল ভানুয়া লাভায় (Isle Vanua Lava)।

টোডাদের দুটি প্রধান উপবর্গ আছে যাদের মধ্যে অন্তর্বিবাহ প্রচলিত এবং যাদের সম্পর্কের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন বর্ণের (caste) সম্পর্কের সাদৃশ্য আছে।

এককালে যে-সব গোষ্ঠীর জনসংখ্যা অনেক ছিল তাদের মধ্যে দুটি ছাড়া অন্য সবগুলি অসবর্ণ বিবাহপ্রথা অনুসরণকারী গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে এক দ্বৈত অসবর্ণ বিবাহের প্রথা জন্ম নিতে পারে। মধ্য ভারতের গোণ্ডাদের মধ্যে এই প্রথার জন্ম এইভাবে হয়ে থাকতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(১) মেলানেশিয়া। মাতৃকুলের সঙ্গে সম্পর্কিত

বংশধারা*—কোনও পুরুষ বা নারী তার মায়ের 'ময়টি'-র অধিকারভুক্ত।

দ্বৈত প্রতিষ্ঠানটি উপজাতি অথবা দ্বীপবাসী সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত। যে-সব দ্বীপে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মিল সামান্যই, সেখানে ময়টিগুলির নামের মিল আছে। মেলানেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে এটা সত্য।

পঠিত পুস্তকের বিশ্লেষণ

(১) Ex-Kaiser's Memoirs :— (1878-1918)
(২) Asia and Europe by Meredith Townsend
(৩) Psychology and Crime by Munsterberg
(৪) The Criminal Mind by Dr. Maurice de Fleury
(৫) National Welfare & Decay by Macdougall
(৬) Physical Efficiency by James Cantlie

Ex-Kaiser's Memoirs 1878-1918

১ম অধ্যায়
বিসমার্ক

বিসমার্ক এবং প্রাক্তন কাইজার উইলিয়ামের মধ্যে মত-পার্থক্যের বিষয়গুলি :—

(১) উইলিয়াম ১৮৭৮ সালের সন্ধি, যার জন্য বিসমার্ক এক অর্থে দায়ী ছিলেন, সম্পূর্ণ অনুমোদন করেননি।

(২) জার্মান সংবিধান, যা স্বৈরতান্ত্রিক চ্যান্সেলার রূপে বিসমার্কের মর্যাদার সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছিল, সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেননি।

(৩) উইলিয়াম মনে করতেন পররাষ্ট্র বিভাগে বিসমার্কের আধিপত্য অত্যন্ত বেশি—স্বাধীন মতামতসম্পন্ন মানুষকে ওখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেত না।

(৪) উইলিয়াম Kaltur Kampf, যেখানে বিসমার্কের স্বাক্ষর আবার স্পষ্ট, সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেননি।

(৫) উইলিয়াম যাকে বিচক্ষণ ঔপনিবেশিক নীতি মনে করতেন বিসমার্কের তা ছিল না—তিনি উপনিবেশগুলিকে বাণিজ্যিক প্রয়োজনের থেকে বিনিময়ের প্রয়োজনেই বেশি ব্যবহার করতে চাইতেন।

(৬) বিসমার্ক উপনিবেশের এবং উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য নৌবাহিনী রাখবার প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেননি।

(৭) বিসমার্ক ইংল্যান্ডের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেননি—তাঁর মনোযোগ সীমাবদ্ধ ছিল ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে।

(৮) উইলিয়ামের মতে বিসমার্ক ১৮৭৮ সালে তুরস্ককে কনস্টান্টিনোপল দখল করতে দিলে ইংল্যান্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামত এবং এভাবে ইংল্যান্ড এবং রাশিয়ার মধ্যে সমঝোতা বন্ধ করা যেত। (১৮৮৬ সালে বিসমার্ক কনস্টান্টিনোপল এবং

---

* কিছু ব্যতিক্রম আছে, যেমন—নিউ ক্যালিডোনিয়ায় আছে পিতৃসম্পর্কযুক্ত বংশধারা।

দারদানেলস দেবার প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সম্রাট তয় আলেকজান্ডার ঘৃণার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন।)

(৯) সম্রাট হবার পরে উইলিয়াম তুরস্কের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন, কিন্তু বিসমার্ক হননি। তিনি ছিলেন তুরস্কবিরোধী।

(১০) সম্রাট রূপে উইলিয়াম বিসমার্কের সঙ্গে ঝগড়া করতেন, অর্থাৎ, প্রগতিমূলক ব্যবস্থা—বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। বিসমার্ক শ্রমিক সমস্যা আলোচনার জন্য মালিক এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধি নিয়ে সম্রাটের স্টেট কাউন্সিল আহ্বানের এবং বার্লিনে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেস আহ্বানের বিরোধী ছিলেন।

আমার মনে হয় এই গ্রন্থে উইলিয়াম শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে আগ্রহী—যেমন তিনি বলছেন—"আমি জার্মান শ্রমিকদের হৃদয় জয় করতে চেয়েছি এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সোৎসাহে সংগ্রাম করেছি।"

প্রকাশক :—
Archibald Constable
& Co.
2, Whitehall Gardens
1901.

Asia and Europe
by Meredith Townsend
ভূমিকা

"ইউরোপ এবং এশিয়ার দ্বন্দ্ব ইতিহাসের বন্ধনসূত্র ; ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে বেচাকেনা বাণিজ্যের ভিত্তি ; এশিয়ার ভাবনা সমস্ত ইউরোপীয় ভাবনার মূল। কিন্তু দুই মহাদেশের মিলন কখনও হয়নি এবং গ্রন্থকারের বিচার অনুযায়ী কখনও হবে না।"

"The East bowed low before the blast,
In patient deep disdain;
She let the legions thunder past,
Then plunged in thought again."
Matthew Arnold.

** "আরব অথবা হিন্দুদের সঙ্গে সাংকর্য হলে তার (নিগ্রোর) একটা ভবিষ্যৎ থাকতে পারে, কিন্তু সাংকর্যহীন অবস্থায় তার মধ্যে এক অসাফল্যের উৎস আছে—সম্ভবত ভাবনা সঞ্চয়ের ক্ষমতায় কোনও ত্রুটি, যা তাকে অনেক পিছনে ফেলে রাখবে।"

"ভদ্র এবং সুরসিক আমেরিকানরাই সম্ভবত এশিয়াবাসীদের কাছে সর্বাধিক জনপ্রিয় শ্বেতকায় মানুষ হবে। XX
তবু আমেরিকানরা এশিয়াবাসীদের শাসন করবে না। দুটি নরগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর এবং এখন পর্যন্ত অনতিক্রম্য বলে প্রমাণিত। আমেরিকানরা স্ববর্ণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোককে কখনও পছন্দ করতে পারে না, তারা অন্যের সঙ্গে কখনও সমকক্ষের মত মিশবে না। XX শেষ করা হল, এশিয়া জয় করায় আমেরিকানদের কোনও স্বার্থ নেই XXX বাণিজ্যের জন্য সার্বভৌম ক্ষমতা অপরিহার্য একথা তারা বিশ্বাস করে না।"

XXXX

"এশিয়াকে জয় করতে আরম্ভ না করে তাকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করেই এশিয়ায় আমেরিকার প্রভাব বিস্তার সহজতর হবে।" (দৃষ্টান্ত : চীন)।

ফরাসী এবং পর্তুগীজও

ইউরোপ কর্তৃক এশিয়া বিজয়ের প্রচেষ্টা :—
(১) মাসিডনের আলেকজাণ্ডার (২) রোমানরা (৩) ধর্মযোদ্ধারা (৪) ১৭শ শতকে রাশিয়া (এশিয়ার রাশিয়া) (৫) ১৮শ শতকে ইংল্যান্ড (ভারতবর্ষ)

"নিজেদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক নিয়মের বশবর্তী হয়ে বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে শ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির বংশ বৃদ্ধি হয় এবং ইউরোপ খুব উর্বর মহাদেশ নয় বলে সেখানে প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট সম্পদের অভাব।" ×××

"বাজারের উপর সার্বভৌম অধিকারের সাহায্যে আবার এই ব্যবসা রক্ষা করা অবশ্য প্রয়োজন।" XXX

"ইউরোপ যদি অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ অথবা অতি সম্পদশালী আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ পরিহার করতে পারে তাহলে ২০০০ সালের মধ্যে এশিয়ায় সম্রাজ্ঞী হবে এবং তার অধিবাসীরা যেমন খুশি স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে। মহাদেশসমূহের প্রতিভা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে, ইতিহাস থেকে যেটুকু জ্ঞান পেয়েছি তার সাহায্যে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হতে পারি না যে, ইতিহাসের যুগে চতুর্থ এই প্রচেষ্টা স্থায়ী সাফল্য লাভ করবে।"

এশিয়া কর্তৃক ইউরোপ বিজয়ের প্রচেষ্টা

(১) মঙ্গোলদের একটি শাখা ফ্রান্স পর্যন্ত ইউরোপ জয় করেছিল এবং **Chalons** -এর সমভূমিতে রোমানদের প্রায় ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

(২) আরবরা পূর্ব রোম এবং পারস্য জয় করেছিল, উত্তর আফ্রিকার ভ্যান্ডালদের উচ্ছেদ করেছিল, স্পেন জয় করেছিল। পরে তারা বাছাই করা ইউরোপীয় সেনাকে প্যালেস্টাইন থেকে বিতাড়িত করেছিল।

(৩) মঙ্গোলরা চীন, ভারতবর্ষ এবং রাশিয়া জয় করেছিল এবং অস্ট্রেলিয়াকেও পরাজিত করতে যাচ্ছিল।

এখানে পারস্য কর্তৃক গ্রীস আক্রমণের উল্লেখ নেই।

(৪) তুর্কীরা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল এবং সমগ্র মধ্য ইউরোপে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।
("প্রত্যক্ষদর্শীদের সকলের মতে ব্যক্তিগতভাবে তুর্কীরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক")

এশিয়া জয়ের অসুবিধা

(১) এশিয়ার আয়তন এবং এই মহাদেশে অনুপ্রবেশ এবং সেনাসন্নিবেশের অসুবিধা।

এশিয়ার মোট জনসংখ্যা প্রায় ৯০০ মিলিয়ন

(২) এশিয়ায় ৮০ মিলিয়ন সম্ভাব্য সৈন্য আছে, যাদের এক-পঞ্চমাংশ অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

(৩) এশিয়া অসভ্য মহাদেশ নয়।

ইউরোপের প্রচেষ্টা

"প্রচেষ্টা সফল হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে এবং সফল হলেও ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা না দিয়ে তা হবে না। ইউরোপের শাসন কায়েম করে এই যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ হতে পারে অথবা নাও হতে পারে।"

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

"আমি নিজে ১০ বছর ধরে প্রতি বছর হাজার হাজার দেশী হুণ্ডি অথবা চেক পেয়েছি। XX কিন্তু তার একটিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এমন কথা কখনও শুনিনি। আমি জানতাম বৃহত্তম এক

ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার দেশী চেক মারফত বোম্বাইতে প্রচুর টাকা পাঠাতেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম এইসব কাগজপত্র সম্পর্কে তিনি কখনও ভয় পেয়েছেন কিনা।" তিনি বলেছিলেন, "না, ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডের নোট সম্পর্কে যতটা ভয় হয় তার বেশি নয়।" আমি আরও বলতে পারি যে, এশিয়ার ব্যাঙ্কাররা জালিয়াতিকে পরাস্ত করেছে বলে মনে হয় এবং নদীপথে বাণিজ্যের জন্য তারা এক প্রকার "বীমা" উদ্ভাবন করেছে যা চমৎকারভাবে কাজ করে।

এশিয়ার ব্যর্থতা

"সন্দেহ নেই তাদের প্রকৃতি-জয়ের অভিযান সর্বত্র ব্যাহত হয়েছে। বিচিত্র এক গতিরোধকারী হুকুম সম্ভবত মানসিক অবসাদের জন্য, পীত এবং বাদামী মানুষদের পুরান ভাবনার চিরন্তন পুনরুৎপাদনে অভিশপ্ত করেছে। XXX তাদের সভ্যতা রুদ্ধগতি হলেও তারা প্রকৃতপক্ষে সভ্য জাতি। সভ্যতার গতি রুদ্ধ হবার কারণ সম্ভবত এই বিশ্বাস অবলম্বন, ইউরোপেও যা অপরিচিত নয়, যে চরম উৎকর্ষ এর মধ্যেই অর্জিত হয়ে গেছে এবং চিন্তক অথবা শিল্পী অথবা কারুশিল্পী সকলের জন্যই বিজ্ঞজনোচিত পন্থা হল অবিরাম পুনরাবৃত্তি।" XXX

" এশিয়াবাসীরা কুসংস্কারের দাস।" ××× "ক্ষুধার ভয়ঙ্কর কশা, যার সাহায্যে সে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে মানবজাতির মধ্যে উদ্যম সঞ্চারিত করেছে, এশিয়াতে হৃষ্ট মনেই সহ্য করা হয় এবং যা অসন্তোষের বদলে আনে অবিরাম শ্রমশীলতা, যা সত্যই একঘেয়ে। কিন্তু তা নিয়ে কেউ কখনও অভিযোগ করে না।" ×××

"জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানে তাদের সাফল্য নগণ্য XXX জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত কৌতূহল অনুপস্থিত এবং ইতিহাসকে তারা এমন অসতর্কভাবে অবহেলা করেছে যে তা, অতীতের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। সচরাচর তারা ভ্রমণ করে না এবং পরিব্রাজকদের পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ নেই এবং সাধারণত এসব তারা সত্যিই অবিশ্বাস করে।" XXX

এই তথ্য থেকে কি হিন্দু-মুসলমান অনৈক্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ?

"তার মধ্যে সমস্ত অশুভের মূলে আছে সহানুভূতিশীল হবার সেই ক্ষমতার অভাব। প্রথম থেকে যে-সব নিষ্ঠুরতা, হত্যা এবং উৎপীড়ন এশিয়াবাসীদের জীবন কলঙ্কিত করেছে এটাই তার চূড়ান্ত কারণ।" XXX সে (এশিয়াবাসী) নিজের পরিবার, জাত, গোষ্ঠী এবং কখনও কখনও পেশার প্রতি যত্নবান, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীর প্রতি তার শ্রদ্ধা একটি কুকুরের প্রতি আর একটি কুকুরের শ্রদ্ধার থেকে বেশি নয়।"

(এশিয়ায়) "অন্যান্য জায়গার মতো মানুষ তার প্রতিবেশীর সম্পত্তি কামনা করে, কিন্তু অন্যের আছে এবং আমার নেই এই নিরন্তর বেদনা এশিয়ায় কোনও গতিসঞ্চারী শক্তি নয়।"

তুরস্ক বেঁচে আছে কেন ?

এশিয়ার সমস্ত ইউরোপ-বিজেতাদের মধ্যে তুরস্কের ইউরোপে দীর্ঘস্থায়ী জীবন সম্ভব হয়েছে নিম্নলিখিত তিনটি কারণে :—

(১) যুগ যুগ ধরে খোরাসানের তাতার সর্দার Othman-এর বংশধরদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শৌর্যের প্রকাশ।

(২) তুরস্কে সর্বোচ্চ চাকরির জন্য ধর্মমত বাদে, দক্ষতাই একমাত্র

যোগ্যতা ; জন্ম, সংস্কৃতি অথবা মর্যাদা কোনও লোকের পথে বাধা নয়। এমন কি দাসত্বও কোনও প্রতিবন্ধক নয়। ইসলামে ধর্মবিশ্বাসীদের সাম্যের নীতি তুরস্কে যেমন বাস্তব রূপ পেয়েছে পৃথিবীর অন্য কোনও সাম্রাজ্যে তেমন হয়নি, এবং এই নীতি সম্রাটদের প্রয়োজনানুযায়ী যোগ্য লোকের সরবরাহ অব্যাহত রেখেছে। সুলতানরা কদাচিৎ নিজের পরিবারের লোকদের পদোন্নতি ঘটিয়েছেন, এমন কি তাদের কাজে লাগাবার দৃষ্টান্তও বিরল—পারসিক রাজবংশের যা রীতি—নিজেদের সাম্রাজ্যের মুষ্টিমেয় অভিজাতদের তাঁরা ঘৃণা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের ধ্বংস করেছেন।

(৩) তুর্কী শাসকরা বিনা দ্বিধায় বলপ্রয়োগে সব কিছুর প্রতিকার করতে কখনও মানসিক যন্ত্রণা বোধ করেননি। যে বাধা দেয় সে মরে অথবা বশ্যতা স্বীকার করে জীবন ক্রয় করে।

এক প্রতিনিধিস্থানীয় এশিয়াবাসী

(রণজিৎ সিং-এর পুত্র মহারাজ দলিপ সিং)

শিখ সেনাবাহিনী

"স্বীয় প্রভুর নেতৃত্বে এই সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের পরাজিত করেছিল এবং এই বাহিনীর সেনাপতিকে বিরাট উৎকোচ না দিলে (Cunningham-এর **History of the Sikhs** দ্রষ্টব্য) ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে শিশু দলিপ সিংকে উপদ্বীপের সিংহাসনে বসাত এবং শিখ, রাজপুত, মারাঠা এবং বেহারিরা সমর্থন করত।"XXX*

*এবং "Asia and Europe" পৃঃ ৩০৯ "জেনারেল কানিংহামের রিপোর্ট অনুযায়ী তেজ সিং ২২০,০০০ পাউন্ডের বিনিময়ে বিজয় বিক্রি করে দেন।"

একবার যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হলে কোনও এশিয়াবাসীর সঙ্কল্প অভীষ্টকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে যার সঙ্গে কোনও ইউরোপীয়ের তুলনা হয় না। XXX সে যেন তখন আবিষ্ট এবং ইচ্ছা করলেও স্বনির্ধারিত পথের পরিবর্তন করতে পারে না।"

মরুভূমির আরবরা

মরুভূমির আরবরা প্রগতিশীল নয়, অথচ এদের মধ্যে যারা বিদেশে যায় তারা জীবনের অনেক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল। এর কারণ কী ? বুদ্ধির কোনও ত্রুটি অথবা চারিত্রিক শক্তির অভাব এর কারণ নয়। এমন নয় যে, তার মধ্যে উদ্যমের অভাব আছে। **'Buckle'** বলতে পারেন এর কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থান, কিন্তু তাদের অর্ধেক রোমান বিশ্ব জয়ের পথে এটা বাধা হয়নি। একি তার ধর্মবিশ্বাস ? কয়েকটি ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া তার সঙ্গে একজন ইহুদীর ধর্মমতের আর কী পার্থক্য আছে যা একজন আরবকে মরুভূমির দ্বীপে বিচ্ছিন্ন করে না রেখে দিগ্বিজয়ের পথে এগিয়ে দেয় ? সে কি তার দারিদ্র্য ? অন্য সবার সম্পর্কে আমরা বলি, এবং কথাটা সত্য, দারিদ্র্য অগ্রগতিতে উদ্দীপনা যোগায়, বলি সংগ্রামসমর্থ বীরের গোষ্ঠীরা দরিদ্র থাকবে না। একি তার প্রাতিস্বিকতা ? সেটা প্রশ্নটাকে এক ধাপ পিছিয়ে দেওয়া ছাড়া কিছু নয়।"XXX

"আমাদের ধারণা অভাব, পরিবর্তন এবং অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত যে-জীবন সে যাপন করে, সেই জীবনের প্রতি একপ্রকার আকর্ষণের মধ্যেই নিশ্চিতরূপে নিহিত আছে এই রহস্য।"

এশীয় স্বদেশপ্রেম

"আমরা বিশ্বাস করি না যে স্বদেশপ্রেম সাধারণত ইউরোপে যত প্রবল এশিয়াতেও ততটা। সেখানে অন্যান্য আদর্শ এর প্রভাবকে আংশিকভাবে খর্ব করেছে ; এর মধ্যে আছে ধর্মের দাবি XX বর্ণ সম্পর্কে অনুভূতি XX এবং প্রায়োগিক অর্থে আনুগত্যের

ভাবাবেগ, যা এশিয়াবাসীদের সর্বদা সব কিছু, এমন কি একটি রাজবংশের স্বার্থে স্বাধীনতাকেও, স্থগিত রাখতে প্ররোচনা দেয়।" XXX এশিয়াবাসীদের মন এক বিভ্রান্তিকর বিপরীতমুখী আলোকে পূর্ণ। এর অস্তিত্ব রয়েছে ধর্ম এবং ইতিহাস সম্পর্কে তার অনুভূতিতে এবং তার ঘৃণা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে, যে-ব্যক্তিগত স্বার্থ স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্ঘাত হলেও প্রায়ই জয়ী হয়। তবে একথার অর্থ এই নয় যে, সে নৈতিকভাবে দুর্বল অথবা বুদ্ধির দিক থেকে অসাধু, একথার অর্থ এই নয় যে, সে স্বদেশপ্রেমী নয়। XXX স্বদেশপ্রেম তার কাছে কোনও প্রচণ্ড প্রভাবশালী আদর্শ নয়। নিয়তি, ঈশ্বরদত্ত শক্তির পবিত্রতা এবং আজ্ঞানুবর্তিতার প্রয়োজনীয়তা, যখন তা ওয়াশিংটন অথবা ওয়াশিংটনের মতো কিছু হবার জন্য যথেষ্ট প্রাবল্যের সঙ্গে সঞ্চারিত হয়, সম্পর্কে তার ধারণা বহুবিধ।"

প্রাচ্য দেশে অন্ধ গোঁড়ামি

"আজকের ইংরেজ মধ্যবিত্তশ্রেণী বিশেষভাবে গোঁড়ামিমুক্ত।"

XXX

ক্যালিফোর্নিয়ানরা যখন চীনাদের আক্রমণ করে অথবা ইংরেজ শ্রমিকরা আইরিশম্যানদের প্রহার করে অথবা মার্সাই-এর কারিগররা ইতালীয়দের জখম করে, ইংরেজরা তার ব্যাখ্যা করে বর্ণবিদ্বেষ অথবা বাণিজ্যিক ঈর্ষা অথবা রাজনৈতিক আবেগ হিসাবে ; কিন্তু আরবরা যখন আলেকজান্দ্রিয়াতে ইউরোপীয়দের হত্যা করে তখন তারা ধর্মোন্মত্ততাকে এই বিস্ফোরণের কারণ হিসাবে দায়ী করে।"XXX

খ্রিস্টধর্ম সমেত প্রতিটি প্রাচ্য ধর্মমত, কনফুসিয়াসের মত একমাত্র ব্যতিক্রম, পারলৌকিক স্বার্থকে ঐহিক স্বার্থের উপরে স্থান দেয় এবং ভক্তদের দৈব বিধি মেনে চলবার নির্দেশ দেয়, এমন কি তা বিপজ্জনক অথবা সাধারণজ্ঞানলব্ধ নির্দেশের পরিপন্থী হলেও।"XXX "এই তিনটি ধর্মমতের" (হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং খ্রিস্টধর্ম) "গুণ হল আত্মবিলোপের প্রবণতা এবং সেই কারণে বিশেষ রকম অস্বাভাবিক পরিবেশ ছাড়া XXX এরা বৈরিভাব জাগায় না। মুসলমান ধর্মের গুণ ভিন্ন ধরনের। মুসলমান দেশগুলিতে ধর্মীয় উদ্দীপনা কখনও কখনও ধর্মোন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে বিচারবোধ বিলুপ্ত করে। XXX তাদের এই ধর্মোন্মাদনা প্রচণ্ড কোনও আবেগ নয়, শুধু এক নিষ্ক্রিয় বিশ্বাস এবং, বিপদ উপস্থিত হলে তা বিশেষ সাহায্য করে না।" XXX

গোহত্যা নিবারণে হিন্দুদের উৎসাহ সম্পর্কে কী বলা যায় ?

"প্রাচ্য দেশে হত্যালীলার উৎস ধর্মোন্মাদনা নয়, এর উৎস সেই কারণ যা সম্প্রতি ফরাসী কারিগরদের ইতালীয় কারিগরদের আক্রমণে প্ররোচিত করেছিল—যারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, ভিন্ন রীতি অনুসরণ করে কাজ করে এবং বিশ্রীভাবে পথ আটকে রাখে তাদের প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। অবশ্য ইউরোপে যেমন দেখা যায় তার থেকে ইউরোপীয়দের প্রতি এশীয়দের ঘৃণা অনেক বেশি তীব্র, যদিও ইহুদীদের প্রতি রাশিয়ানদের ঘৃণা এর সমকক্ষ ; কারণ এশিয়ায় ইউরোপীয়রা শীর্ষস্থান অধিকার করে অধিজনকে নিজের পথে পরিচালিত করতে চায়। পৃথিবীর অন্য কোথাও বিদেশীরা এমন করে না।"

"Blackie" সম্পর্কে কী বলা যাবে ?

এশিয়ায় বর্ণবিদ্বেষ

"ঘটনাকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করলে একথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায় জাতিরা পরস্পরের সান্নিধ্যে যত কম আসে বর্ণবিদ্বেষের প্রসার ততই কম হয় ; আবার এর ফলে তারা যখন ইতস্তত ছড়িয়ে থেকে পরস্পরের শক্তি এবং দুর্বলতা উপলব্ধি করে তখন শুধুই বিপজ্জনক হয়ে ওঠে।"

XXX অনুষঙ্গের মধ্যে নয়, বর্ণবিদ্বেষের প্রতিকার খুঁজতে হবে যুক্তির মধ্যে এবং XX মিশরের এবং ভারতবর্ষের সকল ইউরোপীয়কে বোঝাতে হবে XXX যে, অভ্যাসের নয়, ব্যবহারের পরিবর্তন প্রয়োজন।

ইংল্যান্ড কি ভারতবর্ষকে দখলে রাখবে ?

"ইংরেজরা মনে করে তারা বহু শতাব্দী অথবা চিরকাল ভারতবর্ষকে শাসন করবে। আমি তা মনে করি না। আমি সেই প্রাচীন বিশ্বাস পোষণ করি যে, যে-সাম্রাজ্য এক দিনে জন্ম নিয়েছিল তা এক রাত্রে মিলিয়ে যাবে।"XX

"ভারতবর্ষে প্রাসিয়ার মতো বাধ্যতামূলক সেনা সংগ্রহের প্রবর্তন হলে, সংরক্ষিত সেনা অথবা শান্তির সময় যে-সেনার প্রয়োজন হয় না তাদের বাদ দিলে, সেনাছাউনিতে কার্যত আড়াই মিলিয়ান সেনা পাওয়া যাবে এবং প্রতি বৎসর ৮০০,০০০ নবনিযুক্ত সেনা নিয়ে বাহিনীর যা শক্তি হবে তার সাহায্যে শুধু এশিয়া নয়, পৃথিবীকেই পদানত করা সম্ভব।"

গিবনের মতে রোমান সাম্রাজ্যের জনসংখ্যা ছিল ১২০ মিলিয়ন।

XXX "সরকারি জগৎ এবং সেনাদল প্রতিপালনের জন্য XXX ভারতীয়দের মতামত ছাড়া আর অন্য কিছুই নেই XXX বাদামী লোকগুলি এক সপ্তাহের জন্য ধর্মঘট করলে সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে এবং শাসকদের প্রত্যেকে তার নিজের বাড়িতে ক্ষুৎপীড়িত এক বন্দী হয়ে পড়বে। XXX ভারতবর্ষে এমন কোনও জাতি, উপজাতি অথবা বর্ণ নেই যারা সঙ্কটের মুহূর্তে নিশ্চিতরূপে সাদা মানুষদের, বলতে গেলে যাদের তারাই শাসকরূপে নির্বাচিত করেছে, পাশে এসে দাঁড়াবে ; সেনাদল পরাজিত হলে অথবা তুলে নিলে সাম্রাজ্যের পতন রোধ করতে প্রাণ বিসর্জন দেবে বলে যাদের বিশ্বাস করা যায় এমন কেউ নেই।XXX এবং কেবল নগণ্য শ্বেতকায় সেনাছাউনি এবং ভারতীয় জনগণ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ইচ্ছুক এই অপ্রমাণিত ধারণার সমর্থনের উপর সাম্রাজ্য শূন্যে ঝুলছে। XXX

১৯০১ সালের আগে নিগ্রো সেনা দিয়ে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী গঠনের এক প্রস্তাব দিল।

ভারতীয় বিতৃষ্ণা এবং অসন্তোষের উৎপত্তি

XX "ব্রিটিশ শান্তি, সর্বজনীন শান্তি, যার ছায়ায় ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে আছে এবং ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এর থেকে যে-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তার অতিরঞ্জন অসম্ভব। এটা কেবল বহিরাক্রমণই নিবারণ করে না, সব রকমের বেসরকারি যুদ্ধ এবং সশস্ত্র উত্থানও নিবারণ করে।" XXX একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে-বিরাট কৃষক সম্প্রদায় ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি দ্বারা সর্বাধিক প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত তারা এক জড় বস্তু। খেলায় তারা খেলোয়াড় নয়, পণ। তাদের উপর করধার্যের অধিকার নিয়েই সমস্ত ভারতীয় বিপ্লব, যুদ্ধ XXX হয়েছে। XXX সক্রিয় শ্রেণীর কথাই বিবেচনা করতে হয় এবং তাদের কাছে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকহীন শাসন কোনও শাসনই নয়, হতে পারে না। এইগুলির মধ্যে যে-একটি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সচেতন, তা হল যে-সব জিনিস

শিখরা একবার লর্ড ক্যানিং-এর কাছে এক প্রস্তাব করেছিল।

নিয়ে তাদের গর্ব ছিল xxx ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সামরিক উদ্যম—তার অধিকাংশের ক্রমাবক্ষয়। স্থাপত্য, ইঞ্জিনিয়ারিং, সাহিত্যিক নৈপুণ্য—সব কিছুই ধ্বংস হচ্ছে, এমনভাবে ধ্বংস হচ্ছে যে, ইঙ্গ-ভারতীয়রা সন্দেহ করছে বারাণসী নির্মাণ করলেও ভারতীয়দের স্থপতি হবার যোগ্যতা আছে কিনা ; অথবা তাঞ্জোরের কৃত্রিম হ্রদগুলি খনন করলেও তাদের ইঞ্জিনিয়ার হবার যোগ্যতা আছে কিনা। xxx এবং সর্বশেষ এবং সর্ববৃহৎ ক্ষতি হল—জীবন সম্পর্কে সকল আকর্ষণ হারানো। আমাদের আগমনের আগে ভারতীয় জীবন কেমন চিত্তাকর্ষক ছিল সাধারণ ইংরেজকে সেকথা বোঝানো কষ্টকর হবে। xxx শক্তিমানের পুরস্কার হিসাবে সমগ্র মহাদেশ উন্মুক্ত ছিল। xxx এক দস্যু, কারণ শিবাজী তার চেয়ে ভাল কিছু ছিলেন না, হয়েছিলেন এক পরাক্রান্ত নৃপতি। এক রাখাল বরোদায় এক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সিন্ধিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এক খানসামা। সেনাবাহিনীর এক নায়েকের মাথায় ওঠে স্বাধীন মহীশূরের রাজমুকুট। প্রথম নিজাম ছিলেন সম্রাটের সাধারণ এক কর্মচারী। ইউরোপীয়রা যাকে 'প্রিফেক্ট' বলে রণজিৎ সিং-এর বাবা ছিলেন তাই। xxx জীবন ছিল নাটকীয় পরিবর্তনে পূর্ণ। যে-সমস্ত জিনিস আমরা ধ্বংস করেছি তার বদলে আমরা কিছু দিচ্ছি না, আমাদের কিছু দেবারও নেই। আমরা পদমর্যাদা দিতে পারি xxx কিন্তু আমাদের শাসন ব্যবস্থায় পদমর্যাদা ক্ষমতা নয়।" xxx

"সন্দেহ নেই জীবনের এই চিত্তাকর্ষকতা কেনা হয়েছিল অনেক বিপদ এবং দুঃখকষ্টের মূল্যে। xx দেশ ছিল হিংস্রতায় পূর্ণ। বেসরকারি যুদ্ধ ছিল সাধারণ ব্যাপার xxx এতৎসত্ত্বেও আমার প্রশ্ন এইসব পরিস্থিতি আদৌ প্রতিবন্ধকরূপে বিবেচিত হত কি না। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা অথবা মধ্যযুগের ইউরোপ তেমন বিবেচনা করত না। xx এমন তো দেখতে পাচ্ছি না যে, টেক্সাসের লোকেরা টেক্সাসের বন্য জীবনকে ঘৃণা করে অথবা স্প্যানিশ আমেরিকানরা মনে করে যে, ইংরেজীভাষী আমেরিকানদের প্রভুত্ব তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার যে-নিশ্চয়তা দেবে তা তাদের হৃত স্বাধীনতার ক্ষতিপূরণে সমর্থ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের সক্রিয় শ্রেণীগুলির বিরাট অধিজনের কাছে প্রাচীন কাল ছিল সুখের সময় ; প্রাণহীন শৃঙ্খলার জনক বলে আমাদের শাসন তারা যতটা অপছন্দ করে, এর বিদেশী চরিত্রের জন্যও ততটাই অপছন্দ করে, এবং পুরান দিনের বিশৃঙ্খলার প্রত্যাবর্তনকেই তারা অভ্যর্থনা জানাত যদি তা সঙ্গে নিয়ে আসত পুরান দিনের সজীবতা এবং, বলতে কি, জীবনের রোমাঞ্চ।"

*** টেনিসনের Passing of Arthur—"For now I see the true old times are dead. When every morning brought a noble chance, And every chance, brought out a noble knight."**

হ্যাঁ, আমাদের চার দিকে আমরা কিছু লোককে দেখতে পাই যারা এই অবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত, কিন্তু তারা হয় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে শুকিয়ে গেছে নয় অপরাধী হয়ে গেছে।

"মহান সিপাহি-বিদ্রোহ সিপাহি-বিদ্রোহ ছিল না, ছিল এক বিপ্লব যেখানে সশস্ত্র শ্রেণী স্বাভাবিক নিয়মেই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। দিল্লিতে জীর্ণ রাজবংশের ঘোষণায়—যে-ঘোষণা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই স্বীকার করেছিল—এর প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপীয়দের আগমনের আগে ভারতবর্ষ যেখানে ছিল সেখানে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। xx মনোযোগ সহকারে পঠিত সিপাহি-বিদ্রোহের ইতিহাস আমার কাছে শ্বেত শাসনের প্রতি ভারতীয়দের বিরাগের সাক্ষ্য।"

সমাপ্তি কীভাবে আসবে

"আমরা যদি এশিয়ার ইতিহাসকে দিশারীরূপে গ্রহণ করি তাহলে বাইরে থেকে এশিয়ার কোনও জাতির বলপ্রয়োগের দ্বারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ ধ্বংস হবে, ঠিক যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্য।"

———

প্রকাশক
T. Fisher Unwin

Psychology and Crime (Hugo Munsterberg)

ভূমিকা

Wusdt লাইপজিগে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগার চালু করেন। তাঁর ছাত্র **Munsterberg** দ্বিতীয় গবেষণাগার চালু করেন ফ্রিবুর্গে। স্ট্যানলি হল এবং ক্যাটেল এটি আমেরিকায় নিয়ে আসেন। বাস্তব জীবনের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সম্পর্ক আছে—যেমন শিক্ষা, ওষুধ, শিল্প, অর্থনীতি এবং আইন।

নিম্নলিখিত মনস্তাত্ত্বিকগণ আইনের ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন—**Binet Stern, Lipmann, Jung, Wertheiman, Gros, Sommer, Aschaffenburg.**

অপরাধ নিবারণ

"কেউ অপরাধী হয়ে জন্মায় না।" দুর্ঘটনার পরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল এমন এক কঠোর পরিশ্রমী লোকের দৃষ্টান্ত। হাসপাতালে ঘুম পাড়াতে তাকে $\frac{1}{8}$ গ্রেন মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে অভ্যাস তৈরি হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত তাকে দৈনিক ৩০ গ্রেন ওই বিষ ব্যবহার করতে হত। **Munsterberg** মানসিক অনুষঙ্গ জাগ্রতকারী চিকিৎসায় **(suggestive treatment)** তাঁকে সুস্থ করেন। "সংগঠিত সমাজ তার শরীরে এটি ঢুকিয়ে দেয়—প্রতিদিন সামান্য পরিমাণে, কিন্তু এর প্রতি অপ্রতিরোধ্য আসক্তি জন্মাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। কিন্তু এর অনুপাত যখন সর্বনাশা স্তরে পৌঁছে গেল সমাজ তখন তাকে ঘৃণা করতে, দোষারোপ করতে প্রস্তুত।" XXX "এবং এটি যখন গোটা মানুষটাকে ধ্বংস করেছে সমাজ তখন বীরের মত পুলিশ, আদালত আর শাস্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে।"

(আমেরিকা) "দাবি করা হয় যে, এই দেশ বছরে সমস্ত রকম দান, শিক্ষা এবং ধর্ম সংক্রান্ত কাজের জন্য যত অর্থ ব্যয় করে তার থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার বেশি ব্যয় করে বর্তমান অপরাধ দমনের জন্য।"

ইতালীয় (X অপরাধীরা অপরাধীরূপেই জন্ম নেয়—**Lombrosos**-এর এই মতবাদ বর্তমানে বাতিল।)

"মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অপরাধপ্রবণতার কথা বলা চূড়ান্ত অস্পষ্টতা, যেন শব্দটি সমন্বিত কোনও মানসিক অবস্থা প্রকাশ করে।"

(মস্তিষ্কে সাধারণ ধ্বনি অথবা রঙের অনুভূতি সীমাবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু কোনও বস্তুর সামগ্রিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে তা নয়—তেমনই আবেগ, ইচ্ছা এবং কল্পনা থেকে উদ্ভূত জটিল অবস্থার ক্ষেত্রে নয়।"

প্রতি-কল্পনা সামাজিক চরিত্রের (যেমন, শাস্তির চিন্তা) "নিরপরাধ, নির্ভুল জীবন সর্বদা কল্পনা এবং প্রতি-কল্পনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, ফলস্বরূপ অপ্রীতিকর কোনও পরিণতির

অথবা ধর্মীয় অথবা নৈতিক আদর্শের হতে পারে।

চিন্তা বাসনাকে অবদমিত করে।" x x "প্রতিরোধী কল্পনা অস্বাভাবিক শক্তিশালী হলে প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ মেজাজও সম্পূর্ণ ভদ্র আচরণ করতে পারে এবং বাসনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হলেও মৃদু প্রতিরোধ ক্ষতিকর না হতে পারে।" (আবেগ অত্যন্ত প্রবল হলে অথবা প্রতিরোধী কল্পনা অত্যন্ত দুর্বল হলে অপরাধ জন্ম নিতে পারে।)

"অপরাধীদের জন্ম হয় না, জন্ম হয় দুর্বল মানসিক কর্মক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের।" x x "এমন সব মন আছে যার জন্ম হয় শ্লথ অথবা মূর্খ অথবা নিষ্ঠুর অথবা উত্তেজনাপ্রবণ অথবা অলস অথবা খেয়ালি অথবা বেপরোয়া অথবা স্থূলবুদ্ধিরূপে—এবং এই ধরনের প্রতিটি মনের মধ্যেই কিছুটা অপরাধের সম্ভাবনা থাকে।" x x "পৃথিবী ত্রুটিপূর্ণ ভারসাম্যবিশিষ্ট এবং কুসঙ্গে জড়িত মানুষে পূর্ণ ; আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে, সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রামে প্রকৃতি তাদের দুর্বল হাতিয়ার দিয়েছে।"

অপরাধী ছেলেদের এক বিদ্যালয়ে ২০০ ছাত্রের মধ্যে ১৭০ জনের মানসিক গঠনে অসম্পূর্ণতা ছিল। এই অসম্পূর্ণতা ছিল অপরিণত বুদ্ধি অথবা উন্মত্ত আবেগ অথবা মৃগীরোগজনিত অস্থিরতা অভিমুখী।

৮৫টি ক্ষেত্রে	—	বাবা, মা অথবা তাদের উভয়েই মাতাল
২৪ ,, ,,	—	মা-বাবা উন্মাদ
২৬ ,, ,,	—	মৃগীরোগগ্রস্ত
২৬ ,, ,,	—	অন্যান্য স্নায়বিক রোগে অসুস্থ

ছাত্রী এবং নারী অপরাধীর তুলনা। স্মৃতিশক্তির পরীক্ষায় গড়পড়তা ছাত্রী ৭টি শব্দের একটি সারি অথবা ৮টি সংখ্যার একটি সারি মনে রাখতে পেরেছিল, গড়পড়তা অপরাধীরা ৫টি শব্দ অথবা ৬টি সংখ্যা মনে রাখতে পারে। ছাত্রীরা ডান হাত বরাবর ১৬ মাইল দূরে দুটি কম্পাস বিন্দুকে ২টি বলেই আলাদা করতে পেরেছে, অপরাধীরা ২৪ মাইলের কম দূরত্বে পারেনি। ছাত্রীরা যত দ্রুত টানা সম্ভব তত দ্রুত কোন আংটা ধরে টানলে আধ মিনিটে তাদের ১.৬ পাউন্ড শক্তি ক্ষয় হয় এবং অপরাধীদের ক্ষেত্রে ক্ষয় হয় ২.৪ পাউন্ড। অপরাধীদের সংগ্রহ করা হয় বিশেষ করে মানসিক দিক থেকে নীচু স্তর থেকে কিন্তু সব থেকে নির্বোধ লোকটিরও সমাজে স্থান হতে পারে। "মস্তিষ্কের পূর্বনির্ধারিত নির্দেশানুসারে কেউ চরিত্র সংশোধনাগারে যায় না।" অবদমন (inhibition) সার্বিক হলে সেটা আর অপরাধ থাকে না, হয় উন্মত্ততা। অপরাধ শুধু অসুস্থ মনের অস্বাভাবিক ভাবাবেগের আপতিক প্রতিক্রিয়া। "অপ্রতিরোধ্য ভাবাবেগ কারও স্বীয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েও নিজের অঙ্গচ্ছেদ অথবা আত্মহত্যা ঘটাতে পারে।"

অসুস্থ মস্তিষ্কের বিস্ফোরণ অপরাধ নয়। "প্রকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে আমাদের আগেই মেনে নিতে হবে যে, প্রাপ্ত কর্মশক্তিকে কাজে লাগানো হলে বিরোধী ভাবনা দ্বারা আবেগকে সংযত করা সম্ভব হত।"

Munsterberg তাঁর গবেষণাগারে পরীক্ষা করে আবিষ্কার করেছেন যে, কোনও আচরণের প্রভাববিস্তারকারী প্রদর্শন অনুকারী মনের আবেগে সর্বাধিক শক্তি সঞ্চারিত করে। অনুকরণ আবেগের শক্তিকে প্রাবল্যের এমন স্তরে পৌঁছে দেয় যেখানে তার নিজের ইচ্ছা পৌঁছতে পারে না। (সুতরাং দুর্বল মনের উপর গোয়েন্দা-কাহিনীর প্রভাব অনিষ্টকর)।

———

গবেষণাগারে পরীক্ষা ফল

মাদকের প্রভাব

সুরার প্রভাবে প্রতিক্রিয়া-কালের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রতিক্রিয়া ঘটতে সময় খুব কম লাগে। একই সঙ্গে ভুল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, যা স্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায় না। সুরা সঞ্চালক-স্নায়ুর শক্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে পেশির কার্যকারিতা হ্রাস পায়। সুরার প্রভাবে অনুষঙ্গ তৈরি হতে অধিকতর সময় লাগে এবং আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া হয় অযান্ত্রিক। সুরার সঙ্গে সঙ্গে বহিরানুষঙ্গ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় কিন্তু অন্তঃস্থ অনুষঙ্গ লোপ পায়। প্রথম দিকে যান্ত্রিকভাবে মুখস্থ করার অত্যন্ত সুবিধা হয়—কিন্তু বিচার-বিবেচনা প্রথম থেকেই ব্যাহত হয়। পঠনে প্রচণ্ডতম উন্নতি পরিলক্ষিত হয়—বৌদ্ধিক সংযোগে দেখা দেয় প্রচণ্ডতম অসুবিধা।

সারাংশ

সঞ্চালন-সহায়ক স্নায়ুর প্রতিক্রিয়া	—	সহজতর হয়
কাগজের কাজ-কর্ম	—	আরও মন্দ
অবদমন হ্রাস পায়		
যান্ত্রিক অগভীর সম্পর্ক	—	প্রাধান্য বিস্তার করে
বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া	—	ধীর
কল্পনাশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া	—	ক্ষতিগ্রস্ত হয়

উপসংহার

প্রতিরোধী ভাবনা অত্যন্ত ধীরে জাগ্রত হয়, প্রথম আবেগকে সংযত করতে পারার আগেই তা থেকে দ্রুত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, নিষিদ্ধ কর্মের অবদমন অকার্যকর হয়, প্রচণ্ড হঠকারী চলনের বাসনা অদম্য হয়ে ওঠে। "বস্তুত কেবল মাদকবর্জনই প্রকৃত সমস্যার সমাধান নয়।" XXX "সম্পূর্ণ অবদমন মানসিক বিস্ফোরফ ঘটায়, যা মানুষকে আবার বিপর্যকর আবেগ এবং অপরাধে নিয়ে আসে।" XX "এক বিষণ্ণ এবং মনোযোগপ্রত্যাশী অবস্থার সৃষ্টি হয় যেখানে বৈসাদৃশ্যের আকাঙ্ক্ষা বাসনাকে তীব্রতর এমন এক বিন্দুতে পৌঁছে দিতে পারে, যেখানে প্রতিক্রিয়া যে-কোনও উত্তেজক বস্তুর প্রভাব অপেক্ষা তীব্রতর।"

প্রতিরোধী ভাবনা

অপরাধপ্রবণতা প্রতিরোধ করতে আদালতের শাস্তির ভীতি প্রতিরোধী ভাবনা হিসাবে যথেষ্ট নয়। সেই সকল প্রভাব অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, যা নিষিদ্ধ বাসনার আবেগ এবং সঞ্চালক-স্নায়ুর শক্তি হ্রাস করে, নিয়মিতভাবে এবং সজোরে সামাজিক প্রতিরোধী ভাবনাকে জাগ্রত করে, বাধা-সৃষ্টিকারী প্রভাবকে শক্তিশালী করে এবং এইভাবে প্রাথমিক আবেগকে দুর্বল

করে। "সেখানে দূরদর্শী স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অপরাধ নিবারণে যে-কোনও আইনের থেকে বেশি সমর্থ।" XXX "আবেগ নয়, আবেগ প্রতিরোধের অক্ষমতাই প্রকৃত অপরাধমূলক বৈশিষ্ট্য।"

"এমন এক জনজীবন সৃষ্টি করা যা তুচ্ছতম লোকের কাছেও এক আদর্শ এবং অনুপ্রেরণা,যা চরিত্রসংশোধনাগার বিলোপ করতে দীনতম ব্যক্তির মনও নাগরিক গর্বে ভরে তুলবে। জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিটি লোকের মধ্যে কাজ, রাজনীতি, শিক্ষা, শিল্প এবং ধর্মের মাধ্যমে জীবন সম্পর্কে এমন এক প্রকার আকর্ষণের সৃষ্টি করবে, তাদের জীবন এমন কিছু দিয়ে পূর্ণ করে তুলবে যেখানে বিত্ত অর্থহীন। এই জগৎ থেকেই প্রতিরোধী ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনৈতিক কাজের প্রতি আবেগ রোধ করবে। যা-কিছু পারিবারিক জীবনকে আরও মজবুত করে এবং পারিবারিক জীবনে ভাঙনরোধের জন্য কাজ করে, অসহায়ের কাছে সহানুভূতির স্পর্শ নিয়ে আসে তাই অপরাধ প্রতিরোধে সাহায্য করে। শিষ্টতার দিকে তাদের মতের পরিবর্তন করাতে হলে তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করাতে হবে যে, তারাও সমাজের সমান সম্পদরূপে স্বীকৃত।" XX "প্রকৃতপক্ষে এই স্বীকৃতির জন্য দাক্ষিণ্যের কোনও প্রয়োজন নেই। তারাও যারা দণ্ড পায়নি তাদেরই সমান।"

"যে-ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করে সে আবার নিজেকে সৎ অধিজনের সঙ্গে সমভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে ; সে আবার তাদেরই একজন হয়ে যায় যারা স্বাস্থ্য এবং সুবিচার চায় ; সে অপরাধীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ত্যাগ করে এবং শরীরে প্রবিষ্ট বাইরের কোনও জিনিসের মতো অপরাধকে বর্জন করে।"

স্বীকারোক্তি

"যারা সাহায্যের জন্য বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে হাত বাড়ায়, তাদের যে-স্বীকারোক্তি প্রকৃত মুক্তি এনে দেয় তার প্রতি আগ্রহ নেই। কিন্তু যাদের স্মৃতিশক্তি স্পষ্ট এবং সেই কারণে যাদের মন সর্বদা পিছন ফিরে তাকায়, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন রকম। XX স্বীকারোক্তি বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সেতুবন্ধন করে এবং লজ্জার অনধিকার হস্তক্ষেপকে দূর করে দেয়।"

সজীব

মনস্তাত্ত্বিকের পরীক্ষায় যদি উজ্জ্বল, সজীব স্মৃতি ধরা পড়ে তাহলে এই সম্ভাবনাই প্রবল যে, স্বীকারোক্তিকে বিশ্বাস করা চলে।" "পেশাদার অপরাধীর ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী শাস্তি ফলপ্রদ নয় এবং সব দিক থেকে অনিষ্টকর।"

অপরাধ উদ্ঘাটন

অধ্যায়

"উৎপীড়িতরা চিরকালই নিরপরাধ মানুষকে অভিযুক্ত করেছে, যে-অপরাধ কখনও করাই হয়নি তা স্বীকার করা হয়েছে, উৎপীড়কদের দাবি মেটাতে ঘৃণ্য মিথ্যা উদ্ভাবিত হয়েছে।"

মনের মধ্যে ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ আবিষ্কারের জন্য "অনুষঙ্গ পরীক্ষা"। (যদি বহিরানুষঙ্গ প্রবল হয় তবে সেই মনের ধরন অন্তরানুষঙ্গের প্রাধান্যের ক্ষেত্রে যেমন হয় তার থেকে ভিন্ন)। অথবা ভাবনার সংযোগের সময় মাপা যায়।

অনুষঙ্গ পরীক্ষার ফলাফল :

(ক) বিপজ্জনক জগতের অনুষঙ্গ অধিকতর সময় নেয়।*

(খ) বিপজ্জনক শব্দ এমন উত্তরে প্রবৃত্ত করে যা সরাসরি লিপ্ত করে অথবা পরবর্তী কয়েকটি উত্তরে লিপ্ত করে।

(গ) সমস্ত পরীক্ষাগুলি আবার করা হলে সাধারণ শব্দগুলি একই

* আবেগের প্রভাবে অনিচ্ছাকৃত ব্যাঘাত সৃষ্ট হয়। ব্যাঘাত সব সময় শুধু বিপজ্জনক অনুষঙ্গে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রায়ই অধিকতর

অর্থবহরূপে পরবর্তী অথবা তৎপরবর্তী অনুষঙ্গে দেখা দেয়, যা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে মনে হয়।

উত্তর বের করে আনবে। বিপজ্জনক শব্দগুলি ভিন্ন উত্তর বের করে আনবে, কারণ (১) এই শব্দগুলি আবেগের ক্ষেত্রে অস্থিরতার সৃষ্টি করে চেতনায় অবিস্মৃত অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছে (২) অপরাধকে আরও গোপন করবার প্রচেষ্টা হবে।

———

উদ্ঘাটনের দৃষ্টান্ত

১৮ বছরের এক শিক্ষিত যুবক তার এক কাকার বাড়িতে থাকত। বৃদ্ধ তাঁর যুবক আত্মীয়ের সামান্য স্নায়বিক গোলমাল সম্পর্কে এক স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে যান। সেই সময় তিনি যুবকটি চোর হতে পারে তাঁর এইরকম সাম্প্রতিক সন্দেহের কথা জানান। দেরাজ এবং একটি বাক্স থেকে বার বার টাকা চুরি হচ্ছিল এবং কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুধু চাকরদের উপরেই তাঁর সন্দেহ ছিল। তিনি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন এবং গোয়েন্দারা তাদের উপর নজর রেখেছিল। তাঁর সাম্প্রতিক সন্দেহ সত্য কিনা তা জানবার জন্য তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন, কারণ সেক্ষেত্রে পারিবারিক স্বার্থে তিনি ব্যাপারটা আদালতের বাইরে রাখতে চাইছিলেন। চিকিৎসক, জুরিখের **Dr. Jung**, যুবকটি যাতে স্নায়ু পরীক্ষার জন্য আসে তার ব্যবস্থা করলেন। অনুষঙ্গ সংক্রান্ত পরীক্ষার দ্বারা **Dr. Jung** আবিষ্কার করলেন যে, যুবকটি সত্যিই চুরি করেছিল। শেষ পর্যন্ত যুবকটি অপরাধ স্বীকার করে এবং তাড়াতাড়ি সত্য উদ্ঘাটনের ফলে জেলের হাত থেকে রেহাই পায়।

এক যুবতীর মিষ্টান্ন এবং চকোলেটে আসক্তি ছিল এবং এই কারণে সে প্রায়ই খাবার খেত না। মেয়েটি রক্তশূন্য এবং দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কলেজের পরীক্ষায় মনোযোগ দিতে পারে না। সে যে মিষ্টি খেত এবং খাবার খেত না এ কথা সে অস্বীকার করে। **Munsterberg** অবশ্য অনুষঙ্গসংক্রান্ত পরীক্ষার সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করেন এবং শেষ পর্যন্ত মেয়েটি সব স্বীকার করে।

মূর্ছা রোগ

মূর্ছা রোগ অবরুদ্ধ আবেগ। বিস্মৃত আবেগময় ভাবনাগুলির সচেতন প্রকাশ হলেই এই রোগ দূর হয়ে যায়। এক মূর্ছা রোগগ্রস্তা মহিলা সূর্যাস্তের পরে মূক হয়ে যেতেন, অন্য একজন তরল ছাড়া অন্য কোনরকম খাবার খেতে পারতেন না ; আর একজন তামাকের কাল্পনিক গন্ধে নিরন্তর যন্ত্রণা ভোগ করতেন। যে-মহিলা শক্ত খাবার খেতে পারতেন না, তিনি অনেক বছর আগে কুৎসিত রোগগ্রস্ত এক ব্যক্তির সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাওয়ার সময় ঘৃণা চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। রোগের এই সূচনাবিন্দুকে সচেতন অনুষঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সকলের মতো তাঁর খাবার ইচ্ছা আবার ফিরে এল। যে-মহিলা রাত্রে কথা বলতে পারতেন না, অনেক বছর আগে এক সময়ে তিনি তাঁর রুগ্ন বাবার বিছানার পাশে সন্ধ্যার পরে বসে থাকতেন ; বাবা যাতে বিরক্ত না হন সেজন্য তিনি সমস্ত রকম শব্দ

চেপে রাখতেন। এই প্রথম দৃশ্যের অনুষঙ্গ তাঁর মনে ফিরিয়ে আনবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাক্‌শক্তি ফিরে পান। যে-মহিলা তামাকের গন্ধ পেতেন, অনেক দিন আগে ধোঁয়াভর্তি এক ঘরে বসে তিনি হঠাৎ শুনতে পান যে-লোকটিকে তিনি ভালবাসতেন সে অন্য মহিলার প্রণয়াসক্ত। ঘরে অন্য লোকের উপস্থিতির জন্য তিনি মনের আবেগ দমন করতে বাধ্য হন। আবার সচেতনভাবে সেই গন্ধের সঙ্গে অবরুদ্ধ আবেগের সম্পর্ক স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

মিথ্যা স্বীকারোক্তি

অধ্যায়

নিম্নলিখিত কারণগুলি থেকে মিথ্যা স্বীকারোক্তির জন্ম হতে পারে :—

(১) সম্প্রদায়ের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভাব্য প্রতিশ্রুতি অথবা হুমকি।

(২) অন্যের দোষক্ষালন করতে আত্মোৎসর্গের বাসনা।

(৩) দুর্ভাগ্যজনক অনিষ্টকর পরিস্থিতির যোগাযোগের জন্য ভ্রমক্রমে অপরাধী বলে সন্দেহ করা হয়েছে এমন ব্যক্তিরা ক্ষমার জন্য সুপারিশের আশায় মিথ্যা স্বীকারোক্তি করা শ্রেয় মনে করতে পারে। ভারমন্টের বিখ্যাত বুর্ন মামলা—ভাইরা তাদের ভগিনীপতিকে খুন করেছে বলে স্বীকার করে এবং কীভাবে খুন করেছে এবং মৃতদেহ কীভাবে বিনষ্ট করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেয়। অথচ এর অনেক দিন পরে নিহত ব্যক্তি সশরীরে গ্রামে ফিরে আসে। সন্দেহভাজনদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ এত জোরালো মনে হয়েছিল যে, মিথ্যা স্বীকারোক্তি করে আদালতের রায়কে নরহত্যা থেকে অনিচ্ছাকৃত নরহত্যায় পরিবর্তিত করার মধ্যেই তারা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র আশা দেখতে পেয়েছিল।

মানসিক রোগের হাসপাতালে বিষাদগ্রস্ত রোগীটি যে-অপরাধ সে কখনও করেনি অথবা যে-অপরাধের কথা সে কখনও ভাবেনি তার জন্য অনুশোচনা করে। অনেক বছর আগে তার বন্ধু মারা গিয়েছিল, এখন তার মনে এই বিভ্রমের সৃষ্টি হয়েছে যে, সে তার বন্ধুকে বিষ খাইয়েছিল। শহরে শেষ আগুনটি সেই লাগিয়েছিল ; তার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। (শিকাগোর হত্যাকারীর মামলার বিবরণের জন্য Dr. Christison-এর পুস্তিকা পড়ুন)।

ঘটনার বিবরণ :—

১৯০৬ সালের ১২ জুন শিকাগোতে এক অবিবাহিতা যুবতীকে পাশবিক অত্যাচারের পরে হত্যা করা হয়। হতভাগ্য প্রতিবাদীটি যুবতীর মৃতদেহ এক খামারের উঠোনে সারের গাদার উপর উপুড় হয়ে শোয়া অবস্থায় দেখতে পায়। খামারটি ছিল তার বাড়ি থেকে সামান্য দূরে। বাবার ঘোড়ার পরিচর্যার জন্য তাকে সেখানে যেতে হয়েছিল। মৃতদেহটি দেখতে পেয়েই সে তার বাবাকে জানায় এবং তার বাবা পুলিশে খবর দেয়। তদন্তকারী অফিসাররা মেয়েটির টুপি তার পায়ের কাছে দেখতে পায় কিন্তু সেখানে ধস্তাধস্তির কোনও প্রমাণই তাদের চোখে পড়েনি। মানিব্যাগ, বাজারের থলি এবং দস্তানার হদিস মেলেনি। তার গলায় টেনে জড়ান ছিল একটি তামার তার, যার দুটি মুখ একসঙ্গে জড় করে পাকানো।

যুবকটি

চিন্তাশীল, উপকারী লোক, প্রায়ই বোকামি প্রকাশ করত। কখনও স্ত্রীসঙ্গ কামনা করত না। অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক এবং

তার মেজাজ কখনও খুশি কখনও বিষণ্ণ থাকত। পেশায় ছিল ছুতোর। তার উদ্যোক্তার অভাব ছিল।

প্রথমে অস্বীকার করে কিন্তু পুলিশের চাপে পড়ে স্বীকার করতে শুরু করে। প্রত্যেক বার পরবর্তী স্বীকারোক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় সমৃদ্ধতর হতে থাকে। (স্বীকারোক্তি শুরু হবার সময় তার মন ছিল অনুষঙ্গবর্জিত অবস্থায়)।

দণ্ডাদেশ কার্যকর হবার ছয় দিন আগে সে তার পূর্বাবস্থা ফিরে পায়। সে বলে যে, তার দিকে একটি রিভলভার তাক করা হয়েছিল। "আমি আমার সামনে ইস্পাতের ঝিলিক দেখতে পেয়েছিলাম। তারপর দুজন লোক আমার সামনে আসে। এ বিষয়ে আমি এর বেশি কিছু মনে করতে পারি না।" এর পরে তার চেতনা খণ্ডিত হয় এবং সে স্বীকারোক্তি করে। পূর্বাবস্থায় ফিরে গেলে স্বীকারোক্তির কথা সে স্মরণ করতে পারেনি।

অনুরূপ ঘটনাবলী

সম্মোহনের পরে এটা আবিষ্কৃত হয়।

Munsterberg—এক মহিলা ভীত এবং অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার তাঁর উপরে ঝুঁকে পড়ে এবং ডাক্তারের চশমার কাঁচ থেকে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি মহিলার চোখে পড়ে। তিনি অভিঘাত অনুভব করেন এবং তখন তাঁর চেতনা খণ্ডিত হয়।

সম্মোহনের পরে আবিষ্কৃত।

Dr. Prince—

ধর্মান্তরের ঘটনা। এক যুবতীর ক্লেশজনক, অস্থির মানসিক অবস্থা হঠাৎ সানন্দ উত্তেজনা এবং সুখী উচ্ছ্বাসে পরিবর্তিত হয়। (এক হতাশ মানসিক অবস্থায় তিনি গির্জায় গিয়েছিলেন। হঠাৎ গির্জায় এক উজ্জ্বল পিতলের আলোর উপরে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং চকিতে এক পরিবর্তন আসে।)

———

অপরাধপ্রবণ মন

সূচনা

"Medicine and the mind"-এর লেখক Dr. Maurice de Fleury লিখিত।
Downey and Co. Ltd.
12, York Street.
Covent Garden,
London.

"অপরাধপ্রবণ মস্তিষ্ক সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা বেশির ভাগ শাসক এবং আইনজ্ঞদের কাছে অপ্রীতিকর এবং এগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করবার অবকাশ যাদের হয়নি তাদের কাছে কঠোরভাবে নিন্দিত। এইসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছার দৃঢ়ভিত্তিক বিশ্বাসের মধ্যে লালিত হয়েছেন, বাল্যকাল থেকেই সভ্য সমাজের যথাযথ কার্যনির্বাহের জন্য এই বিশ্বাসকে তাঁরা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য বলে ভাবতে অভ্যস্ত।XXX এটাও লক্ষণীয় যে, এইসব মতবাদে যথাক্রমে শাসক এবং আইনজ্ঞদের ভূমিকা সীমিত করবার এবং তাঁদের আর মানুষের অভিপ্রায় নিরূপণের বিচারক বলে এবং যারা স্বেচ্ছায় অশুভ পথ বেছে নিয়েছে তাদের শাস্তিবিধানের জন্য নিযুক্ত বিবেচনা না করে কেবল জনশৃঙ্খলা এবং নাগরিক শান্তির রক্ষক বলে বিবেচনা করে তাঁদের পদ এবং পদমর্যাদার গুরুত্ব হ্রাসের প্রবণতা আছে বলে মনে হয়।"

"তাঁদের ঘৃণা খুবই স্বাভাবিক এবং শ্রদ্ধার যোগ্য এবং জনসাধারণের অনুভূতি এবং অধিকাংশের মতামতের দ্বারা সমর্থিত এবং সুরক্ষিত।"XXX

যে-পাশবিক রক্তপিপাসু, কুৎসিত সত্তা এখানে নিরস্ত্র এবং আমাদের কর্তৃত্বাধীন, যে আমাদের কাছে এমন ঘৃণ্য, তাকে আমরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অসুস্থ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে বিবেচনা করতে অস্বীকার করি। তার অবস্থা অসুস্থতাজনিত নয় ; সে করুণার উদ্রেক করে না।"xxx

"রক্ষণশীল শাসকদের সমর্থনে একথা বলতেই হবে যে, শুরুতে Lombrose প্রবর্তিত তাঁর একান্ত নিজস্ব হাস্যকর, ভ্রান্ত এবং সাধারণ বুদ্ধিতে বিতৃষ্ণাজনক জন্ম-অপরাধী সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে তাঁদের রূঢ় সংঘাত বাধে। প্রথম যে-বিধান তাঁদের মেনে নিতে বলা হয়েছিল তা হল, এই ধারণায় অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন যে, শারীর সংস্থাপনে অপরাধীর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, মানুষের শারীরিক গঠন তার ভবিতব্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, সে কখনও চুরি করবার অথবা খুন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে কিনা তা জানিয়ে দেয়। শিক্ষানবিশদের পক্ষে এই মতবাদ মেনে নেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা আর অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। Turinege পন্থীরা—Enrico, Ferri, Garogalo, Sergi, Morselli, Ottolenghi এবং Virgilio—বৃথাই তাঁদের অত্যন্ত বিশ্বাসজনক গবেষণাকার্যের সংখ্যা বাড়িয়ে গেলেন, বৃথাই কিছু ফরাসী পণ্ডিত—বিশেষ করে Lionese চিন্তাধারার অনুগামীরা—প্রকৃত ভিত্তির উপর প্রশ্নটি পুনঃস্থাপিত করলেন এবং অশুভের উৎপত্তিতে সামাজিক উপাদানের ভূমিকা নির্ধারণ করে দিলেন ; Alfred Fonille-এর মতো দার্শনিকরা এবং Mr. Binet-এর মতো শারীর-বৃত্তবিদরা বৃথাই নতুন চিন্তাধারার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করলেন ; বৃথাই M. Gabriel Trade এক গভীর প্রাঞ্জল এবং উদ্ভাবনকারী মনের অফুরন্ত সম্পদ এবং স্বচ্ছন্দ শৈলীর সৌন্দর্য এই আলোচনায় প্রয়োগ করলেন।" ।xxx

——

মানুষের মস্তিষ্ক

Golgi এবং, বিশেষ করে, Ramon of Cajal-এর গবেষণাসমূহ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে, স্নায়ুকোষ এক স্বতন্ত্র সত্তা। একটি কোষ এবং চতুর্দিকের কোষের সঙ্গে তার সম্প্রসারণের সম্পর্ক কেবল ধারাবাহিকতার। স্নায়ুতরঙ্গ প্রেরিত হয় কেবল সংস্পর্শের দ্বারা। প্রতিবেশীর কর্ষিকার সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত জীবনীশক্তির প্রাবল্যের মুহূর্তে মস্তিষ্ক-কোষের নিজের কর্ষিকা উত্তোলনের অথবা, পক্ষান্তরে, এদের সামান্য স্পর্শ করে নিজেকে একটুখানি গুটিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে। কোষ সম্প্রসারণের এই চলন প্রত্যক্ষভাবে লক্ষিত হয়নি—অতএব এটা অনুমানভিত্তিক (Branly-র অনুমান)। সমান্তরাল তন্তুর কোনও প্রকৃত সংহরণ (retraction) না হলেও অন্তত তাদের ত্রুটিপূর্ণ সঞ্চালন হয়।

মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ধূসর উপরিভাগে পিরামিডের মতো কোষের প্রতিবিম্বগুলিকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধরে রাখবার এবং বাইরের উত্তেজনার প্রভাবে তাদের জানিয়ে দেবার, দ্রুততর সঞ্চালনের অথবা একদল কোষ থেকে পার্শ্ববর্তী কোষদলে

স্নায়ুতরঙ্গ বিস্তার করে দেবার ক্ষমতা। আমাদের স্মৃতিশক্তি আমাদের পৌষ্টিক অস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কতটা পরিবর্তিত হবে তা নির্ধারণ করে আমাদের তৎকালীন জীবনীশক্তি।

পশুত্ব এবং মনের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা

প্রচণ্ড আবেগ লম্বালম্বিভাবে প্রবাহিত এক স্নায়ু-তরঙ্গ; অগ্রাহ্যকারী যুক্তি সেই একই শক্তি যা উপরিভাগে প্রসারিত হয়। পশু সর্ববিস্মৃত এক অন্ধ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (blind-reflex); মন সহায়ক এবং অনুষঙ্গী তন্তুর যথেচ্ছ নিয়ন্ত্রণের অধীন।* এটা আমাদের অতীত অনুভূতির সামগ্রিকতা কর্তৃক নতুন অনুভূতির স্বীকৃতি।

* এটা তুলনা, বিচার, অভিজ্ঞতা, এক কথায় স্মৃতিশক্তি।

স্মৃতিশক্তি

স্মৃতিশক্তি সংগঠিত বস্তুর এক অত্যন্ত সামান্য গুণ এবং মানুষই এই গুণের একমাত্র ভাগ্যবান অধিকারী নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **Amphiosus lanceolatus**-এর মস্তিষ্ক না থাকলেও স্মৃতিশক্তি আছে, আছে মনোগত জীবন। আবার, কিছু ইস্পাতের পাতে একবার আঙুলের ছাপ পড়লে তীব্র আলোর প্রভাবে সেই ছাপ মিলিয়ে গেলেও ইস্পাতের পাত আবার সেই ছাপ ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ব্যক্তিত্ব

আমাদের ব্যক্তিত্ব নতুন অনুভূতিদ্বারা সদাজাগ্রত-রাখা অতীত অনুভূতির বিরাট যোগফল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সঙ্গে আছে কিছুটা স্নায়বিক বিষাক্ততা এবং জীবনীশক্তির ক্রিয়াকলাপ, যা আমাদের মানসিকভাবে সবল অথবা দুর্বল করে। XXX সুস্থ মস্তিষ্ক শরীরের ঐক্য অনুভব করে না, অনুভব করে যে-সব অংশ নিয়ে শরীর গঠিত তার সমন্বিত রূপ। XXX আমার মতে উন্মাদ ছাড়া কারও রাজকীয় মস্তিষ্ক থাকতে পারে না, কারণ তাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব এক স্থির প্রভুত্বকারী অসামান্য ধারণার উপর কেন্দ্রীভূত। XX

"**M. Azam** বর্ণনা করেছেন **Felida**এবং তার ব্যক্তিত্ব দ্বিগুণিত হবার ইতিহাস। XXX **Mi Pierre Janet** আমাদের দিয়েছেন বদ্ধ ধারণা এবং চেতনার ক্ষেত্র সঙ্কোচনের দ্বারা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন।" XX

"আমাদের মস্তিষ্কে এক ঔদাসীন্যের এলাকা আছে, তার নীচে আছে ক্লান্তির জগৎ আর উপরে মস্তিষ্কঘটিত উত্তেজনার জগৎ। আমরা এর যে-জায়গায় থামি তদনুযায়ী ঠিক আগের মুহূর্তে যেখানে ছিলাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা প্রাপ্ত হই।" XX

"কোনও মন্দ কাজ করবার আগের মুহূর্তে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই যা আমাদের, যাদের ভালো লোক বলা হয়, নিবৃত্ত করে তা কী? আপনারাই বলুন আমাদের শিক্ষার প্রভাব, সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ভয়, মানবিকতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং জগতের মতামত সম্পর্কে ভীতি ছাড়া তা আর কী? তাহলে যে-সব হতভাগ্য জীব নৈতিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত এবং বলতে গেলে নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্তে পর্যবসিত তাদের মধ্যে খুন, চুরি এবং গণিকাবৃত্তির ঘটনা তুলনামূলকভাবে কেন আরও বেশি ঘটে না, আমরা কি নিজেদের এ-প্রশ্ন করব না?"

অশুভের প্রতিরোধ

(১) বংশানুক্রমিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম
(২) নির্দেশের বিকাশ
(৩) নীতিমূলক শিক্ষা
(৪) মস্তিষ্কসংক্রান্ত অসুখের চিকিৎসাবিধি এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞান
(৫) মন্দ লোকের এক ঔপনিবেশিক বাহিনী গঠন।

অপরাধ দমন

(১) ফৌজদারী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষজ্ঞতা অর্জন এবং ফৌজদারী আদালতের বিচারকদের পুনর্বিন্যাস।
(২) চিকিৎসাসংক্রান্ত আইনে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আরও ঘন ঘন এবং আরও শিক্ষাপ্রদ মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান।
(৩) বিকৃতমস্তিষ্ক অপরাধী অথবা মারাত্মক স্নায়ুরোগগ্রস্তদের জন্য হাসপাতাল-কারাগার সৃষ্টি।
(৪) যারা ঘটনাক্রমে অপরাধী হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে Berenger আইন এবং আধুনিক কারাগার-পদ্ধতির—Fresneslef ধরনের—ব্যাপক প্রয়োগ ; পুনরায় অপরাধে লিপ্ত অপরাধী এবং প্রকৃতিগত অপরাধীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার তীব্রতা বৃদ্ধি।
(৫) প্রাণদণ্ডের পদ্ধতি পরিবর্তন এবং প্রাণদণ্ডের সংখ্যাবৃদ্ধি।

বংশগতির (heredity) বিরুদ্ধে সংগ্রাম

অপরাধীরা মস্তিষ্ক-কোষের দীর্ঘস্থায়ী অসুখে ভোগে, ফলে অনুষঙ্গের অস্তিত্ব আর থাকে না, স্মৃতিশক্তি হস্তক্ষেপ করে না, থাকে শুধু প্রতিবর্তী ক্রিয়া। করোটির সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে দেখা যায় যে, শিশুটি পুরু ঝিল্লি নিয়ে জন্মেছিল যা মস্তিষ্কের উপরিভাগে উত্তেজনার সৃষ্টি করে অথবা, এমন কি, সামান্য ক্ষত নিয়ে জন্মেছিল যা একদল কোষের সঙ্গে অন্য একদল কোষের যোগাযোগে বাধার সৃষ্টি করে অথবা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। Bicetu-এর চিকিৎসক M. C. Firi-র পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, অত্যধিক উত্তেজনা এই সব সূক্ষ্ম এবং বৃহত্তর ক্ষতের, মুখমণ্ডলের এবং খুলির গঠনবিকৃতির (যাকে আপজাত্যের কলঙ্ক বলা হয়) কারণ।

বংশানুক্রমিক আপজাত্যের কারণ :—উপদংশ, অত্যধিক সুরাসক্তি, যক্ষ্মা, স্ফোটক জ্বরের আক্রমণ, গর্ভাবস্থায় মায়ের নিউমোনিয়া।

উত্তেজক পদার্থ

"আপনার শ্রবণেন্দ্রিয় সঙ্গীত শুনুক, চক্ষু সুন্দর দৃশ্য দেখুক, ত্বকের সঙ্গে কেশের ঘর্ষণ হোক, ফুসফুস অক্সিজেন নিক, ওজোন বিশুদ্ধ বায়ু নিক ; রক্তপ্রবাহে রক্তমস্তু দিন, আপনার শক্তিবৃদ্ধির এবং আনুপাতিক হারে স্বভাবগত বিষণ্ণতা হ্রাসের জন্য পাকস্থলিতে খাদ্য দিন। এইভাবে Renan-এর সামান্য এক

ধরনের নান্দনিক এবং নৈতিক উন্মাদনার স্বপ্ন সফল হতে পারে।" xx

"আমরা তর্কাতীতভাবে জানি যে, ইতালি, ফ্রান্স এবং বেলজিয়ামের মতো দেশে অপরাধ এবং উন্মত্ততার ক্রমবর্ধমান [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] সঙ্গে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।" xx

প্লেটো বলেছেন, "যেসব শিশুর পিতামহ এবং প্রপিতামহকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বলা হয়ে শিশুটি নিজেই অপরাধী হয়ে উঠতে পারে এই যুক্তিতে রাষ্ট্রের উচিত শিশুটিকে নির্বাসিত করা।"

উপদেশ

Victor Hugo— একটি বিদ্যালয় চালু করার অর্থ একটি কারাগার বন্ধ করে দেওয়া। M. Alfred Fouillee— "বিদ্যালয় যত বাড়ছে কারাগার তত [illegible] যত অগ্রগতি হচ্ছে এই তত্ত্ব তত [illegible] যে, অপরাধী প্রায়ই এক উন্মাদ, এক অজ্ঞান ব্যক্তি।"

শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে [illegible] হ্রাস পায়, শঠতা বৃদ্ধি পায়।

Lacassagne; Berillon; Guillot, Bowmet, Fanchet এবং Lombroso একবাক্যে স্বীকার করেন যে, শিক্ষা [illegible] ব্যাপারে আরও শঠ, আরও দক্ষ না করে পারে না।

নীতি-বাক্য

"অন্যায়ের [illegible] এবং আমেরিকান জনগণের উপরেই এর (অর্থাৎ [illegible]) দায়িত্ব বেশি বর্তায়।"

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী

(১) Prof. Flinders Petrie	"Revolutions of Civilization."
(২) Buckle	History of the Civilization of Europe.
(৩) Count Gobineau (1854)	Inequality of the Races of Man.
(৪) H. H. Goddard	Human efficiency and Levels of Intelligence.
(৫) [illegible]	Psychology of the Normal and Abnormal.
(৬) S.M. Terman	The intelligence of school children.
(৭) Yoakum & Yerkes	Army Mental Tests.
(৮) N.S. Shaler	Neighbour

(৯) R.S. Woodworth : Comparative Psychology of Races.
(১০)Gehring : Racial Contrasts
(১১) Z. Ripley : Races of Europe
(১২) Population and Birth Control by C and E Paul New York, 1917.
(includes an Essay by S.H. Halford on "Dyogenic Tendencies." and Race suicide in the U.S.A. by Mr.L. Quessal).
(১৩) "The Direction of Human Evolution" by E.G. Conklin (Professor of Biology in Princeton University) New York 1921—Charles Scribur's Sons.
(১৪) "The Old World in the New"—by E.A. Ross (Prof of Sociology in the Univ. of Wisconsin). New York, Century Co, 1941.
(১৫) "Applied Eugenics—by Paul Popenoc and Johnson, Macmillan, 1918.
"The Racial Prospect" and "Mankind" by S.K. Humphrey, New York—Charles Scribur's Sons 1920.

প্রকাশক
Methuen and Co. Ltd.
36, Essex St. W.C.
London.

Other works
(১) Body and Mind
(২) An Introduction to Social Psychology
(৩) Psychology— the study of Behaviour (Home Univ:)
(৪) Primer of Physiological Psychology
(৫) The Group Mind
(৬) Pagan Tribes of Borneo

Natural Welfare and National Decay

(হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক Wm. Mc Dougall প্রণীত) ১৯২১

ভূমিকা

Gaeton সর্বপ্রথম মানসিক গুণাবলীর উপস্থাপন সম্পর্কে ইউরোপ এবং আমেরিকার বিবেক আলোড়িত করেন। এই গ্রন্থে মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং বিস্তৃততর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে সুপ্রজনন বিজ্ঞানের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে।

সমাজের নিম্ন স্তরের তুলনায় উচ্চ স্তরে উচ্চতর মানের স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন লোকের আনুপাতিক হার বেশি। সুপ্রজনন বিজ্ঞানীদের দ্বারা পোষিত এবং লেখক কর্তৃক সমর্থিত এই বক্তব্য চিরকালই সুপ্রজনন বিজ্ঞানের সমালোচকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। লেখকের দুই ছাত্র, Burt এবং English প্রায়োগিক মনস্তত্ত্বের সাহায্যে এই বক্তব্য প্রতিপন্ন করেছেন।

(প্রসঙ্গ : এই লেখকের লেখা "Psychology in the service of Eugenics"—Eugenics Review Jan. 1914)

১ম অধ্যায়

"আরও আদিম কোনও মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে কেবল সাহস এবং দৈহিক শক্তির অভাবে পরাজিত হব কিনা অথবা ভেসে যাব কিনা" মহাযুদ্ধ সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। XXX এখন আমরা জেনে গিয়েছি যে, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি তার নিকৃষ্টতম অবস্থায়ও মানুষের নৈতিক শক্তি অপরিহার্যরূপে ধ্বংস করে না : আমরা বরং জানি যে, আদিম শিকারী এবং যোদ্ধাদের স্থূলতর এবং

ব্রিটিশদের হয়ে কারা যুদ্ধ করেছিল, গ্রন্থকার মহাশয় ?

অধিকতর দৈহিক সাহস অপেক্ষা প্রশিক্ষিত জ্ঞান এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ইচ্ছাশক্তি আরও উৎকৃষ্টরূপে যুদ্ধের চরম বীভৎসতা প্রতিরোধ করতে পারে।"

"বিপ্লব অথবা সভ্যতার কালচক্র" অথবা "মানবগোষ্ঠীসমূহের অধিবৃত্ত" একটি নুড়ির আবক্র পথের মতো এক দীর্ঘ ঊর্ধ্বগামী বাঁক, এক সমতল শীর্ষ এবং এক গভীর পতন।"

নতুন জনের উত্থানের কারণসমূহ

(১) **অর্থনৈতিক** : জলবায়ুর পরিবর্তন, সম্পদ অথবা শক্তির নতুন উৎস আবিষ্কার, পৃথিবীর নতুন অঞ্চলসমূহের উন্মোচন, বাণিজ্যপথের পরিবর্তন।

(২) **জীববৈজ্ঞানিক** : এই মতবাদে (Prof. Flinders Petric) বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, দুটি বংশধারার মিশ্রণ নতুন প্রজন্মে প্রাণশক্তি এবং পরিবর্তনশীলতা সঞ্চারিত করে, যার ফলে অগ্রগতি আসে। এই ফল প্রায় ১৮০০ বছর স্থায়ী হয়।

(৩) **নৃতাত্ত্বিক** : এই মতবাদ বহিস্থঃ কারণের প্রভাবকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং মানবিক কারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

তথ্যাবলী

(ক) অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নীলনদ এবং মেসোপটেমিয়ার মতো মরুভূমি অঞ্চলে সভ্যতা বিকাশের কী কারণ দেখাতে পারে ?

(খ) বাইরের লোক এসে জয় না করা পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার মতো সুবিধাজনক অঞ্চলগুলি অনুন্নত অবস্থায় ছিল কেন ?

(গ) বারবারিয়ানদের হাতে রোমের পরাজয়ের ব্যাখ্যা করা যাবে কী ভাবে ?

অবনতির কারণসমূহ

(১) জীববৈজ্ঞানিক (Flinders Petric) : ১৮০০ বছর পরে মিশ্রণের ফল বিনষ্ট হয় এবং অবনতি শুরু হয়। (সমালোচনা : সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, অন্তর্প্রজনন বংশের অনবচ্ছিন্ন এবং এমন কি বর্ধিত শক্তির সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ)।

(২) নৃতাত্ত্বিক : ব্যক্তির মতো জাতিও বৃদ্ধ হয়। McDougall এই নৃতাত্ত্বিক তত্ত্ব স্বীকার করেন যে, "যে কোনও সভ্যতার অবনতির প্রধান কারণ হল সভ্যতাকে যাঁরা বহন করে নিয়ে যান তাঁদের গুণাবলীর অপর্যাপ্ততা।"

অপর্যাপ্ততার প্রকার

(১) গুণাবলীর অবনতি না হলেও পরিবেশ জটিলতর হতে পারে এবং আমাদের গুণাবলী তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে তুলনামূলকভাবে অপর্যাপ্ত হতে পারে। বিলাসিতা এবং আমোদকে প্রশ্রয় দেবার সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

(২) ব্যক্তিগত সম্পর্ক জটিলতর হয় (যেমন শ্রমিক এবং মালিকের সম্পর্ক), অবস্থা সামাল দিতে উন্নততর বৌদ্ধিক শক্তির প্রয়োজন হয়।

(৩) জগতের সঙ্গে বিস্তৃততর সংসর্গ আমাদের এমন সব নতুন ধর্ম, নৈতিক বিধান, রীতি এবং প্রথার সংস্পর্শে নিয়ে আসে যা প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে হেয় করতে চায়।

বর্তমান সমস্যাবলী

(১) উদীয়মান প্রজন্মসমূহের কি এমন গুণাবলী আছে যা

প্রসারিত এবং উন্নত শিক্ষার সাহায্যে আমাদের পরিবেশের বর্ধমান জটিলতার জন্য যে-স্তরে পৌঁছান প্রয়োজন সেই স্তরে পৌঁছতে সমর্থ করে তুলতে পারে ?

(২) অগ্রসরমান সভ্যতায় কি শেষ পর্যন্ত সভ্যতাবাহী মানুষের গুণাবলী নষ্ট করবার প্রবণতা দেখা দেয় না ?

(দ্বিতীয় সমস্যা সম্পর্কে ইতিহাস এবং নৃতত্ত্ব উভয়েরই উত্তর "হ্যাঁ")।

"আর্যজাতি এক অবাস্তব কল্পনা"— "ভাষা সম্পর্কে গবেষণার ভিত্তিতে জাতিগত পক্ষপাত দ্বারা সৃষ্ট এক রূপকথা। যাবতীয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভাষাগোষ্ঠীকেই জাতিগোষ্ঠীর প্রমাণ রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল।"

(১৯শ শতকের মধ্যভাগ)

Mill এবং মনস্তত্ত্বে অনুষঙ্গ মতবাদের অনুগামীরা মন এবং চরিত্রের জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচলিত মানবিক বোধের সঙ্গে একমত ছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষা সব মানুষকে উন্নীত করতে পারে।

ভূমিকা

মানুষই প্রধান সমস্যা। বাকিটা সে-ই তৈরি করতে পারে।

সত্য হল এই যে, সংগঠনের রূপ যেমন হোক তাতে কিছু এসে যায় না ; সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সংগঠিতব্য বস্তুর গুণ, মানুষের গুণ, যা আমাদের ধারণা এবং সমাজের উপাদান। "সভ্যতার অবক্ষয় হয় এই কারণে যে, তার মৃত্যু ঘটে উপরের স্তরে।"×××যতদিন পর্যন্ত কোনও জাতি প্রত্যেক প্রজন্মে যথেষ্ট সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের জন্ম দেয় ততদিন তা মারাত্মক অবনতি এড়িয়ে প্রচুর আবর্জনা বহন করতে পারে।"

২য় অধ্যায়

ইউরোপের সভ্যতার ঐতিহাসিক।

'Inequality of the Races of Man". 1854 গ্রন্থের লেখক।

J.S. Mill—	কোনও বিশেষ নরগোষ্ঠীর সহজাত কোনও ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেন না।
J.H. Buckle—	মানুষ তার প্রাকৃতিক পরিবেশের ছাঁচে গড়া।
Count Gobincan —	নরগোষ্ঠী সম্পর্কে অযৌক্তিক মতবাদে বিশ্বাসী— টিউটনিক নরগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতেন।
Richard Wagner— Nietzsche—	এই মতবাদের অনুগামী , "great blond beast" অতিমানবে বিশ্বাস করতেন।

কাইজারের প্রিয় নৃতত্ত্ববিদ্

H.S. Chamberlain—	তাঁর "Foundations of the Nineteenth Century" গ্রন্থে Gobinean-এর তত্ত্ব সমর্থন করেন।

উপরে বর্ণিত নরগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব ইহুদীদের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায় এবং বিরোধের সৃষ্টি হয়।

"Modern Race Theories", "The Race Problem" 1909 গ্রন্থের লেখক।

Friedrich Hertz	উভয়েই ইহুদী।
Ignaz Zollshan	নরগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যুক্তিহীন জার্মান মতবাদে যুক্তির ভ্রান্তি তাঁরা উদ্ঘাটন করেন।

(১) Dr. C.Woodruff (আমেরিকান) নর্ডিক নরগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতেন—টিউটন অথবা জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্বে নয়।

(২) Madison Grant (ঐ)

(৩) De Lapouge (ফরাসী)

—

(১) "The Expansion of Races"

(২) The Passing of the Great Race

(৩) Les selections Sociales

দ্রষ্টব্য : 'নর্ডিক উপাদানের প্রতিনিধিত্ব অন্যান্য দেশে যতটা প্রকট জার্মানিতে ততটা নয়।

জাতি-তত্ত্বের গোঁড়া সমর্থকদের সমালোচকগণ

M.J.Finot—"The Prejudices of Race."

J.M. Robertson—Vindicator of Buckle.

J. Oakesmith—"Race and Nationality."

(জাতীয় চরিত্র শুধু চরিত্রসমূহের গুণাবলীর যোগফল অথবা গড় নয়—একই লেখকের "Group Mind" দ্রষ্টব্য)।

দৈহিক আকৃতি এবং দৈহিক বিকাশ এবং বৌদ্ধিক গুণ এবং বৌদ্ধিক বিকাশ সহজাত গঠন এবং বংশধারার উপর অধিকাংশরূপে নির্ভরশীল। শিক্ষার সুবিধা যেখানে অপেক্ষাকৃত কম ছিল এমন সব অঞ্চলে আমেরিকার সেনা বিভাগে সংগৃহীত শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায়দের মানসিক সমীক্ষার ফল (N.D. Hirsch-কৃত)।

মেধার ক্রমাবনতি অনুযায়ী সাজানো।

তালিকা-১

	শ্বেতকায় সাক্ষর	শ্বেতকায় নিরক্ষর	অশ্বেতকায় সাক্ষর	অশ্বেতকায় নিরক্ষর
ক	২.৬	.২	১.০	.৫
খ	৬	১.৪	১.৪	.৩
গ+	১২	৩.৩	৩.১	.৫
গ	২৬	১৪	৯	৩.২
গ-	২৩	১৯	১৯	৮
ঘ	২৯	৩৭	৩৯	৩৩
ঘ-	০	২২	২৬	৪৬
ঙ	০	২	০	৭

শ্বেতকায় নিরক্ষর এবং অশ্বেতকায় নিরক্ষরদের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে।

Mcdougall-এর মতে নিরক্ষর শ্বেতকায় অপেক্ষা সাক্ষর শ্বেতকায়দের এই শ্রেষ্ঠতার কারণ সম্পূর্ণরূপে অথবা প্রধানত বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা নয়, এর কারণ বরং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অধিকতর সহজাত ক্ষমতা। অধিকন্তু শিক্ষা শ্রেণী হিসাবে সাক্ষর এবং নিরক্ষরদের মধ্যে বৌদ্ধিক বিকাশের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ (সহজাত ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্যের তত্ত্ব অগ্রাহ্য করলে শ্বেতকায় সাক্ষর এবং অশ্বেতকায় সাক্ষর অথবা

শ্বেতকায় নিরক্ষর এবং অশ্বেতকায় নিরক্ষরের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যা করা যাবে কী ভাবে)।

মানসিক বয়স (অত্যন্ত বুদ্ধিমান এক প্রাপ্তবয়স্কের মানসিক অবস্থার সূচক সংখ্যা ২০)।

তালিকা-২

	মানসিক বয়স	পার্থক্য
সাক্ষর শ্বেতকায়	১৪.৫	২.৩
অসাক্ষর শ্বেতকায়	১২.২	
সাক্ষর অশ্বেতকায়	১২.১	১.৫
অসাক্ষর অশ্বেতকায়	১০.৮	

সিদ্ধান্ত : সহজাত ক্ষমতার স্তর যত উঁচু শিক্ষাদ্বারা তা তত বেশি উন্নত হয়।

—

ভর্তির সময় তালিকায় যারা 'ক' অথবা 'খ' পেয়েছিল, তাদের নয় ভাগের আট ভাগ অফিসার-প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল ; যারা 'গ' অথবা 'ঘ' পেয়েছিল, তাদের আট ভাগের সাত ভাগ অকৃতকার্য হয়েছিল ; যারা 'গ' পেয়েছিল তাদের ৫০% অকৃতকার্য হয়েছিল। যাদের নম্বর 'গ'-এর নীচে ছিল তারা নন-কমিশন্ড অফিসারের দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিল।

"সৈনিকদের মানসিক শক্তি নির্ধারণ করে প্রধানত তাদের সহজাত বুদ্ধিমত্তা, পরিবেশের দৈব ঘটনা নয়" (সেনা বিভাগের মানসিক পরীক্ষা)।

———

সাধারণ বুদ্ধিমত্তা অথবা "বুদ্ধিপ্রসূত কর্মশক্তি" (intellective energy) অথবা "G Factor" পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত এবং বংশধারা কর্তৃক নির্ধারিত হলেও একটি সহজাত অথবা স্বাভাবিক গুণ।

তালিকা-৩

	শ্বেতকায়	অশ্বেতকায়	অফিসার
ক	২.০	৮	৫৫.০
খ	৪.৮	১.০	২৯.০
গ-	৯.৭	১.৯	১২.০
গ	২০	৬	৪
গ-	২২	১৫	০
ঘ	৩০	৩৭	০
ঘ-	৮	৩০	০
ঙ	২	৭	০

(এখানে সাক্ষর এবং অসাক্ষরদের এক সঙ্গে গণনা করা হয়েছে)।

সিদ্ধান্ত : শ্বেতকায় এবং অশ্বেতকায়দের মধ্যে পার্থক্য সহজাত।

Staler লিখেছেন :—

"অশ্বেতকায় এবং শ্বেতকায়রা এই একই সাধারণ মত পোষণ

করেন যে, শ্বেতকায় রক্তের অনুপ্রবেশ নিগ্রোদের বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে, যদিও সেই সঙ্গে তাঁদের নৈতিক গুণের অবনতি ঘটায়।"

Ferguson-এর মতে মিশ্রিত রক্তের ইন্ডিয়ানরা বৌদ্ধিক ক্ষমতায় অবিমিশ্র রক্তের ইন্ডিয়ানদের থেকে মানসিক বয়সে পুরো এক বছর এগিয়ে।

Pressey এবং Teter বলছেন :—"কোনও নির্দিষ্ট বয়সের অশ্বেতকায় শিশুদের গড় তাদের থেকে প্রায় দুই বছরের ছোট শ্বেতকায় শিশুদের গড়ের সমান।" (একই বয়সের এবং একই অঞ্চলের বিদ্যালয় থেকে নেওয়া ১৮৭ অশ্বেতকায় এবং ২৮০০ শ্বেতকায় শিশুদের পরীক্ষার পরে)।

বৌদ্ধিক ক্ষমতার পার্থক্য কি বংশানুক্রমিক ?

"মানসিক ত্রুটিসমূহ বংশানুক্রমিক। Galton* বলেন যে, অসাধারণ উন্নত বুদ্ধিবৃত্তি বংশানুক্রমিক। Karl Pearson*—মানসিক গুণ শারীরিক গুণের মতো একই মাত্রায় সঞ্চারযোগ্য। H. B. English—("বিদ্যালয়ের শিশুদের মানসিক ক্ষমতা সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত")—"পেশাদার শ্রেণীভুক্ত মানুষের সন্তানদের ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সের মধ্যবর্তী সময়ে এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধিক উৎকর্ষ দেখা যায়।" (দক্ষ কারিগর ইত্যাদির সন্তানদের তুলনায়)।

* "Hereditary Genius

* Biometrika (Vol III)

সমাজে সামাজিক স্তরবিন্যাস কি বৌদ্ধিক ক্ষমতার স্তরবিন্যাসের অনুরূপ

Mcdougall-এর মতানুযায়ী—হ্যাঁ।

Bryn Mawr কলেজের Miss A. H. Arlitt-এর আমেরিকায় জাত শ্বেতকায় মাতাপিতার ১৯১টি শিশু, ইতালীর অভিবাসীদের ৮০টি শিশু এবং ৭১টি অশ্বেতকায় শিশুদের নিয়ে পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ফল পাওয়া গিয়েছিল। আমেরিকান শিশুরা এসেছিল সামাজিক মর্যাদার বিভিন্ন স্তর থেকে :—

তালিকা ৪

আমেরিকানদের সামাজিক মর্যাদা	
(১) পেশাদার	(১) I.Q.—১২৫
(২) অর্ধ-পেশাদার এবং বড় ব্যবসায়ী	(২) I.Q.—১১৮
	(৩) I.Q.—১০৭
	(৪) I.Q.— ৯২
(৩) দক্ষ শ্রমিক	ইতালীয় I.Q.— ৮৪
	অশ্বেতকায় I.Q.— ৮৩
(৪) আংশিক দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক-সমস্ত আমেরিকানদের এক সঙ্গে ধরে	I.Q.—১০৬

I.Q. ইন্‌টেলিজেন্স কোশেন্ট, অর্থাৎ মানসিক পরীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত বৌদ্ধিক ক্ষমতা।

Prof. Terman ইতালীয়, স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ অভিবাসীদের নিয়ে পরীক্ষা করে I.Q.-এর নিম্নলিখিত পরিমাপ পেয়েছিলেন।

স্পেনীয়	I.Q.— ৭৮
পর্তুগীজ	I.Q.— ৮৪
ইতালীয়	I.Q.— ৮৪
উত্তর ইউরোপীয়	I.Q.—১০৫
আমেরিকান	I.Q.—১০৬

* Pressey এবং Ralston এক শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৫৪৮টি শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করে যে-ফল পেয়েছিলেন :—

মোট ৫৪৮টি শিশুর মধ্যে পেশাদার শ্রেণীর লোকের সন্তানদের ৮৫%, এক্সিকিউটিভ শ্রেণীর লোকের সন্তানদের ৬৮%, কারিগর শ্রেণীর লোকের সন্তানদের ৪১% এবং শ্রমিক শ্রেণীর লোকের সন্তানদের ৩৯% মাঝামাঝির থেকে বেশি (অথবা সাধারণ) নম্বর পেয়েছিল।

---

* "The relation of general intelligence of school children to occupation of the father."

---

* Prof. Terman-এর পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফল :—আমেরিকায় বিদ্যালয়ের শিশুদের ৬০%-এর I.Q. ৯০ থেকে ১১০-এর মধ্যে। ১১০ থেকে ১২০-র মধ্যে I.Q.-এর ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতর বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর শিশুদের মধ্যে নিম্ন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন শ্রেণীর শিশুদের তুলনায় ৫ গুণ বেশি। এই শ্রেণী (অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর) প্রধানত মোটামুটিভাবে সফল ব্যবসায়ী অথবা পেশাদার শ্রেণীর লোকের সন্তান। ১০০ জনের মধ্যে ৩ জনের বেশি (অত্যন্ত উচ্চ মানের বুদ্ধি) ১২৫ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না এবং ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন ১৩০ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। মাঝামাঝি জনসংখ্যা বিশিষ্ট একটি শহরে ২৫০ থেকে ৩০০ পরীক্ষায় মাত্র ১টি শিশুর I.Q. ১৪০ পর্যন্ত পৌঁছতে দেখা যায়।

৪৭০টি অনির্বাচিত শিশুর মধ্যে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে যারা সাধারণের নীচে তাদের একজনও ১২০ পর্যন্ত পৌঁছয়নি। উচ্চতর সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন শিশুদের ১০% ১২০ অথবা তার উপরে পৌঁছয়। ক্যালিফোর্নিয়ার অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলিতে স্বদেশে জাত আমেরিকানদের মধ্যে যাদের I.Q. ১২০-১৪০ তাদের সবাই পেশাদার অথবা অত্যন্ত সফল মাতা-পিতার সন্তান।

ভারতবর্ষ, চীন এবং আমেরিকার কলেজে K. T. Wangh-এর পরীক্ষা

নম্বর

	পরীক্ষা	আমেরিকান	চৈনিক	ভারতীয়
(১) মনোযোগের একাগ্রতা	১	৭৫	৭৫	৬২
(২) শিক্ষার গতি	২	৬৬	৬২	৪৫

* "The Measurement of Intelligence"

পরীক্ষা	নম্বর আমেরিকান	চৈনিক	ভারতীয়
(৩) অনুষঙ্গ-সময়	৩	৪৬	৫৮	৫৮
(৪) অব্যবহিত স্মৃতি	৪	৫৮	—	৫৪
(৫) বিলম্বিত স্মৃতি	৫	৮০	—	৮৮
(৬) তথ্যের পরিসর	৬	২৩	১৫	২৪

মনোযোগের একাগ্রতায় ভারতীয় ছাত্ররা পিছনে পড়েছিল। Mcdougall এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে, ভারতীয়দের ইচ্ছাশক্তি ত্রুটিপূর্ণ।

৪র্থ অধ্যায়

ইউরোপে তিনটি নরগোষ্ঠী : (১) নর্ডিক—গৌরবর্ণ, উত্তরাঞ্চলে দীর্ঘকায়, (২) ভূমধ্যীয়—খর্বকায়, অগৌরবর্ণ, মধ্যাঞ্চলে মস্তক দীর্ঘ, (৩) আল্পীয়— অগৌরবর্ণ, মধ্যাঞ্চলে মস্তক গোলাকার। নরগোষ্ঠীর গঠনে পার্থক্যের জন্য শিল্পে পার্থক্য (Gehring-এর মতানুসারে—Racial Contrasts 1908)।

সমস্ত শিল্পে দক্ষিণে ধ্রুপদী গুণের আর উত্তরে ভাবপ্রবণ গুণের প্রাধান্য।

ধ্রুপদী গুণ—

স্পষ্টতা, আচারনিষ্ঠা, অনুভূতির কাছে আবেদনের প্রত্যক্ষতা, সামঞ্জস্য, স্থান এবং কালের ঐক্য প্রতিপালন, "প্রাকৃতিক দূরত্ব"।

কৌতূহল অথবা বিস্ময় ভাবপ্রবণদের মূল সুর।

ভাবপ্রবণ গুণ—

সম্পর্কের জটিলতা, কাহিনী, আবেগের পরিকল্পনা, আবেদনের অপ্রত্যক্ষতা এবং ইঙ্গিতময়তা, রহস্যের আভাস, সব কিছু মানুষ এবং প্রকৃতির উপর নৈতিক এবং অতীন্দ্রিয় প্রতিফলন সম্পর্কে যতটা ভাবায়, বিশুদ্ধ নান্দনিক আনন্দ উপভোগ সম্পর্কে ততটা নয়।

উদাহরণ

ধ্রুপদী মন্দির বনাম গথিক গির্জা।

ইতালীয় চিত্রকলা বনাম রুবেন্স, ড্যুইয়ার, টার্নার, রেমব্রাঁ।

ইতালীয় সঙ্গীত বনাম ভাগনার এবং বিঠোফেন।

ধ্রুপদী নাটক বনাম শেক্সপীয়ার।

উত্তর এবং দক্ষিণের শিল্পে পার্থক্যের ব্যাখ্যা

(১) Bouting— জলবায়ুর জন্য। উত্তর মেঘাচ্ছন্ন এবং কুয়াশাচ্ছন্ন কিন্তু দক্ষিণ নির্মল এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল।

(২) Gehring— মানসিক গঠনের বিভিন্নতার জন্য—কারণ উত্তরের মানুষ (যেমন এমারসন হুইটম্যান) রৌদ্রোজ্জ্বল জলবায়ুতে গেলেও নিজের স্বভাব বজায় রাখে।

William James-এর মতো Mcdougall বিশ্বাস করেন যে, মানুষের মন কয়েকটি সুস্পষ্ট সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে গঠিত। Mcdougall আরও বিশ্বাস করেন যে, এইসব সহজাত প্রবৃত্তির আপেক্ষিক শক্তির ক্ষেত্রে নরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্য আছে।

ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠী অপেক্ষা নর্ডিক নরগোষ্ঠীর মনে সহজাত কৌতূহল-প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল, এই অনুমান তথ্যের ব্যাখ্যা করে বলে মনে হয়।

তথ্যাবলী :—

(১) উত্তরের শিল্পে ভাবপ্রবণতার গুণ।

(২) উত্তরে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গ্রীস দর্শন এবং বিজ্ঞান সৃষ্টি করেছে, তবে গ্রীকদের দেহে সম্ভবত তখন নর্ডিক রক্ত ছিল—তাছাড়া শীঘ্রই জড়ত্ব দেখা দেয়।

(৩) মহান হলেও রোমানরা কোনও বিজ্ঞান অথবা শিল্প সৃষ্টি করেনি।

(৪) Olto Seack দেখিয়েছেন যে, রণকৌশলের ক্ষেত্রেও তারা প্রায় কোনও অগ্রগতি করেনি।

খ

(৫) রোমান নাবিকরা প্রায় কোনও বিদেশী রাজ্যে ঢুকতে পারেনি, অথচ দরিদ্র এবং অপেক্ষাকৃত কম সভ্য উত্তরাঞ্চলের ভাইকিংরা পেরেছে।

আর একটি অনুমান—

নর্ডিকদের চেয়ে ভূমধ্যীয় অঞ্চলের নরগোষ্ঠীগুলি বেশি মিশুক প্রকৃতির।

ভূমধ্যীয় সভ্যতা ছিল প্রধানত নাগরিক সভ্যতা। যূথচর-প্রবৃত্তি নর্ডিকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল। নর্ডিকরা মিতভাষী। স্বতন্ত্র গৃহ তাদের আবিষ্কার।

* "ইংরেজের গৃহ তার দুর্গ।"

ভূমধ্য-অঞ্চলের শিল্প প্রধানত জনসাধারণের শিল্প, (যেমন নাটক, বক্তৃতা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সাধারণের সামনে আবৃত্তির জন্য কাব্য) উল্লেখযোগ্যভাবে বিষয়মুখ এবং সনাতন। তাঁদের উপাসনা সর্বজনীন প্রথানুযায়ী এক শাস্ত্রীয় আচরণ। উত্তরাঞ্চলের শিল্প আত্মমুখ, প্রথা-বিরোধী এবং নির্জনে উপভোগের উপযুক্ত, যেমন চিন্তামূলক এবং প্রকৃতির কাব্য, উপন্যাস, রমন্যাস।

তৃতীয় অনুমান—

গ

** জুরিখের Dr. Jung-এর মতানুযায়ী

ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠী প্রকৃতিগতভাবে বহির্মুখ,** নর্ডিক নরগোষ্ঠী অন্তর্মুখ।** বহির্মুখ লোকেরা প্রাণবন্ত, মিশুক, সক্রিয়, মতপ্রকাশে স্বাধীন, খোলামেলা, সহানুভূতিশীল এবং অন্তর্দর্শনে অভ্যস্ত নয়। চাপের মুখে ভেঙে পড়লে তাদের হিস্টিরিয়া দেখা দেয়।

অন্তর্মুখ লোকেরা মতপ্রকাশে সংযত, আত্মদর্শন এবং গভীর চিন্তায় অভ্যস্ত। চাপের মুখে ভেঙে পড়লে তারা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে মগ্ন হয়—স্নায়ুবৈকল্যের শিকার।

আলপাইন জনগোষ্ঠী, স্লাভ এবং সেলটিক জন

(১) শারীরিক— এদের মস্তক গোলাকার, ভূমধ্যীয় জনগোষ্ঠীর মতো নয়।

(২) মানসিক— বহির্মুখ নয়, অন্তর্মুখ—নর্ডিকদের মতোই বেশি। ভূমধ্য-অঞ্চলবাসীদের মতোই অত্যন্ত মিশুক। কৌতূহলের ক্ষেত্রে ভূমধ্য-অঞ্চলবাসীদের মতোই অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল।

তালিকা ৫

জনসংখ্যার প্রতি মিলিয়নে বাৎসরিক আত্মহত্যার ঘটনা

(১) ডেনমার্ক	—২৬৮	(৭) ওয়েলস	— ৫২
(২) স্কান্ডিনেভিয়া	—১২৭	(৮) আয়ার্ল্যান্ড	— ১০
(৩) উঃ জার্মানি	—১৫০	(৯) স্পেন	— ১৭
(৪) দঃ জার্মানি	—১৬৫	(১০) রাশিয়া	— ৩০
(৫) ইংল্যান্ড	— ৭২	(১১) উঃ ইতালি	— ৪৬
(৬) দঃ অস্ট্রেলিয়া	— ৯০	(১২) দঃ ইতালি	— ২৬
			১০৯

Mcdougall-এর তত্ত্ব :—

ভূমধ্য-অঞ্চলের লোকেদের অপেক্ষা নর্ডিক লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা বেশি ঘটে।

ভূমধ্য-অঞ্চলের লোকদের তুলনায় নর্ডিক লোকেরা সুরায় বেশি আসক্ত। "Present Evolution of Man"-এ Sir Archdall Reid বলছেন, দীর্ঘতর কাল সুরা ব্যবহারের ফলে ভূমধ্য-অঞ্চলের লোকের উপর সুরার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। Mcdougall মনে করেন যে, নর্ডিকরা অন্তর্মুখ বলে নিজেদের সাময়িকভাবে বহির্মুখ করবার জন্য তাদের উত্তেজক পদার্থের প্রয়োজন হয়।

আত্মহত্যার অনুপাত নরহত্যার বিপরীত। দক্ষিণ ইতালি, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়ায় নরহত্যা হয় অহরহ এবং এখানেই ভূমধ্যীয় জাতিগোষ্ঠীর প্রাধান্য। অন্তর্মুখ লোকেদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি এবং বহির্মুখ লোকেদের মধ্যে নরহত্যার।

বাঙালীদের ক্ষেত্রে কী ? বর্মীরা আরও বহির্মুখ বলে মনে হয় এবং তাদের মধ্যে নরহত্যার ঘটনা ঘটে আরও বেশি।

(**কিন্তু আত্মহত্যা কি প্রকৃতিগত অসুখ** না কি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে এটা ঘটে ?)

Mcdougall বলেন, প্রকৃতিগত—কারণ (১) সমস্ত পৃথিবীতে নারী অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা ৩ অথবা ৪ গুণ বেশি ঘটে, (২) নিউইয়র্ক স্টেটের শ্বেতকায়দের মধ্যে আত্মহত্যা অশ্বেতকায়দের তুলনায় ১৪ গুণ বেশি।

"Races of Europe"-এ Ripley মানচিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সে গৌরবর্ণ এবং পদমর্যাদার (অর্থাৎ নর্ডিক বৈশিষ্ট্য) প্রাধান্য। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে। আত্মহত্যার ঘটনা এই অঞ্চলেই অপেক্ষাকৃত বেশি ঘটে। ইতালির মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ Morselli এই মত পোষণ করেন যে, নর্ডিক নরগোষ্ঠী ইউরোপের অন্যান্য নরগোষ্ঠীগুলির তুলনায় বেশি আত্মহত্যাপ্রবণ এবং আত্মহত্যা আর জার্মান ভাষা ব্যবহারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। Ripley এই ইঙ্গিত করেন যে, আত্মহত্যার কারণ হল নর্ডিকরা যে-অঞ্চলগুলিতে থাকে সেগুলি সর্বাপেক্ষা কর্মব্যস্ত শিল্পাঞ্চল এবং সেখানে বড় শহরের সংখ্যা অজস্র। Mcdougall-এর তত্ত্ব হল—নর্ডিকদের মধ্যে অধিকতর আত্মহত্যাপ্রবণতার কারণ আকস্মিকতা অথবা শিল্পসংক্রান্ত পরিবেশ নয়—প্রধান কারণ মানসিক গঠনের দিক থেকে তারা বহির্মুখ। তাদের কৌতূহলী চরিত্রেরও এ ব্যাপারে কোনও ভূমিকা থাকতে পারে।

স্লাভদের ব্যাপারটা কী ?

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আত্মহত্যার মানচিত্রের জন্য Morselli-র সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। Mcdougall তাঁর কাছ থেকে মানচিত্র গ্রহণ করেছেন।

ইংল্যান্ডে ওয়েলস, কর্নওয়াল এবং লন্ডনের উত্তরে অবস্থিত একটি অঞ্চলে আত্মহত্যার ঘটনা কম ঘটে। এই তিনটি অঞ্চলেই নর্ডিক রক্তের প্রতিনিধিত্ব কম। আত্মহত্যার হার ছাড়া অন্য সব বিষয়ে ডেভনশায়ার এবং কর্নওয়াল (পাশাপাশি অঞ্চল) একই রকম—ডেভনে হার উচ্চতর। কর্নওয়াল অপেক্ষা ডেভনে নর্ডিক রক্ত বেশি প্রকট। ইংল্যান্ডের সর্বাপেক্ষা স্যাক্সন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল সাসেক্সে আত্মহত্যার হার সর্বোচ্চ।

ইউরোপের বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত মানচিত্রে দেখা যায় যে, যেখানে নর্ডিক উপাদানের প্রাধান্য সেখানেই বিবাহবিচ্ছেদের হার

বেশি। মিশুক এবং বহির্মুখ নরগোষ্ঠীর পুরুষ অথবা নারী তাদের স্ত্রী অথবা স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় আঘাত পেলে আত্মহত্যা অথবা বিবাহবিচ্ছেদ না করে হত্যা করে।

ধর্ম

ক্যাথলিসিজম প্রাধিকার, প্রথা এবং আনুষ্ঠানিক আচরণের ধর্ম।

প্রোটেস্ট্যান্টিজম দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অধিকতর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং স্বাধীন। কেবল প্রোটেস্ট্যান্টরাই এমন দেশের সন্ধানে দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দিয়েছে, যেখানে তারা নিজেদের রীতি অনুযায়ী ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে। প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলি হল উত্তর ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্কান্ডিনেভিয়া, ফিনল্যান্ড, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, উত্তর জার্মানি। নর্ডিক নরগোষ্ঠী প্রাধিকারের ধর্ম, প্রথাবদ্ধ ধর্ম এবং বাইরের ক্রিয়াকলাপ এবং আবেগব্যঞ্জক আনুষ্ঠানিক রীতি আশ্রিত ধর্ম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে।

দক্ষিণ জার্মানির বেলায় কী ? Mcdougall নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমসমূহের উল্লেখ করেছেন :— ওয়েলস, কর্নওয়াল, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যান্ডের কিছু কিছু অঞ্চল যা ক্যাথলিক হওয়া উচিত, কিন্তু হয়েছে প্রোটেস্ট্যান্ট।

ফ্রান্স এবং ব্রিটেন

প্রাকৃতিক অবস্থা উভয়েরই অনুকূল, কিন্তু ইতিহাসের গতিপথে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা দিয়েছে :

(১) বিজয়ে এবং উপনিবেশ পত্তনে ফ্রান্স পিছিয়ে পড়েছে।

(২) ফরাসী ভাষা অপেক্ষা ইংরেজী ভাষার প্রসার বেশি হয়েছে।

(৩) উপনিবেশের উপর ফরাসীদের অধিকার তুলনায় বেশি বিপজ্জনক এবং বেশি অনিশ্চিত মনে হয়।

প্যালেস্টাইন এবং ইরাকে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সিরিয়ায় ফরাসী শাসনের তুলনা।

(৪) ফরাসী শাসন-প্রণালী অধিকতর কেন্দ্রীভূত, ইংল্যান্ডে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বেশি।

(৫) ফ্রান্সে পারিবারিক আইন এবং প্রথা আরও কঠোর।

(৬) ফ্রান্সে শিক্ষা-ব্যবস্থা আরও পূর্ণাঙ্গ।

(৭) ফ্রান্সে আইন বিধিবদ্ধ—ইংল্যান্ডের অলিখিত আইন (common law) বিশৃঙ্খল এবং বিচার-সৃষ্ট নজির দিয়ে তৈরি।

(৮) ফ্রান্সে সংগঠিত ক্রিয়াকলাপ আরও কেন্দ্রীভূত—ইংল্যান্ডে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বেশি।

ব্যাখ্যা

ব্রিটিশদের ব্যবহারিক সাধারণ জ্ঞান, বাস্তবতাবোধ এবং অব্যর্থ কূটনীতির কারণ নির্ণয় করা যায় কী-ভাবে ? নর্ডিক তত্ত্বে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না— কারণ জার্মান এবং ফরাসী উভয়েই কূটনীতিতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্রিটিশরা ইরাক, মসুল এবং প্যালেস্টাইনকে কী ভাবে চালাচ্ছে তা লক্ষ করুন। ব্রিটিশদের মধ্যে অর্থনৈতিক জ্ঞানও অধিকতর উন্নত। তারা দ্বীপবাসী এটাই কি এই সবের কারণ ? জাপানীরাও দ্বীপের অধিবাসী, কিন্তু তারা কী এমন কূটনীতিজ্ঞ ?

Buckle— (১) ফ্রান্স আরও পূর্ণাঙ্গরূপে রোমানভাবাপন্ন হয়েছিল।

(২) দুই দেশে সামন্তপ্রথার ভিন্ন প্রয়োগ।

(৩) ফ্রান্সে সংরক্ষণের এবং ব্রিটেনে স্বাধীনতার চেতনার প্রাধান্য।

Mcdougall— ব্রিটিশদের মধ্যে নর্ডিক রক্তের প্রাধান্য।

(সবগুলি নর্ডিক নরগোষ্ঠীর অগ্রগতি সমান হয়নি কেন ? নর্ডিক রক্ত যদি একজন ব্রিটনকে তার অস্থির, ভ্রাম্যমান স্বভাব দেয় তাহলে অন্যান্য নর্ডিক নরগোষ্ঠীকে তা দেয় না কেন ?)

Volney, কানাডায় এক ফরাসী পর্যটক, মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটনদের তুলনায় কানাডায় ফরাসীদের বেশি মিশুক স্বভাব তাদের পথিকৃৎ এবং ঔপনিবেশিক হবার পথে অন্তরায়। কানাডার সীমান্তে কোনও ফরাসী ঔপনিবেশিক প্রায় কখনই এমন জায়গায় বসতি স্থাপন করবে না, যে-জায়গা তার প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে দেখা যায় না। যারা ধীর এবং মিতভাষী, সঙ্গীর পরোয়া করে না এবং নিজের

পরিবার নিয়ে সন্তুষ্ট সেই ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা প্রধানত পথিকৃৎ।

—

Mcdougall মনে করেন যে, উদ্যম, তৎপরতা এবং নিয়ন্ত্রণের প্রতি অসহিষ্ণুতার মাধ্যমে প্রকাশিত আত্মসাম্মুখ্যের গুণ নর্ডিক জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণে ছিল এবং আছে। "জার্মানদের একনায়কতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের বশ্যতা স্বীকার করে নেবার কারণ আলপাইন রক্ত, যার অস্তিত্ব ফরাসীদের মধ্যে কিছুটা কম।"

(La Play-র মতাবলম্বী নৃতত্ত্ববিদরা নর্ডিক এবং আলপাইন নরগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন।)

"সূক্ষ্ম বোধ, সহানুভূতি এবং ধী-শক্তির অভাব সত্ত্বেও এটিই সেই জিনিস যা তাকে ৩০০ মিলিয়ন ভারতবাসীকে পদানত করতে এবং শাসন করতে সমর্থ করেছে।"

Mcdougall তাঁর "Group Mind"-এ এটি গ্রহণ করেছেন।

"Group Mind", যথা—আত্মসাম্মুখ্যতা

নৈতিক গুণের পার্থক্য

রেড ইন্ডিয়ান এবং নিগ্রো— Mcdougall-এর অনুমান

"নিগ্রো নরগোষ্ঠী স্পষ্টত বহির্মুখ, রেড ইন্ডিয়ানরা অত্যন্ত অন্তর্মুখ। কৃষ্ণকায় নরগোষ্ঠী আরও বেশি মাত্রায় যূথচর এবং সঙ্গপ্রিয়।

রেড ইন্ডিয়ান নরগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মসাম্মুখ্যের মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু নিগ্রোদের মধ্যে বশ্যতা স্বীকারের মনোবৃত্তি প্রবল।

রেড ইন্ডিয়ানরা কখনও প্রভুত্বকারী শ্বেতকায়দের সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা নিজেদের প্রভাবিত হতে দেয়নি।

"La Courage"-এ Viovenel এবং Hust

নিগ্রোরা সমস্ত আদিম সমবেদনা অত্যন্ত বিকশিত করে তুলেছে। এখানেই রেড ইন্ডিয়ান এবং মালয়ীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য। "Shaler" বলেন, নিগ্রোরা দীর্ঘ শ্রমে সমর্থ, রেড ইন্ডিয়ানরা নয়। সমুদ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নিগ্রোদের বেলায় Mcdougall এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না।

সভ্য এবং অসভ্য মানুষের মধ্যে নৈতিক পার্থক্য ? বর্মীরা আদৌ মিতব্যয়ী নয়। ভারতীয়রা, Mcdougall যেমন বলেছেন, বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের বেলায় মিতব্যয়ী নয়—তবে তারা নগদ অর্থ এবং অলঙ্কার মজুত করে। Mcdougall শেষোক্ত তথ্যটি সুবিধার্থে উপেক্ষা করেন।

Macdougall এই মত পোষণ করেন যে, আদিম মানুষরা অমিতব্যয়ী এবং সভ্য মানুষরা মিতব্যয়ী। আলপাইন, নর্ডিক নরগোষ্ঠী এবং চৈনিক, ইহুদী, আরব এবং ফোনেসীয়দের মধ্যে অর্জনেচ্ছু মনোবৃত্তি প্রবল ; ভূমধ্যীয় নরগোষ্ঠীর মধ্যে কম প্রবল ; আইরিশদের তুলনায় সমতল প্রদেশের স্কটদের মধ্যে বেশি প্রবল। Mcdougall মনে করেন যে, এইসব সহজাত প্রবৃত্তি সভ্যতার ভিত্তি এবং সামাজিক স্তরবিন্যাসে পার্থক্যের কারণ। মালয়ী এবং নিগ্রোদের মধ্যে অমিতব্যয়িতা প্রকট।

নরগোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে এ পর্যন্ত আরোপিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যে কিছু স্বভাবজাত প্রবণতা আছে। দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম :— (১) বৌদ্ধিক মান এবং বহির্মুখিতা-অন্তর্মুখিতা। Mcdougall-এর মতে এইসব সহজাত প্রবৃত্তির পাশাপাশি উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ গুণাবলী আছে, যা চরিত্রের ভিত্তি প্রস্তুত করে। দেখা যায় কিছু প্রতিভা বংশানুক্রমিক এবং কিছু কিছু প্রতিভা কোনও কোনও নরগোষ্ঠীর একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এইসব প্রতিভার স্বাভাবিক ভিত্তি, অর্থাৎ এটি

বংশানুক্রমিক একক গুণ অথবা মিশ্রিত গুণ, অজ্ঞাত।

Jung-এর মতানুসারে যে সুনির্দিষ্ট এবং পৃথকীকৃত তার বেশিটা নিয়ে মনের স্বাভাবিক ভিত্তি গঠিত। কোনও জাতির ক্ষেত্রে "মূল আদর্শগুলি" তাদের পুরাণ, লোক-গাথা এবং স্বপ্নেও ব্যাখ্যাত হয়।

(ইংরেজদের থেকে ওয়েলশদের মধ্যে সঙ্গীত-প্রতিভা অধিকতর প্রকট।)

Dr. C.G. Jung-এর "collective unconscious" তত্ত্ব মানসিক গঠনে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মতবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। Collective unconscious প্রধানত কতকগুলি মূল আদর্শের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। "Collective unconscious" স্বপ্নে এবং মানসিক বিশৃঙ্খলার সময় দেখা দেয় এবং আমাদের সমস্ত চিন্তাকে রঙিন করে। এইসব মূল আদর্শের মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতর এবং মৌলিকতম সেগুলি মনুষ্যজাতির মধ্যে সুলভ; তথাপি বিভিন্ন সভ্যতা তাদের collective unconscious-কে বৈশিষ্ট্য দান করেছে এবং মূল আদর্শগুলিকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক রূপ দিয়েছে। Jung দাবি করেন যে, শারীরিক চিহ্ন যেখানে আপাত দৃষ্টিগোচর নয় সেখানেও তিনি তাঁর রোগীদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে তারা কোন নরগোষ্ঠীর লোক তা বলে দিতে পারেন। (Jung-এর মত হল, French-ও তাঁর তত্ত্বের মতো তত্ত্বের বিকাশ ঘটাতে পারতেন—কারণ তিনি ইহুদী, তাঁর রোগীদের বেশিরভাগই ইহুদী এবং তাঁর অনুগামীরা প্রধানত ইহুদী)। অর্জিত গুণাবলী সঞ্চারিত হয় না, এই নব-ডারউইনপন্থী মতবাদের সঙ্গে Jung-এর তত্ত্বের সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু বিজ্ঞান-জগৎ এই তত্ত্ব আদৌ গ্রহণ করেনি। (কোন কোন গুণ ইউরোপের তিনটি মহান নরগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য Mcdougall তা চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিয়েছেন। পঞ্চম অধ্যায়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির মধ্যে পার্থক্যের ব্যাখ্যায় তিনি এই অনুমান প্রয়োগ করেছেন।)

ামিতব্যয়িতা অনিবার্যরূপে দ্ধিমত্তার নিম্ন মান বোঝায়।।

Mcdougall মনে করেন ung-এর তত্ত্ব এখনও ড়ান্তরূপে প্রমাণিত য়নি—মিথ্যা বলেও প্রমাণিত য়নি।

ই মূল আদর্শগুলি কী ? প্নজীবন অথবা পুরাকাহিনীর টনাপুঞ্জ থেকে তাদের ালাদা করা যাবে কীভাবে ?

Mcdougall-এর তত্ত্ব

সহজাত সম্ভাবনাগুলি—বৌদ্ধিক এবং নৈতিক—বুদ্ধিমত্তার মাত্রা অথবা সহজাত প্রবৃত্তির শক্তির মাত্রা অপেক্ষা সমৃদ্ধ। বুদ্ধিমত্তা অথবা নৈতিক চরিত্রের উঁচু মাত্রায় বিকাশের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত অব্যাখ্যাত একটি সহজাত এবং বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যকে কারণস্বরূপ ধরে নেওয়া হয়। "নৈতিক চরিত্রের এই অব্যাখ্যাত ভিত্তি সম্ভবত যে-কোনও মানববংশের সমস্ত সহজাত গুণের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ।"

যে-সব তথ্য থেকে এই তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়

(১) মানবমনের বিকাশ ব্যাখ্যা করতে ডারউইনের নির্বাচনের নীতি পর্যাপ্ত নয়।

(২) ফ্রয়েডের শিষ্যরা স্বপ্ন এবং উদ্ভট কল্পনায় কতকগুলি নিয়ত আবৃত্ত প্রতীকের প্রমাণ পেয়েছেন, যার ফলে মনের সহজাত গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেবার প্রয়োজন হয়। * "আমার

মত এই যে, এইসব আদিম উদ্ভট কল্পনা xxxবিবর্তনের ধারা থেকে আহৃত। এইসবের ভিতরে কোনও মানুষ নিজের জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে সুদূর অতীতের অভিজ্ঞতার রাজ্যে প্রবেশ করে। আমার কাছে এটা খুবই সম্ভব বলে মনে হয় যে, বিশ্লেষণের সময়ে উদ্ভট কল্পনার ছদ্মবেশে যা-কিছু পাওয়া যায় সে-সবই মানুষের আদিম অস্তিত্বে বাস্তব ছিল এবং কল্পনাপ্রবণ শিশু শুধু ব্যক্তিগত সত্যের শূন্য স্থান প্রাগৈতিহাসিক সত্য দিয়ে পূর্ণ করছে।" (Freud—Gen. Introduction to Psychoanalysis)

(৩) যে-সব বস্তু সম্পর্কে তাদের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না অথচ যে-সব বস্তু নিশ্চিতরূপে তাদের সুদূর পূর্বপুরুষের কল্পনায় ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল, সেইসব বস্তুর প্রতি শিশুদের নিরন্তর আগ্রহ। (ইউরোপের শিশুরা অপদেবতা, পরী, ভূত, নেকড়ে, ভালুক, গুহা ইত্যাদি সম্পর্কে কৌতূহলী।)

(৪) শিশুদের ভিতরে নৈতিক অনুভূতির অস্তিত্ব এবং বিকাশ—যেমন মানসিক রোগবিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, কিছু শিশু স্বভাবতই এমন যে, নৈতিক শিক্ষা তাদের অনুভূতিতে সাড়া জাগায় না। অন্য শিশুদের নৈতিক বোধ প্রথম থেকেই তীব্র।

(৫) কোনও কোনও জাতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশি সত্যনিষ্ঠ অথবা উল্লেখযোগ্যরূপে চরিত্রবান, যদিও তাদের যৌন আবেগে কোনও ঘাটতি নেই।

(৬) অত্যধিক অসদৃশ জাতিসমূহের মিশ্রণ বৌদ্ধিক এবং নৈতিক আপজাত্যের দিকে নিয়ে যায়। "The Neighbour"-এ Shaler বলছেন যে, নিগ্রোদের দেশে শ্বেত রক্তের অনুপ্রবেশ তার বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটায়, কিন্তু তার নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটায়।

বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিকতা

Prof. Terman তাঁর "Intelligence of School Children"-এ এই মত পোষণ করেন যে, বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিকতার মধ্যে নিশ্চিতরূপে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে।

ইউরোপীয় নরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বৌদ্ধিক ক্ষমতার মাত্রায় পার্থক্য আছে এমন কোন প্রমাণ নেই—তবে যে-সব উচ্চতম সাফল্যের ক্ষেত্রে বুদ্ধির সঙ্গে চরিত্র সহযোগিতা করে সেখানে গুণগত পার্থক্যের প্রমাণ আছে।

Bergson-এর বেলায় কী ?

ফরাসী এবং ইতালীয়—প্রকাশের স্পষ্টতা এবং ত্রুটিহীনতা, যৌক্তিক বিন্যাস, নিয়মনিষ্ঠা, বিজ্ঞতা।

ইংরেজরা আরও চিন্তাশীল নয় কেন ?

ইংরেজ—অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে বিশ্বাস—নীতি নয়, নতুন তথ্যের প্রতি আকর্ষণ।

জার্মান—অন্তর্মুখ ব্যক্তির চিন্তাশীল অধ্যবসায়, পদ্ধতি এবং সংগঠনপ্রীতি— ভূমধ্য-অঞ্চলের লোকের মতো স্পষ্টতা এবং ইংরেজদের মতো স্বাধীনতা এবং কৌতূহলের অভাব।

অর্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি কি সঞ্চারিত হয় ? মনের সহজাত ভিত্তি কি ছাঁচে ঢালাই করা যায় এবং সহজে রূপান্তরিত হয় ?

Darwin এবং Spencer — হ্যাঁ।
Weismann — না।

নর্ডিক নরগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য তিনি এই মত পোষণ করতে বাধ্য।

Mcdougall বলেন যে, সহজাত গুণাবলী প্রধানত অত্যন্ত স্থায়ী ; পরিবর্তন হলেও তা অবশ্যই অত্যন্ত ধীরে হয়। শারীরিক গুণাবলীর স্থায়িত্ব চিত্তাকর্ষক।

পাহাড়ে অথবা জটিল সভ্য সমাজে জীবনযাপনের ফলে মস্তকের সূচক বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ করোটি প্রসারিত হয়।

Ripley বলেন—"বহু প্রজন্ম ধরে জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলির স্থায়িত্ব প্রশ্নাতীত।" তৎসত্ত্বেও বাসস্থানের পরিবর্তন জাতিগত গুণে পরিবর্তন ঘটায়।

দৃষ্টান্ত (১) নিগ্রোরা আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করেছে, কিন্তু তাদের শারীরিক এবং মানসিক গুণাবলীর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

(১) একই জন, বিভিন্ন পরিবেশ।
(২) একই পরিবেশ, বিভিন্ন জন।

(২) মালয়েশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মালয়ী, পলিনেশিয় এবং নিগ্রোরা একই পরিবেশে বাস করেছে কিন্তু তাদের শারীরিক এবং মানসিক পার্থক্যগুলি বজায় রেখেছে। (A. R. Wallace-এর মতানুসারে)।

(৩) বর্তমান কালের মিশরীয়দের শারীরিক অবয়ব হাজার বছর আগের মিশরীয়দের প্রতিকৃতির সঙ্গে মিলে যায়।

(৪) ইউরোপের প্রথম দিকের অধিবাসীদের নৈতিক গুণাবলীর সঙ্গে বর্তমান অধিবাসীদের নৈতিক গুণাবলীর মিল আছে।

উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তগুলি কোনও কোনও গুণাবলীর স্থায়িত্ব প্রমাণ করে।

"যে-সব জাতি উচ্চ মানের সভ্যতা অর্জন করেছে তাদের প্রত্যেকটিই তা করেছে যে-সমস্ত নরগোষ্ঠী নিয়ে, এই জাতি গঠিত হয়েছে তাদের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক গুণাবলীর ভিত্তিতে। প্রত্যেক নরগোষ্ঠীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংযুক্ত গুণাবলীর উদ্ভব হয়ে তা স্থায়িত্ব লাভ করেছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের দীর্ঘ সময় ধরে, যার সঙ্গে তুলনা করলে ২৫০০ বছরের ঐতিহাসিক যুগের সময় অত্যন্ত অল্প। এইসব সহজাত গুণ যেন মূলধন, যা সম্বল করে কোনও জাতি সভ্যতার পথে যাত্রা করে। এদের পরিবর্তন হয় কেবল অত্যন্ত ধীর গতিতে। XXX এইভাবে প্রতিটি প্রগতিশীল জাতি নিজেদের সহজাত গুণ দ্বারা নির্দিষ্ট সভ্যতার জটিলতার সীমায় পৌঁছতে চায় ; সেই সীমায় পৌঁছে গেলে অগ্রগতি রুদ্ধ হয় এবং তখন প্রকৃত অধোগতি অথবা অবক্ষয়ের সম্ভাবনা প্রবল হয়।"

যে-সমস্ত প্রভাব নরগোষ্ঠীর গুণাবলীতে পরিবর্তন ঘটায়

(১) অবনমন (reversion) (একটি সন্দেহজনক কারণ)। পূর্বপুরুষের নিম্নতর জাতিরূপে অবনমন মিশ্রপ্রজননের ফল হতে পারে। উত্তর ইউরোপে এমন ঘটছে। সেখানে মানুষ তাদের

গৌরবর্ণ হারাচ্ছে যা, Mcdougall-এর মতে, এক সাম্প্রতিক বিশেষত্ব। সম্ভবত শারীরিক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অবনতি ঘটছে।

(২) অর্জিত গুণাবলীর সঞ্চারণ।

(৩) নির্বাচন। সভ্যতা আরও বেশি করে স্বাভাবিক নির্বাচনকে বর্জন করেছে। Mcdougall-এর মতে এক-বিবাহ প্রথা এবং নারী-অধিকারের আন্দোলন যৌন নির্বাচন বাতিল করেছে। সামরিক নির্বাচন এবং নগরের নির্বাচন সক্রিয় আছে। প্রথমটি সর্বাপেক্ষা সাহসীর মৃত্যু অথবা তাকে তুলনামূলকভাবে নির্বীজ করার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পরেরটি সর্বোত্তমদের গ্রাম থেকে টেনে নিয়ে আসে এবং তাদের স্বাভাবিক উর্বরতা ধ্বংস করে।

সামাজিক সোপানের ক্রিয়া-কলাপে সমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করবার প্রবণতা দেখা যায়। এই ক্রিয়া সমাজে প্রভদ সৃষ্টি করে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অসম মূল্যের স্তর সৃষ্টি করতে চায়। সামাজিক সোপান সমগ্র জাতির মূল্যবান গুণাবলী উঁচু তলায় কেন্দ্রীভূত করতে এবং নীচের তলার সূক্ষ্ম গুণাবলী হ্রাস করতে চায়। বিলম্বিত বিবাহ, কৌমার্য এবং বিবাহোত্তর পরিবার নিয়ন্ত্রণের জন্য উপরতলা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর হয়ে পড়ে—"সহজাত প্রবৃত্তি জাতির তত্ত্বাবধান করে ; বুদ্ধিমত্তা, সর্বাপেক্ষা বিকশিত অবস্থা ছাড়া, ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করে। বর্তমানে জনসংখ্যার উৎকৃষ্ট অর্ধাংশ পিতামাতার স্থান পূর্ণ করতে যথেষ্ট সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে না, অথচ নিকৃষ্ট অর্ধাংশ বিনা বাধায় নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। গ্রাম থেকে শ্রেষ্ঠ লোকদের টেনে নিয়ে এবং সামাজিক বিধি প্রয়োগ করে উঁচু স্তরের শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয়। কিন্তু এই নতুন উপাদানগুলিও অনুর্বর হয়ে পড়ে এবং একটা সময় আসে যখন সর্বোত্তম উপাদানরিক্ত নীচের স্তর উপরের স্তরের শূন্য স্থান পূর্ণ করার জন্য উপাদান সরবরাহ করতে পারে না এবং কতকগুলি কলা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করে। এটাই হল চরম পরিণতি, এই লোকদের অধিবৃত্তের শীর্ষবিন্দু। অন্যান্য দেশের তুলনায় গ্রেট ব্রিটেনই বেশি করে সেই বিন্দুতে পৌঁছেছে অথবা পৌঁছতে যাচ্ছে। (প্রবাসন এবং বিজ্ঞান এই অবস্থা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে, শেষোক্তটি মৃত্যুহার হ্রাস করে এবং তার ফলে সমাজের নীচের তলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে)।

ইংল্যান্ডের অবক্ষয়

* ××× "উন্নতির বদলে এইসব বাহকদের গুণাবলীর হ্রাস হচ্ছে অথবা অবনতি হচ্ছে।"

XXX "সেই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ছিল পর্যাপ্ত প্রতিভার জন্মদানে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির ব্যর্থতা। একমাত্র ফরাসী জাতি ছাড়া অন্য সব জাতিই কি স্থলযুদ্ধে অথবা জলযুদ্ধে মহান সেনাপতির জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়নি ? কোনও জাতিই কি মহান কোনও রাজনীতিজ্ঞের জন্ম দিয়েছে ? XXX ঘটনাটি কি এই নিয়মের দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে না যে, সভ্যতার বাহকদের গুণাবলী সভ্যতার দাবির সঙ্গে তাল রেখে চলতে অসমর্থ ?" *Mcdougall-এর মতে ফরাসী বিপ্লব অথবা শিল্প বিপ্লব উল্লেখযোগ্য লোকের জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধ দেয়নি। সামাজিক সোপানের ক্রিয়া প্রাচীন পৃথিবীর সম্ভাব্য সম্পদ নিঃশেষ করে দিয়েছে বলে মনে হয়। আমেরিকার অবস্থাও এর থেকে ভাল নয়।

"Population and Birth Control"-এ "Race

Suicide in the United States" প্রবন্ধে আমেরিকা সম্পর্কে L. Quessal বলেন, "এটা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট যে, অ্যাংলো-আমেরিকান জনগণের মধ্যে জন্মহারের স্বল্পতার কারণ অনুর্বরতা নয়, ইচ্ছাকৃত জন্মনিয়ন্ত্রণ। xx লব্ধ উপাত্তসমূহ একযোগে এটাই প্রমাণ করে যে, অ্যাংলো-আমেরিকান জনসংখ্যা কেবল শীর্ষবিন্দুতেই পৌঁছয়নি, ইতিমধ্যে হ্রাস পেতেও শুরু করেছে।"

আমেরিকার সামরিক পরীক্ষা—ফল

জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি নেই।

Terman-এর শিশুদের পরীক্ষা

(১) **প্রান্তবর্তী দৃষ্টান্ত—**
(৭০-৮০) নম্বর (এগুলি সামরিক পরীক্ষার D এবং E-র অনুরূপ)—বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার ৮%।

(২) **স্থূলবুদ্ধি স্বাভাবিক—**
(৮০-৯০) নম্বর—(এগুলি সামরিক পরীক্ষার D গ্রুপের অনুরূপ)—বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার ১৫%।

(৩) **সাধারণ বুদ্ধি—**
(৯০-১০০) নম্বর (সামরিক পরীক্ষার C—, C এবং C+ এর অংশ বিশেষের অনুরূপ)—বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৬০%।

(৪) **উৎকৃষ্ট বুদ্ধি—**
(১১০-১২০) নম্বর (সামরিক পরীক্ষার C+ এর উপরের অংশ এবং B এবং A-র অনুরূপ)—বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যার ১৫%।

৮%
১৫%
৬০%
৭৩%

(১) এটি স্প্যানিস-ইন্ডিয়ান, মেক্সিকান এবং নিগ্রোদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট বুদ্ধির মান।
(২) এগুলি পশ্চিম ইউরোপীয় নরগোষ্ঠীগুলির বংশধরদের সাধারণ বুদ্ধির চেয়ে কম।
(৩) এদের বুদ্ধির স্তর উচ্চ বিদ্যালয়ের উপযুক্ত নয়।

———

Prof. J. Mck Cattell —হার্ভার্ড স্নাতকের গড়ে $\frac{৭}{১০}$ ছেলে এবং ভাষার স্নাতকের $\frac{১}{২}$ মেয়ে আছে।

Prof. Karl Pearson.—গ্রেট ব্রিটেনে জনসংখ্যার উর্বর এক-ষষ্ঠাংশ নতুন প্রজন্মের ৫০% উৎপাদন করে। এই এক-ষষ্ঠাংশের স্থান চিত্রাঙ্কলেখের ডান অথবা অপকৃষ্ট প্রান্তে।

(কলেজের মেয়েদের সম্পর্কে তথ্যের জন্য Popenoc এবং Johnson-এর "Applied Eugenics" দ্রষ্টব্য)।

C. B. Davenport—বর্তমান হারে আজ থেকে ২০০ বছর পরে ১০০ হার্ভার্ড স্নাতকের ৫০টি বংশধর হবে।

আজ থেকে ২০০ বছর পরে বস্টনের ১০০০ রুমানিয়ানের ১০০০০০ বংশধর হবে। (প্রাচীন বংশগুলির অপরিণতবুদ্ধি বংশধরদের ক্ষেত্রেও এটাই সত্য)।

অপরিণতবুদ্ধির শতকরা হার

Goddard—"পাবলিক স্কুলের শিশুদের মধ্যে ২% অপরিণতবুদ্ধি একথা বললে কম করেই বলা হয়।" (যাদের স্কুলে পাঠানো হয় না এই হিসাব তাদের বাদ দিয়ে)।

"The Old World in the New."

আমেরিকার অভিবাসীদের (বিশেষ করে ইতালীয়) চরিত্র

E. A. Ross:— xxx "বিংশ শতকের প্রথম দিকে আমেরিকার জনগণের মধ্যে যে-রহস্যজনক অবনতি দেখা যায় তা ছিল প্রচুর সংখ্যায় অনুন্নত অভিবাসীদের ঢুকতে দেবার ফলে জনসাধারণের বুদ্ধির হ্রাস।

Mcdougall-এর প্রধান তত্ত্ব

"সভ্যতার বাহকদের উপরে সভ্যতার দাবি ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে ; ওইসব বাহকদের গুণাবলীর উন্নতি না হয়ে বরং হ্রাস অথবা অবনতি হচ্ছে। একে বলা হয় জনগোষ্ঠীর অধিবৃত্ত।

দৃষ্টান্ত :

Ripley-র মতে পরিসাংখ্যিকভাবে গ্রীকরা ছিল দীর্ঘ মস্তক বিশিষ্ট, কিন্তু আধুনিক জনগোষ্ঠী হ্রস্ব মস্তক বিশিষ্ট। সম্ভবত স্লাভ রক্তের প্রাধান্য এর কারণ।

গ্রীস

বিবাহ এবং পারিবারিক জীবনে ক্ষয়, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক অনুর্বরতা, নির্বাসন এবং বিধ্বংসী গৃহযুদ্ধ, কেরানির এবং অন্যান্য কাজের জন্য রোমানগণ কর্তৃক গ্রীকদের রোমে প্রেরণ—এই জন্যই প্রথমটির অবলুপ্তি ঘটে। আদি গ্রীক জনগোষ্ঠীতে পরিবর্তন দেখা দেয় সেই সভ্যতার অবক্ষয়ের কাছাকাছি সময়ে।

রোম

রোমের সভ্যতা দীর্ঘতর কাল স্থায়ী হয়েছিল তার কারণ এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল প্রশস্ততর। এই সাম্রাজ্য তার সেবায় ইউরোপের সমস্ত জনগোষ্ঠীর উদ্দীপনা এবং প্রতিভা আকর্ষণ করেছিল। বিলাস এবং প্রমোদের বৃদ্ধি, চার্চ কর্তৃক কৌমার্যের প্রচার, বিবাহ আদবকায়দা-বিরোধী এবং বোঝাস্বরূপ এই প্রচলিত সামাজিক ধারণা এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে অনুর্বরতা জনসংখ্যার শ্রেষ্ঠ অংশকে নির্মূল করেছিল।

স্পেন

মুর এবং ইহুদীদের বহিষ্কার, ইনকুইজিশন, চার্চ কর্তৃক কৌমার্যের সমর্থনে প্রচার, চিরস্থায়ী যুদ্ধবিগ্রহ, উপনিবেশ স্থাপন, বিলাস এবং সম্পদের বৃদ্ধি—এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ বংশধারাগুলির প্রাণরস শুষে নিয়েছিল।

আমেরিকা

আমেরিকায় অগ্রগতি পশ্চিমমুখী। ক্ষমতার অভিকর্ষকেন্দ্র পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পাশ কাটিয়ে গিয়েছে। মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল প্রাধান্য দাবি করছে এবং সুদূর পশ্চিমের দিন আগত।

গ্রেট ব্রিটেন

যুদ্ধ (প্রত্যক্ষভাবে) এবং করের বোঝা (অপ্রত্যক্ষভাবে) পেশাদার শ্রেণীর পৈত্রিক সম্পদ ধ্বংস করে জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করেছে।

এ বিষয়ে জ্ঞানের প্রসার এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের প্রয়োজন।

উপসংহার

(১) ভারতের বিভিন্ন নরগোষ্ঠীগুলির কি নর্ডিক অথবা ভূমধ্যীয় অঞ্চলের নরগোষ্ঠীগুলির মতো গুণাবলী আছে? বিশেষত বাঙালীদের ক্ষেত্রে কী?

(২) বাঙালীরা কি অন্তর্মুখ? তারা কি অধিকতর আত্মহত্যাপ্রবণ?

(৩) জনগোষ্ঠীর অধিবৃত্তের নিয়ম ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কীভাবে প্রযোজ্য? আমরা কি ক্ষয়িষ্ণু, না কি আবার আমরা ঊর্ধ্বমুখী চিত্রাঙ্কলেখের দিকে আরোহণ শুরু করেছি?

(৪) অসবর্ণ বিবাহ কি ভবিষৎ বংশধরদের পক্ষে লাভজনক এবং যদি তা হয়, তবে কী ধরনের অসবর্ণ বিবাহ ?
(৫)ভারতীয় জনগণের—অন্ততপক্ষে ছাত্রদের—মানসিক সমীক্ষা হওয়া উচিত ।

London and New York
G.P. Putnam's Sons
1906.

Physical Efficiency
(A Review of the deleterious effects of town life upon the population of Britain with suggestions for their arrest) by

James Cautlic
M.B., M.B.
D.Ph.

ভারতবর্ষেও একটি থাকা উচিত ।

উপক্রমণিকা (by Sir Lauder Brunton)

ইংল্যান্ডে "National League for Physical Education and Improvement." নামে একটি সঙ্ঘ আছে।

মুখবন্ধ (লেখক by Sir James Crichton-Browne M.D., LLd., F.R.S)

মেডিক্যাল অফিসার্স অব হেলথ-এর রিপোর্টগুলিতে স্থানীয় স্বার্থের বাইরেও কিছু থাকে । একটি কেন্দ্রীয় দফতর থাকা উচিত যেখানে এইসব রিপোর্ট সংগৃহীত এবং বিশ্লেষিত হবে এবং যার ভিত্তিতে একটি বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকাশিত হবে ।

Dr. Clouston-এর মতে ভয়ঙ্কর ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী (১৯০৬ সালের আগে) ব্রিটিশ জনগণের স্নায়বিক শক্তি ৩০% হ্রাস করে দিয়েছিল ।

"নরগোষ্ঠীগুলির মধ্যে কেবল অ্যাংলো-স্যাক্সনরাই অনেক রকম জলবায়ুর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে এবং পরিবর্তিত অবস্থায় মানিয়ে নেবার ক্ষমতা এদের এখনও নিঃশেষ হয়নি ।"

১ম অধ্যায়

শারীরিক অবনতি সম্পর্কে সম্প্রতি দুটি রাজকীয় আয়োগ নিযুক্ত করা হয়েছিল । আয়োগের সিদ্ধান্ত এই বিশ্বাসকে সমর্থন করে যে, ব্রিটেনের জনগণের স্বাস্থ্যের সত্যিই অবনতি হচ্ছে না ।

১৮৭৪ সালের পূর্ববর্তীকালের পরিমাপের সামরিক পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্য নয় ।

শারীরিক শক্তি এবং সহ্যশক্তির পরীক্ষায় ব্রিটিশরা গৌরবময় ইতিহাস বজায় রেখেছে। আন্তর্জাতিক শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই হয় ব্রিটেনে হবে নয় ব্রিটিশ বংশধরদের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব ছিনিয়ে নিতে হবে ।

উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে দৈহিক গঠন উন্নত মানের ।

রাজধানীর পুলিশবাহিনী ১৭০০০ লোক নিয়ে গঠিত । তাদের উচ্চতা অবশ্যই ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং তাদের ছাতির মাপ এবং ওজন হবে সঙ্গতিপূর্ণ ।

প্রয়োজন হলে দেশে উত্তম শারীরিক গঠনসম্পন্ন লোকের সংরক্ষিত বাহিনী আছে ।

শারীরিক সহ্যশক্তি এবং কর্মশক্তিতে ব্রিটিশ শ্রমিক সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর থেকে এগিয়ে ।

"সমাজের এক বিরাট অংশের সাময়িক অবনতি হয়েছে একথা যদি স্বীকার করেও নেওয়া হয়, তবু কোনও নরগোষ্ঠীর প্রবণতা হল তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং, এমন কি, সাময়িকভাবে অধঃপতিত জনের বংশধররাও পরিবেশ অনুকূল

হলে তাদের পৈত্রিক ধরনে প্রত্যাবর্তন করবে।"

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এ এক বছরের কম বয়সের শিশুদের মধ্যে সর্বশেষ মৃত্যুহার হাজার প্রতি ১৩৬।

ব্রিটেন কি নিঃশেষিত? সে কি "অন্য দিকের কর্মতৎপর কারও" কাছে হার মানবে?

সভ্যতার বয়স হলেই যে তার অবক্ষয় হয় না একথা বোঝাতে Cantlie চীনা এবং জাপানীদের উদাহরণ দিয়েছেন।

চীনারা সুনির্বাচিত প্রজনন সম্ভূত জনগোষ্ঠী।

দক্ষতা কি শারীরিক গঠনের উপর নির্ভরশীল?

দক্ষতা মানে "বৌদ্ধিক যোগ্যতা, শাসন, উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগের উন্নতিবিধানের ক্ষমতা; সে উদ্যোগ বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক অথবা অনুসন্ধানমূলক যা-ই হোক না কেন।"

শারীরিকভাবে দুর্বল মানুষ উচ্চ স্তরের মানসিক যোগ্যতার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু তাদের সন্তানদের এই গুণের অধিকারী হবার সম্ভাবনা কম। তা ছাড়া, হিসাবে দেখা যায় যে, শরীরের দিক থেকে যে-সব পিতা-মাতা স্বাভাবিক মানের নীচে, তারা আরও নীচু শারীরিক মানের সন্তানের জন্ম দেয়।

ব্রিটেনের জনসংখ্যা কি অত্যধিক?

নৌবাহিনী কেবল ব্রিটিশ নাগরিকদের দিয়েই পূর্ণ করা হয় না। জার্মান, স্কান্ডিনেভিয়ান এবং ওলন্দাজ নাবিকদের দিয়েও পূর্ণ করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা নিতান্তই স্থানীয় ভিড়। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের ভিতরে তখন আরও ১০০০০০ ব্রিটিশ বংশধরদের জায়গা আছে।

শিশুমৃত্যু

জন্মহার হ্রাসের কারণ:

* (১) বিলম্বে বিবাহ (২) সংক্রামক ব্যাধি (২) পারিবারিক ধর্মবিশ্বাসের অভাব (৪) তরুণী মেয়েদের পরিচারিকার এবং অস্বাভাবিক শারীরিক কাজ (৫) সুরা।

বর্ধমান মৃত্যুহারের কারণ:

(১) অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং পরিবেশ (২) বাড়িভাড়ার উঁচু হার (৩) গ্রামাঞ্চল পরিত্যাগ এবং শহরে অত্যধিক জনসমাগম (৪) বংশধরদের মধ্যে অর্জিত রোগের সঞ্চার (৫) ধর্মহীনতা এবং শৃঙ্খলার অভাব।

Cantlie এই মত পোষণ করেন যে, স্বামী অথবা স্ত্রী কেউ যদি 'পরিবার নয়' এই নীতিতে বিশ্বাসী বলে প্রমাণিত হয় তবে তাদের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার পাওয়া উচিত।

পরিবারের আয়তন

"রাজনীতি এবং সঙিন নয়, বহুসংখ্যক এবং বীর্যবান্ জনগণই আমাদের উপনিবেশের সম্পদ এনে দিয়েছে।"

আমাদের ন্যূনতম প্রয়োজন প্রতিটি পরিবারের চারটি সন্তানের পূর্ণবয়স প্রাপ্তি এবং প্রত্যেকটি লোক বিয়ে করলে তবেই কোনওমতে এটা সম্ভব হতে পারে।

জাতিগত প্রথায় পরিবর্তন

ব্রিটেনের প্রাচীন সেলটিক অধিবাসীরা ছিল রোমান প্রভাবাধীন, প্রধানত শহরবাসী। স্যাক্সনরা, যারা এই দ্বীপ জয় করে, গ্রামীণ জীবন পছন্দ করত। আধুনিক নাগরিক জীবন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফল।

বাষ্পীয় জাহাজ এবং অবাধ বাণিজ্য একযোগে আমদানি করা খাদ্যদ্রব্যকে দেশে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে সুবিধাজনক প্রতিযোগিতার সুযোগ করে দেয়। এর ফলে জমির মূল্য হ্রাস পায় এবং গ্রামের শ্রমিকরা স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হয়। বর্তমানে সমস্যা হল সাম্রাজ্যের কার্য পরিচালনার জন্য এক স্বাস্থ্যবান জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা।

গ্রামের প্যারিশ থেকে শহরের প্যারিশে চলে আসার ফলে নতুন নাগরিকদের উপর যাজকদের ক্ষমতা এবং প্রভাব অন্তর্হিত হয়েছে। অপরাধের উদ্‌ঘাটন এবং শাস্তিবিধানই একমাত্র সংযতকারী প্রভাব।

ব্রিটিশ বংশধরদের সর্বোত্তম সমৃদ্ধি কোথায় হয়

পুরান স্বদেশে যতটা ছিল নতুন কোনও দেশেই ব্রিটিশদের মধ্যে তার চেয়ে উন্নত শারীরিক বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাধারণ মান বজায় থাকছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ৫০ এবং ৬০ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। উপনিবেশের যে অঞ্চলের জলবায়ু মাতৃভূমির জলবায়ুর প্রায় অনুরূপ, উপনিবেশের সেই অঞ্চলেই সব সময় ব্রিটিশ জাতিসুলভ কর্মতৎপরতার প্রাবল্য। বড় শহরগুলি কানাডায় যথাসম্ভব দক্ষিণে এবং আমেরিকায় যথাসম্ভব উত্তরে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় নাগরিক কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু শীতলতম অথবা অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ অঞ্চল অথবা পার্বত্যাঞ্চল (ইউরোপের যে-কোনও দেশের তুলনায় গ্রেট ব্রিটেনের জনসংখ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপাত অনেক বেশি)।

নিউ ইয়র্কের রেলের কুলির শারীরিক গঠনের তুলনায় ম্যানচেস্টারের রেলের কুলির শারীরিক গঠন ত্রুটিপূর্ণ।

আমেরিকার নাগরিক

যে-সব রাজ্যের জনগণের রক্তে ৩ অথবা ৪ পুরুষ ধরে নতুন কোনও ইউরোপীয় রক্ত সঞ্চারিত হয়নি সেখানে জনগণের শারীরিক গঠনে অবনতি হয়েছে।

আমেরিকার "কাউ বয়" শ্রেণীর মধ্যে সুন্দরতম শারীরিক গঠনের কিছু নমুনা চোখে পড়ে, কিন্তু Cantlie এগুলিকে ক্ষণস্থায়ী পর্যায় বলে গণ্য করেন। ঝোঁকটা শহরমুখী এবং কোনও ইংল্যান্ডারই কৃষি এবং গ্রামীণ জীবনে সন্তুষ্ট নয়। জাতি হিসাবে (শ্বেত) আমেরিকানরা সুষমদেহী এবং তাঁদের মুখাবয়ব অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো।

অস্ট্রেলিয়া ৪০° এবং ১৫.৫°-এর মধ্যে ভিক্টোরিয়া (রাজধানী মেলবোর্ন) ৪০° এবং ৩৫°-এর মধ্যে। নিউ সাউথ ওয়েলস (রাজধানী সিডনি) ৩৫° এবং ৩০.৫°-এর মধ্যে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া (রাজধানী এডিলেড) ৩৫° এবং ২৭.৫°-এর মধ্যে। নিউজিল্যান্ড ৩৫° এবং ৪৮.৫°-এর মধ্যে। ওয়েলিংটন (রাজধানী) উত্তর দ্বীপের দক্ষিণে প্রায় ৪২.৫°। যুক্তরাষ্ট্র ৩০° এবং ৫০° উঃ-এর মধ্যে ; নিউ ইয়র্ক ৪২° উঃ, বোস্টন ৪৪° উঃ ; ওয়াশিংটন ৩৮° উঃ ; সানফ্রানসিসকো ৩৭° উঃ ; শিকাগো ৪২° উঃ, ফিলাডেলফিয়া ৪০° ; লস্ অ্যাঞ্জেলস ৩৪° উঃ। বোস্টন, নিউ ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, শিকাগো ইত্যাদি। কানাডা—উল্লেখযোগ্য অঞ্চল ৪৫° থেকে ৪০° উঃ-এর মধ্যে ; অটোয়া ৪৫° উঃ ; মন্ট্রিল ৪০° উঃ ; উইনিপেগ ৫০° উঃ ; ভাঙ্কুবর ৪৯° উঃ ; সম্ভবত ইয়র্ক অধিকতর গ্রামপ্রধান বলে।

অ্যাংলো-স্যাক্সনরা আমেরিকায় ৩০° উঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত অঞ্চলে সমৃদ্ধিশালী, অর্থাৎ ব্রিটেনের সর্বদক্ষিণ বিন্দু থেকে ২০ নীচে। শুধু আমেরিকাতেই নয়, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকাতেও জলবায়ুর একটি সীমারেখা আছে, যার বাইরে শ্বেতকায় মানুষ একটি স্বাস্থ্যবান বংশ বিস্তারে অক্ষম।

শারীরিক আপজাত্যের লক্ষণসমূহ

কৃত্রিম খাদ্য উৎপাদন।
দন্তরোগের প্রাদুর্ভাব।
অগ্নিমান্দ্য আরোগ্যের একচেটিয়া চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যাপকতা।
স্নায়বিক রোগের হাতুড়ে চিকিৎসার ব্যাপকতা।
বিকৃত-মস্তিষ্ক লোকের উদ্ভট ধর্মীয় আচরণের আধিক্য।

সিদ্ধান্ত : সকল প্রকার কৃত্রিমতা মিশ্রিত মানবজাতির পক্ষে কি স্বাস্থ্যবান্ নরগোষ্ঠীর জন্ম দেওয়া সম্ভব ?

কানাডিয়ানরা

শারীরিক গঠন যথেষ্ট ভাল, তবে মূল বংশধারার সঙ্গে একটা পার্থক্য গড়ে উঠছে। এই পরিবর্তনের ফলে উন্নতি হবে না অবনতি হবে সেকথা এত শীঘ্র বলা সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মকালীন উদরাময় সর্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ ; যত শিশু জন্মায় তার ৪০% এই রোগে মারা যায়। কিন্তু যারা বেঁচে যায়, এই রোগ তাদের শারীরিক গঠনের কোনও ক্ষতি করে না। কানাডা চরম জলবায়ুর শিকার। অভিবাসন বন্ধ হলেও সুন্দর শারীরিক গঠন সম্ভবত বজায় থাকবে।

অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়ার অর্ধাংশ গ্রীষ্মমণ্ডল অথবা প্রায়-গ্রীষ্ম মণ্ডল। অস্ট্রেলিয়া বিষুবরেখার উত্তরে একই উচ্চতায় অবস্থিত হলে জলবায়ু সম্পূর্ণ অন্যরকম হত এবং Cantlie-র মতে, শ্বেত অস্ট্রেলিয়া গড়ে তোলা অসম্ভব হত। অস্ট্রেলিয়ান সেনারা, এবং সাধারণভাবে অস্ট্রেলিয়ানরা, ব্রিটিশদের তুলনায় কৃশকায়। এর কারণ তারা (অস্ট্রেলিয়ানরা শহরবাসী। যে-মহাদেশ ১০০ মিলিয়ন লোককে প্রতিপালন করতে পারে, সে মাত্র ৪ মিলিয়ন লোককে প্রতিপালন করে। জনসংখ্যার ৩৩% শহরে বাস করে।) দানা-শস্যের থেকে মাংস বেশি খায়। এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের লোকের সঙ্গে তাদের মিল নেই। গোমাংস এবং ভেড়ার মাংস অস্ট্রেলিয়ায় সস্তা এবং প্রত্যেকবার খাওয়ার সময় চা পান করা হয়...হজমের গোলমাল অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণ ব্যাপার।

নগরজীবনের অমঙ্গলগুলি দেখা দিচ্ছে, জন্মহার কমে যাচ্ছে এবং অভিবাসন সীমিত করা হচ্ছে। মেলবোর্ন, এডিলেড এবং সিডনির জলবায়ু গ্রীসের মতো এবং আরও উত্তরাঞ্চলে জলবায়ু প্রায়-গ্রীষ্মমণ্ডল অথবা গ্রীষ্মমণ্ডলের মতো। দেশজ শ্বেতকায় অধিবাসীরা এখনও তৃতীয় প্রজন্মে পৌঁছয়নি। অস্ট্রেলিয়ায় অন্তর্প্রজননজাত জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধি সম্ভব কি না তা সন্দেহজনক এবং তাদের পক্ষে উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় সমৃদ্ধি লাভ করা অসম্ভব। এর আগে সেখানে নেগ্রিটো, মালয়ী এবং পাপুয়ানদের সমৃদ্ধি হয়নি।

দক্ষিণ আফ্রিকা— কেপ কেলোনি ৩৫° এবং ২৫.৫°-এর মধ্যে ; দক্ষিণ, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট. বাসুতোল্যাণ্ড ৩১.৫° এবং ২৭.৫°-এর মধ্যে ; ট্র্যানসভাল ২৩.৫° এবং ২৮.৫°-এর মধ্যে। চীন— ২২° উঃ এবং ৪৩° উঃ (মঙ্গোলিয়া বাদে) ; পিকিং ৪০° উঃ ; সাংহাই ৩২° উঃ ; হংকং ২২° উঃ ; ক্যান্টন ২৩° উঃ ; নানকিং ৩২° উঃ। ভারতবর্ষ ৯° উঃ এবং ৩৫° উঃ-এর মধ্যে ; বাঙলা ২১° উঃ এবং ২৬° উঃ-এর মধ্যে ; পঞ্জাব, কাশ্মীর এবং উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ ৩০° উঃ-এর উপরে।
জাপান ৩২° উঃ ; এবং ৪৫° উঃ এবং ৪৫° উঃ-এর মধ্যে।নিগ্রোরা দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে বাস করে, বিষুবরেখার কাছে।
বাঙলার সঙ্গে তুলনা করুন এবং যৌনি ব্যাধির পূর্ণ নিরাময় এবং কোষ্ঠী যোগ করুন।

ভূমি এবং সমুদ্রের বণ্টন এই পার্থক্যের কারণ।
১) সুমেরুর তুষার দক্ষিণে যতদূর বিস্তৃত কুমেরুর তুষার উত্তরে তার থেকে বেশি দূর বিস্তৃত।

২) বিষুবরেখার দক্ষিণে সমুদ্রের প্রভাব জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়।
৩) বিষুবরেখার উত্তরে ভূমি বেশি এবং জল কম এবং সেই কারণে উষ্ণতা বেশি।
বাঙলাতেও তাই।
Cantlie -র মতে মাংস এবং চা একত্রে খারাপ খাদ্য। চায়ের ট্যানিন মাংসের অ্যালবুমিনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ট্যানেট অব অ্যালবুমিন তৈরি করে, যা হজম হয় না এবং বিশোষিত হয় না।

নিউজিল্যান্ড

১) দ্বৈপ জলবায়ু।
২) অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে কৃষিনির্ভর।
৩) স্থানীয় অধিবাসী মাওরিরা সুদেহী।
৪) নিউজিল্যাণ্ডারদের শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমেরিকানদের উত্তেজনাপ্রবণ চরিত্রের বৈষম্য উল্লেখযোগ্য, যা নিউজিল্যাণ্ডের ভবিষ্যতের শুভ সূচনা করে।

উপসংহার

যে-সব দেশে ব্রিটিশবংশীয়রা বসতি স্থাপন করেছে তার মধ্যে নিউজিল্যান্ডে এই নরগোষ্ঠীর সম্ভাবনা যত উজ্জ্বল তেমন আর কোথাও নয়।

দক্ষিণ অফ্রিকা

সেই সব মাতাপিতাই সর্বোত্তম সন্তানের অধিকারী যাদের মধ্যে একজন ব্রিটিশ এবং অন্যজন বোয়ার। উপনিবেশ পত্তনের দীর্ঘকাল পরেও বোয়াররা বীর্যবান রয়েছে। ব্রিটিশরাও সম্ভবত দক্ষ থাকবে। কেপ কলোনি এবং নাটালের উপকূলরেখা উপনিবেশ পত্তনের অনুকূল নয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে অবস্থিত বলে ট্রান্সভালের উপযুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

কেপ টাউন সম্পর্কে কী বলা আছে ?

সিদ্ধান্তসমূহ

১) ১৮৪৬ সালের কাছাকাছি সময়ে গ্রাম এবং শহরের জনবসতির হার ছিল ৪ :১। অবস্থার পুরোপুরি বদল হয়নি।
২) জনগণ শহরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে না।
৩) উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাদের ছুটি উপভোগ করবার, শহরতলীতে বাড়ি করবার এবং শহরের বাইরে শিক্ষা দেবার সামর্থ্য আছে তারা পর্যায়ের দিক থেকে উৎকৃষ্ট।
৪) শহরে যে-অপচয় হয় তার ৩৩% গ্রাম থেকে সংগ্রহের দ্বারা পূর্ণ করা হয়—সেই কারণে কৃষির গুরুত্ব।
৫) ১৮০১ সালে ৯০০,০০০ লোকের খাদ্য বিদেশ থেকে আনতে হয়েছিল।
১৮৯৫ সালে ২৫,০০০,০০০ লোকের খাদ্য বিদেশ থেকে আনতে হয়েছিল।

নগর এবং গ্রাম

ইংল্যান্ডে নগরজীবন বাসস্থান, পয়ঃপ্রণালী, জল এবং খাদ্যের দিক থেকে উৎকৃষ্টতর কিন্তু বায়ুর দিক থেকে নিকৃষ্টতর। ভিড়াক্রান্ত শহরের বায়ুতে সেই প্রাণদায়ী উপাদান ওজোন নেই। ইংল্যান্ডে আটলান্টিকের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে যে-কোনও বায়ুর থেকে বেশি ওজোন থাকে। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উত্তর-পূর্ব বায়ু থেকে খানিকটা ওজোন পায়, কিন্তু মধ্যাঞ্চল কখনও পায় না। ১৮৮৫ সালের ১৮ জানুয়ারি Cantlie ওজোনের পরিমাণ পরীক্ষার জন্য একই সময়ে লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ু পরীক্ষা করেন। বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল উত্তর-পূর্ব থেকে, ঘণ্টায় ১½ মাইল বেগে। ব্রাউন্‌সউড পার্ক উঃ পূঃ-এর কোথাও ওজোন পাওয়া যায়নি।

এই কারণেই ওয়েস্ট এন্ড অঞ্চল বেছে নেওয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ

লন্ডনের যুবকদের মধ্যে সব থেকে স্বাস্থ্যবান অংশ হল তার এবং বার্তাবাহক ছেলেরা, যারা ঘরের বাইরে জীবন কাটায়।

রাস্তায় হাঁটা পছন্দ নয় কেন—

ফুটপাতের ঢাল যদি প্রতি ১ ফুটে ১ ইঞ্চি হয় তবে একটি পা অন্য পা থেকে ১ ইঞ্চি উঁচুতে থাকে। ফলে ভারসাম্য বজায় রাখতে অতিরিক্ত উদ্যমের প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে বাস-এ "উঁচু দিক" এবং "নীচু দিক" আছে। পুরুষরা নীচু দিক পছন্দ করেন এবং অপেক্ষাকৃত আঁট-সাঁট পোশাকপরা মহিলারা উঁচু দিক পছন্দ করেন।

১৮৮৫ সালে প্রথমে প্রস্তাব করা হয়। ১৯০৫ সালের ১ আগস্ট ডেইলি মেল-এ একটি কার্যকর পদ্ধতির চিত্র দেওয়া হয়।

Cantlie নলের ভিতর দিয়ে শহরে বিশুদ্ধ বায়ু আনবার পরামর্শ দিয়েছেন। কয়েক বছর পরে **Sir Benjamin Ward Richardson** তাঁর **"City of Hugeia"** গ্রন্থে শহরের বাইরের ভাণ্ডার থেকে নলের ভিতর দিয়ে তাঁর শহরের বাড়িগুলিতে বায়ু প্রবেশ করান।

বায়ু

একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে ২০ মিনিটে ১০০ ঘন ফুট বায়ু যথেষ্ট।

Mr. Hinckes Bird-এর নিচের শার্সি তুলে দিয়ে এবং তার তলায় একটি হুড়কো লাগিয়ে নিচের অংশ বায়ুরোধী করে মাঝখানে ফাঁক রেখে ঘরে বায়ু ঢোকাবার পরিকল্পনা

মন এবং শরীরের মধ্যে সম্পর্ক

"দূষিত এবং কার্বনিক অ্যাসিড ভর্তি পরিবেশে শ্বাস নিয়ে কেউ নম্র হতে পারে না, সেবার জন্য অথবা তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না।"

মেয়েরা

মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ শ্রেণীর মেয়েদের দৈহিক গঠন উন্নত হচ্ছে, সাধারণ ঘরের মেয়েদের—বিশেষ করে গৃহভৃত্যশ্রেণীর লোকের মেয়েদের—শারীরিক গঠনের অবনতি হচ্ছে। যে-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাদের দিনের বেলায় কাজ করতে হয় এবং রাত্রে ঘুমোতে হয় সেটাই এর কারণ। স্ত্রীলোকরা মাঠে কাজ করা, এমন কি ফল তোলাও ছেড়ে দিয়েছে।

ছেলেরা

উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলেদের কিন্তু মেয়েদের মতো উন্নতি হচ্ছে না—এমন কি তাদের অবনতি হচ্ছে। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের লালনপালন করা বেশি কঠিন বলে মনে করা হয়। **Cantlie**-র মতে ছেলেদের পর্যাপ্ত পোশাক পরানো হয় না। ৪ থেকে ১০ বছর বয়সের মেয়েদের পোশাকের ওজন একই বয়সের ছেলেদের পোশাকের ওজনের দ্বিগুণ। আবহাওয়া উষ্ণ না হলে ইংল্যান্ডের মতো দেশে প্রতি স্টোন ওজনের জন্য পোশাকের ওজন হওয়া উচিত ১ পাউন্ড। যেখানে ৩ স্টোন ওজনের একটি মেয়ের সাধারণত ৩ পাউণ্ড ওজনের পোশাক থাকে, সেখানে একই ওজনের একটি ছেলের পোশাকের ওজন ১$\frac{১}{২}$ পাউন্ড। "সেইলর-স্যুট"—"ইটন জ্যাকেট" প্রভৃতি কোমর এবং তলপেটের কাছাকাছি জায়গায় শরীরকে যথেষ্ট গরম রাখে না। ইটন-জ্যাকেটের বদলে নরফোক জ্যাকেট ব্যবহার করা উচিত।

Cantlie জোড়া বন্ধনী (joined brace) এবং উঁচু শক্ত কলারের নিন্দা করেন। কোমরের হাড় উপরের দিকে যেখানে শেষ হয়েছে তার নীচে বেল্ট পরা উচিত। বুট এবং জুতোর উঁচু গোড়ালি খারাপ। বুটের কেন্দ্র অথবা ডগা পায়ের পাতার মধ্যভাগের বিপরীত দিকে না রেখে বুড়ো আঙুলের বিপরীত দিকে রাখা উচিত।

শারীরিক উদ্যম এবং তার ব্যয়

"ফুট-পাউন্ড"—এক পাউন্ড ওজন ভূমি থেকে এক ফুট উঁচুতে তুলতে যে-শক্তির প্রয়োজন হয়।

"ফুট-টন"-কে "কাজের একক" (work-unit) বলা হয়।

১১ স্টোন ওজনের একটি লোক প্রতিদিন ৩৪০০ ফুট-টন শক্তি ব্যয় করে। এই শক্তি ব্যয় হয় (১) অভ্যন্তরীণ কাজে (২) তাপ উৎপাদনে (৩) বেশি সঞ্চালনে।

* পরিপাক, সঞ্চালন, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি।

অভ্যন্তরীণ কাজে অথবা পরিপাকের* কাজে ২৪ ঘণ্টায় ২৬০ ফুট-টন ব্যয় হয়।

তাপ উৎপন্ন হয় পেশি-সঞ্চালনে এবং আমাদের শরীরের ভিতরে সঙ্ঘটিত রাসায়নিক পরিবর্তনে। তাপ-সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রতিদিন ২৮৪০ ফুট-টন শক্তির ব্যয় হয়।

বিশদরূপে গণনার পরে জানা গিয়েছে

জলের তাপ ১° ফা. বৃদ্ধি করতে যে-শক্তির প্রয়োজন হয় তা $\frac{১}{৩}$ টন ওজন ভূমি থেকে ১ ফুট উঁচুতে তুলতে প্রয়োজনীয় শক্তির সমান। (১) এবং (২) শক্তির নিষ্ক্রিয় ব্যয়ের প্রতীক। পেশি-সঞ্চালনের জন্য আমাদের ৩৪০০—(২৬০+২৮৪০) = ৩০০ ফুট-টন শক্তি ব্যয় করতে হয়।

ব্যায়াম প্রয়োজনীয় কেন

যখন ৩০০ ফুট-টন শক্তির ব্যয় হয় না তখন শরীর বিকল হয়ে পড়ে। অব্যয়িত শক্তি অস্থির কয়েদির মতো এমন সব পথ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়।

আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৭.৬৭।

(ওজন যেখানে ১১ স্টোন, সমতল পথে ১ মাইল হাঁটতে ১৭ ফুট-টন শক্তি ব্যয়িত হয়।) Cantlie-র মতে স্বাস্থ্যের জন্য জোরপায়ে এক নাগাড়ে ১ ঘণ্টা হাঁটা প্রয়োজন। প্রত্যেক বার আধ ঘণ্টা করে হাঁটলে একাজ হবে না। এমন গতিতে হাঁটতে হবে যাতে হৃদ্‌যন্ত্র এবং সংবহন উদ্দীপিত হয় এবং হাঁটার গতিবেগ ক্রমশ বাড়াতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে এই ব্যায়াম থেকে ৩০০ ফুট-টন ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায় ন, তবে এটা শুধু এই জন্য যথেষ্ট যে, সাধারণত আমরা প্রতিদিন অফিসে এবং বাড়িতে নানা ধরনের কাজে অনেক শক্তি ব্যয় করি। তার মানে এই যে, শেষোক্ত কাজ যদি কমে যায় তাহলে এক ঘণ্টা হাঁটা শরীরের পক্ষে পর্যাপ্ত হবে না।

৫ পাউন্ড ওজনের একটি গ্রেট কোট এবং ৭ পাউন্ড ওজনের একটি হাত-ব্যাগ সঙ্গে নিলে মাইল প্রতি ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ হবে ১৯.০৭ ফুট-টন। একটি সৈনিক ৬০ পাউন্ড ওজনের জিনিসপত্র নিয়ে ১ মাইল হাঁটতে ২৪.৭৫ ফুট-টন এবং ১০ মাইল হাঁটতে ২৪৭.৫০ ফুট-টন শক্তি ব্যয় করে।

হাঁটা এবং শ্বসন

সাধারণ হার :—

প্রতি মিনিটে ১৫ বার। প্রত্যেক বার শ্বাস গ্রহণের সময় আমরা ৩২ ঘন-ইঞ্চি বাতাস গ্রহণ করি যাতে ১ মিনিটে ৩২×১৫ = ৪৮০ ঘন-ইঞ্চি বাতাস শরীরের ভিতরে যায়।

স্বাভাবিক হার—প্রতি মিনিটে ৪৮০ ঘন-ইঞ্চি।

হাঁটার গতিবেগ			শ্বাসের সঙ্গে গৃহীত বায়ুর পরিমাণ			
ঘণ্টায়	১	মাইল	প্রতি মিনিটে	৯১২	ঘন-ইঞ্চি	
,,	২	,,	,,	,,	১৩২০	,,
,,	৪	,,	,,	,,	২৪০০	,,
,,	৬	,,	,,	,,	৩২৬০	,,

শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নাবিকের ইউনিফর্ম সৈনিকের জ্যাকেট অথবা অসামরিক ব্যক্তির ওয়েস্টকোট অপেক্ষা ভাল। Cantlie বন্ধনী (brace)এবং বেল্ট দুটোই অপছন্দ করেন। বেল্ট পরলে পেটের উপর দিয়ে পরা উচিত নয়, কোমরের হাড় উপরের দিকে যেখানে শেষ হয়েছে তার নীচে পরা উচিত। পেটের উপরে বেল্ট পরলে অন্ত্রবৃদ্ধি (hernia), অর্শ প্রভৃতি হতে পারে ; হাঁটুর নীচে গার্টার পরলে 'ভেরিকোজ ভেইনস' হতে পারে। পদক্ষেপে দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের জন্য ১২ বছরের কম বয়সের শিশুদের পূর্ণবয়স্ক লোকের সঙ্গে হাঁটা এক বিরক্তিকর পরীক্ষা।

হাঁটা সম্পর্কে পরামর্শ

(১) হাঁটা প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সর্বোত্তম ব্যায়াম, কিন্তু শিশুদের জন্য নয়।
(২) প্রতি মিনিটে ১১৬ থেকে ১৩০ পা হারে এক নাগাড়ে ১ ঘণ্টা হাঁটুন।
(৩) যে-ব্যায়ামই করা হোক না কেন হাঁটা এক প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক।
(৪) হাঁটবার সময় নাকের ভিতর দিয়ে শ্বাস নিন।

দৌড়

সাধারণ দৌড়ে পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য ৩০ ইঞ্চি থেকে বেড়ে ৩৩ ইঞ্চি হয় এবং পদক্ষেপের সংখ্যা হয় ১১৬ থেকে ১৬৬।

খাদ্য

ডিমের ১ গ্রেন শুকনো শ্বেতাংশ প্রায় ৯২৩ ফুট-পাউন্ড শক্তি উৎপাদন করে, ১ গ্রেন শুকনো চর্বি প্রায় ১৮৪৭ এবং ১ গ্রেন শুকনো শ্বেতসার প্রায় ৭৮১ ফুট-পাউন্ড শক্তি উৎপাদন করে, মোট ৩৫৫১। অতএব প্রত্যেকটির ২১৪৪ গ্রেন প্রায় ৩৫৫১×২১৪৪ ফুট-পাউন্ড শক্তি যা ৭৬১৩,৩৪৪ ফুট-পাউন্ড অথবা ৩৩৮৮ ফুট-টন (মোটামুটিভাবে ৩৪০০ ফুট-টনের) সমান।

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিমের শুকনো শ্বেতসার বিশুদ্ধ অক্সিজেনের পরিবেশে পোড়ালে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ উৎপাদন করে। এটি সাবধানে হিসাব করা হয়েছে এবং প্রায়োগিক পরিভাষায় একে বলা হয় "তাপের একক" (units of heat)।

খাদ্য

(১) মাংস (২) রুটি (৩) মাখন (৪) আলু ইত্যাদি (৫) দুধ (৬) চিনি

	পরিমাণ পা. আ.	নাইট্রোজেন গ্রে.	কার্বন গ্রে	উৎপন্ন তাপ ফুট-টন
১)	১—০	১৬০	১০২৪	৮৮০
২)	১—৮	১২০	১৬৭৬	১৩৪০
৩)	০—১½	.৩	৪৫০	৪২০
৪)	০—১২	১২	৫৮৮	৪৫৬
৫)	০—৯½	১০	১০০	৭৯
৬)	০—১	০	১৮৭	২৭৫
	৪—০	৩০২.৩	৪০২৫	৩৪৫০

প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ধারণের দুটি উপায় আছে :—

(১) এমন একটি খাদ্য প্রস্তুত করা যা ৬৪৩২ গ্রেন শুষ্ক আমিষ শ্বেতসার, চর্বি এবং শ্বেতসারে পরিণত করা যায়।

(২) একজন মানুষের মলের পরিমাপ করে তার থেকে হিসাব করা। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ৪৫০০ গ্রেন মল ত্যাগ করে, যার মধ্যে থাকে ৪০০০ গ্রেন কার্বন এবং ৩০০ গ্রেন নাইট্রোজেন। উপরে বর্ণিত খাদ্যে মোটামুটিভাবে ৪০০০ গ্রেন কার্বন এবং ৩০০ গ্রেন নাইট্রোজেন আছে।

শ্বেতসার, পশুদেহের কোষ ইত্যাদি নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। কার্বনের সরবরাহ আসে শাক-সবজি থেকে।

শুধু মাংস খেয়ে জীবনধারণ করলে আমরা অত্যধিক নাইট্রোজেন পাব। কেবল শাক-সবজি খেয়ে জীবনধারণ করলে আমরা একবারের খাবারেই অত্যন্ত বেশি কার্বন পাব। এই কারণে মিশ্রখাদ্য কাম্য।

১৯০৬
(—) ৩০
১৮৭৬

"শারীরিক অবনতি এবং বিদেশজাত খাদ্য গ্রহণ প্রায় ৩০ বছর আগে একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল। xxx **ব্রিটিশদেব খাওয়ার জন্য টিনে ভরতি করা শিকাগোর কসাইখানার স্তূপীকৃত আবর্জনা দিয়ে ব্রিটিশ-শৌর্য বজায় রাখা যায় না।**"

সুরা

উঃ ইউরোপ, অর্থাৎ স্কটল্যান্ড, স্কান্ডিনেভিয়া এবং রাশিয়া—সুরা।

মঃ ইউরোপ, অর্থাৎ ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, জার্মানি, হাঙ্গারি, দঃ ইউরোপ—বীয়ার ওয়াইন।

গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে এগিয়ে গেলে দেখতে পাওয়া যায় সুরাজাতীয় পানীয়ের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে।

দীর্ঘকাল ধরে সুরাসক্ত কে ?
১) যে-ব্যক্তি প্রাতরাশের আগে সুরাপান করে।
২) যে-ব্যক্তি দিনের বেলায় এক বোতল হুইস্কি পান করে।
সুরাসক্তির পরবর্তী পর্যায়ে তার স্থান যার সকাল ১১টায় সুরার প্রয়োজন হয়।

সুরাপানের ফলে গেঁটে বাত হয়। গেঁটে বাত দুর্বল এবং অপজাত শিশুর জন্য এবং বন্ধ্যাত্বের জন্য দায়ী। দীর্ঘকাল ধরে সুরাসক্ত পিতা অথবা মাতার সন্তান মন এবং শরীরের দিক থেকে অপরিণত হয়। যে-ব্যক্তি কখনও কখনও মাত্রাতিরিক্ত সুরাপান করে সে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক নয়, জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক সেই ব্যক্তি, যে দীর্ঘকাল ধরে সুরাসক্ত, যার কোষগুলি সুরাসিক্ত।

প্রকার ?
যে সারাক্ষণ সুরা পান করে আইন তাকে ধরে না, ধরে তাকে যে কখনও কখনও সুরাপানে মত্ত হয়।

"কোনও প্রকারের সুরাই স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়। নিজেকে কাজের উপযোগী রাখবার জন্য যার সুরার প্রয়োজন সে শারীরবৃত্তের দিক থেকে দেউলিয়া।" xxx "তার সহজ কোনও কাজ খুঁজে নেওয়া উচিত।"

শিশু-খাদ্য

পাঁচ অথবা ছয় মাস বয়সের আগে কোনও শিশুকেই কৃত্রিম দুধ দেওয়া উচিত নয়। অগ্ন্যাশয়ের ক্ষরিত রস, যার সাহায্যে প্রধানত শ্বেতসার জাতীয় এবং অন্যান্য খাদ্য পরিপাক হয়, জন্মের পরে ৫ মাসের আগে দেখা যায় না।

শিশুদের জন্য কৃত্রিম খাদ্য

মায়েরা শিশুদের স্তন্য পান না করালে তাদের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারাবে।

(১) প্রথম মাস—$\frac{১}{৩}$ গরুর দুধ, $\frac{২}{৩}$ জল
(২) দ্বিতীয় মাস—$\frac{১}{২}$ গরুর দুধ, $\frac{১}{২}$ জল
(৩) তৃতীয় মাস—$\frac{২}{৩}$ গরুর দুধ, $\frac{১}{৩}$ জল

তৃতীয় মাসের পর থেকে ষষ্ঠ মাস পর্যন্ত শুধু দুধ।

চুষি-কাঠি অথবা রবারের বোঁটা চোষা অনিষ্টকর। এর ফলে মুখ, নাসিকা-নালী এবং শ্বাস-নালীর স্থায়ী বিকৃতি ঘটে এবং সেই

সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিকৃতি ঘটে। এর ফলে অনিবার্যরূপে গলরসগ্রন্থির স্ফীতি হয়।

মুখ এবং নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস

নাকই স্বাভাবিক পথ যেখানে বাতাস শ্বাসনালীতে ঢুকবার আগে আর্দ্র এবং উষ্ণ হয়। বাতাস যখন মুখ দিয়ে ঢোকে, গলা এবং টনসিল সরাসরি প্রদাহের শিকার হয়, যার ফলে টনসিল ফুলে গিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে আরও বাধার সৃষ্টি করে। গলরসগ্রন্থি, যা কান পর্যন্ত বিস্তৃত, স্ফীত হয়ে ইউস্টেশিয়ান টিউব-এর (Eustachian tubes) মুখ বন্ধ করে দেয় ; এর ফলে কানের মধ্যে বাতাসের ভারসাম্য নষ্ট এবং কানের গোলমাল হয়।

চুষিকাঠি ব্যবহারের এই পরিণামের কথা উল্লেখ করে Cantlie এই যুক্তি খণ্ডন করেন যে, চুষিকাঠির ব্যবহার মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালাতে বাধ্য করে।

Cantlie-র মতে আইনের সাহায্যে চুষিকাঠি বন্ধ করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

চুষিকাঠি লালাস্রাবী গ্রন্থিগুলিকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেবার বদলে তাদের সর্বদা সক্রিয় রাখে। লালায় উৎসেচকের গাঁজ (ferment in the saliva ptyalin) অপচিত হয় এবং পরিপাকের উপযুক্ত সময়ে সরবরাহ হয় না। পাকস্থলীর লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসও একইভাবে অপচিত হয়—যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত রসেরও একই অবস্থা।

যথা পেপসিন এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড

দাঁত

আমাদের খাদ্যের উচ্চ তাপমাত্রার জন্য তাড়াতাড়ি দাঁতের ক্ষয় হয়।

১) যে-সব স্তন্যপায়ী শিশু ৯৮.৪° ফাঃ উষ্ণতার দুধ পান করে তাদের দুধের দাঁত অনেক দিন থাকে।

২) বোতলের দুধ অনেক বেশি গরম (কখনও কখনও ১১৫° ফাঃ)। মা অথবা ধাই-এর কাছে ৯৮.৪° অত্যন্ত ঠাণ্ডা।

৩) আমরা আমাদের মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে (mucous membrane)শরীরের তাপের থেকে ১৫° থেকে ৩০° বেশি তাপ সহ্য করতে অভ্যস্ত করিয়েছি। এইভাবে যে-শিশু বোতলে দুধ খায় তাকে আমরা স্বাভাবিকের থেকে ২০° বেশি উষ্ণতার দুধ দিচ্ছি। এটা একজন পূর্ণবয়স্ক লোককে ১৪০° থেকে ১৫০° ফাঃ তাপের খাবার খেতে বাধ্য করার সামিল। তাপের জন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির প্রদাহ শিরাকে মাঢ়ীর উপরের স্তরে নিয়ে আসে এবং মাঢ়ীর ভিতরে দাঁতের যে-অংশ থাকে তাকে স্বাভাবিক রক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত করে। রক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে দাঁতের বৃদ্ধি ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং তাড়াতাড়ি ক্ষয় হবার প্রবণতা দেখা যায়।

Cantlie বলেন, ১৪০° উষ্ণতার চা চামচ থেকে চুমুক দিয়ে খাওয়া যায় ; ১৩০° কাপ থেকে : ১২০° ফাঃ-এর নিচে হলে প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে তা ঠাণ্ডা। আমরা আমাদের শরীরের তাপমাত্রার থেকে ২০° বেশি উত্তপ্ত চা খাই এবং ডিম আর আলু খাই ১১৫° উষ্ণতার।

দন্ত চিকিৎসকদের লক্ষ্য হওয়া উচিত উত্তম দাঁত তৈরি করা, ক্ষয়ের সম্ভাবনা এবং ক্ষয় প্রতিরোধ সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা এবং শুধু ক্ষয়প্রাপ্ত দাঁতের চিকিৎসা করা নয়।

ব্যায়ামের তত্ত্ব

৮ম অধ্যায়

দুটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য

(১) শিকার এবং চাষ এই দুটি ছিল মানুষের স্বাভাবিক ব্যায়াম এবং এগুলি আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

(২) নিম্নাঙ্গের প্রত্যঙ্গগুলি অবহেলা করে ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রত্যঙ্গগুলির বিকাশ ঘটানো উচিত নয়।

ব্যায়ামাগারে ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রত্যঙ্গগুলিকে মানুষের প্রয়োজনের থেকে বেশি এবং সামঞ্জস্যহীনভাবে বিকশিত করা হয়। মঞ্চে যারা ব্যায়াম প্রদর্শন করে, তাদের মধ্যে কম লোকেরই নিম্নাঙ্গ সামঞ্জস্যপূর্ণ। জার্মানরা বৃষস্কন্ধ কিন্তু তাদের নিম্নাঙ্গ দুর্বল এবং তাদের সৈন্যসমাবেশ এবং কুচকাওয়াজের ক্ষমতা তদনুযায়ী ব্যাহত হয়।

জার্মানরা শরীর চর্চার বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষিত কিন্তু ক্রীড়াঙ্গনে নয়।

কোনও ব্যক্তির শক্তি নিহিত তার কোমর এবং উরুতে। কোনও গ্রীক অথবা রোমান মল্ল বাহুর পেশি জাহির করছে এমন কোনও চিত্র দেখা যায় না। তার উরু, কটি আর কোমরের পেশি প্রাধান্য পায় এবং দেখা যায় হাত আর পা দেহকাণ্ড থেকে ক্রমশ সরু হয়ে নেমে গেছে। দীর্ঘকাল বসা অবস্থায় কাজ করবার পরে হঠাৎ পর্বতারোহণ, জোরে দৌড়ানো, সাইকেলে বেড়ানো প্রভৃতি কঠিন ব্যায়াম হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে অনিষ্টকর এবং এর ফলে মাথা ঘোরা, শ্রান্তি ইত্যাদি দেখা দেয়। কখনও কখনও সাইকেল দুর্ঘটনা, সাইকেল পিছলে যাবার জন্য না ঘটে, রক্তচলাচলে ভারসাম্য নষ্ট হবার ফলে মাথা ঘোরার জন্য ঘটে।

কম বয়সের যে-কোনও সময়ে ব্যায়ামে অবহেলা করলে হৃদ্‌যন্ত্রের পেশি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পেশি সঙ্কুচিত হয়ে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

শরীর ক্ষয় হয় কেন ?

ধমনী স্থিতিস্থাপকতা হারায়, দেয়ালে অম্লযৌগ (lime salt) জমা হবার ফলে ধমনী প্রসারণক্ষমতা হারায় এবং পলকা হয়ে পড়ে।

শারীরিক ব্যায়াম প্রয়োজনীয় কেন ?

"আমাদের অঙ্গ-প্রত্যক্ষ এবং পেশিসমূহকে এমনভাবে সংরক্ষিত করতে হবে এবং সচল রাখতে হবে যাতে এগুলি এমন শক্তি সঞ্চিত রাখতে সমর্থ হয় যা প্রয়োজনে, নিজের ক্ষতি না করে, সাড়া দিতে পারে। XXX সমর্থ থাকা এবং সমর্থ মনে করার অর্থ হল কাজের জন্য সংরক্ষিত শক্তির অধিকারী হওয়া, তা যে-কোনও কাজই হোক না কেন।" XXX সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমঞ্জস্য সমন্বয়ে শরীরের সমস্ত অংশের (পেশি সংক্রান্ত, শ্বসন সংক্রান্ত এবং রক্ত-চলাচল সংক্রান্ত) বিকাশসাধন অবশ্য করণীয়।

কিছুকাল শ্রমসাধ্য ব্যায়ামের পরে হঠাৎ বিশ্রাম স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। অতএব বিশ্রাম নেওয়া উচিত ক্রমে ক্রমে। দীর্ঘ অবকাশের পরে স্বাভাবিক কাজে ফিরে এলে মানুষের শরীর খারাপ লাগে, কারণ বর্ধিত পরিমাণ ব্যায়ামের অবসান হয়েছে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে।

শিশুরা

শিশুদের শাল দিয়ে জড়িয়ে মায়ের বাহুতে বহন করার পদ্ধতি Cantlie অনুমোদন করেন। এই পদ্ধতি শিশুদের উষ্ণ রাখে। পেরাম্বুলেটরের মধ্যে শিশুদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উষ্ণতার ব্যবস্থা নেই।

আমাদের নগরজীবনে শিশুদের জন্য খেলার মাঠ প্রয়োজন।

শিক্ষা

শিশুদের আচারব্যবহারের উন্নতি হচ্ছে অথবা সামাজিক কিংবা নৈতিক শৃঙ্খলা এবং মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ছে দেখতে পাই না।

The Conflict of Colour

(ইংরেজীভাষী জনগোষ্ঠীর বিশেষ উল্লেখসহ বিশ্বব্যাপী বর্ণবৈষম্যমূলক সমস্যার বিস্তৃত সমীক্ষা)।

লেখক—B. L. Putnam Weale

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ—Manchu and Muscovite,

প্রকাশক Macmillan and Co. Ltd.
St. Martin's Street,
London
1910

The Reshaping of the Far East, The Truce in the East and its aftermath, The Coming Struggle in Eastern Asia, The Forbidden Boundary, The Human Cobweb ইত্যাদি ইত্যাদি।

সূচীপত্র

ভূমিকা লেখা হয়েছিল ১৯১০ সালের জুন মাসে, চীনের পিকিং-এ

সাধারণ ভূমিকা ... পৃঃ ১
১ম অধ্যায়
বর্ণ বর্তমান পৃথিবীকে কীভাবে বিভক্ত করছে ... পৃঃ ৮৫
২য় অধ্যায় : পূর্ব এশিয়ার পীত জগৎ ... পৃঃ ১২২
৩য় অধ্যায় : মধ্যপ্রাচ্য এবং
নিকট প্রাচ্যের বাদামী জগৎ ... পৃঃ ১৮৪
৪র্থ অধ্যায় : কৃষ্ণকায়-সমস্যা ... পৃঃ ২২৮
৫ম অধ্যায় : সামান্য সিদ্ধান্তসমূহ ... পৃঃ ২৬৪
সংযোজন-১ : প্রধান প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি
এবং তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলসমূহ ... পৃঃ ৩২১
সংযোজন-২ : জনবসতির ঘনত্ব ... পৃঃ ৩৩১

সংযোজন—২

জনবসতির ঘনত্ব

(প্রাপ্ত সর্বশেষ প্রাক্‌কলন থেকে সঙ্কলিত ; প্রধানত দশবার্ষিক পরিসংখ্যান ১৯০০-১৯০১ থেকে)

ইউরোপ

১) গ্রেট ব্রিটেন			
ইংল্যান্ড	৫৫৮	বর্গমাইল	প্রতি
স্কটল্যান্ড	১৫০	,,	,,
আয়ার্ল্যান্ড	১৩৬.৭	,,	,,
২) জার্মানি	২৯০	,,	,,
৩) ফ্রান্স	১৮৯.৫	,,	,,
৪) বেলজিয়াম	৫৮৯	,,	,,
৫) হল্যান্ড	৪৫৪	,,	,,
৬) ইতালি	৩০৬	,,	,,
৭) স্পেন	৯৬.৭	,,	,,
৮) অস্ট্রিয়া	২২৬	,,	,,
হাঙ্গেরি	১৫৪	,,	,,
৯) রাশিয়া			
ইউরোপীয় রাশিয়া	৫৯.৭	,,	,,
পোল্যান্ড	২২৭.২	,,	,,
সাইবেরিয়া	১.৪	,,	,,
১০) বুলগেরিয়া	১৫০	,,	,,

আমেরিকা

১) যুক্তরাষ্ট্র (আলাস্কাসহ)	২৫.৬	বর্গমাইল	প্রতি
২) কানাডা	১.৪৮	,,	,,
৩) মেক্সিকো	১৭.৭	,,	,,
৪) ব্রাজিল	৫.৪	,,	,,
৫) আর্জেন্টিনা	৫.৪	,,	,,

এশিয়া

১) ভারতবর্ষ (ব্রিটিশ)	২১১	,,	,,
সমগ্র ভারতবর্ষ	১৬৭	,,	,,
২) চীন	২৬৬	,,	,,
৩) জাপান	৩২০	,,	,,
৪) পারস্য	১৫	,,	,,
৫) শ্যাম	৩৫	,,	,,
৬) আফগানিস্তান	২০	,,	,,

অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি

অস্ট্রেলিয়া	১.৫	,,	,,
নিউজিল্যান্ড	১০	,,	,,
জাভা	৬০০	,,	,,
সুমাত্রা	২৫	,,	,,
বোর্নিও	৬	,,	,,

আফ্রিকা

১) আলজিরিয়া	২৮	,,	,,
২) কেপ কলোনি	৮.৭	,,	,,
৩) ট্রান্সভাল	১০	,,	,,
৪) মিশর (স্থায়ী বসতপূর্ণ স্থলভাগ)	৯৫০	,,	,,
৫) কঙ্গো ফ্রি স্টেট	১৫	,,	,,

জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে পৃথিবীর যে বিরাট জনশূন্য অঞ্চলের প্রভূত উন্নয়নের সম্ভাবনা আছে সেগুলি হল—

১) সাইবেরিয়া
২) ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা
৩) কানাডা
৪) অস্ট্রেলিয়া
৫) মঙ্গোলিয়া এবং মাঞ্চুরিয়া

এই অঞ্চলগুলি পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার দুই অথবা তিনগুণ লোক প্রতিপালন করতে পারে।

ক] সমাজের লোকেদের বিভাগ :—

(১) কর্মী

(ক) **manual**—যথা ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, কুমোর, কামার, ধোবা, মজুর, নাপিত ইত্যাদি।

(খ) **brain**—যথা রাজকর্মচারী, জমিদার কর্মচারী, বড় ব্যবসায়ী, সাহিত্যিক, কবি, অধ্যাপক ইত্যাদি।

(গ) **moral and spiritual**—পুরোহিত, সন্ন্যাসী, গুরু।

(২) নিষ্কর্মা

ভিক্ষুক, স্থবির, চিররুগ্ন।

খ] বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি—গুণকর্মানুসারে

প্রথমে শ্রেণীগঠন—ইহা হইতে পাশ্চাত্য দেশে **guild**-এর উৎপত্তি—এবং ভারতবর্ষে বংশজ জাতির সৃষ্টি। কর্মকুশলতা লাভের প্রয়োজনীয়তাই শ্রেণীবিভাগের কারণ। বংশজ জাতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি **Law of heridity**-র উপর। পাশ্চাত্য দেশে **guild**-এর লোকেরা যখন স্বার্থপর হইয়া পড়িল (জনসাধারণে অবাধ **guild**-এ প্রবেশ করিয়া ব্যবসায় শিখিতে পারিল না এবং তার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িতে লাগিল) তখন **guild**-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব সমাজের মধ্যে দেখা দিল। তারপর রাজশক্তির সাহায্যে **guild**-এর ধ্বংস হইল এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইল।

[রামচন্দ্র শূদ্রক ঋষিকে বধ করিয়াছিলেন তপস্যা করার অপরাধে—খুব সম্ভব ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় বা পরামর্শে]

ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের মধ্যে অধঃপতন হইলে এবং নীচবর্ণের মধ্যে চৈতন্যের উদয় হইলে বংশজ জাতির বিরুদ্ধে সমাজ খেপিয়া উঠিল। জাতিভেদের অচলায়তন ভাঙিবার জন্য ভারতে যুগে ২ চেষ্টা হইয়াছে—এখনও হইতেছে কিন্তু কোনও চেষ্টাই সম্পূর্ণ সফল হয় নাই (উদাহরণ—বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম, নানক প্রচারিত ধর্ম, শিখধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, তান্ত্রিকধর্ম ইত্যাদি)। ইহার মধ্যে বৌদ্ধধর্মই অধিক স্থায়ী হইয়াছিল কারণ রাজশক্তির সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম রাজশক্তির উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছিল যে হিন্দু রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে বৌদ্ধধর্মের লোপ হইল। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুসমাজের মধ্যে এত মৌলিক পরিবর্তন না ঘটাইলে এবং ব্রাহ্মণদের আক্রোশের হেতুতে পরিণত না হইলে বোধহয় সমূলে উৎপাটিত হইত না। যেসব ধর্মের আন্দোলন বৌদ্ধ যুগের পরে জাতিভেদের ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করিয়াছে সেগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণে হতবীর্য্য ও নির্জীব হইয়া পড়িলেও ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় নাই কারণ তাহারা ভারতীয় সভ্যতার মূল—বেদ ও বৈদিক শিক্ষা অগ্রাহ্য করে নাই।

[এখানে "বাজে চিন্তা"র মধ্যে আমার লিখিত **Failure of Buddhism** শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

গ] বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সম্বন্ধ—সমাজের বিধান কাহারা দিয়াছে ?

দেশাত্মবোধের সাধনা

উপক্রমণিকা—স্বদেশপ্রেম একটা ভাব বা sentiment। সকল ভাবের প্রসার বা হ্রাস হইতে পারে। বিভিন্ন ভাবের দৃষ্টান্ত। স্বদেশপ্রেমের ভাব মানুষের জীবনে জোয়ার-ভাটা খেলে। সমস্যা কি করিয়া এ ভাবকে স্থায়ী করা যাইতে পারে।

আদর্শ—স্বদেশপ্রেমের ভাবের দ্বারা জীবনকে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত করা। সকল চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা, বাক্য ও কর্ম এবং এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। তদভাব ভাবিত হওয়া চাই।

এই ভাবসাধনার প্রক্রিয়া আছে। সাধন পদ্ধতির দুই ভাব—(১) ধ্যান ইত্যাদি (২) আনুষঙ্গিক।

(২) আনুষঙ্গিক

(ক) স্বদেশ সম্বন্ধীয় পুস্তক পড়া। মহাপুরুষদের জীবনীপাঠ —কি উপায়ে অন্যান্য জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং কি কারণে অধঃপতিত হইয়াছে তাহা অধ্যয়ন এবং চিন্তা করা।

(খ) স্বদেশী সঙ্গীত, যাত্রা, থিয়েটার, শিল্প ইত্যাদি।

(গ) স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করা।

(ঘ) নিঃস্বার্থ এবং সমাজহিতকর ও দেশহিতকর কার্যে যোগদান করা। কার্যত স্বার্থত্যাগ অভ্যাস করা।

(ঙ) দেশের জন্য কঠোর ত্যাগ বা পরিশ্রম স্বীকার করা, যাহার দ্বারা সমস্ত জীবনের উপর ছাপ পড়িতে পারে।

ধ্যান

১। আসন—প্রয়োজন হইলে সম্মুখে দেশমাতৃকার চিত্র বা বিগ্রহ স্থাপন করা।

২। স্তব—গিরীন্দ্র যাঁর মুকুটরূপ শিরে শোভা ধরে ইত্যাদি—দেশমাতৃকার মূর্তি ধ্যান।

৩। দেশমাতৃকার স্বরূপ ধ্যান। প্রাচীনকাল হইতে ইতিহাসের ধারার চিন্তা করা। নদীর স্রোত বলিয়াছে—যুগের পর যুগ নূতন ২ উপনদী আসিয়া ভারতের শিক্ষার স্রোতে মিশিয়া যাইতেছে। নদী আরও প্রশস্তবক্ষা হইয়া গন্তব্যপানে ছুটিতেছে। ভারতের শিক্ষার ধারার সহিত নিজের প্রাণের ধারার অভেদ কল্পনা করা।

৪। দ্বিতীয় ধ্যান-ভারতের মানচিত্রের সহিত নিজের শরীরের অভেদ কল্পনা করা।

৫। পুনরায় মাতৃমূর্তি কল্পনা করিয়া চরণে আত্মনিবেদন করা।

৬। স্তব ও গান

(ক) ভারত আমার

(খ) যেদিন সুনীল জলধি হইতে

(গ) হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি দেখা দিলে আজ কী বেশে

বঙ্গমাতার ধ্যান

১। স্তব ও গান

(ক) বঙ্গ আমার জননী আমার

(খ) আজি কি তোমার মধুর মূরতি ইত্যাদি

২। বঙ্গজননীর স্বরূপ ধ্যান করিয়া আত্মনিবেদন করা।

৩। ধ্যান—প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলার শিক্ষার ধারা চিন্তা করিয়া তার সহিত নিজের প্রাণের ধারা মিশাইয়া দেওয়া।

শেষ

ভারতের শিক্ষাস্রোতের কল্পনা করিয়া ভবিষ্যতের পানে ভাসিয়া যাওয়া। ইহার ফলে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিলাভ হইবে।

স্তব— হে ভারত আজি নবীন প্রভাতে
শুন এ কবির গান
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি
পূজার দান
ইত্যাদি

দেশবন্ধু ও জাতিগঠন

দেশবন্ধু সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা হয়েছে—অনেক কিছু বলা হয়েছে ; কিন্তু লেখার ও বলবার কথা অনেক বাকী আছে। বোধ হয় আসল কথাগুলিই বলা হয়নি। আমি আজ তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের একটা দিকের উল্লেখ করব—যেটার অভাব আমরা সকলেই আজকাল খুব বেশি অনুভব করছি।

দেশবন্ধুর অপরিমেয় মানসিক তেজ ও শক্তি ছিল। তাঁহার কর্মজীবনে যত প্রতিকূল শক্তি সামনে এসেছিল—সবই তাঁহার অপ্রতিহত বীর্যের নিকট পরাভব স্বীকার করেছিল। তিনি তাঁহার বিজয়বাহিনী দুর্বার বিক্রমে যথেচ্ছা পরিচালিত করতে পারতেন। এ সব কথা আমরা জানি কিন্তু আজ জানবার প্রয়োজন হয়েছে কি করে তিনি ঐ অলৌকিক শক্তি লাভ করলেন ? যে শক্তি দেখে কি দেশবাসী কি ইংরাজ— সকলেই চমকিত হতেন— সে শক্তি কি আজন্মলব্ধ না সাধনাপ্রসূত ?

সব শক্তিই সাধনাপ্রসূত—অন্তত আমার বিশ্বাস তাই—এবং যাহা আপাতদৃষ্টিতে আজন্মলব্ধ বলে মনে হয় তাহাও পূর্বজন্মের সাধনার ফল। দেশবন্ধু যখন বিলাত থেকে ফিরে কলিকাতায় ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেন তখন তিনি একরকম নিঃসম্বল ছিলেন এবং পিতৃঋণের বোঝার চাপে তিনি অবসন্ন প্রায়। তাঁহার সম্বল ছিল একটি মাত্র— সেটি অন্তরের সম্বল। প্রাণমন ঢেলে কাজ করবার শক্তি তাঁহার ছিল। সেই পাথেয় নিয়ে তিনি এই দুস্তর সাগরে জীবনতরী ভাসিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম সুযোগ এল—আলিপুর বোমা মোকদ্দমার সময়ে। মোকদ্দমা হাতে নিয়ে তাঁর আর দ্বিতীয় চিন্তা ছিল না। দিন রাত তো খাটতেনই—সংসার খরচ চালাবার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ধার করতেন এবং যতদিন মোকদ্দমা চলেছিল ততদিন নিজের সংসারের খোঁজ-খবর রাখতেন না। তিনি আগে থেকে বলে রেখেছিলেন যেন সংসারের কোনও কথা নিয়ে কেহ তাঁকে উদ্বিগ্ন বা বিরক্ত না করেন। এবং সে সময়ে পুত্র-কন্যাদের কঠিন পীড়া হলে তিনি একটি বারও দেখতে যাননি। এরূপ আত্যন্তিক অনন্যমনা নিষ্ঠার ফল তিনি হাতে হাতে পেলেন। মোকদ্দমায় তাঁর আর্থিক ক্ষতি হলেও সাফল্যের গৌরবে তিনি মণ্ডিত হলেন এবং সাফল্যের ফলস্বরূপ তাঁর যথেষ্ট পসার আরম্ভ হল। তারপর থেকে প্র্যাকটিসের জন্য আর তাঁকে চিন্তা করতে হয়নি।

সারাজীবন দেশবন্ধু যখন যে কাজের ভার নিতেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাতে আত্মনিয়োগ করতেন। সে ব্রত উদ্‌যাপন না হওয়া পর্যন্ত তাঁর আর অন্য কোন চিন্তা থাকত না। যাঁরা তাঁর সমগ্র কর্মজীবন দেখেছেন তাঁরা এই কথার ভূরি২ দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন। এই আত্মনিমজ্জনের দ্বারাই তিনি অপরিমিত শক্তি লাভ করতেন। জীবন না দিলে কখনও জীবন পাওয়া যায় না। সমস্ত প্রাণমন ঢেলে দিয়ে, ষোল আনা আত্মদান করে, যে ব্যক্তি কাজ করে—তার চিত্তের মধ্যে এক অজানিত দ্বার উন্মুক্ত হয়—এক অফুরন্ত শক্তির উৎস খুলে যায়। সে তখন নিজেই বুঝতে পারে না—এত শক্তি তার কোথা হতে এল। ধ্যান ধারণা, প্রাণায়াম বা নামকীর্তনের দ্বারা যে অনুভূতি মানুষ সব সময়ে পায়না ও যে সম্পদ সব সময়ে তার ভাগ্যে জোটে না—সে তাহা সহজে লাভ করতে পারে যদি নিষ্কাম কর্মের মধ্যে নিজেকে ষোল আনা বিলিয়ে দিতে পারে।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে দেশবন্ধুর সহিত যখন আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হল তিনি তখন ভোগের ও ঐশ্বর্যের রাস্তা ছেড়ে সপরিবারে ত্যাগ ও নিবৃত্তির মার্গ অবলম্বন করেছেন। বাহিরের লোকেরা তখনও সন্দেহ করতেন তিনি শেষ পর্যন্ত ঐ পথে থাকতে পারবেন কিনা এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি কাউন্সিল-প্রবেশ সমর্থন করতে শুরু করলেন তখন তাঁহার শত্রুপক্ষেরা এই

কথা প্রচার করতে লাগলেন যে দেশবন্ধু এখন "পুনর্মূষিকো ভব" নীতি আশ্রয় করছেন। কিন্তু আমরা—যারা তাঁর অন্তরের পরিচয় কতকটা রাখতুম—জানতুম যে তাঁহার কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি নৃত্যপ্রদর্শনের নামান্তর নয় এবং তিনি অসহযোগের এবং ত্যাগের যে পথ একবার গ্রহণ করেছেন তা থেকে আর কোনওদিন ভ্রষ্ট হবেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি সাময়িক প্রভাবের দরুন অসহযোগী সাজেননি। ১৯২১ খ্রীঃ-এর পূর্বেই তিনি মনে ২ এতটা বিরাগী হয়েছিলেন যে তাঁর নিকট প্র্যাকটিস্ ত্যাগ করা মোটেই কষ্টকর বোধ হয়নি—যিনি অন্তরের "স্বধর্মের" প্রেরণায়ই ঐশ্বর্যের পথ ছেড়ে দরিদ্রনারায়ণের সেবার আত্মনিবেদন করেছিলেন। সেইজন্যই প্র্যাকটিস ছাড়ার পর ঋণের চাপে ক্লিষ্ট হলেও তিনি লক্ষ ২ টাকার পারিশ্রমিকের (fees) প্রলোভন সহজে পায়ে ঠেলতে পেরেছিলেন। গয়া কংগ্রেসের পর সামান্য কয়েক হাজার টাকার জন্য দ্বারে ২ ঘুরে ও যখন তাঁর শূন্য থলি ভরল না—তখন তাঁর অনুচরদের মধ্যে কেহ ২ বলতেন যে লোকের দ্বারে ভিক্ষা করে লাঞ্ছিত না হয়ে তিনি যদি এক আধটা মোকদ্দমা করেন তবে আমাদের সব অভাব মিটে যায়। কিন্তু সে কথায় তিনি কর্ণপাত করেননি—কারণ টাকা অপেক্ষা আদর্শ ছিল তাঁর কাছে বড় এবং অসহযোগনীতি অক্ষুণ্ণ রাখা তখন ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। বস্তুত টাকার অভাব মানুষে মিটাতে পারে কিন্তু মানুষের অভাব টাকায় কখনও মিটে না। টাকার অভাব সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ আদর্শের জীবন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা যে কাজ হয় বহু অর্থের দ্বারাও তাহা হয় না। সব দেশে ও সব কালে আদর্শের স্থান টাকা অপেক্ষা অনেক উঁচুতে। আদর্শের দ্বারাই মানুষ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের দ্বারাই অর্থ সংগৃহীত হয়, কিন্তু শুধু অর্থের দ্বারা মানুষ সৃষ্টি হয় না বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় না। এতটা আদর্শবাদী না হলে দেশবন্ধু তাঁহার প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে ও পূর্বেকার সকল সহকর্মী ও বন্ধুদের ত্যাগ করে অপরিচিত কর্মীদের নিয়ে অসহযোগের অজানা পথে চলতে সাহসী হতেন না এবং অবলীলাক্রমে রাজসম্ভোগ ছেড়ে সপরিবারে আপোষের বেশ ধারণ করতে পারতেন না।

কর্মজীবনের এই আত্যন্তিক আত্মদান ও আদর্শপ্রীতি ধর্মজীবনে রূপান্তরিত হয়ে শ্রীরাধার (আরাধনা করে এই অর্থে রাধা) আপনভোলা আত্মহারা কৃষ্ণপ্রেমে পরিণত হয়। তাই মহাশক্তিশালী কর্মবীর দেশবন্ধু ছিলেন ধর্ম জগতে বৈষ্ণব। আপাতদৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না যে, যে ব্যক্তি এতবড় ব্যারিস্টার, এত বড় তার্কিক, এত বড় বাগ্মী, এত বড় কর্মী—সে কি করে প্রেমিক বৈষ্ণব হয় ? কিন্তু আর কেহ জানুক বা না জানুক বাঙ্গালী মাত্রেই জানে যে পণ্ডিত কুলাগ্রগণ্য, তর্কচূড়ামণি অখিল শাস্ত্র পারঙ্গম জগন্নাথ-নন্দনই প্রেমাবতার গৌরাঙ্গে পরিণত হয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপাদদর্শনে তাঁহার প্রেমাশ্রুবন্যায় সাংখ্য ও ন্যায়শাস্ত্র ভেসে গিছল। আমরা যদি একবার চিন্তা করে দেখি কি কারণে কি উপায়ে কি কৌশলে দেশবন্ধু এতবড় তার্কিক, বাগ্মী ও ব্যবহারজীব হতে পেরেছিলেন তা হলেই বুঝতে পারব তাঁর পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করা কি করে সম্ভবপর হল।

তাঁর জীবনের স্রোত একবার কোনও দিকে ফিরলে আর উজান বইত না। জীবনে যখন যে আদর্শ গ্রহণ করতেন প্রাণের সহিত তা গ্রহণ করতেন এবং সমস্ত জীবনটাকে সেই আদর্শের দ্বারা ভরে নেবার চেষ্টা করতেন। কোনও জায়গায় তাঁর মধ্যে ফাঁকি বা মেকি কিছু ছিল না। এই অকৃত্রিম সারল্য সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধিৎসার দরুনই তিনি নাস্তিকতা ও অজ্ঞাবাদের মোহ কাটিয়ে মায়াবাদের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে প্রেমের রাজ্যে পৌঁছতে পেরেছিলেন। বিশ্বপ্রেমের আদর্শ সামনে রেখে তিনি দেশসেবার মধ্যে দিয়ে প্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়ে গেছেন যে "কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড পরম বিষের ভাণ্ড" এই উক্তি বৈষ্ণব ধর্মের সারতত্ত্ব নয় ; কর্মের মধ্য দিয়েও প্রেমের সাধনা সম্ভবপর এবং যে ব্যক্তি সদাসর্বদা কর্মের মধ্যে ডুবে থাকে সেও ভগবানের লীলা উপভোগ করতে পারে যদি "আগুনের পরশমণি" তাহার হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে দৈনন্দিন জীবনে তিনি যখন যে কর্তব্যভার গ্রহণ করতেন তখন তার মধ্যে আত্মহারা হতেন। ১৯২৯ খ্রীঃ-এ আমরা দেখেছি যে তিনি সপরিবারে ইংরাজের কোপানলে আহুতি স্বরূপ ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য পাগল হয়েছিলেন। যতদিন Civil Disobedience (আইন অমান্যের আন্দোলন) চলেছিল ততদিন আর অন্য কোনও চিন্তা ছিল না। তারপর ঐ আন্দোলনের অবসানে কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি প্রচার করতে যখন আরম্ভ করলেন তখনও তাঁহার সেই চিরাভ্যস্ত সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিছল। গয়া কংগ্রেসের

সময়ে ভারতবর্ষের জনমত বিশেষভাবে তাঁর নীতির বিরোধী ছিল। কিন্তু বাঙ্গলার তথা ভারতের অধিকাংশ পত্রিকা তাঁহার প্রতিকূল হলেও তিনি অমানুষিক পরিশ্রমের দ্বারা ধীরে ২ জনমতকে তাঁর অনুকূল করে নিলেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে তাঁহাকে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির বহুস্থানে ভ্রমণ করে তাঁহার নীতি প্রচার করতে হয়েছিল। আমরা জানি যে তাঁহার কাউন্সিল-প্রবেশ নীতিরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কাউন্সিলের কাজ অচল করা এবং মন্ত্রী নিয়োগে বাধা দেওয়া। বাঙ্গলা কাউন্সিলের অবস্থা যাঁরা জানেন তাঁরা বিস্মিত হন কি করে তিনি উপর্যুপরি মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব নাকচ করলেন। তাঁর এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য তিনি কয়েকমাস অহোরাত্র কিরূপ কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন তা বোধ হয় স্বরাজ্য দলের সভ্য ভিন্ন আর কেহ জানেন না। দেশের সেবায় তিনি নিজের মানও জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। যারা তাঁর পাদস্পর্শ করবারও যোগ্য নন—তেমন লোকের পায়ে হাত দিয়ে দেশের নামে কোনও কিছু ভিক্ষা করতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন না। (চলিত কথায় বলে—লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। দুঃখের বিষয় এই যে এ অভাগা দেশে এমন কুলাঙ্গারও আছে যাদের মন তাতেও টলেনি)। শেষবার মন্ত্রীদের বেতন নিয়ে যে ভোটের যুদ্ধ হয় তার অব্যবহিত পূর্বে তিনি পাটনায় যখন বিশ্রাম করছেন তখন কলকাতা থেকে স্বরাজ্য দলের কয়েকজন গিয়ে তাঁর সহিত দেখা করেন—আসন্ন ভোট যুদ্ধের জন্য কি করা দরকার তার পরামর্শ করতে। সে সময় এক দেশবন্ধু ভিন্ন প্রায় সকলেই নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন—সকলেই ভাবছেন আর বুঝি মন্ত্রীত্ব ঠেকান গেল না। তখন প্রাণের পূর্ণ আবেগ ও আগ্রহের সহিত তিনি তাঁহাদের সম্বোধন করে বললেন— "এবার যদি তোমরা সরকারকে হারাতে না পার তবে আমি আর বাঙ্গলা দেশে ফিরব না। তোমরা প্রতিজ্ঞা করে যাও যে প্রাণপণ করে আবার লাগবে এবং সরকারকে পরাজিত করবেই করবে।" তাঁর সেই আন্তরিকতাপূর্ণ তেজস্বিনী কথায় নিরাশ হৃদয়ে আশা ও শক্তি ফিরে এল। তাঁরা সকলে কলকাতায় ফিরে কোমর বেঁধে দিবারাত্র খাটতে লেগে গেলেন। কয়েকদিন পরে দেশবন্ধু নিজেও নামলেন এবং অবশেষে কেল্লা ফতে হল।

আর একটা ঘটনার উল্লেখ করি—তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের জন্য টাকা তুলবার উদ্দেশ্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় রামমোহন লাইব্রেরীতে একদিন সন্ধ্যার সময়ে গানের বৈঠকের বন্দোবস্ত করেন। দেশবন্ধু সেদিনকার মজলিসের পেট্রন হন। আমরা সকলে ভিড় করে গেলুম কতকটা সত্যাগ্রহের কিঞ্চিৎ সাহায্য করবার জন্য কিন্তু প্রধানত দিলীপকুমারের গান উপভোগ করবার এবং সঙ্গীত ও আর্ট বিষয়ে দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনবার আশায়। তিনি একজন বড় আর্ট সমালোচক ও রসতত্ত্বজ্ঞ বিশেষত সঙ্গীত বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল—এই নিমিত্ত আমরা আশা করেছিলুম যে আর্ট ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি কিছু না বলে পারবেন না। দিলীপকুমারও এ বিষয়ে তাঁর মুখ থেকে কিছু শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেন। দেশবন্ধু কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বললেন না। শ্রোতৃবর্গকে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে তাঁহাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ প্রদান করলেন এবং বললেন যে সত্যাগ্রহ সম্পর্কীয় কাজে ও চিন্তায় তিনি এত ব্যস্ত যে আপাতত সঙ্গীত ও আর্টের চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারছেন না। অনেকে একটু হতাশ হলেন এ কথা শুনে—অন্তত আমি তো হলুম। তারপর বাড়ি ফিরে সে বিষয়ে চিন্তা করে দেখি যে বাস্তবিক তাঁর যেরূপ প্রকৃতি, কর্তব্যকর্মে যেরূপ গভীর নিষ্ঠা এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কাজে তিনি তখন যেভাবে আত্মহারা তখন তাঁর পক্ষে অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করা একেবারেই অসম্ভব।

দৃষ্টান্তের শেষ নেই—আর দৃষ্টান্তের অধিক প্রয়োজনই বা কি ? তাই আর একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে ক্ষান্ত হব। আমি দেশবন্ধুর নিকট আত্মীয় ও সহকর্মীদের নিকট শুনেছি যে আমাদের গ্রেপ্তারের পর রাজবন্দীদের মুক্তির কথা তাঁর সারা মন গ্রাস করেছিল। তাঁর একজন নিকট আত্মীয় সেদিন আমায় লিখেছেন— "তোমাদের নিয়ে যাবার পর যে কয়টা মাস বেঁচে ছিলেন কি তাঁর অন্তরের জ্বালা ! যে কাছে এসেছে সেই তার তাপ অনুভব করেছে। ব্যর্থ রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে যেন ভেতরটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। তাই অনেক সময়ে ভাবি—তাই বুঝি চলে গেলেন—সইতে আর পারলেন না।" ××××" আজ কয়েকদিন থেকে ভাবছি তিনি যদি না অসময়ে চলে যেতেন তবে তোমাদের এতদিন বন্দী জীবন কাটাতে হত না।×××× বাঙ্গলা দেশের এই এতগুলি ছেলে এতগুলি ঘর অন্ধকার করে, এতগুলি গৃহের সুখশান্তি ভগ্ন করে—আজ এত কষ্ট পেত না। তিনি কখনই স্থির থাকতে পারতেন না--একটা কিছু উপায়

হতই।"এ কথাগুলি অক্ষরে ২ সত্য। অর্ডিন্যান্স আইন যখন বাঙ্গলা কাউন্সিলে পেশ করা হয় তখন দেশবন্ধু রোগগ্রস্ত ও অতিদুর্বল থাকায় স্ট্রেচারে (stretcher) করে কাউন্সিলে উপস্থিত হন। তাঁহার চিকিৎসক ও আত্মীয়স্বজন তাঁহার শরীরের প্রকৃত অবস্থা অবগত[১] হয়ে তাঁকে যেতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বলেন যে যদি তাঁর যাওয়া বন্ধ করবার জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত না করা হয় তবে তিনি পদব্রজেই রওনা হবেন—পথে যা ঘটে ঘটুক। শেষে যখন সবাই বুঝলেন যে তাঁকে ঠেকান যাবে না এবং তিনি সেদিনকার সভায় উপস্থিত হবার জন্য কৃতসঙ্কল্প— তখন যাবার বন্দোবস্ত করা হয়। হয়তো সেদিন এতটা অত্যাচার না করলে তাঁর স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে ভালই হত। কিন্তু তিনি রাজবন্দীদের দুঃখ এমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর পক্ষে না যাওয়াটাই অসম্ভব ছিল। মানুষের হৃদয়টা যত বড় হয় তার দুঃখকষ্ট তত বেশি হয়। তাঁর অনুচর ও সহকর্মীদের প্রতি এত গভীর স্নেহ ও সমবেদনা ছিল বলেই তিনি এত বড় শান্তিসেনা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং নিজে বাঙ্গলার মুকুটহীন রাজা হতে পেরেছিলেন। কংগ্রেসের বর্তমান দুর্দশার কথা মনে হলে এই প্রশ্নই উদয় হয়—দেশবন্ধুর সেই অসীম ভালবাসা ও সমবেদনার কতটা তাঁহার আসনের উত্তরাধিকারীরা পেয়েছেন ? নেতা যিনি হবেন তিনি যদি নিজের প্রাণটা বিলিয়ে দিতে না পারেন—তবে তিনি অনুচরদের হৃদয়ে অচলা ভক্তি ও নিষ্ঠা কি করে জাগাবেন ?

এক একটা cause নিয়ে এমনভাবে পাগল হতে পারতেন বলেই তিনি অফুরন্ত শক্তি পেতেন। অন্তরের প্রেরণায় জীবনটাকে এমনভাবে ছাড়িয়া দিতে না পারিলে মানুষ কখনও অমৃতের সন্ধান পেতে পারে না। আমি শুনেছি যে তিনি অনেক সময় হাসতে হাসতে বলতেন— আমার জন্য অন্য কোনও স্মৃতিমন্দির memorial রচনা না করে একটি শিলার উপর এই কয়টি কথা লিখে দিও— "বাঙ্গলার একজন পাগল এখানে বিশ্রাম করছে।"[২] এই কথাগুলি তাঁর অন্তরের প্রতিবিম্ব স্বরূপ। জীবদ্দশায় তাঁকে অনেকে পাগল বলতেন—কারণ অনেক সময়ে পাগলের লক্ষণ না থাকলে মানুষ বড় হতে পারে না। পুরো মাত্রায় sanity (স্থির মস্তিস্কতা) পাওয়া যায় সেখানে— যেখানে আছে শুধু dull mediocrity (?)।

আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার হয়েছে—আপনভোলা পাগল করা নিষ্ঠা। জাতিগঠনের মুখে আগে চাই খাঁটি মানুষ। খাঁটি মানুষ হতে হলে আদর্শে গভীর নিষ্ঠা চাই। স্বদেশসেবাকে সাময়িক তৃপ্তি বা কালযাপনের উপায়স্বরূপ বিবেচনা করলে চলবে না। স্বদেশসেবায় বক্তৃতার বা লেখনী-চালনার প্রয়োজন আছে বটে— কিন্তু সবার অধিক প্রয়োজন আছে জীবনের শিক্ষার।যে ব্যক্তি নিজে খাঁটি নয় তার বক্তৃতার মূল্য কি রচনার দাম কি ? প্রাণই প্রাণকে জাগাতে পারে এবং সে বিশ্ববিজয়ী প্রাণ মানুষ লাভ করতে পারে না যতদিন না সে সর্ব্বস্ব খোয়াতে প্রস্তুত হয়েছে। যে ব্যক্তি ষোল আনা দিতে পারে শুধু সেই ব্যক্তিই ষোল আনা শক্তি ও প্রেম লাভ করতে পারে। মানুষ যে হতে চায় তাকে অন্তরের সহিত বলতে হবে

"এনেছি মোদের দেহের শকতি
এনেছি মোদের মনের ভকতি
এনেছি মোদের ধর্মের মতি
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।"

জাতির প্রাণের সহিত নিজের প্রাণের একত্ব অনুভব না করতে পারলে দেশাত্মবোধ কি তা মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। জাতির জীবনের সহিত নিজের জীবন মিশিয়ে দেওয়ার ফলে যার মধ্যে প্রকৃত দেশাত্মবোধ জেগেছে শুধু সেই ব্যক্তিই নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে ও নূতন জাতি সৃষ্টি করতে পারে। সকল সাধনার গূঢ়তত্ত্ব একই ভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া ; জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে একই ভাবের দ্বারা ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া। ভাবের সাধনা করতে করতে মানুষ যখন তদ্ভাবভাবিত হয়ে পড়ে—মুহূর্তের জন্যও যখন তার ভাবের অভাব হয় না—তখন সে সিদ্ধ বলে জগতে পরিচিত হয়। জাতিস্রষ্টা যাঁরা হতে চান তাঁদের এই

---

(১) তখনও পর্য্যন্ত জনসাধারণে জানতেন তাঁর শরীরের কিরূপ সাঙ্ঘাতিক অবস্থা।
(২) কথাগুলি ঠিক না রাখতে পারলেও আমি আশা করি আমরা কথা রেখেছি।

সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। দেশমাতৃকার স্বরূপ উপলব্ধি করে আত্যন্তিক নিষ্ঠার দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনের সুখদুঃখ আশা আকাঙ্খা সব কিছু জাতির চরণে বিসর্জন দিতে হবে। এই আত্মদান সম্পূর্ণ হলে জাতির ভরা যৌবন—যাহা প্রায় ব্যক্তির জীবনে ফুটে উঠে—হৃদয়ের মধ্যে অফুরন্ত ও অদম্য শক্তির উৎস খুলে যায়— আদর্শের পুণ্য পরশে ব্যক্তির জীবন হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়। মানুষ নিজের পরিবর্তন দেখে নিজেই অবাক হয়—ভাবে, কি ছিলুম কি হয়েছি।

দেশবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ কয় বৎসর এমনই ভাবে সাধনা করেছিলেন—নিজের ষোল আনা এমনই ভাবে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের বলতে তাঁর কিছু ছিল না— নিজের জন্য তাঁর ভাবনা চিন্তাও ছিল না। জাতির দাবী, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত ও প্রত্যেক স্থানটি দখল করেছিল। এককথায় তিনি দেশাত্মবোধ উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তো জাতির উদ্দাম ও অপার শক্তিও তাঁর জীবনের মধ্যে প্রকট হয়েছিল এবং জনসমাজে দুর্জয় পুরুষসিংহরূপে তিনি প্রকাশ পেয়েছিলেন।

আজ দেশবন্ধুর শরীর ইহলোকে নেই—কিন্তু তাঁর আদর্শ, তাঁর সাধনা তো অমর হয়ে রয়েছে। সেই প্রবল ইচ্ছাশক্তি—সেই পূর্ণ আত্মদান, সেই গভীর সাধনা আবার অসংখ্য নরনারীর জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। কুসুমকোরকের মধ্যে গন্ধ যেমন আত্মপ্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে আজ ভারতের প্রাণ তেমন প্রসুপ্ত ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে কেঁদে বেড়াচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য।

জাতি একটা মন-গড়া কাল্পনিক বস্তু নয়—একটা বাস্তব সত্য। ব্যক্তি যেমন সত্য—জাতিও সেরূপ সত্য। ব্যক্তি ছাড়া জাতি হয় না—জাতি ছাড়া ব্যক্তিও হয় না। জাতির একটা আত্মা আছে (collective soul), একটা শিক্ষা (culture) আছে, একটা অতীত আছে, একটা ভবিষ্যৎ আছে। জাতির সুখদুঃখ বেশ আছে—জন্ম আছে—মৃত্যু আছে। একথা যে উপলব্ধি করেনি সে জাতির স্বরূপ কিছুই বুঝেনি। দেশাত্মবোধ তার কাছে কথার কথা মাত্র। প্রকৃত দেশাত্মবোধ যার মধ্যে জেগেছে সে ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে নব জাগ্রত জাতির জীবন্ত বিগ্রহরূপে জনসমাজে আবির্ভূত হয়।

দেশাত্মবোধের প্রেরণায় সে নিজের জীবনকে দেশমাতৃকার চরণে বলি দিয়ে পূর্ণতর জীবন লাভ করে।

নবজীবনের গৌরবে ভূষিত হয়ে সে তখন শির উন্নত করে ও বক্ষ বিস্তার করে বিশ্বসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারে—

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ"

তরুণ বাঙ্গলাকে আমি বলি— মানুষ যদি হতে চাও— নূতন জাতি যদি সৃষ্টি করতে চাও—স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন যদি ফলাতে চাও— তবে এসো আমরা এই সাধনায় ডুবে যাই।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

শিলং
১৬/৬/২৭

উত্তর কলিকাতার অধিবাসিগণের নিকট আবেদন

কেলসল লজ
শিলং
১০-৮-২৭

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,

গত বৎসর আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-নির্বাচনদ্বন্দ্বে উত্তর কলিকাতার অ-মুসলমান নির্বাচনকেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছিলাম। এই সম্পর্কে গত বৎসর ২৪ সেপ্টেম্বর মান্দালয় জেল থেকে আপনাদের উদ্দেশে একটি পত্র পাঠিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে পত্রটি আপনাদের কাছে পৌঁছয়নি। কর্তৃপক্ষ পত্রটি যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি, এর কারণ তারাই সব থেকে ভাল জানেন। এমন একটি সাধারণ পত্র তারা কেন গোপন করলেন, আমার এই প্রশ্নের কোনও জবাব পাইনি। অধিকন্তু, আমার নির্বাচন প্রসঙ্গে কোনও এক ব্যক্তিকে লেখা আমার অধিকাংশ পত্র তাঁর কাছে আদৌ পৌঁছয়নি। আমি যখন রাজবন্দী ছিলাম তখন জনৈক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী আমাকে বলেছিলেন যে, কারান্তরালে থেকে আমি যাতে কোনওমতেই নির্বাচন পরিচালনার কাজ করতে না পারি সেদিকে নজর রাখাই সরকারের অভিপ্রায়।

কিন্তু আমার পত্র আপনাদের কাছে না পৌঁছলেও কারান্তরাল থেকে আমার নীরব আবেদন নিশ্চয় আপনাদের অন্তরে পৌঁছেছিল, যে-কারণে এক অত্যন্ত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত করেছেন। একদিন রাত্রি দশটা নাগাদ যখন আমরা—আমি নিজে এবং আমার কয়েকজন রাজবন্দী বন্ধু—মান্দালয় জেলের এক ছোট সেলে বসে আপনাদের সাফল্যের সংবাদ পেলাম, তখনই আমার হৃদয় আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু তখন আমার পক্ষে প্রকাশ্যভাবে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো সম্ভব ছিল না। আশা করি, তথাপি, আমার হৃদয়ের নীরব প্রার্থনা পাহাড়, নদী এবং অরণ্য পেরিয়ে ঠিকমতো আপনাদের কাছে পৌঁছেছিল।

একটি কারণে আপনাদের কাছে আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। যে-সময়ে আমি সরকারি নির্যাতন ভোগ করছিলাম এবং এমন ঈর্ষাতীত অবস্থায় পড়েছিলাম যখন অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও চিনতে না পারার ভান করে, তখন প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিক ক্রোধকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে আপনারা আমাকে সম্মানের ওই উচ্চ বেদিতে বসিয়েছিলেন। এইভাবে আমার উপরে যে-আস্থা আপনারা স্থাপন করেছিলেন তা কেবল ব্যক্তিগত সম্মান নয়, এই সম্মান প্রদর্শিত হয়েছে সমস্ত নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মীর প্রতি।

কারারুদ্ধ ছিলাম বলে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার অথবা দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। ভেবেছিলাম মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ওই দুটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ পাব। আমার শীঘ্র মুক্তি পাবার কোনওরকম সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু অবশেষে যখন আশাতীতভাবে মুক্তি পেলাম, দেখলাম আমি ভগ্নদেহ, শয্যাশায়ী। আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে কর্তব্য হিসাবে আমার যা করা উচিত ছিল, মুক্তি পাবার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি তা করতে সমর্থ হইনি। আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হবার আগেই প্রায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আমাকে শিলং-চলে আসতে হয়। এখন আগের তুলনায় সামান্য সুস্থ বোধ করলেও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। তাই, ইত্যবসরে, এই পত্রের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কারামুক্তির পরে আমার প্রতি প্রদর্শিত আপনাদের বিপুল সাদর অভ্যর্থনা এবং আমার দ্রুত আরোগ্যের জন্য আপনাদের সমস্ত শুভকামনার কথা আমি জীবনে কোনও দিন বিস্মৃত হব না। আপনাদের সেবা করবার সুযোগ দিয়ে আপনারা আমাকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন। ঈশ্বরের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি যে, আমাকে এইভাবে

যে-সুযোগ দেওয়া হয়েছে আমি যেন তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। আপনাদের প্রীতি এবং স্নেহের এবং বিশেষ করে আমার উপর ন্যস্ত আপনাদের অগাধ বিশ্বাসের জন্য আমি সম্মানিত বোধ করছি। ঈশ্বরের নিকট আমার একমাত্র প্রার্থনা আপনারা আমাকে যে-সম্মান দিয়েছেন আমি যেন নিজেকে তার যোগ্য প্রমাণ করতে পারি।

আপনাদের আশীর্বাদ এবং শুভ কামনায় আমি এখন আরোগ্যের পথে, যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ হতে এখনও অনেক দিন সময় লাগবে। কিন্তু শারীরিক সক্ষমতা এক জিনিস আর মানসিক শান্তি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। বস্তুত, যখন আমাদের এত দেশভক্ত যুবক বিনা বিচারে কারাগারে ক্ষয় হচ্ছে, যখন অগণিত নরনারী দূর দেশে কারারুদ্ধ এবং দৈনন্দিন অপমানের শিকার তাদের প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনায় দিনাতিপাত করছে, যখন পুত্র এবং ভ্রাতাদের, স্বামী এবং পিতাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাবার ফলে আমাদের ঘরবাড়ি কার্যত নিরানন্দ মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে, তখন কেউ নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে বিশ্রাম করতে পারে কী করে ? বাঙলার গভর্নর অনুগ্রহ করে আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি ব্যবস্থাপক সভার পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দিতে অক্ষম হলেও সদস্যতালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়া হবে না। কিন্তু পরবর্তী অধিবেশনে যখন রাজবন্দীদের প্রশ্ন উত্থাপিত হবে তখন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সেখানে উপস্থিত থাকা আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। জানি না আমার চিকিৎসকরা আমাকে এ কাজের অনুমতি দেবেন কিনা, তবু আমার নির্বাচকদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে আমার যতটুকু সাধ্য তা করবার জন্য অন্তত কয়েকদিনের জন্য আমি কলকাতায় থাকতে চাই। অধিবেশনে যোগ দিতে সমর্থ হব এই আশায় এর মধ্যেই আমি কয়েকটি প্রস্তাব এবং প্রশ্নের বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দিয়েছি। অবশ্য আমার চিকিৎসকরা যদি আমাকে আসবার অনুমতি দিতে রাজি না হন তাহলে আমি যথাসম্ভব শীঘ্র স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করব, যাতে প্রথম সুযোগেই আমি জনসাধারণের সেবার ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আজ আমার চতুর্দিকে এক নবজাগরণের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। এটাই ক্ষম্য যে, আমাদের সকলকে প্রস্তুত এবং সতর্ক হয়ে থাকতে হবে যাতে দেশের আহ্বানে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে পারি। প্রাণের এক প্রচণ্ড প্রবাহের রূপ ধরে অনতিবিলম্বেই সেই আহ্বান আসছে।

আমার অধিক কিছু বলবার নেই। আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

ইতি—

'ইন্টারন্যাশন্যাল টাইমস'-এর সম্পাদককে লিখিত পত্র, ১৩ আগস্ট, ১৯২৭

"১১ আগস্ট আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত আমার সম্পর্কে একটি বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আমি ভারতবর্ষের জন্য একটি স্বরাজ সংবিধান প্রণয়নে রত আপনার এই প্রতিবেদন সত্য নয়। এই মজার খবরটি আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন ভেবে অবাক হচ্ছি। ভেবেছিলাম একথা সকলেই জানেন যে, আমি এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যই এসেছি। আপনি এটা অনুমান করতে পারতেন যে, যে-ধরনের কাজের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন আমি সেই ধরনের কাজ করবার মতো যথেষ্ট সমর্থ থাকলে আমার অগণিত দেশবাসী যখন কারান্তরালে ক্ষয় পাচ্ছে তখন শৌখিন শৈলশহরে বসে মূল্যবান সময়ের অপচয় করতাম না। আশা করব তাড়াতাড়ি ছাপবার আগে সংবাদপত্র ঘটনার সত্যতা যাচাই করে দেখবার ক্লষ্টটুকু স্বীকার করবে। গুরুতর কাজ করতে সমর্থ হলে অতিরিক্ত আর একটি দিনও আমার শিলং-এ থাকবার ইচ্ছা নেই। আপনার পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় এটি প্রকাশ করলে বাধিত হব।"

উত্তরে সম্পাদক জানান যে, সংবাদটি কোনওভাবে শ্রী বসুর মনে আঘাত দিয়ে থাকলে আমি দুঃখিত। সম্পাদক আরও জানান যে, বর্তমান ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত বসুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি এমন একটি বিলের খসড়া করতে পারেন যা জনসমর্থন লাভ করবে—"অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।"

"ইন্টারন্যাশন্যাল টাইমস"-এ যে সংবাদটি প্রকাশিত হয় (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস কর্তৃক তারযোগে প্রেরিত) তা ছিল এই রকম :—

শিলং, ১১ আগস্ট।

"ইন্টারন্যাশন্যাল প্রেস" জানতে পেরেছে যে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের জন্য একটি সংবিধান রচনা করছেন। বলা হচ্ছে এই সংবিধানে স্বরাজ সরকারের অধীনে দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে এবং আভাস পাওয়া গিয়েছে যে, দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকরা নিয়মতান্ত্রিক রাজা থাকবেন এবং রাজ্যের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য থাকবে একটি নির্বাচিত সংসদ, আর কেন্দ্রীয় বিধানসভায় প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রী এন. সি. বরদলৈ এবং শ্রীরোহিণীকুমার হাতিবড়ুয়ার যৌথ স্বাক্ষর সংবলিত বিবৃতিটি একটি ফেডারাল কমনওয়েলথ বিলের আকারে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির কাছে পেশ করা হবে। ভাষার ভিত্তিতে পনেরোটি অথবা তারও বেশি প্রদেশ গঠিত হবে, এছাড়া থাকবে রাজন্যবর্গের প্রতি আনুগত্যবদ্ধ দেশীয় রাজ্যসমূহ, যাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় বিধানসভায়।

শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত-এর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বিলের (Commonwealth Bill) সঙ্গে এই বিলের পার্থক্য এই যে, দেশীয় রাজ্যগুলি এই বিলের আওতায় আসবে এবং সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনীর ব্যাপারে বিধানসভার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকবে। পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা বাতিল করে যৌথ নির্বাচন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।—"অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস।"

---

১২ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাদের প্রতি আবেদন, ১৪ আগস্ট ১৯২৭

কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযুক্ত অবনীকুমার দত্তকে ভোট দেবার জন্য আমি ১২ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি। পৌর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্ধারিত হয় বলে সুসংহত কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন ছাড়া কোনও কাউন্সিলারের পক্ষেই, তিনি যত যোগ্যই হোন না কেন, পৌর ব্যবস্থার সংস্কার অথবা কার্যকরভাবে করদাতাদের সেবা করা সম্ভব নয়। কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই শহরের উন্নতি এবং করদাতাদের মঙ্গলের জন্য সাফল্যজনক পরিকল্পনা গ্রহণে এবং তার রূপায়ণে সমর্থ।

চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসাররূপে আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, সুনির্দিষ্ট প্রগতিশীল নীতির অধিকারী সুশৃঙ্খল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দলের সমর্থন ছাড়া পৌরসভার কার্যনির্বাহক দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কার্য নির্বাহ করতে অক্ষম। জরাজীর্ণ পৌরসংস্থা নিজের মন জানে না, তার কোনও নির্দিষ্ট নীতি থাকে না এবং এমন পৌরসংস্থা তার কার্যনির্বাহকদের পথের নির্দেশ দিতে পারে না। এই কারণে ইংল্যান্ডসহ সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশের স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানেই নিজস্ব স্বতন্ত্র কর্মসূচীসংবলিত সুনির্দিষ্ট দল আছে।

কলকাতায় কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টিই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীসংবলিত একমাত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ দল। অতএব পৌর প্রশাসনের সমস্ত আশাই এই দলের উপর নির্ভরশীল। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকে নির্বাচিত করে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করাই হবে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাদের পক্ষে উপযুক্ত কাজ।

আমাদের প্রয়াত নেতা কর্পোরেশনে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে যে-নীতির নির্দেশ দিয়েছিলেন, বর্তমান মেয়র সেই নীতি পালন করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। শ্রীযুক্ত অবনীকুমার দত্তর নির্বাচন হবে আমাদের মেয়র, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টি, দেশবন্ধু নির্দেশিত নীতি এবং ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রতি আস্থাজ্ঞাপন।

কলকাতা কংগ্রেসের দুর্গ। কি পৌর নির্বাচনে, কি পরিষদের নির্বাচনে অথবা আইন অমান্য আন্দোলনে, কলকাতা সবসময় বাঙলা, তথা সমগ্র ভারতবর্ষকে, নেতৃত্ব দিয়েছে।

১২ নম্বর ওয়ার্ডের করদাতাগণ কি প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়ে সমস্ত ভোট কংগ্রেসের পক্ষে দিয়ে কলকাতার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন না?

"ফরোয়ার্ড"-এ প্রদত্ত বিবৃতি, ২৪ আগস্ট, ১৯২৭

আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় রাজবন্দীদের সম্পর্কে মাননীয় গভর্নরের ভাষণে আমি হতাশ হয়েছি। আমার মনে হয় এই ধরনের বিবৃতি দেওয়া হবে সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আভাস পেলেও বর্তমান অধিবেশনের উদ্বোধনের দিন আমি উপস্থিত থাকতাম না। বিবৃতিটি সরকারি সদস্যের আগের বিবৃতিগুলির প্রায় অনুরূপ এবং মামুলি কথায় ভরা। আমি যদি বলি আমাদের এই আশা ছিল যে, মাননীয় গভর্নর সাহসের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বাঙলার জনগণের এবং বিশেষ করে রাজবন্দীদের প্রতি লর্ড লিটনের সরকারকৃত নিদারুণ অবিচারের প্রতিকার করবেন তাহলে আমার মনে হয়, বাঙলার জনমতকেই অভিব্যক্ত করা হবে। আমি দুঃখিত যে, মাননীয় গভর্নর বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে, যার অধিকাংশই অস্বাস্থ্যকর, অন্তরীণ অসংখ্য রাজবন্দীদের উল্লেখ করেননি। আমি বরাবরই এই মত পোষণ করে আসছি যে, বর্তমানে যে-রকম পরিবেশে রাজবন্দীদের অন্তরীণ রাখা হয় বহু ক্ষেত্রেই তা কারাগারে বন্দী রাখার থেকেও অনেক বেশি খারাপ। কাজেই বছর শেষ হবার আগে অনেক রাজবন্দীকে অন্তরীণ হিসাবে বদলি করা হবে বলে মাননীয় গভর্নর যে-আশা দিয়েছেন তা কোনও উৎসাহ অথবা সান্ত্বনার উদ্রেক করবে না। আমি যেমন আশা করছি ভবিষ্যতে ঘটনা যদি তার থেকে ভিন্ন রূপ নেয়, তাহলে রাজবন্দীদের মুক্তি কার্যকর করতে অথবা ত্বরান্বিত করতে বাঙলার জনগণকে তাঁদের নিজেদের শক্তি এবং সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতে হবে।

———

"ক্ষমা করুন এবং ভুলে যান" (forgive and forget) —শিলং থেকে প্রচারিত আবেদন, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

স্বদেশের মঙ্গলের কথা যাঁরা চিন্তা করেন পক্ষকাল পূর্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় জনমতের জয় তাঁদের সকলের চোখ খুলে দেওয়া উচিত এবং এই জয় থেকে আমরা কী শিক্ষা পেলাম সে সম্পর্কে তাঁদের মনে চিন্তা-ভাবনা শুরু হওয়া উচিত। কংগ্রেস কর্মীরা যদি কেবল নিজেদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেন এবং অন্য যে-সব দল এবং সম্প্রদায় কংগ্রেসের বাইরে থেকে কাজ করতে চান তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সমঝোতায় উপনীত হন, তা হলে জনমত এখনও কী সাফল্য অর্জন করতে পারে আমার কাছে এটা তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। অতএব আমাদের ঘরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এবং অকংগ্রেসী সংগঠনগুলির সঙ্গে সহৃদয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আন্তরিক এবং সাগ্রহ প্রচেষ্টার পক্ষে সময় অনুকূল। ১৯২৫ সালের প্রথম দিকে বাঙলায় কংগ্রেস যা ছিল আজ যে আর তা নেই এই সত্য সম্পর্কে আমরা অন্ধ সেজে থাকতে পারি না। আমাদের কর্মীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিয়েছে এবং কংগ্রেস তার কিছু অভিজ্ঞ সৈনিক, সমর্থক এবং দরদীকে হারিয়েছে। আমাদের যন্ত্রণা এবং দুর্ভাগ্যের বোঝা বাড়াতে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে বাঙলাও জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার তরঙ্গে ভেসে গেছে। তবে সময়ের ইঙ্গিত অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। রাজনৈতিক দিগন্তের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আমরা এক নবজাগরণের দ্বারপ্রান্তে। জনগণ তুচ্ছ বাদ-বিতণ্ডায় বিরক্ত এবং সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি নিজেদের নিঃশেষ করে এনেছে। গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদের সামনে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে এবং মঙ্গলের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর সম্মুখীন হতে হবে এবং তার সমাধান করতে হবে এবং কেবল এক শক্তিশালী এবং ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেসই আসন্ন সেই পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পারে। অতএব, আসুন আমরা সাহসে ভর করে এবং "ক্ষমা করুন এবং ভুলে যান" এই নীতি অনুসরণ করে সমস্ত দলাদলি এবং সাম্প্রদায়িক বিবাদের ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়াই। আসুন, হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং সহানুভূতির গভীরতা দিয়ে আমাদের সকল প্রাক্তন সহকর্মীকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে আনি। যাঁরা নানাবিধ ব্যক্তিগত কারণে আজ পর্যন্ত নির্লিপ্ত রয়েছেন অথবা ভারতের জাতীয় মহাসভাকে এড়িয়ে গেছেন, আসুন, তাঁদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে আরও কঠোর প্রচেষ্টা চালাই। আবার আমরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে, যার ভিত্তি অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং শুভেচ্ছা—কথা নয়—ফিরিয়ে আনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ১৯২৫ সালের ১৬ জুন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময়

দেশবন্ধু তাঁর উত্তরাধিকারস্বরূপ যে-কংগ্রেসকে রেখে গিয়েছিলেন, আসুন আবার আমরা কংগ্রেসকে সেই মহান প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলি, এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমস্ত পথের অনুসন্ধান করি এবং আমাদের মৌলিক নীতি বিসর্জন দেওয়া ছাড়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত সব কিছু করি।

এই লক্ষ্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভিতরে ঐক্য এবং পারস্পরিক শুভেচ্ছার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বি. পি. সি. সি.-র নির্বাচন আসন্ন এবং নির্বাচনের পরে আসবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সাধারণ সভায় আনুমানিক ৬০ জন সদস্যের মনোনয়ন। আমি বাঙলার কংগ্রেসসেবীদের নিকট এই আন্তরিক আবেদন জানাই যে, বিশেষ কোনও বিষয় সম্পর্কে কার কী মতামত, কে কোন গোষ্ঠীভুক্ত অথবা গত দুই বছর দলীয় কলহে কার কী ভূমিকা ছিল এসব ভুলে গিয়ে নির্বাচন এবং সদস্য মনোনয়নের সময় যাতে সকল সৎ, আন্তরিক এবং দেশভক্ত কংগ্রেসকর্মী জয়ী হন সেদিকে যেন তাঁরা লক্ষ রাখেন। আগামী কয়েক বছরে যে-দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে তা এতবড় যে, দেশের কাজে একজন কর্মীর সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবার মতো অবস্থাও কংগ্রেসের নেই। আসুন আমরা বিশ্বাস, শুভেচ্ছা এবং প্রীতি নিয়ে কংগ্রেসের নববর্ষে পদার্পণ করি, যাতে প্রতিদানে আমরাও ন্যায়সঙ্গতভাবে একই জিনিস আশা করতে পারি।

বিনা শর্তে রাজবন্দীদের মুক্তিদান এড়াবার জন্য সরকার যে নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে সে সম্পর্কে বিবৃতি, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭

"অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস" এক সাম্প্রতিক বিবৃতিতে বলেছে যে, বাঙলা সরকার রাজবন্দীদের মুক্তিদান সম্পর্কে স্যার আলেকজান্ডার মুডিম্যান কর্তৃক ঘোষিত নীতি কার্যকর করার কথা বিবেচনা করছে। বাঙলা সরকার যে-ব্যবস্থা গ্রহণের কথাই বিবেচনা করুক না কেন, এই উপলক্ষে জনসাধারণের অভিমত পুনরায় ঘোষণা করা প্রয়োজন।

রাজবন্দীদের মুক্তিদান এড়াবার জন্য পুলিশ সম্প্রতি নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। আজকাল তারা রাজবন্দীদের কারাগারের বাইরে অস্বাস্থ্যকর সর্পসঙ্কুল দূরবর্তী অঞ্চলে (এর মধ্যে বঙ্গোপসাগরের দ্বীপগুলিও আছে) অন্তরীণ রাখছে। এইসব জায়গায় উপযুক্ত খাদ্য, চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও মেলে না। সরকারি ভাষায় এই অন্তরীণকে বলা হয় "পল্লীনিবাস" (village domicile) এবং বিধানসভা এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা উভয় স্থানেই একে "মুক্তি" বলা হচ্ছে, যদিও এটা সত্যের অপলাপ। নিকটতম থানায় হাজিরা দিতে রাজবন্দীদের প্রতিদিন অনেক মাইল পথ হাঁটতে হয়। তাঁদের যে সামান্য ভাতা দেওয়া হয় তা মজুরদের পক্ষেও যথেষ্ট নয় এবং এর ফলে তাঁদের কষ্টের বোঝা আরও বেড়ে যায়। জেলা-শহর এত দূরে এবং জেলা-সদরের পুলিশ এত উদাসীন যে, জরুরী অবস্থায় রাজবন্দীরা সাহায্য অথবা পরামর্শ পায় না। স্থানীয় লোকের সঙ্গে রাজবন্দীদের মিশতে দেওয়া হয় না। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, অন্তরীণ শ্রীযুক্ত যতীন ভট্টাচার্যকে গ্রামের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচে রেফারির কাজ করবার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, রাজবন্দীদের যদি অসহ্য কষ্টের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে যথাযোগ্যভাবে জানিয়ে নিজেদের অভিযোগ জানাবার জন্য বাসস্থান ছেড়ে জেলা-সদরে যেতে বাধ্য হন তাহলে তাঁদের অভিযুক্ত করা হয় এবং সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যেমন দেওয়া হয়েছিল অন্তরীণ শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দে-কে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে যে-ধরনের অন্তরীণ ব্যবস্থা চলছে জনমত তার তীব্র নিন্দা করে।

পুলিশ যখন দেখতে পাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণে রাজবন্দীদের মুক্তি আটকানো যাবে না এবং তাঁরা মুচলেকা দিয়ে মুক্তি ক্রয়ে অনিচ্ছুক, তখন পুলিশ রাজবন্দীদের বাঙলা থেকে বহিষ্কারের নীতিও গ্রহণ করেছে। বহিষ্কৃত রাজবন্দীরা কেবল নামমাত্র স্বাধীনতা ভোগ করেন, কারণ পুলিশ নিরন্তর খোঁজখবর করে এবং পিছনে লেগে থেকে রাজবন্দীদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে এবং জনসাধারণ তাঁদের এড়িয়ে চলে। আলমোড়ায় শ্রীযুক্ত জীবনলাল চ্যাটার্জির ক্ষেত্রে যা ঘটেছে। সরকার যখন ভরণপোষণের জন্য ভাতা মঞ্জুর করে না তখন বহিষ্কৃত রাজবন্দীদের কষ্ট শতগুণ বৃদ্ধি পায়, শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মুখার্জির বেলায় যা হয়েছে, কারণ পুলিশের সদয় এবং নাছোড় নজরদারির ফলে বাঙলার বাইরে তাঁদের পক্ষে জীবিকার্জন করা

অসম্ভব।

রাজবন্দীরা যদি বিপজ্জনক এবং অবাঞ্ছিত জীব হয় তবে বাঙলা সরকার অন্য প্রদেশকে তাঁদের জায়গা দিতে বাধ্য করবে কেন এই কথাটা আমরা বুঝতে অক্ষম। জিজ্ঞাসা করুন হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট স্থগিত রাখবার এবং নির্দোষ নাগরিকদের বিনা বিচারে আটক রাখবার কী যুক্তি আছে? সরকার তাঁদের বিচার করবে না, কারণ তাঁদের কোনও গ্রাহ্য অভিযোগ নেই। লর্ড লিটন যখন গভর্নর ছিলেন তখন তাঁর জবানিতেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, অপরাধ করেছে বলে নাগরিকদের কারারুদ্ধ করা হয়নি, কারারুদ্ধ করা হয়েছিল যাতে তাঁরা অপরাধ করতে না পারে সেই জন্য। শ্রীযুক্ত যাদুগোপাল মুখার্জির মতো রাজবন্দীদের সামনেও পুলিশ অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছে যার ফলে তখন আমাদের ফৌজদারি আইনের এক নতুন বিধি শিখতে হবে।

আর আটক রাখবার সমর্থনে কোনও যুক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয়ে পুলিশ এখন এই কথা প্রমাণ করতে বোমার খোল আর ভাঙা রিভলভার কুড়োতে শুরু করেছে যে, বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব এখনও আছে। বস্তুত, গত কয়েক বছরে যখনই বন্দীমুক্তির কথা উঠেছে অথবা যখনই রাজবন্দীদের প্রশ্নটি আলোচনার জন্য বিধান সভা অথবা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়েছে, তখনই কিছু পরোপকারী সশস্ত্র ভদ্রলোক গ্রেফতার বরণের জন্য নিজের থেকে এগিয়ে এসেছেন এবং অকস্মাৎ তথাকথিত বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণত এইসব কারখানায় এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা সর্বত্র পাওয়া যায় আর ভাঙা রিভলভারগুলি যার দিকে গুলি ছোঁড়া হয় তার থেকেও যে গুলি ছোঁড়ে তার পক্ষে বেশি বিপজ্জনক, দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় পুলিশের সাক্ষীরা এই কথাই বলেছিল। যে-সব জিনিস খুঁজে বের করা হয়েছিল সেগুলি অকেজো হলেও দণ্ডবিধানের পক্ষে যথেষ্ট। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বকে আরও বেশি করে প্রমাণ করতে পুলিশ অস্ত্র-আইনের আওতায় পড়ে এমন সাধারণ মামলাগুলিকে 'রাজনৈতিক মামলা' বলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রে প্রচার করে। সম্প্রতি এক সাজানো রাজনৈতিক মামলায় পুলিশের এক পুরান চরকে রাজসাক্ষী হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় দেখা গিয়েছে।

কয়েক বছর আগে বেঙ্গল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি ইন্টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ তুলে দেবার সুপারিশ করেছিল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, এই বিভাগের অস্তিত্ব বজায় রাখার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য পুলিশ গত কয়েক বছর ধরে কৃত্রিম বিপ্লবী আন্দোলন সৃষ্টির জন্য প্ররোচক নিয়োগ করে আসছে। দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি। যদি কোনও নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং রাজবন্দী আর জনসাধারণকে বিনা বাধায় সাক্ষ্য দিতে দেওয়া হয়, তাহলে আমি অভিযোগ প্রমাণের দায়িত্ব নেব।

আমি বলছি না যে, প্ররোচক নিয়োগের ব্যাপারে গভর্নর-ইন-কাউন্সিল-এর কোনও হাত ছিল বা আছে, অথবা সব পুলিশ অফিসারই একথা জানতেন বা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই জঘন্য প্রথা বাইরে থেকে আমদানি করা। মহাযুদ্ধের সময় যখন সত্যিই পুলিশকে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে লড়তে হয়েছিল তখনও বাঙলায় এই প্রথা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এটা মুষ্টিমেয় কিছু ধূর্ত পুলিশ অফিসারের কারসাজি এবং পুলিশবাহিনীর কিছু কিছু অংশ শুধু এই প্রথারই বিরোধিতা করেননি, বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারিরও বিরোধিতা করেছেন। ব্যবস্থাটি এখন এমন নিখুঁত করা হয়েছে যে, পুলিশ যখন চাইবে তখনই রাজনৈতিক ধরনের অপরাধ সঙ্ঘটনের ব্যবস্থা করতে পারবে এবং পুলিশের ইচ্ছানুযায়ী বোমার কারখানা আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। আমাদের কারাবাসের সময় যখন পুলিশের এই কৌশল এবং কার্যপদ্ধতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব এবং অর্ডিন্যান্স অনন্তকাল বজায় রাখা যাবে এবং সেই কারণে আমরা মুক্তিলাভের সকল আশা বিসর্জন দিলাম। সহজবোধ্য কারণে দার্জিলিঙ-এর পরিবেশে আকস্মিক পরিবর্তন না ঘটলে আজ পর্যন্ত কোনও কারামুক্তির ঘটনা ঘটত কিনা সে বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার সন্দেহ আছে।

গত চার অথবা পাঁচ বছর ধরে বাঙলায় এক পুলিশরাজ চলছে, গভর্নমেন্ট হাউস লালবাজার এবং এলিসিয়াম রো-র কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে। পুলিশের পক্ষে এটা অত্যন্ত প্রশংসার কথা যে, তারা প্রশাসনকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পেরেছে। এটা

সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, তারা গভর্নরসহ সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মনে এই ভীতির সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছে যে, কিছু লোককে এক্ষুনি কারারুদ্ধ না করলে তাঁদের জীবন বিপন্ন হবে।

লর্ড লিটনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের এটাই অভিযোগ যে, তিনি ঘটনা সম্পর্কে কেবল পুলিশের বক্তব্যই শুনেছেন, উপযুক্ত বেসরকারি ব্যক্তিকে তিনি কখনও প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ দেননি এবং সরকারের দাসমনোভাবাপন্ন সমর্থক ছাড়া অন্য একজন ভারতীয়কেও তিনি বিশ্বাস করেননি। অথচ অন্য দিকে তিনি প্রকাশ্যভাবে পুলিশের এবং বিশেষ কিছু পুলিশ অফিসারের এমন উচ্ছ্বসিত এবং অশোভন প্রশংসা করেছেন, যা জনসাধারণের মনে আঘাত দিয়েছে।

রাজবন্দীদের মনোভাব পরীক্ষা করে, বিশেষ ধরনের মুচলেকা সই করার শর্তসাপেক্ষে তাদের মুক্তির প্রস্তাব দেবার জন্য রাজবন্দীদের সঙ্গে আলোচনা করতে পুলিশ অফিসার নিয়োগের বর্তমান সরকারি নীতি অত্যন্ত নিন্দনীয়। রাজবন্দীরা মনে করেন যে, তাঁরা কোনও অন্যায় করেননি এবং আমার মতে, তাঁরা কখনও অনুতপ্ত হবেনও না। এই রকম মূল্যের বিনিময়ে তাঁদের কাছে মুক্তির প্রস্তাব করা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। সরকারের কাছে আমার এই অনুরোধ যে, তাঁরা যেন এই অহেতুক অপমান থেকে রাজবন্দীদের রেহাই দেন।

অধিকন্তু, রাজবন্দীদের মনোভাব যাচাই করবার জন্য পুলিশ অফিসার পাঠানো বৃথা, কারণ তাঁদের এই দুরবস্থার জন্য তাঁরা পুলিশকেই মুখ্যত দায়ী বলে মনে করেন এবং তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংযত ব্যক্তিও পুলিশ অফিসারের মুখ দেখলেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা জানি। অতএব আমার মনে হয় এই ধরনের আলোচনা উভয় পক্ষেই কেবল তিক্ত মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে।

এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, সরকার কখনও সঠিক কাজ করলেও কদাচিৎ তা সাহসের সঙ্গে এবং প্রসন্ন মনে করেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তাদের "গ্রামে অন্তরীণ" (village internment), "শর্তাধীন মুক্তি" (conditional relese) এবং "বহিষ্কার" (externment)-এর নীতি কোনও প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করছে না। অধিকন্তু, একটু-একটু করে কারামুক্তি কোনও প্রভাব সৃষ্টি করছে না এবং বর্তমান রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করছে না। সরকারের যদি যথার্থই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির এবং জনগণের ক্রোধ উপশমের বাসনা থাকে তাহলে সাহস সঞ্চয় করে কারাগারের দরজা যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুক্ত করে দিক। এই নীতি গ্রহণ করলে কখনও অনুতাপ করতে হবে না। যতদিন তা করা হবে না ততদিন কোনও নেতাকেই, তিনি যত প্রভাবশালীই হোন না কেন, বাঙলার শ্রোতাদের সামনে সহযোগিতার কথা বলতে দেওয়া হবে না।"

এক রাজবন্দীর অত্যন্ত বিপন্ন সম্পত্তি সম্পর্কে এস. সি. বোস, এস. সি. মিত্র এবং ডঃ জে. এন. দাশগুপ্ত এই বিবৃতি প্রচার করেছেন, ১৩ নভেম্বর ১৯২৭

১৮১৮ সালের রেগুলেশন ৩ অনুযায়ী রাজবন্দী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির পৈত্রিক সম্পত্তি বিপন্ন জানতে পেরে আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা, নিজেদের চোখে সত্যতা যাচাই করতে বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর, ১৯২৭) ২৪-পরগনা জেলার হালিসহরে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম।

আমরা শ্রী গাঙ্গুলির বাড়ি মেরামতহীন অবস্থায় দেখতে পেলাম এবং মনে হল বাড়ির অংশবিশেষ ভগ্নদশায় উপস্থিত হয়েছে। সমস্ত জায়গাটি জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। তবে শ্রী গাঙ্গুলির নিজের গ্রামের কিছু বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী বাড়ির একটি অংশ সম্প্রতি পরিষ্কার করেছেন। দেখা গেল এক প্রতিবেশী, হুকুমচাঁদ জুট মিলের কর্মী বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষাল, বাড়ির একটি অংশ দখল করে আছেন। আমরা ইচ্ছা করেই ছুটির দিনে হালিসহর গিয়েছিলাম। আমাদের হালিসহরে যাবার খবর যোগেনবাবুকে আগেই জানিয়েছিলাম এবং শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির এক প্রতিনিধির মারফত যোগেনবাবুকে বাড়িতে থাকার অনুরোধ করেছিলাম, যাতে তাঁর সঙ্গে আমরা দেখা করতে পারি। ওখানে পৌঁছে খোঁজ নিতে গেলে যোগেনবাবুর পরিবারের লোকজন আমাদের বলেন যে, যোগেনবাবু বাড়ি নেই, অফিসে গিয়েছেন। কিন্তু পরে আমরা জানতে পারি যে, তিনি সারাক্ষণ বাড়িতেই ছিলেন এবং আমরা হালিসহর ছেড়ে

কলকাতা রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন।

শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি যতদিন কারাগারে আছেন যোগেনবাবু ততদিন তাঁর বাড়ি দখল করে আছেন। আমরা জানতে পেরেছি যোগেনবাবু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলিকে অথবা তাঁর কোন প্রতিনিধিকে এক পয়সাও ভাড়া দেননি—কোন পৌর করও দেননি। আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, গত কয়েক বছরের পৌর কর বাকি পড়েছে। কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি তাঁর বাড়ি মেরামতের জন্য সরকারের কাছে ১০০০ টাকা অনুদানের জন্য আবেদন করেছিলেন। এর পরে হালিসহরে পুলিশের তদন্ত হয় এবং আমরা শুনেছি যে-পুলিশ অফিসারের উপরে উক্ত তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তিনি সরকারকে জানিয়েছেন যে, শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি জনৈক ভদ্রলোককে (অর্থাৎ বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষালকে) তাঁর বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন এবং সেই ভদ্রলোক পৌর কর দিয়ে আসছেন। পুলিশের বিবরণ সম্পর্কে এই গুজব সত্য কিনা আমাদের তা জানবার উপায় নেই, কিন্তু আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, এমন কোনও বিবরণ যদি পুলিশ পেশ করে থাকে তবে তা ডাহা মিথ্যা এবং কেবল বাড়ি মেরামতের জন্য শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির অনুদানের দাবিকে নাকচ করবার উদ্দেশ্য নিয়েই এই মিথ্যা বিবরণ তৈরি করা হয়েছে। এখানে আমরা এই মন্তব্য না করে পারছি না যে, আমরা লক্ষ্য করেছি গ্রামের অনেক সম্ভ্রান্ত এবং প্রভাবশালী ভদ্রলোকের মনে এইরকম ধারণা আছে যে, শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির ব্যাপারে যখনই কোনও পুলিশ অফিসার তদন্ত করতে গিয়েছেন, তিনি তদন্ত করেছেন হেলাফেলায় এবং প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়ে যাঁরা সাহায্য করতে পারতেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন।

আমরা আরও দেখতে পেয়েছি যে, যোগেনবাবু শুধু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির বাড়ির একাংশ দখল করেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির জমির একাংশেও অবৈধ অনুপ্রবেশ করে তা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। যোগেনবাবু এর আগেও একবার এরকম অবৈধ অনুপ্রবেশ করেছিলেন কিন্তু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির দাদা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গাঙ্গুলি, তিনি তখন জীবিত ছিলেন, তাঁকে উচ্ছেদ করেন।

শুনেছি শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির প্রতিনিধিরা তাঁর বাড়ি এবং জমির অবৈধ দখল ছেড়ে দিতে যোগেনবাবুকে বার বার অনুরোধ করেছেন—কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। যেহেতু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি এখন রাষ্ট্রীয় অতিথি, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। অতএব আমরা হালিসহরে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির বাড়ির অবৈধ দখল এবং তাঁর জমিতে অবৈধ প্রবেশের ঘটনার প্রতি ২৪-পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতিও আমরা জনসাধারণ এবং সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। গ্রেফতার হবার সময় শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলির নিকট আত্মীয়ের মধ্যে এক দাদা ছিলেন। দাদার ছিল স্ত্রী এবং এক ছেলে। বিপিনবাবুর গ্রেফতারের পরে ১৯২৪ সালের জুন মাসে তাঁর দাদার মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পরে পারিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনা করবার আর কেউ নেই। শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলি কারান্তরালে আছেন বলে তাঁদের জমিজমা অথবা অন্যান্য সম্পত্তি কী আছে তা নির্ণয় করা আরও কষ্টকর। আমরা আজ পর্যন্ত যতটা খোঁজ করতে পেরেছি তা থেকে মনে হয় নদীয়া জেলার চাকদহ থানার কুলিয়া গ্রামে এবং ২৪-পরগনা জেলার নৈহাটি, আমডাঙা এবং বিজাপুর থানায় শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির ভূসম্পত্তি আছে। নৈহাটি থানায় তাঁর পৈত্রিক বাড়ির চারদিকের জমি ছাড়াও অন্য ভূসম্পত্তি আছে। আমাদের বিশ্বাস করবার মত কারণ আছে যে, এইসব ভূসম্পত্তি ছাড়াও শ্রী গাঙ্গুলির অন্য ভূসম্পত্তিও আছে। কিছুদিন আগে নদীয়া জেলায় জরিপের কাজ শেষ হয়েছে এবং জানা নেই ওই এলাকায় শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির সম্পত্তি তাঁর নামে নথিভুক্ত হয়েছে কিনা। ২৪-পরগনা জেলায় জরিপের কাজ এখন চলছে, কিন্তু শ্রী গাঙ্গুলির স্বার্থের প্রতি নজর রাখবার মতো কেউ উপস্থিত নেই। তাঁর কিছু সহৃদয় বন্ধু এবিষয়ে যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে বিশেষ সাফল্য লাভ করা কষ্টকর, কারণ শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির সম্পত্তির পরিমাণ এবং তা কোন কোন অঞ্চলে আছে সে-সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন না। এই অসুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত বিপিন গাঙ্গুলি কয়েক মাস আগে জরিপের কাজ চলবার সময়ে উপস্থিত থেকে নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখবার জন্য সরকারের কাছে ছুটির আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার জবাব সম্পর্কে কোনও আশ্বাস পাওয়া যায়নি এবং ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির অনুপস্থিতিতে তাঁর

ভূসম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। অতএব আমরা এবিষয়ে সরকারের এবং, বিশেষ করে, সেটলমেন্ট অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গত পূজার ছুটিতে মিঃ লোম্যান (ডি. আই. জি., সি. আই. ডি.) যখন বর্মার বেসিন জেলে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করেন তখন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি তাঁর পারিবারিক বিষয় সম্পর্কে মিঃ লোম্যানকে সব কিছু জানিয়েছিলেন। মিঃ লোম্যান এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। এদিকে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলি এবং তাঁর পরিবারের চরম সর্বনাশ হতে চলেছে।

গাঙ্গুলিভাইরা, ললিতবাবু এবং বিপিনবাবু, এক যৌথ পরিবারভুক্ত এবং ললিতবাবুর স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়াও আরও কয়েকজন পোষ্যের ভরণপোষণের ব্যবস্থা তাঁদের করতে হত। সুদূর ব্রহ্মদেশে বিপিনবাবুর কারাবাসের জন্য ললিতবাবুর মৃত্যুর পরে পরিবারটি দুর্দশায় পড়েছে। যৌথ পরিবারটির ভরণপোষণের জন্য সরকার থেকে সামান্য ৫০ টাকা মসোহারা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অল্প। এই বিষয়টির প্রতিও আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।—স্বাঃ সুভাষচন্দ্র বোস, জে. এন. দাশগুপ্ত, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং জিতেন্দ্রনাথ মিত্র।

বাঙলার কংগ্রেস সংগঠনগুলির প্রতি এস. সি. বোসের আবেদন, ২২ নভেম্বর, ১৯২৭

কংগ্রেসের নতুন বছরের শুরুতে আমি সমস্ত কর্মী, বন্ধু এবং সমর্থকদের কাছে সর্বান্তকরণে এই আবেদন জানাচ্ছি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর জন্য এক সুচিন্তিত ভিত্তি তৈরি করতে তাঁরা যেন বাঙলার কংগ্রেস সংগঠনগুলির সংস্কার এবং পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেন। হিন্দু এবং মুসলমান এই দুটি সম্প্রদায় যাতে কংগ্রেসের পতাকার নীচে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের কার্যসূচী রূপায়ণে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করতে পারেন সেই জন্য বাঙলার প্রত্যেক অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। কংগ্রেসের যে-সমস্ত শাখা উঠে গেছে সেগুলি পুনর্জীবিত করতে হবে, নতুন কেন্দ্র খুলতে হবে। বর্তমান সংগঠনগুলিতে নতুন প্রাণ এবং উদ্দীপনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা সাময়িকভাবে কংগ্রেসের কাজ করা বন্ধ করেছেন তেমন প্রতিটি কর্মীর কাছে দলে ফিরে আসবার জন্য আমাদের আবেদন করতে হবে। সর্বোপরি, ব্যাপক হারে কংগ্রেসের সদস্যভুক্তির কাজ এই মুহূর্তেই শুরু হওয়া প্রয়োজন। ১০ ডিসেম্বর নাগাদ পুনরায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হবে এবং আমার একান্ত আশা এই যে, বিভিন্ন জেলা থেকে সদস্যরা যখন আবার সমবেত হবেন তাঁরা অন্তর্বর্তী সময়ে উপরে বর্ণিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি সম্পর্কে অনুকূল রিপোর্ট দিতে পারবেন। এটা সহজবোধ্য যে, প্রথমে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করলে কোনও কর্মসূচী, তা যত নিখুঁতই হোক না কেন, কার্যে রূপায়িত করা যায় না।

বাঙলার সামনে আজ শুধু একটাই সমস্যা, অর্থাৎ রাজবন্দী সমস্যা। এই সমস্যা কেবল আরও অনেক বড় একটি সমস্যার প্রতীক, যার নাম জাতীয় পরাধীনতা। রাজবন্দীদের আশু মুক্তির সকল আশা তিরোহিত হয়েছে এবং এটা স্পষ্ট যে, যতদিন আমাদের জাতীয় কর্মতৎপরতার সাময়িক পক্ষাঘাত চলবে ততদিন সরকার আমাদের দাবি ঘৃণার চোখে দেখবে। কেবল ব্যাপক এবং তীব্র জাতীয় আন্দোলনের দ্বারাই এই বিষয়ে জনগণের আবেগের গভীরতা প্রদর্শন করে রাজবন্দীদের আশু মুক্তির ব্যবস্থা করতে সমর্থ হব।

কংগ্রেসের ভিতরে সমস্ত গোষ্ঠীর এবং দেশের সমস্ত দলের বিভেদ ভুলে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শুভক্ষণ সমাগত। আমাদের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শোকাবহ এবং আকস্মিক মৃত্যুর পরে যৌথ কর্মোদ্যোগের এমন অনুকূল পরিবেশ আর কখনও হয়নি। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, এই প্রদেশের জনগণ এই সুবর্ণসুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন।

শিল্প এবং স্বাদেশিকতা বিষয়ে ভাষণ, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৭

প্রথমেই আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, আমি আমার সেইসব স্বদেশবাসীর অন্যতম যাঁদের মধ্যে শিল্পচেতনার অভাব আছে। কিন্তু আমার পক্ষে এটা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় নয়। অবস্থাটা ঠিক তার বিপরীত। একথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের দেশে শিল্পের প্রতি বিশেষ কোনও অনুরাগ নেই। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, আমাদের মধ্যে সামান্য কিছু সংখ্যক শিল্পানুরাগী নেই। কিন্তু কোনও দেশের সামূহিক শিল্পবোধ বিচারের পক্ষে এই মানদণ্ড যথেষ্ট নয়। এটা জনসাধারণের স্তরে গিয়ে না পৌঁছান পর্যন্ত আমরা সার্বিক জাতীয় চেতনা আশা করতে পারি না।

একটি জাতির জীবনে শিল্পানুশীলনের আবশ্যকতা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই এবং সে আলোচনা করবার যোগ্যতাও আমার আছে বলে মনে করি না। কিন্তু একথা সত্য যে, ব্যক্তি অথবা জাতি উভয়ের ক্ষেত্রেই সমস্ত মহৎ সৃষ্টির অপরিহার্য শর্ত হল আনন্দ।

আমার যা থাকা উচিত ছিল কিন্তু নেই তার জন্য লজ্জিত বোধ করবার শিক্ষা আমাকে দিয়েছে দিলীপকুমারের সাহচর্য। আমার স্পষ্ট মনে আছে ইংল্যান্ডে থাকবার সময়ে দিলীপকুমারের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি সেখানে কয়েকটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। আমাকে যা সর্বাধিক বিস্মিত করেছিল তা হল সঙ্গীতের জন্য সেখানে লোককে অর্থ ব্যয় করতে হত। পাশ্চাত্য দেশে শিল্প এবং সঙ্গীতের চাহিদা এত বেশি যে, আগে থেকে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করলে বিখ্যাত শিল্পীরাও বসবার জায়গা পান না। তখন আমার নিজের দেশের কথা মনে এসেছিল—ভেবেছিলাম আমার দেশে কি এমন অবস্থা হবে না যে এমন কি দশ টাকা দিয়েও লোকে জায়গা পাবে না ? কিন্তু গত ছয় বছরের মধ্যে আমাদের দেশে সঙ্গীতের এমন দ্রুত উন্নতি হয়েছে যা আমি তখন আশা করতে পারিনি। সত্যিই এটি এমন এক সাফল্য যার জন্য আমাদের গর্ব বোধ করা উচিত। আমি নিশ্চিত যে, এই গতি যদি অব্যাহত রাখা যায় তবে আমাদের শিল্পজীবনে যে-কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে আজ থেকে এক দশক পরে আর কেউ সেই কলঙ্ক আরোপ করতে পারবে না। এই আশ্চর্য অগ্রগতির কৃতিত্ব অবশ্যই দিলীপকুমারের প্রাপ্য এবং এই সুযোগে তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

দিলীপকুমারের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক, যে-সম্পর্কের কথা তিনি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছেন, ছাড়াও তাঁর সাহচর্য আমাকে এই কথা উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে যে, প্রকৃত এবং মহৎ শিল্পী হতে গেলে কোনও শিল্পীকে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে হবে, যা শিল্পকৌশল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। শিল্পীরা এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা জানি না, তবে আমি অনুভব করি যে, সর্বসাধারণের আনন্দবিধান যদি শিল্পের উদ্দেশ্য হয় তবে শিল্পে ব্যক্তিত্বের স্থান আছে। দিলীপকুমারের সঙ্গীত আমার শুধু এই কারণে ভাল লাগে যে, তাঁর মধ্যে আমি শিল্প এবং ব্যক্তিত্বের এক নিখুঁত সমন্বয় দেখতে পাই। আমি যখন তাঁর শিল্প উপভোগ করি তখন সর্বদাই মনে রাখি এর পিছনে আছে একটি চমৎকার মন, একটি চমৎকার চরিত্র। আমার মতে কবি, শিল্পী, রাজনীতিক অথবা ক্রীড়াবিদ্—সকলের ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে সত্য। উন্নতি অবশ্যই সব দিক দিয়ে হতে হবে।

সেবক সমিতি দিলীপকুমারের কাছে বহু বিষয়ে তাঁর সাহায্য এবং সদাশয়তার জন্য ঋণী। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে, জনসাধারণের জন্য তাঁর এই প্রথম অনুষ্ঠান থেকে লব্ধ যাবতীয় অর্থ তিনি রাজবন্দী-তহবিলে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু এটা নিতান্ত তুচ্ছ বিষয়। দিলীপকুমারের নিকট থেকে আমরা যা জানতে চাই তা হল শিল্পীর সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক। কোনও ব্যক্তির মতো কোনও দেশও সম্ভাব্য সকল দিক থেকে উন্নতি করতে সক্ষম। শিল্প, সাহিত্য, কল-কারখানা—জাতীয় পুনরুজ্জীবনে এদের প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

দেশের সর্বত্রই অল্পবিস্তর যে জাতীয় জাগরণ দেখতে পাচ্ছি আমি তার কথা ভাবছি। এমন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটা শারীরবৃত্তের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার মতো বহিরাগত অভিঘাতের এক অস্থায়ী প্রতিক্রিয়া—এটা নিতান্তই সমুদ্রের ওপার থেকে আমদানি করা এক আন্দোলন। আমি এটা বিশ্বাস করতে রাজি নই। কোনও আন্দোলন কৃত্রিম হলে তা সার্বিক হতে পারে না। কিন্তু

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের চেতনা একটি জাতির অন্তরে কামনার প্রকাশ, যা সমস্ত দেশে, এবং বিশেষ করে বাঙলায়, দৃষ্টিগোচর। শিল্প, সাহিত্য, যন্ত্রশিল্প—জীবনের সকল বিভাগেই বাঙলা নিশ্চিতরূপে এগিয়ে চলেছে। এর প্রত্যেকটিই একটি জাতিকে উদ্দীপিত করে এবং যখন সুস্থ পথে সেই জাতির অগ্রগতি হয় তখন আবার নিজেরাই উদ্দীপিত হয়। আমরা সবাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত হলেও আমাদের মধ্যে এইটুকু মিল আছে যে, আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন পথে আত্মার মুক্তির জন্য কঠোরভাবে প্রচেষ্টা করছি। এই প্রসঙ্গে যুবকদের আমি বলব দিলীপকুমার যা বলেছেন তা অনুধাবন করতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে।

কবি, শিল্পী এবং শিল্পপতিরা সেই মহান আন্দোলনে যে-ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বিগত স্বদেশী আন্দোলন আমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অসহযোগ আন্দোলনকে বন্ধ্যা আন্দোলনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যেহেতু এই আন্দোলন আমাদের অন্তর্নিহিত শিল্পসত্তাকে উদ্দীপিত করেনি। এটা আংশিকভাবে সত্য। দেশে কল্পনা এবং আনন্দের অভাব চলেছে। কিন্তু প্রকৃত কারণ কী ? অনেক কারণের মধ্যে দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা—(১) অর্থনৈতিক চাপ, (২) পুলিশের নির্যাতন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জঘন্য শিক্ষাপদ্ধতি এই ভয়ানক অবস্থার জন্য দায়ী। প্রতিকারের ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং তা কার্যে পরিণত করবার সময় অবশ্যই সমাগত। এই দুর্দশা লাঘবের জন্য আমাদের কবি এবং শিল্পীরা কতটা সাহায্য করতে পারেন তা উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমি দিলীপকুমারের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, তিনি যেন আমাদের দেশে সঙ্গীতের সঞ্জীবনী মলয়ানিল ফিরিয়ে আনেন এবং আমাদের এই হতভাগ্য দেশকে বিশুদ্ধ এবং অবিমিশ্র আনন্দে সুসিক্ত করে তোলেন।

(শ্রোতাদের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রায় একক কণ্ঠে এবং তাঁর তরুণ বন্ধুগণ এবং ভগ্নীদের সঙ্গে সমবেত কণ্ঠে কয়েকটি গান করেন, যা উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

শ্রীযুক্ত রায় তাঁর পিতার রচিত আর একটি জাতীয় সঙ্গীত গাইবার পরে অনুষ্ঠান শেষ হয়।)

———

রাজবন্দীদের তহবিল সম্পর্কে বিবৃতি, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৭

আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুগ্রহপূর্বক রাজবন্দীদের তহবিলের সাহায্যার্থে তাঁর একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে সম্মত হয়েছেন। রাজবন্দীদের সমস্যার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি রাজবন্দিগণ, তাঁদের পরিবারবর্গ এবং তাঁদের সম্পর্কে আগ্রহী সকল ব্যক্তির কাছেই বিরাট সান্ত্বনা হবে এবং তাঁর সহানুভূতি এবং সাহায্যের জন্য জনসাধারণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

আমি সানন্দে একথাও ঘোষণা করছি যে, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের প্রথম প্রকাশ্য সঙ্গীতানুষ্ঠানে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ রাজবন্দীদের তহবিলে দেওয়া হবে। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমারের সহানুভূতি এবং সাহায্যের জন্য জনসাধারণ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ডঃ মুঞ্জের বিবৃতি প্রসঙ্গে "ফরোয়ার্ড"-এর এক প্রতিনিধির নেওয়া সাক্ষাৎকারের সময় ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি প্রদত্ত বিবৃতি

"কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তের নিন্দা করে এবং যে-একটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের কাছে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার গুরুত্ব এবং সম্মানকে হেয় করে ডঃ মুঞ্জে এক বিবৃতি প্রচার করেছেন। এই সন্ধিক্ষণে এই বিবৃতির দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে তিনি সেই কাজটিই করেছেন, যে কাজ তাঁকে দিয়ে করানো ব্রিটিশ সরকারের, বিশেষ করে লর্ড বার্কেনহেড-এর, অভিপ্রেত হতে পারত। তাঁর বিবৃতিতে যে-ব্যঙ্গের সুর পরিব্যাপ্ত তা হিন্দু মহাসভার পক্ষে শোভন নয়। যখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য কংগ্রেসের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি করা তখন শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারকে অথবা ভারতের জাতীয় মহাসভাকে আক্রমণ করে হিন্দু মহাসভা অথবা

ভারতবর্ষের কী লাভ হবে তা আমি বুঝতে অক্ষম।

ডঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং এই পদের অধিকারী হিসাবে বিবৃতি প্রচার করে এই ধারণার সৃষ্টি করতে চাইলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতই হিন্দু মহাসভার অভিমত। এটা সত্যের অপলাপ। আমি মাদ্রাজে উপস্থিত না থাকলেও আমার ধারণা এই যে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং হিন্দু মহাসভার কয়েকজন প্রখ্যাত নেতা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যসহ কংগ্রেসের সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করেছিলেন। তবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দু সভাগুলি গোরু এবং সঙ্গীতের মতো বিতর্কিত প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অভিন্ন মত পোষণ করে না। অতএব বিশেষ কোনও নেতার অথবা প্রদেশের মতামতকে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার মতামতরূপে প্রচার করা ন্যায্য নয়।

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ মতামত বিবেচনা করবার সময় বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার মতামতকে অবহেলা করা উচিত নয়। বাঙলার হিন্দু জনসংখ্যার কথা এবং, কেবল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, ১৮৫৭ সাল থেকে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনে তাঁদের ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেও হিন্দু বাঙলার মতামতকে আজ পর্যন্ত যতটা মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। ভারতবর্ষ হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল দেশ এবং যা বড়জোর মাত্র কয়েকটি প্রদেশের হিন্দুদের মতামত তাকে সমগ্র হিন্দু ভারতের মতামত বলে চালাবার প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমি হিন্দু সভার কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসযোগ্য কর্মীর কাছ থেকে শুনেছি যে, ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাঙলাতেই হিন্দু মহাসভা সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করেছে। একথা সত্য হলে এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে, আমার প্রদেশে হিন্দু মহাসভার বিপুলসংখ্যক অনুগামী আছে। কিন্তু আমি বাঙলাকে জানি এবং বাঙলার অন্তত কিছুসংখ্যক হিন্দু সভার কর্মীকে আমি চিনি। ডঃ মুঞ্জেকে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলব যে, নিতান্ত কম করে ধরলেও বঙ্গীয় হিন্দু সভার কর্মী এবং সদস্যদের ৮০% মনেপ্রাণে স্বদেশপ্রেমিক এবং, দুর্ভাগ্যক্রমে, ডঃ মুঞ্জে এখন যে-মনোবৃত্তি এবং মেজাজের পরিচয় দিচ্ছেন তার সঙ্গে তাঁদের মনোবৃত্তি এবং মেজাজের কোনও মিল নেই।

আমি নিজে হিন্দু এবং হিন্দু মহাসভা যে-সব কাজ করছে তার কিছু বিষয়ের সঙ্গে আমি একমত না হলেও, সমাজোন্নয়ন এবং ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে এদের কাজের আন্তরিক প্রশংসা করি। কিন্তু যে-সকল সমস্যা প্রধানত ভারতের জাতীয় মহাসভার আওতায় পড়ে সেগুলি নিয়ে ছেলেখেলা না করতে আমি হিন্দু মহাসভাকে অনুপ্রাণিত করব।

আমি সাহসের সঙ্গে বলছি যে, ঐক্য সম্পর্কে কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ডঃ মুঞ্জে যে-মতামত ব্যক্ত করেছেন হিন্দু বাঙলা তা সমর্থন করতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ থাকলে আমি তাঁর সঙ্গে সমগ্র বাঙলা ঘুরে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনসভায় বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত আছি। তখন ভারতবর্ষ বিচার করতে পারবে কে অধিকতর বিশ্বস্তভাবে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করে। আমি সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছি। তাতে সাড়া দেবেন কিনা তা নির্ভর করছে ডঃ মুঞ্জের উপর।"

———

হরতাল সম্পর্কিত সভায় ভাষণ, ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

"আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে ব্রিটিশের ধারণা কী আজ আমরা তার স্বাদ পেয়েছি। আমরা অহরহ ব্রিটিশ শান্তির কথা শুনি, কিন্তু এটা কি গ্রেট ব্রিটেনের ক্ষুদ্র সংস্করণ ? লর্ড লিটন যখন বলেছিলেন, 'ইংল্যান্ড নিজের স্বার্থের বিনিময়ে ভারতবর্ষের কোনও মঙ্গল করতে পারে না' তখন তিনি এক নগ্ন সত্যকেই প্রকাশ করেছিলেন।"

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এক স্মরণীয় দিন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমরা ব্রিটিশ চরিত্রের এক স্পষ্ট রূপ দেখতে পেয়েছি। আশা করি শেষ দিন পর্যন্ত এই শিক্ষা আমরা অন্তরে ধারণ করে রাখতে ব্যর্থ হব না। আমাদের তরফ থেকে ন্যূনতম বিরোধিতার ঘটনা ঘটলেও তাদের ভিতরের পশু নগ্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যে-শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয়েছে ভাষা তা যথাযথরূপে প্রকাশ করতে অক্ষম। আমরা একে গুণ্ডা রাজ, পুলিশ রাজ অথবা সামরিক রাজ বলতে পারি।"

"আমি আইনজীবী নই, রাজদ্রোহের আইন কী তা আমি জানি না। যা সত্য বলে জানি তা উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করতে আমি বিন্দুমাত্র ভীত নই। রাজ্যের যে-নমুনা আজ ব্রিটিশ রাজ দেখিয়েছে তা গুণ্ডামির এক বৃহত্তর সংস্করণ। ইংরেজদের প্রতি আমি কোনও বিদ্বেষ পোষণ করি না।"

"আমাদের কাছে সকল মানুষই ভাই। স্বাধীন জাতি হিসাবে ব্রিটিশদের বেঁচে থাকবার অধিকার থাকলে আমাদেরও সেই একই দাবি থাকতে পারে। ইংরেজ, ফরাসী, আফগানদের বাঁচবার অধিকার আছে ; একই অধিকার থেকে আমাদের কেন বঞ্চিত করা হবে ?"

"আমরা যে ব্রিটিশদের ভয় করি না একথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করবার সময় এসে গেছে। তাদের এরোপ্লেন, মেশিনগান এবং উদ্যত সঙিনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, যদিও ডুবোজাহাজের সঙ্গে পরিচয় বাকি আছে। আমি চিরকালই আশাবাদী। আমার মনে হয় কিছু কিছু বিষয়ে আমরা ইংরেজদের থেকে শ্রেয়।আমরা শক্তির ভাণ্ডার। আশাবাদী হলেও আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে, কলকাতার নাগরিকরা এমন অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। শুধু নূতন প্রজন্মই নয়, পুরাতন প্রজন্মও যে-সাহস এবং আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দেশ কত এগিয়ে এসেছে। দশ বছর আগে এমন বিস্ময়কর সাফল্য ছিল অসম্ভব। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সাল পরাধীন ভারতীয় জাতির ভাগ্যে দুর্লভ সুযোগরূপে দেখা দিয়েছে। কমিশন ইংরেজদের দেওয়া উপঢৌকন নয়। ইংরেজ এবং ভারতীয়দের মধ্যে নিশ্চয় একটা আপোষ হবে। আমরা যদি নিজেদের মতভেদ মিটিয়ে ফেলতে পারি তাহলে ওরা আমাদের সর্বসম্মত দাবি পুরোপুরি মেনে নিতে বাধ্য হবে। আমাদের মতপার্থক্যের অবসানকে সরকার ভয় পায়। শুধু যদি পাঁচ কোটি মানুষের বাঙলা এক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে জয় সহজে আমাদের করতলগত হবে। এই মুমূর্ষু জাতি মেষের মতো না মরে মানুষের মতো মরুক।"

শ্রমিকদের জন্য আকুল আবেদন, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮
মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার অগ্নিপরীক্ষা

আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "আমরা অনুভব করছি স্বরাজ আসছে এবং ওরাও এটা ভালভাবেই বুঝতে পারছে, আর এই জন্যই ডুবন্ত লোকের কুটো আঁকড়ে ধরার মতো ওরা শেষ চেষ্টা করছে। এই আক্রমণ, এই উৎপীড়ন আমাদের দাসত্বের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়গুলি। এটা আমাদের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার অগ্নিপরীক্ষা। দাসত্বের পরিবেশে জন্ম নিয়ে আমাদের মনের গভীরে এই বিশ্বাস বেড়ে ওঠে যে, এই দাসজীবন কখনও শেষ হবে না এবং ইউরোপ যে এশিয়াকে শাসন করবে এটা নিয়তিনির্ধারিত। রোম গ্রীসকে জয় করেছিল এবং গ্রীস আবার জয় করেছিল রোমকে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে না এমন কথা কে বলতে পারে ?" তিনি আরও বলেন, "আমি একথা বলছি না যে, আমরাও ইংল্যান্ড জয় করব। আমরা যে-সংগ্রামে রত তার জন্য তারা দায়ী। নিজেদের দেশে তারা যে-স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপভোগ করে আমাদের তা উপভোগ করতে দেবে না। রাশিয়া, জাপান, তুরস্ক এবং এমন কি সেই ছোট্ট ভূখণ্ড আফগানিস্তানও স্বাধীন। কিন্তু আমরা, ত্রিশ কোটির এই জাতি, দাসের জাতি। ওদের স্পষ্ট করে বলে দেবার সময় এসেছে যে, আমাদের স্বাধীনতার অধিকার যদি ওরা স্বীকার না করে তাহলে আমাদের হাতে যত উপায় আছে সেগুলি সবই আমরা প্রয়োগ করব।"

সাইমন কমিশন সম্পর্কে তিনি বলেন; "একটি বিদেশী জাতি কী করে অন্য একটি জাতির বিচার করতে পারে তা চিন্তার অতীত। ইংল্যাণ্ডের নিজেকে শাসন করবার যোগ্যতা আছে কি নেই তা বিচার করে দেখতে আমরা যদি আমাদের দেশ থেকে সাতজন লোককে পাঠাই তাহলে ইংল্যান্ডের লোকের মনোভাব কী হবে বলে আপনাদের ধারণা ? অতএব এই অপমানজনক এবং হীন প্রস্তাবের জবাবে আমাদের উচিত দিল্লিতে যে-সংবিধান রচিত হচ্ছে

সেটি তুলে ধরা এবং ওরা যদি প্রশ্ন করে আমাদের স্বাধীনতার পতাকা কী, তাহলে দ্বিধাহীন এবং স্পষ্ট উত্তর হবে,—"আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা।"

নিরক্ষরতার অজুহাতের মুখোশ উন্মোচন

"আমাদের স্বাধীনতার শত্রুরা প্রায়ই এই অজুহাত দেখায় যে, জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে অজ্ঞতা এবং নিরক্ষরতা রয়েছে। কিন্তু আফগানিস্তানে এবং নেপালে শিক্ষার শতকরা হার কী এবং বিপ্লবের আগে রাশিয়াতেই বা কী ছিল ? তুরস্কে রবীন্দ্রনাথের মতো কবি, জগদীশচন্দ্রের মতো বৈজ্ঞানিক ক'জন আছেন এবং সেখানে ইতিহাস, সাহিত্য, চারুকলা এবং সঙ্গীত কতটা উন্নত ? তবু তাঁরা স্বাধীন আর আমরা দাস।" শ্রীযুক্ত বসু বলেন, "জনৈক ইউরোপীয় লেখক একদা বলেছিলেন, কোনও বিদেশী জাতি আফগানিস্তান আক্রমণ করলে প্রতিটি পুরুষ, নারী এবং শিশু মাতৃভূমি রক্ষা করতে অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসবে। স্বাধীন থাকবার এই কঠোর সঙ্কল্পই বহিরাগতদের জয়লাভ অসম্ভব করে তোলে। দাসত্বের যন্ত্রণা প্রতিটি ভারতীয়ের অনুভব করা উচিত।"

"প্রতি বছর কত লোক রোগ এবং দুর্ভিক্ষের শিকার হয় ? যখন প্রতি বছর ম্যালেরিয়া, কলেরা এবং অন্যান্য মহামারী ব্যাপকভাবে প্রাণনাশ করে তখন এই অভিশাপ দূর করবার জন্য অর্থ দাবি করলে ওরা আর্থিক অনটনের অজুহাত দেখান, আবার বন্যা এবং দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যের জন্য অর্থ দাবি করলে দুর্বিনীত জবাব আসে : সরকার দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। স্বাধীনতা ছাড়া এসবের কোনও প্রতিকার নেই।"

শ্রীযুক্ত বসু জনৈক ইংরেজ অর্থনীতিককে উদ্ধৃত করেন, যিনি বলেছেন যে, 'বর্জন শিল্পকে কেবল পঙ্গুই করে না,এর দীর্ঘস্থায়ী পরিণামে বাজার নষ্ট হয়।'

ব্রিটিশ বস্ত্র বর্জন ব্রিটিশদের সন্ধি ভিক্ষা করতে বাধ্য করবে।"

বর্জন-সভা সম্পর্কে ভাষণ, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮

আমাদের দাবি বলবৎ এবং সার্থক করবার মাত্র দুটি পথ খোলা আছে। একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং অপরটি অর্থনৈতিক অবরোধ। আমরা নিরস্ত্রীকৃত জাতি বলে প্রথমটি আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অতএব আমাদের জন্য রইল দ্বিতীয় এবং দুটির মধ্যে অধিকতর শক্তিশালী পথটি। এর একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল গত যুদ্ধের সময়, যখন বিজয়ী হয়েও এবং বেলজিয়াম এবং ফ্রান্সের বৃহত্তর অংশ দখলে থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য জার্মানি ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের জন্য অনুনয় করে। ইউরোপের সেই অবরোধ—বাইরে থেকে খাদ্যসামগ্রী আমদানির বিরুদ্ধে অবরোধ—জার্মানিকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। বর্তমানে ইংল্যান্ডের পাঁচ কোটি লোকের বৃহত্তর অংশ জীবিকার জন্য ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। এবং আমরা যদি বর্জনের মতো এমন মারাত্মক অস্ত্রটি তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারি তবে ইংল্যান্ডে গৃহবিপ্লব হবে এবং কর্তৃপক্ষ যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করতে বাধ্য হবে। আধুনিক রণবিজ্ঞান অনুযায়ী এই কৌশল সর্বোত্তম এবং সর্বাপেক্ষা কার্যকর বলে ঘোষিত হয়েছে। অতএব কেবল আমাদের ঘরে বসে তাদের বিরুদ্ধে এই অস্ত্রের প্রয়োগ কি সহজতর নয় ?

তুলনাহীন প্রতিযোগিতা

ইংল্যান্ডের সামগ্রী কিনে বর্তমানে আমরা প্রকৃতপক্ষে তাদের আহার যোগাচ্ছি। আমাদের নিজেদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করে এবং স্বদেশবাসীকে সাহায্য করে তদ্দারা জাতীয় শিল্প এবং বাণিজ্যের যথাসম্ভব উন্নতিতে সাহায্য করাই কি আরও উত্তম অথবা কাম্য নয় ? বর্তমানে এ-ব্যাপারেও আমাদের অসুবিধা আছে। যেমন, ব্যবসার জন্য কোনও ভারতীয়ের পক্ষে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক থেকে ধারে অর্থ সংগ্রহ করা যেখানে অত্যন্ত কষ্টকর, সেখানে কোনও ইউরোপীয় চাইলেই টাকা পায়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ ব্যবসা শুরু করেন, ধরা যাক দেশলাই তৈরি, সঙ্গে সঙ্গেই একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান আর একটি ব্যবসা শুরু করে

দেবে এবং প্রচণ্ড লোকসান দিয়েও অনেক কম দামে মাল বিক্রি করে এই ব্যবসাটিকে ধ্বংস করবে। এমন কি টাটার মতো বিরাট ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকেও এই রকম প্রতিযোগিতার জন্য অনেক ভুগতে হয়েছে এবং স্যার দোরাব টাটাকে সাহায্যের জন্য দিল্লি ছুটতে হয়েছে। এর চেয়ে বেশি অসহায় অবস্থা আর কী হতে পারে ? আমাদের দিক থেকে শিল্প এবং বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার না হলে বেকার সমস্যা, যা বর্তমানে সমাজের এক অভিশাপ, সমাধান করা সম্ভব নয় এবং স্বরাজ লাভ না করলে এসবের কোনও প্রতিকার নেই।

তরুণের দায়িত্ব

এই জাতীয় সঙ্কটে তরুণদের কর্তব্য দেশের জন্য কাজ করা। আমাদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আছে এবং আমরা যদি শ্রেষ্ঠ কর্মীদের, দেশের তরুণদের, পাই তাহলে এটা নিশ্চিত যে, যথাসম্ভব অল্প সময়ে আমরা লক্ষ্য অর্জন করব ; কিন্তু আমাদের নারীদের কর্তব্যও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের এই অধঃপতনের দিনেও তাঁরাই এখনও আমাদের গৃহের শাসনকর্ত্রী এবং তাঁরা যদি জাতীয় প্রয়োজনে সাহায্য এবং ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করতে কৃতসঙ্কল্প হন তাহলে পরিবারের পুরুষ সদস্যরাও অবশ্যই তা মেনে নেবেন এবং প্রতিটি গৃহ থেকে এই অভিশাপ দূর হবে। এখন আমাদের সামনে যে-সুযোগ এসেছে তা আর ফিরে আসবে না এবং আপোষ-মীমাংসার সময় এলে রাজভক্তরা, বলড়ুইনের ভাষায়, আমাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন না, জাতির হয়ে কথা বলতে খোঁজ করা হবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক সেই বর্জনকারীদের।

এবং যখন ১৯২১ সালে যুবরাজের সফরের সময় প্রকৃতই তেমন ঘটনা ঘটল তখন যাঁর খোঁজ করা হল তিনি লর্ড সিনহা নন, চিত্তরঞ্জন দাশ। পণ্ডিত মালব্য তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যা সাতটার পরে, যখন দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, জেলে দেখা করতে যান। অতএব যদি অন্তত কিছুদিনের জন্য আমরা দৃঢ়ভাবে এই নীতি আঁকড়ে থাকি তাহলে লক্ষ্য অর্জিত হবে।

সিটি কলেজ কেলেঙ্কারির প্রতিবাদসভা সম্পর্কে ভাষণ, ২ মার্চ, ১৯২৮

আমাদের বিরুদ্ধে সাধারণত একটি অভিযোগ আনা হয়। আমরাই নাকি সাধারণত দেশের যুবকদের প্ররোচিত করি। আমার বিশ্বাস করবার সব রকম কারণ রয়েছে যে, এই মুহূর্তে অভিযোগটি অবান্তর। তবে সে-দিন আর বেশি দূরে নেই যে-দিন আমাদের নিকট থেকে তাঁদের প্ররোচনার প্রয়োজন হবে। এই আন্দোলনকে আমি কীভাবে দেখি অনেকেই তা জানতে আগ্রহী। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমি দেশের তরুণদের সঙ্গে একমত। দেশের যাঁরা আশা তাঁদের অনুপ্রেরণায় যে-কোনও আন্দোলনেই আমি তাঁদের পায়ে জীবন বিসর্জন দেব। এটা দেখে আনন্দ হয় যে, এক নতুন জাগরণ—জীবন সম্পর্কে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি—বাঙলাকে আপ্লুত করেছে। হিন্দু ছাত্রদের কোমল ধর্মীয় অনুভূতিকে পদদলিত করে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী আচরণের ফলে সিটি কলেজের ছাত্ররা বর্তমানে যে-আন্দোলন শুরু করেছে তার প্রতি আমার সাগ্রহ এবং অবাধ সমর্থন আছে। এই আন্দোলন যাতে ঠিক পথে অগ্রসর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য।

কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিবেচনায় যা উপযুক্ত মনে করেন আমি ব্যক্তিগতভাবে তেমন কোনও আপোষে উপনীত হবার বিরোধী নই, যদিও এমন আশা নিতান্তই দুরাশা।

তৎসত্ত্বেও সিটি কলেজের সমস্যা সহজে সমাধানযোগ্য। কোনও কোনও মহলে এই সমস্যাটিকে জটিল বলে দেখাবার যে-প্রচেষ্টা চলেছে তা প্রকৃতপক্ষে তিলকে তাল করা ছাড়া কিছুই নয়।

যেহেতু আমরা বহুল পরিমাণে সহিষ্ণু, আমি অন্য হিন্দুদের উপর আমার ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দিতে দ্বিধান্বিত এবং সহিষ্ণুতায় প্রায়ই আলস্য এবং নিষ্ক্রিয়তার প্রবণতা দেখা যায়। আলোকপ্রাপ্ত এবং অগ্রসর ব্রাহ্ম ভদ্রলোকরা হিন্দু ছাত্রদের উপর নিজেদের ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে দেবার জন্য এত নীচে কী করে নামলেন আমি তা অনুধাবন করতে অক্ষম।

জনসাধারণের নিকট অর্থের জন্য আবেদন, ২১ এপ্রিল. ১৯২৮

লিলুয়ার শ্রমিকরা ৪২ দিন ধরে তাঁদের দাবিতে বীরের মতো অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়া অথবা তার প্রতিকারের ব্যবস্থায় রাজি হওয়া দূরের কথা, সম্প্রতি একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, ব্যয়সঙ্কোচ এবং দক্ষতার জন্য ২৬০০ শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা হবে। এই ঘোষণা এবং তৎসহ বামুনগাছির দুঃখজনক ঘটনা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করছে যে, কর্তৃপক্ষের মীমাংসার মনোভাব নেই। শ্রমিকদের হয় জয়লাভ করতে হবে, নয় বিনাশর্তে কাজে ফিরে যেতে হবে। দ্বিতীয়টি অসম্ভব এবং জনসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন এবং সাহায্য ছাড়া প্রথমটি সম্ভব নয়। দুস্থ শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসতে এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় শক্তির সমর্থনপুষ্ট মূলধনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের লড়াই-এ যথাসাধ্য করতে জনসাধারণের নিকট আমরা আবেদন জানাচ্ছি। ২-১ টাউনসেন্ড রোড, ভবানীপুর—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সাহায্য পাঠানো যাবে।

———

মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, পুনা, ৩ মে, ১৯২৮

বন্ধুগণ, মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করবার অনুরোধ জানিয়ে আমার প্রতি যে-উচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা সম্ভবত অবগত আছেন যে, আমি প্রথমে আপনাদের সানুগ্রহ আমন্ত্রণ গ্রহণের সাহস পাইনি, কিন্তু বাঙলা এবং মহারাষ্ট্রের সুপ্রাচীন সম্পর্কের উল্লেখ করে আমার বন্ধুদের কেউ কেউ আমার হৃদয়ের এক অত্যন্ত কোমল তন্ত্রী স্পর্শ করেছেন। আবেদন তখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল এবং অন্য সব বিবেচনা গৌণ হয়ে দাঁড়াল।

আমাদের বর্তমান নীতি এবং কর্মসূচী সম্পর্কে আমার মতামত আপনাদের সামনে পেশ করবার পূর্বে আমি কয়েকটি মৌলিক সমস্যা উত্থাপন করে তার জবাব দেবার চেষ্টা করব। কখনও কখনও বিদেশীরা সজোরে বলেন যে, ভারতবর্ষের নবজাগরণ বিদেশী আদর্শ এবং কর্মধারায় অনুপ্রাণিত সম্পূর্ণরূপে এক বিদেশী বস্তু। কথাটা কোনও মতেই সত্য নয়। আমি এক মুহূর্তের জন্যও এই সত্যকে অস্বীকার করি না যে, পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের বৌদ্ধিক এবং নৈতিক জড়তা থেকে জেগে উঠতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সেই প্রভাব আমাদের জনচিত্তে আত্মসচেতনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এর থেকে যে-আন্দোলন জন্ম নিয়েছে এবং আজ আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা খাঁটি স্বদেশী আন্দোলন। ভারতবর্ষ গতানুগতিক অন্ধ অনুকরণের যুগ—মনস্তত্ত্বের ভাষায় প্রতিবর্তী ক্রিয়ার যুগ—অনেক আগে পেরিয়ে এসেছে। এখন সে তার নিজের আত্মা ফিরে পেয়েছে এবং জাতীয় ধারায় এবং জাতীয় আদর্শের আলোকে সে তার জাতীয় আন্দোলন পুনর্গঠনে ব্যস্ত।

আমি স্যার ফ্লিন্ডার্স পেট্রি-র সঙ্গে একমত যে, ব্যক্তির মতো সভ্যতার বৃদ্ধি এবং মৃত্যু চক্রাকারে আবর্তিত হয় এবং প্রতিটি সভ্যতার জন্য একটি নির্দিষ্ট জীবন-কাল প্রদত্ত হয়েছে। আমি তাঁর সঙ্গে এ বিষয়েও একমত যে, নিঃশেষ হয়ে যাবার পরেও কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ একটি সভ্যতার পুনর্জন্ম হতে পারে। যখন এই পুনর্জন্ম হয় তখন সঞ্জীবনী প্রেরণা, সেই অপরিহার্য প্রাণপ্রাচুর্য, বাইরে থেকে আসে না, আসে ভিতর থেকে। এইভাবে প্রতিটি কালচক্রের শেষে ভারতীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম হয়েছে এবং এই কারণেই প্রাচীনতা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা আজও তরুণ এবং সজীব।

আমাদের বিরুদ্ধে প্রায়ই এই অভিযোগ করা হয়েছে যে, গণতন্ত্র যেহেতু পাশ্চাত্য বিধান, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক অথবা অর্ধ-গণতান্ত্রিক বিধান গ্রহণ করে পাশ্চাত্যের অনুকারী হচ্ছে। কয়েকজন ইউরোপীয় লেখক—যেমন লর্ড রোনাল্ডশে—এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, গণতন্ত্র প্রাচ্যের মানসিকতার সঙ্গে বেমানান এবং সেই কারণে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতি

গণতন্ত্রমুখী হওয়া উচিত নয়। অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতা এর চেয়ে বেশি আর কিছু হতে পারে না। গণতন্ত্র কোনওমতেই এক পাশ্চাত্য বিধান নয়, এটি একটি মানবিক বিধান। মানুষ যখনই রাজনৈতিক বিধান উদ্ভাবনে প্রয়াসী হয়েছে তখনই সে এই আশ্চর্য গণতান্ত্রিক বিধানটি আবিষ্কার করেছে। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস গণতান্ত্রিক বিধানের দৃষ্টান্তে পূর্ণ। শ্রী কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর বিস্ময়কর গ্রন্থ "Hindu Polity"-তে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন ভারতে ৮১টি প্রজাতন্ত্রের তালিকা দিয়েছেন। ভারতীয় ভাষাসমূহও অগ্রসর রাজনৈতিক বিধান সম্পর্কিত পরিভাষায় সমৃদ্ধ। ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলে এখনও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে। যেমন, আসামের খাসিদের মধ্যে এখনও সমগ্র গোষ্ঠীর ভোটে গোষ্ঠীপ্রধান নির্বাচনের প্রথা প্রচলিত; এবং স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রথা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। ভারতবর্ষে গ্রাম এবং নগরের শাসনব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সেদিন উত্তরবঙ্গের রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির জাদুঘর দেখতে গেলে আমাকে অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক একটি তাম্রলিপি দেখানো হয়, যাতে লেখা ছিল যে, প্রাচীন সেই সমৃদ্ধির দিনে পাঁচজনকে নিয়ে গঠিত এক সমিতির উপর শাসনভার ন্যস্ত ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল নগরশ্রেষ্ঠী (অর্থাৎ আধুনিক কালের মেয়র)। গ্রামের স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে প্রাচীন কাল থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গ্রাম-পঞ্চায়েতের কথা ভারতীয় শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। শুধু গণতান্ত্রিক নয়, অন্যান্য উন্নত ধরনের সমাজ-রাজনৈতিক নীতিসমূহ প্রাচীন ভারতে অপরিচিত ছিল না।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, সাম্যবাদ পাশ্চাত্য বিধান নয়। আসামের খাসিদের মধ্যে, যাঁদের কথা আমি উল্লেখ করেছি, এমন কি আজও প্রথা হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির তত্ত্বগত অস্তিত্ব নেই। গোষ্ঠী সামগ্রিকভাবে সমস্ত জমির মালিক। আমি নিশ্চিত যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে এখনও অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, পাওয়া যাবে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসেও।

জাতীয়তাবাদের উপর একাধিক দিক থেকে যে-আক্রমণ হানা হচ্ছে সে-বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় আমি আমার দেশবাসীকে এবং, বিশেষ করে, আমার তরুণ বন্ধুদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদকে কখনও কখনও সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর অথবা আগ্রাসী বলে আক্রমণ করা হয়। একে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতা প্রসারের পক্ষেও অন্তরায় বলে গণ্য করা হয়। এই অভিযোগের আমার জবাব হল এই যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর অথবা আগ্রাসী কোনওটাই নয়। এই জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণা মনুষ্যজাতির সর্বোচ্চ আদর্শ—অর্থাৎ সত্যম (সত্য), শিবম (শুভ), সুন্দরম (সুন্দর)। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ আমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা, সততা, পৌরুষ এবং সেবা আর ত্যাগের মনোভাব সঞ্চারিত করেছে। অধিকন্তু, আমাদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-সৃষ্টিক্ষমতা সুপ্ত ছিল জাতীয়তাবাদ তাকে জাগ্রত করেছে, যার ফলে ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা এক নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করছি।

আন্তর্জাতিক শ্রমিকের অথবা আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের উপর অন্য একটি আক্রমণ করা হচ্ছে। এই আক্রমণ শুধু অবিবেচনাপ্রসূতই নয়, এই আক্রমণ অজ্ঞাতসারে আমাদের বিদেশী শাসকদের স্বার্থ সিদ্ধ করছে। একটি সাধারণ লোকের কাছেও এটা স্পষ্ট যে সমাজতান্ত্রিক অথবা অন্য যে-কোনও ধাঁচেই হোক না কেন, নতুন করে সমাজ পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করবার আগে প্রথমে আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করতে হবে। ভারতবর্ষ যতদিন ব্রিটেনের পদানত থাকবে ততদিন আমাদের সে-অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হবে। অতএব শুধু জাতীয়তাবাদীদেরই নয়, জাতীয়তাবাদ-বিরোধী সাম্যবাদীদেরও প্রধান কর্তব্য যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি ঘটানো।

আগেই আভাস দিয়েছি যে, আমি শ্রমিক এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে সম্মিলনের সমর্থক (কৃষকদেরও শ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য 'শ্রমিক' শব্দটি এখানে আমি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করছি)। একথা স্বীকার করতে হবে যে, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে শ্রমিকদের সংগঠিত করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা বার বার প্রস্তাব পাস করলেও এ বিষয়ে বিশেষ কোনও

সাফল্য অর্জিত হয়নি।

বিগত কয়েক বছরের কংগ্রেসের কার্যসূচী পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, আমরা কেবল খাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের জনগণকে এমন কিছু দিতে পেরেছি, যার সঙ্গে তাদের রুজি-রোজগারের সম্পর্ক আছে। আমার বলতে আনন্দ হচ্ছে যে, খাদি সমগ্র ভারতবর্ষে হাজার-হাজার ক্ষুধার্ত মুখে অন্ন এনে দিয়েছে।অর্থ এবং সংগঠন থাকলে খাদিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ অফুরন্ত। যে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ভারতবাসী অনাহারের সীমান্তরেখায় দাঁড়িয়ে আছে, খাদি তাদের জীবনধারণের উপায় করে দিতে পারে। কিন্তু খাদির আবেদন সর্বজনীন হতে পারে না। বাঙলার কয়েকটি অঞ্চলের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হলেই তাদের চরকা অলস হয়ে পড়ে থাকে এবং যে-কৃষক ধান অথবা পাট চাষ থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল ফসল পায় সে তুলোর চাষ করতে অস্বীকার করে।

শুধু যখন কংগ্রেসকর্মীরা কৃষক আন্দোলনে যোগ দিয়েছে—যেমন উত্তরপ্রদেশে—অথবা পাটচাষের প্রশ্নটি তুলে ধরেছে—যেমন বাঙলায়—অথবা অবৈধ করারোপ অথবা উৎপীড়ন আইন প্রণয়ন করতে কর বন্ধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে—যেমন গুজরাটে—তখন ছাড়া কদাচিৎ আমরা জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বার্থের কাছে সরাসরি আবেদন পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছি। আর মানুষের যা স্বভাব তাতে এই কাজটি করতে না পারলে জনসাধারণ স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবে এমন আশা আমরা কী করে করতে পারি ?

আরও একটি কারণ আছে যে জন্য আমি জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে কংগ্রেসের আরও সচেতন হওয়া জরুরী বলে মনে করি। ভারতবর্ষে গণচেতনা জাগরিত হয়েছে, এর জন্য অহযোগ আন্দোলনের সময় ব্যাপক এবং নিবিড় প্রচারকে ধন্যবাদ ; এবং সম্ভবত এখন গণআন্দোলন রোধ করা যাবে না। একমাত্র প্রশ্ন হল এই, গণচেতনা কোন পথে আত্মপ্রকাশ করবে ? কংগ্রেস যদি জনগণকে অবহেলা করে তাহলে এটা অবশ্যম্ভাবী যে, একটি আংশিক—এবং বলা যায় জাতীয়তাবিরোধী—আন্দোলন জন্ম নেবে এবং রাজনৈতিক মুক্তি অর্জনের আগেই আমাদের জনগণের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দেবে। যখন আমরা সবাই একই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ তখন শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হলে তা সব থেকে মারাত্মক হবে এবং আমাদের সাধারণ শত্রুর কাছে তা কৌতুকের খোরাক যোগাবে। আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, বর্তমানে ভারতবর্ষের কিছু কিছু শ্রমিকপন্থীর মধ্যে কংগ্রেসকে হেয় করবার এবং কংগ্রেসের কর্মসূচীর নিন্দা করবার প্রবণতা রয়েছে। এই পালটা অভিযোগ বন্ধ হওয়া উচিত এবং জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য শ্রমিক এবং কংগ্রেসের সংগঠিত শক্তির হার মেলানো উচিত।

বন্ধুগণ, যদি এক মুহূর্তের জন্য আমি আপনাদের বর্তমানের বাস্তবতা থেকে চোখ ফিরিয়ে যে-ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে তাকে বিশ্লেষণ করতে বলি তবে আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। আমরা কীসের পিছনে ছুটে চলেছি তা জানবার জন্য আমাদের অন্তরে অনুসন্ধান করা কাম্য যাতে আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আদর্শের আলোয় বেড়ে উঠতে পারি এবং তদনুসারে আমাদের কর্মপন্থাকে রূপ দিতে পারি।

আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি এক স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের সমর্থক। আমার সামনে সেটাই চরম লক্ষ্য। ভারতবর্ষকে তার নিজের লক্ষ্য অর্জন করতেই হবে এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (colonial self-government) অথবা ডোমিনিয়ন হোম রুল লাভ করে ভারত সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আমাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকতেই হবে কেন ? ভারতবর্ষ মানসিক এবং ভৌত সম্পদে সমৃদ্ধ। বিদেশীদের চাপিয়ে দেওয়া শৈশব সে পেরিয়ে এসেছে এবং সে শুধু নিজের দায়িত্ব বহন করতেই নয় এক স্বাধীন সত্তা হিসেবেও কাজ করতে সক্ষম। ভারতবর্ষ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা নয়। ভারতীয়রা প্রাচ্য দেশের লোক, অশ্বেতকায় নরগোষ্ঠী এবং ভারতবর্ষ এবং গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে এমন কোনও মিল নেই যার থেকে আমরা এমন কথা ভাবতে পারি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়ন হোম রুল ভারতবর্ষের কাম্য পরিসমাপ্তি। সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকলেই বরং ভারতবর্ষের ক্ষতি। ততদিন ব্রিটিশের অধীনে থাকবার ফলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে ভারতবর্ষের পক্ষে হীনমন্যতা কাটিয়ে ওঠা কঠিন হতে পারে। যতদিন আমরা ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ থাকব ততদিন ব্রিটিশের শোষণ প্রতিরোধ করাও কঠিন হতে পারে।

ব্রিটেনের সাহায্য ছাড়া ভারতবর্ষ আত্মরক্ষায় অক্ষম, প্রচলিত এই যুক্তি শিশুসুলভ। বর্তমানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর তুলনায় ভারতীয় সেনাবাহিনীই ভারতবর্ষকে অনেক বেশি রক্ষা করছে। ভারতবর্ষ যদি ইংল্যান্ডের হয়ে নিজের সীমান্তের বাইরে—তিব্বতে, চীনে, মেসোপটেমিয়ায়, পারস্যে, মিশরে এবং ফ্ল্যান্ডার্সে—যুদ্ধ করবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে থাকে তবে অবশ্যই বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করবার মতো যথেষ্ট শক্তিও তার আছে। উপরন্তু, ভারতবর্ষ একবার নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হলে পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্য তাকে রক্ষা করবে, যেমন করেছে চীনকে। এবং জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) যদি কিছু পরিমাণে অধিকারপ্রাপ্ত এক সক্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় তবে আক্রমণ এবং আগ্রাসন অতীতের বস্তুতে পরিণত হবে।

স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সময় স্বাধীনতার সমস্ত নিহিতার্থের কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। নিজের আত্মার অর্ধাংশকে মুক্ত করে অপর অর্ধাংশকে আপনি দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে পারেন না। কোনও ঘরে আলো প্রবেশ করিয়ে একই সঙ্গে এমন আশা করতে পারেন না যে, সেই ঘরের একাংশ অন্ধকারাবৃত থাকবে। রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে একই সঙ্গে সমাজের গণতন্ত্রীকরণ প্রতিরোধ করবেন তা হয় না। না, বন্ধুগণ, আমরা যেন রাজনৈতিক গণতন্ত্রী এবং সামাজিক রক্ষণশীলের কিম্ভুত মিশ্রণ না হই। জনগণের সামাজিক জীবনের ভিতর দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং তাকে রূপ দেয় জনগণের ভাবনা এবং আদর্শ। আমরা যদি ভারতবর্ষকে প্রকৃতই মহান করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের এক গণতান্ত্রিক সমাজের বেদির উপরে একটি রাজনৈতিক গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। জন্ম, বর্ণ অথবা ধর্মমতভিত্তিক সুবিধার অবসান ঘটাতে হবে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত করে দিতে হবে। নারীর মর্যাদাও উন্নীত করতে হবে এবং জনসাধারণের ব্যাপারে ব্যাপকতর এবং বিচক্ষণতর ভাবে আগ্রহী করে তুলতে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

সাম্প্রদায়িক ক্ষত আরোগ্যের জন্য প্রয়োজন হলে জোড়াতালি ব্যবস্থার নিন্দা না করেও আমাদের সাম্প্রদায়িক গোলযোগের জন্য গভীরতর কোনও প্রতিকার আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর আমি গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের পরস্পরের রীতি, আদর্শ এবং ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠতা সাম্প্রদায়িক শান্তি এবং ঐক্যের পথ প্রস্তুত করবে। আমি মনে করি যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের মূল ভিত্তি হল সাংস্কৃতিক পুনর্মিলন। বর্তমানে যা অবস্থা তাতে ভারতবর্ষের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় অত্যন্ত গণ্ডিবদ্ধ।

সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজ করতে খানিকটা ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অন্তরঙ্গতার পথে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা ধর্মোন্মত্ততা এবং ধর্মোন্মত্ততার প্রতিকার হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু নেই। এই ধরনের শিক্ষা অন্য একটি দিক থেকেও প্রয়োজনীয়, কারণ এই শিক্ষা আমাদের অর্থনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে। অর্থনৈতিক চেতনার উন্মেষ ধর্মোন্মত্ততার মৃত্যু ডেকে আনে। একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে যতটা মিল তার চেয়ে ঢের বেশি মিল একজন মুসলমান কৃষক এবং একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে। তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ কোথায় নিহিত আছে জনসাধারণকে শুধু সেই শিক্ষা দিতে হবে, এবং একবার এই কথাটা বুঝতে পারলে তারা আর সাম্প্রদায়িক বিবাদে নিজেদের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে রাজি হবে না। সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে কাজ শুরু করে ধর্মোন্মত্ততাকে ক্রমশ ধ্বংস করতে পারি এবং এইভাবে দেশে সুস্থ জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্ভব করে তুলতে পারি।

বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা আশাব্যঞ্জক লক্ষণগুলির মধ্যে অন্যতম হল এই দেশের তরুণদের জাগরণ। আমি যতদূর জানি, দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে এবং শুধু তরুণদেরই নয়, তরুণীদেরও আকর্ষণ করেছে। বর্তমান যুগের তরুণরা আত্মসচেতন হয়েছে ; তারা একটি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং নিজেদের অন্তরের

আহ্বানে সাড়া দিতে এবং নিয়তিনির্ধারিত কর্ম সম্পাদন করতে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলন জাতীয় আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ এবং এই আন্দোলনের ধারার উপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং এই নবজাত উদ্দীপনাকে ধ্বংস করবার চেষ্টা না করে তাকে সমর্থন করা এবং ঠিক পথে পরিচালনা করা আমাদের কর্তব্য।

বন্ধুগণ, তরুণদের জাগরণে এবং যুব-আন্দোলনে সাহায্যের জন্য আমি আপনাদের কাছে মিনতি করছি। আত্মসচেতন তরুণরা শুধু কাজই করবে না,স্বপ্নও দেখবে ; শুধু ধ্বংসই করবে না, সৃষ্টিও করবে। এমন কি আপনারাও যেখানে ব্যর্থ হতে পারেন ওরা সেখানে সফল হবে ; অতীতের ব্যর্থতা, পরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার ভিতর থেকে ওরা আপনাদের জন্য এক নতুন ভারতবর্ষ—এক স্বাধীন ভারতবর্ষ সৃষ্টি করবে। এবং, আমার কথা বিশ্বাস করুন, আমরা যদি ভারতবর্ষকে চিরকালের মতো সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার দূষিত ক্ষত থেকে মুক্ত করতে চাই তবে তরুণদের মধ্যে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।

আমাদের আন্দোলনের আর একটি দিক আছে যা এদেশে কিছুটা অবহেলিত—এটি হল নারী আন্দোলন। এক অর্ধাংশের সক্রিয় সহানুভূতি এবং সমর্থন লাভ না করলে জাতির অপর অর্ধাংশের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। সকল দেশে—এমন কি ইংল্যান্ডের শ্রমিক দলের মধ্যেও—মহিলা-সংগঠনগুলি অমূল্য কাজ করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অরাজনৈতিক সংগঠন আছে, কিন্তু আমি মনে করি এদের মধ্যে একটি দেশব্যাপী রাজনৈতিক সংগঠনের অবকাশ রয়েছে। কেবল মহিলা পরিচালিত এই সংগঠনের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার চালানো এবং ভারতের জাতীয় মহাসভার কাজে সাহায্য করা।

আমাদের সদাশয় শাসকগণ এবং স্বনিযুক্ত উপদেষ্টারা দিনের পর দিন এই উপদেশ দিতেই অভ্যস্ত যে, আমরা স্বরাজের উপযুক্ত নই। কেউ কেউ বলেন যে, স্বাধীনতা আশা করবার আগে আমাদের অবশ্যই আরও শিক্ষা পেতে হবে ; অপর কেউ কেউ বলেন যে, রাজনৈতিক সংস্কারের আগে আসা উচিত সামাজিক সংস্কার ; আবার কারও কারও মতে শিল্পের বিকাশ ছাড়া ভারতবর্ষ স্বরাজলাভের যোগ্য হতে পারে না। এইসব উক্তির কোনটিই সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই কথাই অনেক বেশি সত্য যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত—অর্থাৎ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা ব্যতীত—আমরা বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা, সামাজিক সংস্কার অথবা শিল্পে অগ্রগতি লাভ করতে পারব না। আপনারা যদি নিজেদের স্বদেশবাসীদের জন্য শিক্ষার দাবি জানান, যেমন বহুকাল আগে শ্রীগোখেল করেছিলেন, সরকার অজুহাত দেখায় অর্থ নেই। আপনারা যদি স্বদেশবাসীর উন্নতির জন্য সামাজিক আইন প্রবর্তন করেন তাহলে দেখবেন আটলান্টিকের এপারে মিস মেয়োর জ্ঞাতি ভাইবোনেরা আপনাদের সামাজিক রক্ষণশীলদের পক্ষ নিয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে। আপনারা যখন ভারতবর্ষের অর্থনীতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে পুনর্জাগরণ আনতে প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন তখন অশেষ খেদ এবং বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন যে, আপনাদের ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্ক, রেলওয়ে এবং সরবরাহ বিভাগগুলি আপনাদের জাতীয় প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে বিন্দুমাত্র উৎসুক নয়। আপনারা আপনাদের পৌরসভা এবং ব্যবস্থা পরিষদে মাদক নিবারণের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, দেখতে পাবেন যে, সরকার নির্লিপ্ততার অথবা বিরোধিতার দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমার নিজের মনে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, স্বরাজ এবং একমাত্র স্বরাজই আমাদের যাবতীয় রোগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকার। এবং স্বরাজের জন্য আমাদের যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মুক্তির অভিলাষ।

তাহলে আমাদের সামনে সমস্যা হল কীভাবে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করা যায় ; এই লক্ষ্য স্থির রেখেই আমাদের নীতি এবং কর্মসূচী তৈরি করতে হবে। ১৯২৯ সাল থেকে কংগ্রেস ধ্বংসের এবং প্রতিরোধের, বিরোধিতার এবং সংহতির দ্বৈত নীতি অনুসরণ করে আসছে। আমরা অনুভব করি যে, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের জাল বিস্তার করে এবং এইসব পরিচালনার জন্য কর্মচারিবাহিনী নিয়োগ করে আমলাতন্ত্র এদেশে শিকড় গেড়ে বসেছে। এগুলি আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার কেন্দ্র এবং এগুলির ভিতর দিয়ে আমলাতন্ত্র জনগণের হৃদয়কেই মুঠোয় ধরে রেখেছে। ক্ষমতার এই দুর্গগুলিতেই আমাদের আঘাত হানতে হবে এবং সেই জন্য আমাদের সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। কংগ্রেস অফিসগুলিই হল সেইসব

সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান। যখন কংগ্রেস কমিটিগুলির সংগঠনের ভিতর দিয়ে আমাদের শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, তখন আমরা আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি দখল করতে সমর্থ হব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, যে-সব জেলায় কংগ্রেস কমিটিগুলি সুসংগঠিত সেখানে আঞ্চলিক সংস্থাগুলি অনায়াসে দখল করা সম্ভব হয়েছে। অতএব কংগ্রেস অফিসগুলি হল সেই দুর্গ যেখানে আমাদের নিজেদের সুরক্ষিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং আমলাতন্ত্রের দুর্গে আঘাত হানতে যেখান থেকে প্রতিদিন আন্দোলনে বেরিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেস কমিটিগুলি আমাদের সেনাবাহিনী, এবং সমরাভিযানের পরিকল্পনা যত দক্ষতার সঙ্গেই রচিত হোক না কেন আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শক্তিশালী, দক্ষ এবং সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী না থাকলে কোনও পরিকল্পনাই সফল হতে পারে না।

বন্ধুগণ, আপনাদের মনে পড়বে যে, ১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসের পরে যখন আমাদের দেশবাসীর এক বড় অংশের মধ্যে আর সব কিছু বাদ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে কেবল গঠনমূলক কর্মসূচীতে মনোযোগ সন্নিবিষ্ট করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তখন দেশবন্ধু দাশ স্বরাজ পার্টির ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করেছিলেন যে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী মনোভাব জাগ্রত রাখার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বিরোধিতার পরিবেশ ছাড়া গঠনমূলক কর্মসূচী এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অথবা অন্য কোনও দিকে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে হয় আমরা প্রায়ই এই মৌলিক নীতিটি ভুলে যাই। "অসহযোগ ফলপ্রসূ নয়"—"বিরোধিতা ব্যর্থ হয়েছে"—"প্রতিরোধ নিষ্ফল" এই বাঁধা বুলিগুলি অসতর্ক জনগণকে বিভ্রান্ত করে। আমাদের চরিত্রের সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাই না ; ব্যর্থতায় আমরা সহজেই ভেঙে পড়ি। আমাদের মধ্যে ইংরেজদের একগুঁয়েমির অভাব আছে, এবং সেই কারণে আমরা তাদের মতো দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করতে অক্ষম।

আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করা হয়েছে, সমাপ্তি কীভাবে আসবে অথবা শেষপর্যন্ত আমলাতন্ত্র কীভাবে আমাদের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হবে। এই বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, কারণ আমি এর মধ্যেই ভবিষ্যতের পূর্বাস্বাদ পেয়েছি। এক প্রকার সাধারণ ধর্মঘট অথবা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সঙ্গে দেশব্যাপী হরতালের মধ্য দিয়ে আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে। ধর্মঘট অথবা হরতাল, যা ঘটাতে শ্রমিক এবং জাতীয় কংগ্রেস আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবে, শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের আইন অমান্য আন্দোলনও হবে, কারণ ধর্মঘট চলবার সময় আমলারা সম্ভবত চুপচাপ বসে থাকবে না। এমনও সম্ভব যে, কোনও না কোনও প্রকারের কর-বন্ধ হতে পারে, তবে এটা অপরিহার্য নয়। সঙ্কট উপস্থিত হলে ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবে যে, ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে উপবাসী রাখার অর্থ তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উপবাস। এবং ভারতবর্ষের আমলাতন্ত্র দেখতে পাবে যে, দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের মুখে শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব। কারাগারগুলি ১৯২১-এর মতো পূর্ণ হয়ে উঠবে। সাধারণভাবে আমলাদের মনোবল ভেঙে পড়বে এবং তারা আর তাদের ভৃত্য এবং কর্মচারীদের আনুগত্য এবং নিষ্ঠার উপর নির্ভর করতে পারবে না। শাসনব্যবস্থা-এবং, সম্ভবত, বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হয়ে পড়বে। আমলারা অবস্থাটাকে বিশৃঙ্খল মনে করবে, তবে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশ সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে। আমলাতন্ত্র তখন অপ্রয়োজনীয় গোলযোগ এবং দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে জনপ্রতিনিধিদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে।

অন্যান্য কাজের মধ্যে আমাদের আশু কর্তব্য হল সাইমন কমিশন বর্জনকে সামগ্রিক এবং কার্যকর করা। আমরা, কংগ্রেসের লোকেরা, ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইনের ক্ষতিকর প্রস্তাবনা কখনও গ্রহণ করিনি। এই আইন আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা কখনও স্বেচ্ছায় এই আইনের আনুগত্য স্বীকার করিনি। এর সঙ্গে অসহযোগিতা করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। মানুষের পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের বক্তব্য হল নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব ভারতবর্ষের, ব্রিটেনের কাজ তাকে পুরোপুরি গ্রহণ করা। যে-সকল দেশ পুনরায় নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন করেছে কেবল সেখানেই নয়,

আইরিশ ফ্রী স্টেটসহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশগুলিতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

এই বর্জনের পরিপূরক ব্যবস্থা, বস্তুত এর সদর্থক দিক, হল একটি জাতীয় সংবিধান প্রণয়ন। সর্বদলীয় সম্মেলন এই বিষয়টি হাতে নিয়েছে এবং ভারতবর্ষকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের সকলেরই এই সম্মেলনের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করা উচিত। ভারত-সচিব ক্ষিপ্ত হয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেছেন যে, ভারত সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবে না। আমাদের মধ্যে যদি সম্মান এবং আত্মসম্ভ্রমবোধের কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে আমাদের উচিত একটি সংবিধান প্রণয়ন করে এই দম্ভোক্তির উপযুক্ত জবাব দেওয়া।

যে-সংবিধান প্রণীত হবে তার কোনও বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে আমি আপনাদের ক্লান্ত করব না। সে ভার আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনটি প্রধান বিষয়ের উল্লেখ করেই আমি সন্তুষ্ট থাকব। বিষয় তিনটি নিম্নরূপ :

(১) সংবিধানে জাতীয় সার্বভৌমত্বের, অর্থাৎ জনগণের সার্বভৌমত্বের, নিশ্চয়তা দিতে হবে। আমরা যা চাই তা হল জনগণের, জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য সরকার।

(২) সংবিধানের প্রস্তাবনায় থাকবে 'অধিকারের ঘোষণা' যা মৌলিক নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে। 'অধিকারের ঘোষণা' ব্যতীত কোনও সংবিধান মূল্যহীন। দমনমূলক আইন, অধ্যাদেশ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আইনের সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের কোনওরূপ পরিচয় থাকবে না।

(৩) নির্বাচন ব্যবস্থা হবে যৌথ। প্রয়োজনবোধে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে আমাদের অবশ্যই যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানানো উচিত। জাতীয়তাবাদ এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্ববিরোধী। নীতির দিক থেকে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ভ্রান্ত এবং একটি মন্দ নীতির উপর একটি জাতি গড়ে তুলবার প্রচেষ্টা অর্থহীন। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে এবং আমরা যত শীঘ্র এই ব্যবস্থার হাত থেকে রেহাই পাব ততই আমাদের এবং আমাদের দেশের পক্ষে মঙ্গল।

আমাদের জাতীয় দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আয়ত্তে যে-শক্তি আছে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, কারণ ব্রিটিশদের মর্জিমাফিক যৌক্তিকতার কাছে আবেদন জানিয়ে কোনও লাভ হবে না। আমরা দুর্বল এবং নিরস্ত্র হলেও ভাগ্য করুণাপরবশ হয়ে আমাদের হাতে এমন এক অস্ত্র দিয়েছে যা আমরা অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করতে পারি। এই অস্ত্র হল অর্থনৈতিক বর্জন, অর্থাৎ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন। আয়ার্ল্যান্ডে এবং চীনে এই অস্ত্র অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রায় ২০ বছর আগে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও, এবং আংশিকভাবে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে, এই অস্ত্র সুবিধাজনকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। স্বদেশীর পুনরুজ্জীবন এবং রাজনৈতিক মুক্তি কার্যকর করার জন্য ব্রিটিশ পণ্য বর্জন প্রয়োজন।

যখন রাজনৈতিক সংগ্রাম চলছে তখন আমাদের মধ্যে কিছু লোকের পল্লী পুনর্গঠনের কাজও হাতে নেওয়া উচিত। আমাদের দেশের মতো বিশাল এক দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিভার স্থান আছে, সুযোগ আছে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের।

আমরা সকলে নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করে বেদনা পেয়েছি যে, আমাদের জনগণ, এবং বিশেষ করে আমাদের শ্রমিকরা, বর্তমানে এক প্রচণ্ড অর্থনৈতিক সঙ্কটের ভিতর দিয়ে চলেছে। বিভিন্ন রেলওয়েতে, বিশেষ করে রেলের কারখানায়, প্রচণ্ড ছাঁটাই চলেছে। আমি জানি যে, আমাদের রেলওয়ের জন্য গ্রেট ব্রিটেন থেকে কয়েক কোটি টাকার সরঞ্জাম আমদানি করা হয়, অথচ কারখানাগুলির সম্প্রসারণ করলে এগুলি এখানে সহজে প্রস্তুত করা যেত। এই জিনিসগুলি ভারতে প্রস্তুত করবার চেষ্টা করলে বর্তমান শ্রমিকদের ছাঁটাই করা তো দূরের কথা,কর্তৃপক্ষ আরও অনেক শ্রমিকের কর্মসংস্থান করতে পারতেন। কিন্তু আবার এক্ষেত্রেও ইংরেজ এবং তাদের শিল্পের স্বার্থে হতভাগ্য ভারতীয়দের স্বার্থ বলি দিতে হবে। শ্রমিকদের এই সঙ্কটের সময়ে তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসা প্রতিটি ভারতীয়ের, বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীর, অবশ্য কর্তব্য। আমাদের আয়ত্তে যত উপায় আছে, আসুন, তার সবগুলি নিয়ে আমরা তাঁদের সাহায্য করবার চেষ্টা করি।

বন্ধুগণ, আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক চরম সঙ্কটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছি

এবং আমাদের সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ করে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হবে আমাদের কর্তব্য। আসুন, আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই অন্তঃকরণে এবং একই কণ্ঠে বলি যে, আমাদের আদর্শ, টেনিসন যেমন ইউলিসিস-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, "সংগ্রাম করা, সন্ধান করা, আবিষ্কার করা এবং বশ্যতা অস্বীকার করা।"

সিটি কলেজের ঘটনা প্রসঙ্গে বিবৃতি, ১৮ মে, ১৯২৮

আমি দেখে খুশি হয়েছি যে, সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের মধ্যে একটা সন্তোষজনক আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে আজকের সংবাদপত্রে যে-সব প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছে আমার কাছে সেগুলি ঠিক বলে মনে হয় না। মূর্তি-উপাসক হিন্দুদের অথবা ব্রাহ্ম হিন্দুদের উপাসনার স্বাধীনতা খর্ব করে কোনও লাভ নেই। বরং আমি অনুরোধ করব যে, উভয় পক্ষকেই উপাসনার স্বাধীনতা দেওয়া হোক। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে অবশিষ্ট হিন্দু সমাজের সম্পর্ক হিন্দু ধর্মের সঙ্গে খ্রিস্টধর্মের অথবা হিন্দু ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের সম্পর্কের মতো নয়। আমি ব্রাহ্ম সমাজকে হিন্দু সমাজের একটি অংশ হিসাবেই দেখি। ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ প্রখ্যাত সদস্যের বর্তমান মনোভাব আমার এই বিশ্বাসকে প্রতিপন্ন করে। নিজেদের ব্রাহ্ম-হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া ব্রাহ্মদের প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে এবং প্রখ্যাত ব্রাহ্ম ভদ্রলোকগণ হিন্দু মহাসভায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করছেন। অতএব মূর্তি-উপাসক হিন্দুদের প্রতি গভীর সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করা ব্রাহ্ম-হিন্দুদের পক্ষে শোভন। যেহেতু বিগত দশ বছরে ব্রাহ্ম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে, আমি মনে করি মূর্তি-উপাসক একই ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁদের আচরণে আমরা অনুরূপ পরিবর্তন আশা করতে পারি।

কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং সিটি কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বিতর্কে প্রবেশ করবার ইচ্ছা আমার নেই। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ছাত্ররাই ঠিক। সিটি কলেজ এবং রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের 'ট্রাস্ট ডীড' দেখলে আমার বিবৃতির সমর্থন মিলবে। কিন্তু সমস্যার আইনগত দিক নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আবেদন জানাব। এখন পর্যন্ত অসহিষ্ণুতা দেখা দিয়েছে কর্তৃপক্ষের দিক থেকেই। কর্তৃপক্ষ যদি অধিকতর বিচক্ষণতা, কম প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং অধিকতর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেন তাহলে আদৌ কোনও সমস্যার উদ্ভব হত না। তবু এখনও বর্তমান অবস্থার প্রতিকারের সময় পেরিয়ে যায়নি। আমার ব্রাহ্ম সহধর্মীদের সামনে প্রধান সমস্যাটি তুলে ধরেছি এবং তাঁদের তরফ থেকে সাড়ার প্রতীক্ষায় থাকব।

নবীন ভারতের ব্রত সম্পর্কে অপেরা হাউস-এ ভাষণ, ২২ মে, ১৯২৮

"তরুণের ব্রত" হল নিজেদের এবং মনুষ্যজাতির জন্য এক নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা। অন্তরের জাগরণ থেকে সঞ্জাত এবং ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে এক নতুন বিশ্বাস এবং স্বপ্ন দ্বারা অনুপ্রাণিত যুব আন্দোলন ব্যতীত যুবকদের দ্বারা পরিচালিত প্রত্যেকটি আন্দোলনকেই আমি যুব আন্দোলন বলে মনে করি না। তরুণের ব্রতের প্রথম কথা হল "নিজের মধ্যে এক সাম্রাজ্যের" স্বপ্ন দেখা এবং অতঃপর সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে সেই সাম্রাজ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম করা। আমি তরুণের ব্রতে বিশ্বাসী, কারণ তরুণের সাহচর্যেই আমাদের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তার প্রকাশ ঘটে। কিন্তু ভারতীয় তরুণরা যথেষ্ট আত্মসচেতন নন। এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ গূঢ়ার্থ তাঁরা তখনও উপলব্ধি করতে পারেননি। ভারতের ব্রত সম্পর্কে বিশ্বের ধারণা এখনও অপরিণত। আমার তরুণ বন্ধুদের কাছ থেকে আমি মন্তব্য শুনতে পাই যে, আমাদের নেতারা যোগ্য নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরিস্থিতির প্রয়োজন অনুধাবনের জন্য চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে তারপর পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়াই

তরুণদের কর্তব্য। তাকিয়ে দেখুন কোন জিনিস সৃষ্টি করল আধুনিক ইতালি। অবশ্যই মাৎসিনি এবং তাঁর সহকর্মী এবং সহস্বপ্নদর্শীদের স্বপ্ন। কোন শক্তি আজ জার্মানি, পারস্য, চীন এবং অন্যান্য দেশের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করছে ? তাদের তরুণদের স্বপ্ন। আমি আবার বলছি ভারতীয়দের একটি ত্রুটি এই যে, তাঁরা যথেষ্ট আত্মসচেতন নন।

"ভারতের ব্রত আজ দ্বিবিধ—(১) তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান এবং (২) বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে এবং বিশ্বসমস্যার সমাধানে তার যা করণীয় তা করা। এই ব্রত পালনের জন্য ভারতীয় তরুণদের অবশ্যই ভারতের ঐতিহাসিক অতীত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে হবে। এবং অবশ্যই এই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে পরিণত করবার এবং সমষ্টিগত জীবনে এই আদর্শগুলিকে রূপ দেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকবে। আমার চোখে আজ প্রধান আদর্শগুলি হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বশাসিত জাতিগুলির যুক্তরাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক যুক্তরাষ্ট্র। এবং আজকের বিশ্বসমস্যা হল মানুষের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বসংস্কৃতিসমূহের সমন্বয়সাধন। নিজের জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান করতে পারলে তবেই ভারত এই সমস্যার সমাধানে নিজের যা করণীয় তা করতে পারবে।

"নিজের জাতীয় সমস্যাবলীর সফল সমাধানের জন্য ভারতীয় তরুণদের অবশ্যই ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রবহমানতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হতে হবে। আমার কল্পনায় ভারতীয় সভ্যতা সময়ের তীর বেয়ে প্রবহমান এক বিশাল নদী, বিভিন্ন যুগে বহুবিধ সংস্কৃতির ধারা যার শক্তি বৃদ্ধি করেছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, বাঙলা থেকে গুজরাট একটিই সভ্যতা। বাহ্যিক বৈচিত্র্য থাকতে পারে। আমাদের ইতিহাস বলছে এগুলি বিভিন্ন। কিন্তু আমাদের বিদেশী ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের যে-শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন তার অনেক কিছুই আমাদের ভুলে যেতে হবে। আমাদের সভ্যতার মহত্ত্ব এবং শিল্প, দর্শন, ধর্ম এবং সমাজতত্ত্বে তার দান অনুধাবন করতে হলে আমাদের কেবল নিজেদের অতীতের দিকে তাকাতে হবে এবং এক ঐতিহাসিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। এর মধ্যে হিন্দু বা মুসলমানের কোনও ব্যাপার নেই। এটা বহু সংস্কৃতির মিলনের ফল। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে তাজের রূপ দেখুন এবং তাজের কল্পনা যে-মনে জন্ম নিয়েছিল তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করুন। জনৈক বাঙালী ঔপন্যাসিক অনবদ্য বর্ণনায় তাজকে বলেছেন "প্রস্তরীভূত অশ্রু", এবং মোগলরা তাজ ছাড়া আর কিছু রেখে না গেলেও আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম। কিন্তু ব্রিটিশদের রাজত্ব শেষ হলে তারা কী রেখে যাবে ? কুৎসিত দেয়াল এবং জঘন্য ঘরের কারাগার ছাড়া আর কিছুই নয়।

"বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়সাধনই ভারতবর্ষের বিশেষ ব্রত। ইউরোপ এই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কীভাবে ? এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস কী এবং যে-সব আদিম অধিবাসী ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে এসেছিল তারা কোথায় গেল ? আমেরিকা তার নিগ্রো সমস্যার সমাধান করছে কীভাবে ? ভারতবর্ষ সেই পথ পরিহার করেছিল এবং নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিল। বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে এবং আমাদের প্রয়োজন এক উন্নততর এবং অধিকতর বৈজ্ঞানিক সমন্বয়।

"অতএব মশাল নিয়ে এগিয়ে চলুন এবং বিপ্লব, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের পবিত্র অগ্নিতে সমগ্র দেশ প্রজ্জ্বলিত করুন। গ্রেট ব্রিটেনের শক্তি তো তুচ্ছ, পৃথিবীর কোনও শক্তিই সেই পবিত্রশিখা নির্বাপণ করতে পারবে না।"

রাজবন্দীদের সম্পর্কে বিবৃতি, ৮ জুন, ১৯২৮

আজ বিকেলে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁরা উভয়েই এক অনিশ্চিত মানসিক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, কারণ তাঁদের কী ঘটতে যাচ্ছে সে কথা তাঁরা জানেন না। বিপিনবাবুর

ভূসম্পত্তি নদীয়া এবং ২৪-পরগনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। জরিপের কাজ চলছে এবং নিজের ভূসম্পত্তি তদারকির জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে ছুটি চান, না হলে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ভূসম্পত্তি অন্যের হাতে চলে যাবে। আকস্মিক মৃত্যুর সময়ে তাঁর দাদা যে-অর্থ রেখে গিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে বাঁকুড়া জেলায় আখ-মাড়াই শিল্পে তিনি যে-মূলধন বিনিয়োগ করেছিলেন তা যদি এরই মধ্যে অন্যের হাতে চলে গিয়ে না থাকে তবে চলে যেতে বসেছে। নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিপিনবাবুর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন হবে। এইসব কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটি নিয়ে বিপিনবাবুর একবার বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি এখন তাঁকে মুক্তি দিতে না পারেন তাহলে তাঁর এই অনুরোধ কেন মেনে নেবেন না আমি তার কোনও কারণ দেখতে পাই না।

বিপিনবাবু এখনও অজীর্ণ এবং অনিদ্রা রোগে ভুগছেন এবং আগের বার তাঁকে যেমন দেখেছিলাম সে তুলনায় তাঁকে কিছুটা কৃশ দেখাচ্ছিল।

সুরেনবাবুকে অত্যন্ত দুর্বল দেখাচ্ছিল। তাঁর বর্তমান ওজন ৯৭ পাউন্ড। তিনি এখনও গলার অসুখে ভুগছেন এবং সকালে এবং বিকেলে সামান্য জ্বর হচ্ছে। তিনি আমাকে বলেছেন যে, যারবেদা জেলে থাকবার সময় থেকেই তাঁর জ্বর চলছে।

আমি তাঁকে ব্যাপারটা তখনই সুপারিন্টেন্ডেন্টের নজরে আনতে বলেছিলাম। আমার বলতে আনন্দ হচ্ছে যে, এই রকম শারীরিক অবস্থা সত্ত্বেও সুরেনবাবু অত্যন্ত প্রফুল্ল এবং মনে হল তিনি খুব চমৎকার মেজাজে আছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর নিকট পত্র

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
টেলিগ্রাফের ঠিকানা
"বিপিসিসি"
ফোন নম্বর ২৯৫২ বড়বাজার

১১৬, বৌবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা, ১২ জুলাই, ১৯২৮

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী,

গতকাল রাত্রে আপনার তার পেয়েছি। আমার প্রথম এলাহাবাদ সফরের পরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য চেয়ে আমি প্রত্যেক জেলায় বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয়, এখনও অনেকগুলি জেলা থেকে জবাব পাইনি। অতএব ১৯২৫-২৬ সালে বাঙলা দেশে জেলা বোর্ডগুলির বিবরণ সম্পর্কে একটি সরকারি দলিল থেকে যে-তথ্য পাওয়া গেছে আমি আপনাকে তা-ই পাঠাচ্ছি। এই তথ্য অন্তত দুই বছর আগের। গত দুই অথবা তিন বছর ধরে, প্রধানত এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক চেতনার জন্য, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে জেলা বোর্ডগুলির নির্বাচন পরিচালিত হয়েছে...আমি ১৯২৫-২৬ সালের যে-তথ্য এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি তাতে সাম্প্রদায়িক চেতনার চিত্রটি তেমন স্পষ্ট নয়। পূর্ববঙ্গে জেলা বোর্ডের সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে এর প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট পরিমাণে প্রকট হয়েছে। যৌথ নির্বাচনপ্রথার অস্তিত্ব সত্ত্বেও বছরখানেক আগে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ২২জন সদস্যের মধ্যে একজন হিন্দুও নির্বাচিত হননি। প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বরিশাল এবং অন্যান্য জেলাগুলির অবস্থাও একই রকম। যশোহরে কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসলমানরা একচেটিয়া ভোট পেয়েছেন এবং সভাপতি এবং সহ-সভাপতির পদ, যা এতদিন হিন্দুদের দখলে ছিল, এই প্রথম মুসলমানরা দখল করেছেন। এর ফলে, আমি শুনেছি, মৌলবি নওশের আলি, এম. এল. সি., সভাপতি এবং মৌলবি আবদুর রউফ, এম. এল. সি., সহ-সভাপতি, যাঁরা আগে পৃথক নির্বাচনের সমর্থক ছিলেন, এখন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন। আমি আরও শুনেছি যে, এই ব্যাপারটি স্যার আবদুর রহিমকেও, যিনি অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন, প্রভাবিত করেছে। আমাদের নদীয়ার নতুন এম. এল. সি.-র সঙ্গে আজ সকালে আমার দেখা হয়েছে এবং তিনি আমাকে বলেছেন যে, আগামী

জেলা বোর্ড নির্বাচনে, যা খুব শীঘ্র অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, মুসলমানরা ৭৫% আসন পাবেন বলে তিনি আশা করেন। আমি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি এবং এখানে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় দুই-এক দিনের মধ্যেই তা ডাকে পাঠিয়ে দেব।

ইতি—

আপনার স্নেহাস্পদ

সুভাষ চ. বসু

পুনশ্চ : বরিশালের এম. এল. সি. শ্রীযুক্ত সরল দত্ত আমাকে বলেছেন যে, ৬ মাস আগে অনুষ্ঠিত জেলা বোর্ডের বিগত নির্বাচনে ৪ জন হিন্দু এবং ১৬ জন মুসলমান নির্বাচিত হয়েছিলেন।

স.চ.ব.

টেলিগ্রাম

সুভাষচন্দ্র বসু

প্রযত্নে বিপিসিসি কলিকাতা

আপনি অসুস্থ জেনে দুঃখিত। ১০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছি না বলে ক্ষমাপ্রার্থী। শোয়াইব ছাড়া আনসারি এবং অন্যান্য সকল সদস্য সুপারিশ অনুমোদন করেছেন। শোয়াইব অনুপস্থিত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আপত্তি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় $\frac{১}{৩}$ মুসলমান সংরক্ষণ নিয়ে জেদ করছেন। শোয়াইবের আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাকি সকলের ঐকমত্য আবশ্যিক।

(২)

গুরুত্বপূর্ণ নীতি জড়িত না থাকলে তারযোগে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে সই করবার অনুমতি জানাতে পরামর্শ দিচ্ছি এবং আপত্তি থাকলে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করুন এবং সে ক্ষেত্রে খসড়া দিয়ে কিরণশঙ্করকে পাঠান। অনুগ্রহ করে জেলা দেখানো আছে বাঙলার এমন মানচিত্র পাঠান। টাটারা আমাকে জামশেদপুরে যেতে নিমন্ত্রণ করেছেন।

(৩)

ব্যক্তিগতভাবে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন শ্রমিকরাও রাজি কিনা তারযোগে জানান। সালিসি করব না। শুধু জানান সকল পক্ষ কথা শোনার মতো উপযুক্ত মেজাজে আছে কিনা।

মতিলাল নেহরু

আনন্দ ভবন ৬.৮.২৮.

জামশেদপুরে শ্রমিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃতি, ২৮ অক্টোবর, ১৯২৮

"বোম্বাই, কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আমার বন্ধুরা জামশেদপুরে শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমার মতামত জানাতে অনুরোধ করেছেন। আমি সানন্দে জানাচ্ছি যে, অবস্থার ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। শ্রমিকদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন যুক্তিবাদী এবং আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীহোমি মোদি রোজই পিছু হটছেন। তবে তার মানে এই নয় যে, শ্রমিকদের কোনও অভিযোগ নেই। মে মাসে হরতালের আগে তাঁদের অনেক প্রকৃত অভিযোগ ছিল। এপর্যন্ত কিছু কিছু অভিযোগের প্রতিকার করা হয়েছে, কিন্তু অনেকগুলির প্রতিকার এখন পর্যন্ত করা হয়নি। এই অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শ্রমিকরা কোম্পানি এবং কার্যনির্বাহকদের পূর্ণ সুযোগ দেবে কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে শেষোক্তরা অবস্থানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে আবার গোলমাল হবে। সে-ক্ষেত্রে আমাকে খোলাখুলিভাবে কোম্পানির সঙ্গে লড়তে হবে অথবা শ্রমিক সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

বর্তমানে কার্যপরিচালকদের সামনে মৌলিক সমস্যাগুলির মধ্যে প্রথম হল বোনাস এবং ইনক্রিমেন্টের নিরপেক্ষ এবং সুষম বণ্টন এবং দ্বিতীয় হল জল এবং আলোর ব্যবস্থাসহ

বাসস্থানের বন্দোবস্ত। তৃতীয়—কর্মচারীদের প্রতি অফিসারদের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার, চতুর্থ—বিধিবহির্ভূতভাবে কর্মচ্যুতি এবং স্বেচ্ছাচারমূলক শাস্তি বন্ধ করা, পঞ্চম—প্রবীণ কর্মচারীদের জন্য অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি, ষষ্ঠ—ছুটি এবং চাকরির নিয়মাবলীর সংশোধন এবং শেষ—দিন-মজুরদের অভিযোগ দূর করা।

"আমি এখানে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগগুলির উল্লেখ করছি না। সমস্ত কিছুর উপরে রয়েছে ভারতীয়করণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই সকল সমস্যার কোনও কোনওটির সমাধান রয়েছে কার্যনির্বাহকদের হাতে এবং অবশিষ্টগুলির পরিচালকদের হাতে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ধর্মঘটের আগে শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য পরিচালকবর্গের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ছিল তাঁরা তা করেননি। শ্রমিকজগতের ভাল-মন্দের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল না। শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যে-সব অফিসারের উপর ন্যস্ত ছিল তাঁরা কর্তব্যপালনে লক্ষণীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁরা কার্যনির্বাহকদের ভুল পরামর্শ দিয়েছেন। এ ঘটনা সুবিদিত যে, ধর্মঘট চলার সময়েও বিভাগীয় প্রধানসহ কোম্পানির কিছু অফিসার তাঁদের অবিবেচক এবং সহানুভূতিহীন ব্যবহার দ্বারা ধর্মঘটে সাহায্য করেছেন।

"কোম্পানি যদি জামশেদপুরে শান্তি চায়, তাহলে আগামী কয়েক মাস পরিচালকবর্গ এবং কার্যনির্বাহক উভয়কেই শ্রমিকদের সমস্যা বিবেচনার সময় সতর্ক এবং তৎপর হতে হবে। যদি উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলি সমাধানের কাজে উদার মনে একই সঙ্গে হাত লাগানো হয় কেবল তাহলেও বোর্ডের সভাপতি এমন আন্তরিকভাবে যে-স্থায়ী শান্তি চাইছেন তা আসবে।

"দুর্ভাগ্যক্রমে, কোনও কোনও মহলে এমন ধারণা প্রচলিত যে, জামশেদপুরের শ্রমিকরা সচ্ছল এবং, এমন কি, প্রশ্রয়পুষ্ট। এই ধারণা চিরকালের জন্য দূর করতে হবে। শ্রমিকদের অভিযোগগুলি যথার্থ এবং ন্যায্য এবং তা দূর করতে হবে। পুঁজিপতিরা পছন্দ করুন বা না করুন, শ্রমিক আন্দোলন গত কয়েক বছরে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়েছে এবং আজ তাকে তুচ্ছ করা যাবে না। এই আন্দোলনকে স্বাস্থ্যকর পথে পরিচালিত করতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা সফল হব অথবা উচ্ছৃঙ্খল এবং অবিবেচক শক্তিগুলির জয় হবে তা নির্ভর করছে কোম্পানি এবং কার্যনির্বাহকদের উপর। আমি এই শিল্পকে জাতীয় শিল্প বলে বিবেচনা করি। অতএব আমি স্থির করেছি আমার সামান্য সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় নিয়োগ করব। কিন্তু আমি আশা করি এই কোম্পানি, যাকে রক্ষা করতে ভারতের জনগণ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, প্রকৃত জাতীয় মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করবে।"

———

ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ সম্পর্কে সংবাদপত্রে বিবৃতি, ১ নভেম্বর, ১৯২৮

"জামদেশপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পরে ৩৬/১, হ্যারিসন রোডে অনুষ্ঠিত এক সভার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যে-সভায় দিল্লিতে ইন্ডিপেন্ডেস ফর ইন্ডিয়া লীগের সভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। আমার বিস্ময় আরও বেশি এই কারণে যে, এই সভায় আমি ডঃ কে. এল. গাঙ্গুলির নাম দেখতে পাচ্ছি। বাঙলা প্রদেশের জন্য একটি ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লীগ এর মধ্যেই গঠিত হয়েছে এবং ডঃ গাঙ্গুলি প্রথম থেকে এর সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি প্রথম সভার একজন আহ্বায়ক ছিলেন এবং কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সদস্য। তিনি কেবল সাধারণ সভাতেই যোগ দেননি, কার্যনির্বাহক সমিতির সভায়ও, যে-সভায় ঘোষণাপত্র এবং কর্মসূচী গৃহীত হয়, তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অধিকন্তু, বঙ্গীয় লীগ সংগঠনের পরে প্রাদেশিক সংগঠকের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৩৬/১, হ্যারিসন রোডের সভায় লীগের দিল্লীর সভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে অবৈধ এবং সংবিধানবিরোধী।"

এ. আই. সি. সি.-র প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত, ৭ নভেম্বর, ১৯২৮

"এ. আই. সি. সি.-র সভা অত্যন্ত সফল হয়েছিল। যাঁরা অকারণে আতঙ্ক ছড়ান তাঁরা সংবিধানের ভিত্তি সম্পর্কিত প্রশ্নে একটা মতভেদের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কলকাতা ছাড়বার আগে আমি ফরোয়ার্ড-এর এক প্রতিনিধিকে বলেছিলাম যে, এ. আই. সি. সি. একদিকে যেমন নেহরু রিপোর্ট বাতিল করতে পারবে না, অন্য দিকে তেমনই পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য পরিত্যাগ করতে পারবে না। আমি আরও বলেছিলাম যে, এই দুই অবস্থার মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছতে হবে এবং আমার মতে এটা কেবল সম্ভব তাই নয়, অপরিহার্যরূপে কাম্যও বটে। আমার এই আশা পূর্ণ হয়েছে বলে আমি খুশি। এটা সন্তোষের বিষয় যে, কার্যনির্বাহক সমিতি আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারে একমত হয়ে এটি গ্রহণের জন্য এ. আই. সি. সি.-র কাছে সুপারিশ করেছে। গৃহীত সূত্রটি স্বাধীনতার এবং স্বায়ত্তশাসিত উপনিবেশের (ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস) সমর্থক উভয়ের কাছেই সমভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।"

"সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অত্যন্ত বিভ্রান্তিজনক এবং আমি জানি না শ্রীসত্যমূর্তির বক্তব্য যথাযথ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। তৎসত্ত্বেও আমি বলতে পারি যে, আমি অথবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কেউই রিপোর্টটি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিনি। আমরা এটা বিশেষভাবে স্পষ্ট করে বলেছিলাম যে, সংবিধানের ভিত্তি সম্পর্কে সর্বদলীয় সম্মেলনের আরও অনেক সদস্যের সঙ্গে আমরা একমত হইনি, তবে স্বাধীনতার গঠনতন্ত্র সম্পর্কে যে-কারণে আমরা লখনউ-তে কোনও সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করিনি সেখানে আমরা তা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেছিলাম। একই কারণে এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিভেদ সৃষ্টি হোক আমরা তা চাইনি। আমরা রিপোর্টটি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলাম স্পষ্টতই একথা বলা ঠিক নয়। আমি এখনও আগের মতো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই প্রশ্নে সর্বদলীয় সম্মেলনকে বিভক্ত হতে না দিয়ে আমরা দেশের সর্বোত্তম স্বার্থেই কাজ করেছি।"

"আমি এবিষয়ে সচেতন এবং এই সমালোচনা থেকে কেবল এটাই বোঝা যায় যে, বক্তা রিপোর্টটি অনুসরণ করেননি। সর্বদলীয় সম্মেলনের দায়িত্ব ছিল কংগ্রেসের এবং এই মর্মে মাদ্রাজ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের জন্যই কংগ্রেস এই দায়িত্ব নিয়েছিল। সুতরাং সর্বদলীয় সংবিধান-কমিটিতে নিযুক্ত হবার পরে সেই কমিটির হয়ে কাজ করা ছিল আমার কর্তব্য।"

"সেই কমিটির সদস্য হিসাবে আমার সামনে দুটি পথ খোলা ছিল, যথা স্বাধীনতার প্রশ্নে বিরুদ্ধ মন্তব্য পেশ করা অথবা রিপোর্টের মধ্যে একটি প্রতিবাদ সন্নিবেশিত করা এবং অতঃপর একটি যৌথ রিপোর্ট দাখিল করা। আমি শেষের পথটি বেছে নিয়েছিলাম এবং আমার মতে সেটাই ঠিক হয়েছিল। আমি এখনও এই মত পোষণ করি যে, আমি বিরুদ্ধ মন্তব্য পেশ করলে বিভিন্ন প্রশ্নে কয়েকটি বিরুদ্ধ মন্তব্য আসত এবং কমিটির সদস্যরা যৌথ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে পারতেন না। এর ফল হত মারাত্মক। আমাকে এটা এড়াতে হয়েছিল এবং তবু রিপোর্টের মধ্যে সংবিধানের ভিত্তি সম্পর্কে আমার প্রতিবাদ সন্নিবেশিত করে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রেখে তারপর যৌথ রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল। সমালোচকদের কাছে আমার জানতে ইচ্ছা হয়, আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল যা, তাঁদের মতে, আমার গ্রহণ করা উচিত ছিল। আমি নিজে অন্য কোনও বিকল্পের কথা ভাবতে পারি না।

"আমার মতে নেহরু রিপোর্ট এক বিরাট সাফল্য। এই কমিটির সদস্য হিসাবে কাজ করেছি এবং যৌথ রিপোর্ট দাখিল করেছি বলে আমি দুঃখিত নই, যদিও মূল রিপোর্টে আমি একটি প্রতিবাদ সন্নিবেশিত করেছি। এই রিপোর্ট ব্যতীত আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হত। ফলে রিপোর্টে সই করেছি বলে আমার দুঃখিত হবার কোনও কারণ নেই। রিপোর্টে সই করে স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার মতামতের বিন্দুমাত্রও পরিত্যাগ করিনি। রিপোর্ট এবং লখনউ-এর সর্বদলীয় সম্মেলন এই উভয় ক্ষেত্রেই আমরা, কংগ্রেসের লোকেরা, স্বাধীনতার জন্য কাজ করবার অধিকার বজায় রেখেছিলাম এবং ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লীগ সংগঠিত করে আমরা তখন সেই অধিকারটি প্রয়োগ করছি।"

"লালা লাজপত রায়ের প্রতি সর্বপ্রকার শ্রদ্ধা নিয়েই (তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা কারও থেকে কম নয়) আমি বলতে পারি যে, এই বিষয়ে তাঁর যুক্তিতে কোনও সারবত্তা ছিল না। শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার যথাসম্ভব উত্তমরূপে লালা লাজপত রায়ের যুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন

এবং আমি তাঁর যুক্তির পুনরুক্তি করব না। তবে আমি বলতে পারি যে, ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সাম্যবাদীরা এবং আয়ার্ল্যান্ডে প্রজাতন্ত্রীরা সকলেই আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, যদিও তাঁরা সংবিধান বাতিল করতে অথবা তার আমূল পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর। এই শপথ নিতান্তই এক সাংবিধানিক শপথ, এবং শপথ গ্রহণ করেও কেউ সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারেন। সুতরাং লাল লাজপত রায় বিষয়টি আদৌ কেন উত্থাপন করলেন আমি তার কোনও কারণ দেখতে পাই না। অধিকন্তু, লালাজী তাঁর ভাষণের প্রথম দিকে বলেছিলেন যে, স্বরাজ আনতে সাহায্য করবে এমন কোনও উপায় সম্পর্কেই তাঁর আপত্তি নেই। ব্যাপারটা যখন এই রকম তখন লালাজী ইন্ডিপেন্ডেস লীগের সদস্যদের কাউন্সিলে প্রবেশের বিরোধিতা করবেন কেন ? নিজের কথা বলতে পারি যে, আমি সত্যিই বিশ্বাস করি কাউন্সিলের সদস্য হয়েও একই সঙ্গে আমি ইন্ডিপেন্ডেস লীগের অনুগত এবং সক্রিয় সদস্য হতে পারি।"

"লীগের এক অত্যন্ত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। শুভ লগ্নে এর যাত্রা শুরু হয়েছে এবং প্রতিদিন এর প্রসার হচ্ছে। লীগের প্রতি সহানুভূতি অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সবে আমাদের গঠনতন্ত্র রচনা করতে সক্ষম হয়েছি এবং সর্বোত্তম যে-দায়িত্ব আমাদের অপেক্ষায় আছে তা হল দলের নীতি এবং কর্মসূচী রচনা। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে আমাদের কর্মসূচী প্রস্তুত হয়ে যাবে।"

১৯২৮ সালের ১৮ নভেম্বর লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে বিবৃতি

"হৃদয় যখন শোকাচ্ছন্ন তখন বেশি কথা বলা সম্ভব নয়, তবে আমি আনন্দ এবং গর্বের সঙ্গে নিজের দেশের প্রতি তাঁর সেবার কথা স্মরণ করব। সাইমন কমিশন যখন লাহোর পরিদর্শনে আসে তখন জনগণের নেতারূপে তিনি শোভাযাত্রার সামনে এগিয়ে গিয়ে সানন্দে নেতৃত্বের মূল্য দিয়েছিলেন। আজ কে বলতে পারে পুলিশের লাঠির আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ কি না।"

"ইদানীং তাঁর সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হবার সুযোগ হয়েছিল, একবার লখনউ-এ এবং আর একবার দিল্লিতে। লখনউ-এ সর্বদলীয় সম্মেলন প্রধানত যাঁদের জন্য সফল হয়েছিল তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। আমার সন্দেহ আছে তাঁকে ছাড়া পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং অন্যান্য বিতর্কিত বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছান সম্ভব হত কিনা। নেহরু রিপোর্টকে জনপ্রিয় করতে নিবিড় প্রচারকার্য দ্বারা তিনি লখনউ-এ তাঁর আরব্ধ কাজ চালিয়ে যান। দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা তাঁকে সংবর্ধনা জানান এবং তাঁর ভাষণ, যে-ভাষণে তিনি আবেগ এবং ক্রোধের সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অভিভাবকদের কাপুরুষোচিত আক্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, গভীর রেখাপাত করে।"

"ঈশ্বরের এমনই অভিপ্রায় যে, আমাদের ছেড়ে যাবার আগে তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জাতিকে দান করে গেছেন। এই ঘটনা আমাকে দেশবন্ধু দাশের অনুরূপ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মহৎ ব্যক্তিরা এই ভাবেই জীবন যাপন করেন, এই ভাবেই মৃত্যু বরণ করেন লালাজী ছিলেন পরিপূর্ণ শক্তি এবং প্রতিভার অধিকারী এবং খ্যাতি আর গৌরবের শিখরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যু মৃত্যু হিসাবে সুখের। কিন্তু তাঁর পরাধীন দেশবাসীর কী হবে ?"

বাউড়িয়া চটকলে ধর্মঘট সম্পর্কে বিবৃতি, ২৭ নভেম্বর, ১৯২৮

"ধর্মঘটের পরিস্থিতি সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি এই মাসের ২৫ তারিখে (রবিবার) বাউড়িয়া গিয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে যে-জিনিসটি প্রথমে আমার নজরে আসে তা এই যে, চটকল কর্তৃপক্ষ কার্যত চতুষ্পার্শ্বের গ্রামগুলির জমিদার। চটকল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

এবং জমিদারের ক্ষমতা এই দ্বৈত ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে তাঁরা ধর্মঘটীদের উপর এক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছেন। প্রথমে চটকলের কাছে কোথাও জনসভা করা যাচ্ছিল না, তবে অনেক কষ্টে এবং যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে গ্রামবাসীরা তাঁদের সভার অনুষ্ঠানের জন্য কারখালা চত্বর যোগাড় করতে সমর্থ হয়।

"কর্মীদের প্রতি চটকল-কর্তৃপক্ষের ব্যবহার এবং সেখানে চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত অভিযোগসমূহ আমার চতুর্দিকে জমা হয়ে উঠেছিল। আমি শীঘ্রই তাঁদের অভিযোগসমূহের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করব। তবে আপাতত আমি এইটুকু বলতে পারি যে, অভিযোগগুলি যদি আংশিকভাবেও সত্য হয় তবে চাকরির শর্তাবলী বিশেষ করে এই কারণে ভয়ঙ্কর এবং বিতৃষ্ণাজনক যে, তিনটি বাউড়িয়া চটকল কাজ শুরু করার পর থেকেই প্রচণ্ড লাভ করে আসছে।

"জমিদার হিসাবেও চটকলের আচরণ সম্পর্কে অভিযোগ ছিল। আমি শুনেছি যে, খালের ধার দিয়ে স্বাধীনভাবে যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হত না। এগুলি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ এবং উত্তমরূপে তদন্তের উপযুক্ত।

"চটকলের কর্মীরা ৪ মাস ধরে ধর্মঘট করছেন। তাঁরা অটল, ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ়সঙ্কল্প। ধর্মঘটীদের এক বিশাল সভায় আমার বক্তৃতা দেবার সুযোগ হয়েছিল এবং আমি দেখেছিলাম তাঁদের মানসিকতা নির্ভীক। দীর্ঘস্থায়ী এই সংগ্রামে তাঁরা যে-তেজস্বিতা এবং সাহস প্রদর্শন করেছেন আমি তাকে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা বাইরে থেকে কার্যত কোনও সাহায্য পাননি, কিন্তু তবু তাঁরা বীরের মতো সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

"এই প্রসঙ্গে আমাদের সভায় বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্য আমি কর্তৃপক্ষের নিন্দা না করে পারছি না। সভা যখন চলছিল তখন অন্যত্র গোলমাল সৃষ্টি করে সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করা হয়। আমাদের সভায় এই রকম গুজব পৌঁছতে শুরু করে যে, সভার জন্য যখন অধিকাংশ বয়স্ক লোক গ্রামের বাইরে তখন কোম্পানির কিছু অনুগত কর্মচারী গ্রামবাসীদের উপর হামলা চালায়। শ্রোতাদের কাছে এই খবর পৌঁছলে কিছুটা সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু বক্তারা তা প্রশমিত করেন। আজ সকালে বাউড়িয়া থেকে এক সংবাদবাহক আমাকে এসে বলেছে যে, অনুগত কর্মচারীরা দরিদ্র এবং নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে। এই সংবাদ সত্য হলে জনসাধারণ যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন তা অত্যন্ত পরিষ্কার। রবিবার রাত্রে গোলমাল সম্পর্কে সাঁকরাইল থানায় লিখিতভাবে খবর পাঠানো হয়। বাউড়িয়া থানার অফিসার-ইন-চার্জ আমাদের সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে তিনি সমস্ত সংবাদ পেয়েছিলেন। যথা সময়ে সংবাদ পেয়েও সাঁকরাইল এবং বাউড়িয়া থানার অফিসাররা যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তবে সে-ত্রুটির জন্য তাঁরাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

"চূড়ান্ত মতামত প্রকাশের পূর্বে আমাকে অবশ্যই বিস্তৃততর সংবাদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু আমি এ-কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, বাউড়িয়ার আশপাশের গ্রামবাসীদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন, কারণ তাঁরা এমন এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা উৎপীড়িত যারা চটকলের কর্তৃপক্ষ এবং জমিদার। সেখানকার ঘটনা সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তার এক ভগ্নাংশও যদি সত্য হয় তাহলে আমি অবশ্যই বলব যে, কলকাতা থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরত্বের মধ্যে হতভাগ্য গ্রামবাসীরা অন্য এক "রাজ"-এর শাসনে বাস করছে।

"বাউড়িয়ার পরিস্থিতির প্রতি আমি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। একথা কল্পনা করতেও কষ্ট হয় যে, কলকাতার এত কাছে এমন একটা ঘটনা ঘটে যার জন্য প্রত্যেককে লজ্জিত বোধ করতে হয়। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, বিষয়টি আরও প্রচারিত হলে বাউড়িয়ার "ধর্মঘটী গ্রামবাসীদের" জন্য আমরা জনসাধারণের সক্রিয় সহানুভূতি এবং সমর্থন অর্জনে সমর্থ হব।"

ফ্রী প্রেস-এর উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বিবৃতি, ২৮ নভেম্বর, ১৯২৮

"আমি 'ফ্রী প্রেস অব ইন্ডিয়া'-র প্রতি স্যার জন সাইমন-এর আচরণে বিস্মিত হইনি। এক দিক থেকে আমি খুশি, কারণ এর দ্বারা স্যার জন তাঁর উদার নীতির শূন্যগর্ভতা প্রকট করেছেন। ভারতীয় জনগণের মতো ভারতীয় সংবাদপত্রের সামনেও এক কঠিন দায়িত্ব আছে, অন্যথায় যে-শৃঙ্খলে আজ সে আবদ্ধ তার থেকে মুক্তি নেই। 'ফ্রী প্রেস অব ইন্ডিয়া' এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার সম্পর্কে আমার হৃদয়ে একটি উষ্ণ স্থান আছে এবং যার মঙ্গল সম্পর্কে আমি আন্তরিকভাবে আগ্রহী। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য ভারতীয় সংবাদপত্রের মতো এটিও আঘাত জয় করে বর্ধিত সম্মান এবং গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের সকলকে নিয়ে এক সম্মেলন আহ্বান করবার যে-ব্যবস্থা কলকাতার বার্তাজীবী সঙ্ঘের সম্পাদক করেছেন সেজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক।

'মডার্ন রিভিউ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'মুসলমান'-সম্পাদক মৌলবি মুজিবর রহমান এবং 'ক্যালকাটা উইকলি নোট্‌স্'-সম্পাদক শ্রী জে. চৌধুরিও বার্তাজীবীদের সম্মেলন আহ্বানের পরিকল্পনাটি সমর্থন করেছেন, যে-সম্মেলনের বিবেচ্য বিষয় হবে (১) 'ফ্রী প্রেস' প্রত্যাহারের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং সমগ্র বিষয়টি যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা করা এবং (২) ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এক সর্ব-ভারতীয় বার্তাজীবী সম্মেলন আহ্বানের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে দেখা।"

মহাত্মাজীকে লিখিত পত্র

ভারতের জাতীয় মহাসভা
৪৩শ অধিবেশন, কলিকাতা
১৯২৮
রেফ. নং ৫০১

১ উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা, ৩ ডিসেম্বর, ১৯২৮

শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী,

আপনি যখন কলকাতায় থাকবেন তখন আপনার সেবা করতে আগ্রহী এক তরুণ বন্ধুর পত্র আপনাকে পাঠাচ্ছি। জানি না এখনও তাঁকে আপনার মনে আছে কি না, তবে বিভিন্ন সময়ে তিনি আপনার সেবা করেছেন। তাঁকে আমি কী জবাব দেব সে-বিষয়ে আপনার নির্দেশ চাই।

আপনার শিবিরের জন্য কতজন স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন এবং তাঁদের কী ধরনের যোগ্যতা থাকা দরকার অনুগ্রহ করে আমাকে তা জানালে বাধিত হব। আপনার দলে কতজন সদস্য থাকবেন সে-সম্পর্কে যদি অবহিত করেন তাহলেও আমাদের সাহায্য হবে।

আমার গভীর শ্রদ্ধা জানবেন।

ইতি
শ্রদ্ধাবনত
সুভাষচন্দ্র বসু

১৯ ডিসেম্বর ১৯২৮ তারিখে বোম্বাই-এর শ্রোতাদের আচরণের নিন্দা করে শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত এস. সি. বসু বিবৃতিটি প্রচার করেছেন।

বোম্বাইতে এক জনসভায় মওলানা শওকত আলির প্রতি অভদ্র আচরণ করা হয়েছিল এই মর্মে উর্দু সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি কয়েকজন মুসলমান বন্ধু কয়েক দিন আগে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় ঘটনার অনেক পরে এবং এই বিলম্বের কারণ এই যে, ইংরেজী সংবাদপত্রে ঘটনাটি সম্পর্কে কোনও সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। ঘটনাটি আমাদের জানাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধুর কাছে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করি এবং তাঁরা সকলেই বলেন যে, এ সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না। তখন আমরা ঘটনাটি সম্পর্কে মওলানা শওকত আলির বিবৃতির ইংরেজী অনুবাদ সংগ্রহ করি। তাঁর মতো এক শ্রদ্ধাস্পদ নেতা এবং স্বদেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রোতারা যে-আচরণ করেছেন সেজন্য আমাদের বেদনা জানিয়ে এবং তাঁদের ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করে মওলানাকে আমরা তার পাঠাই। সেই সঙ্গে ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য জানাতে অনুরোধ করে শ্রী জিন্নার কাছেও আমরা তার পাঠাই। উত্তরে শ্রী জিন্না বোম্বাই-এর একটি সংবাদপত্রের অংশ কেটে পাঠিয়ে দিয়ে জানান যে, সংবাদটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল। অতঃপর আমরা যখন এ-বিষয়ে এক বিবৃতি প্রচার করতে যাচ্ছিলাম তখন মওলানার কলকাতা আসবার খবর পেলাম। আমরা ভেবেছিলাম বিবৃতি প্রচারের আগে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা বাঞ্ছনীয়। আজ সকালে আমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, বোম্বাই-এর ঘটনা তীব্রতম ভাষায় নিন্দার যোগ্য। জনজীবনে গণতন্ত্র পেতে হলে মতামতের স্বাধীনতা এবং পরমতসহিষ্ণুতা অপরিহার্য। মওলানার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সংগঠিত এবং পূর্বপরিকল্পিত হয়ে থাকলে তা অধিকতর নিন্দার্হ। নেহরু কমিটি সম্পর্কে তাঁর বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে লোকে যা-ই ভাবুক না কেন তাঁর মতামতের সততা এবং উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবার কোনও যুক্তি নেই। কোনও বিষয়ে তাঁর মতামত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও তাঁর মতো মর্যাদাসম্পন্ন, প্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহ্যসম্পন্ন এক নেতা এবং স্বদেশপ্রেমিক অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। কতকগুলি রীতি ব্যতীত কোথাও জনজীবন সম্ভব নয়। আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, সকল রকম মতবাদে বিশ্বাসী নেতা এবং জনজীবন সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী এই বিষয়ে তাঁদের সকলের অনুভূতিই আমাদের মতো তীব্র।

আমরা জানি না এই বিক্ষোভে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের কাজের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং পরিণাম বুঝতে পেরেছিলেন কি না। যাঁরা এই ঘটনাটিতে সাম্প্রদায়িক রং চড়িয়েছেন অথবা চড়াবার চেষ্টা করেছেন আমরা তাঁদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করি। আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে, কোনও কোনও রাজভক্ত মহলে এই ঘটনাটির সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। যে-ঘটনার নিন্দায় সকলে একমত, ভারতবর্ষের বর্তমান পরিবেশে সেই ঘটনায় সাম্প্রদায়িক রং চড়াবার প্রচেষ্টাকে আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করছি। আমাদের বিবেচনায় এটি কোনও রকম সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়, নিতান্তই অশোভন আচরণের লজ্জাকর প্রকাশ। তবু আমরা একথা বলতে চাই যে, এই বিক্ষোভে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের বোঝা উচিত ছিল যে, ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক কাজে লাগাতে সাহায্য করে তাঁরা ভারতের জাতীয়তার শত্রুদের সুযোগ করে দিচ্ছেন। আমরা নিঃসন্দেহ যে, ঘটনাটিকে যে-রকম তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার সঙ্গে দেখা উচিত তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা নিয়ে মওলানা সেইভাবেই দেখবেন।

নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণ, কলিকাতা, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৮

নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের এই শহরে পদার্পণের জন্য আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এই বছর যে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা যুব আন্দোলনের বর্ধিষ্ণু জীবনীশক্তির সন্দেহাতীত লক্ষণ।

সম্ভবত কিছুটা এমন আশঙ্কা আছে যে, ভারতের জাতীয় মহাসভা এবং সর্বদলীয় সম্মেলনের আলোচনা দ্বারা এই বছর নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের কার্যবিবরণী খানিকটা আচ্ছন্ন হতে পারে। কিন্তু আমার মতে কোনও কিছুই যুব কংগ্রেসের মতো এক সম্মেলনের নিজস্ব গুরুত্বকে হ্রাস করতে পারে না। আমাদের জীবনে রাজনৈতিক সমস্যাবলীর গুরুত্ব কোনওভাবে লঘু না করেও আমি বলব যে, যুবকদের সমস্যাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; এগুলির এক নিজস্ব গুরুত্ব আছে। আমরা, যারা যৌব প্রজাতন্ত্রের সদস্য, এইগুলির উপর উচ্চ মূল্য এবং গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, আমাদের স্কন্ধে যে-দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই প্রকার গুরুত্বের সঙ্গে এই কংগ্রেসের আলোচনা পরিচালিত হবে। আমি নিঃসন্দেহ যে এই কংগ্রেস আমাদের বর্তমান জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে দেশের যুবকদের নিশ্চিত এক নেতৃত্ব দেবে। সুতরাং অভ্যর্থনা সমিতি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমার উপর আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছে বলে আমি কৃতার্থ এবং সম্মানিত বোধ করছি।

দেশের সীমা ছাড়িয়ে পৃথিবীর ঘটনাবলীর দিকে এক নজরে তাকালে প্রত্যেক দেশেই যে-লক্ষণটি সহজে আমাদের চোখে পড়ে তা হল যৌবনের পুনরুজ্জীবন। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূব থেকে পশ্চিমে, যে-দিকেই তাকাই না কেন, যুব আন্দোলন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। যুব আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী, একদিকে কোন শক্তিসমূহ তাকে পরিচালিত করছে এবং অপর দিকে কী তার চূড়ান্ত লক্ষ্য এই সমস্ত বিষয়ে আমাদের মনে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

যুবক এবং যুবতীদের যে-কোনও সংগঠনই যুবসংগঠন নামে আখ্যাত হবার যোগ্য নয়। এক সমাজসেবী সঙ্ঘ অথবা এক দুর্ভিক্ষত্রাণ সমিতি অনিবার্যরূপে যুবসংগঠন নয়। যুবসংগঠনের বৈশিষ্ট্য হল বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষের অনুভূতি এবং উন্নততর ব্যবস্থার জন্য আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সেই ব্যবস্থার রূপ কল্পনা করা। দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যুব আন্দোলন সংস্কারধর্মী নয়, বিপ্লবী। কোনও যুব আন্দোলন শুরু হবার আগে অবশ্যই বর্তমান ব্যবস্থা-সম্পর্কে এক অস্থির, এক অসহিষ্ণু অনুভূতি জন্ম নেবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন আন্দোলনকে একটি বিংশ শতাব্দীর লক্ষণ অথবা একটি আপতিক লক্ষণ বলে বিবেচনা করি না। সক্রেটিস এবং বুদ্ধের সময় থেকে মানুষ এক মহত্তর পৃথিবীর স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং সেই অনুপ্রেরণার বশে সমাজ-পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছে। আধুনিক যুগের যুব-আন্দোলন-সমূহও অনুরূপ স্বপ্ন এবং প্রচেষ্টার লক্ষণাক্রান্ত। রাশিয়ায় বলশেভিকবাদ, ইতালিতে ফ্যাসিবাদ, তুরস্কে তরুণ-তুর্কী আন্দোলন কিংবা চীন, পারস্য অথবা জার্মানি যেখানেই কোনও আন্দোলন হোক না কেন সর্বত্রই একই আবেগ, একই স্বপ্ন এবং একই লক্ষ্য দেখতে পাওয়া যাবে। যেখানেই আগের প্রজন্মের নেতারা ব্যর্থ হয়েছেন, সেখানেই যুবকরা আত্মসচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সমাজ পুনর্গঠনের এবং সমাজকে উৎকৃষ্টতর এবং মহত্তর অস্তিত্বের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

বন্ধুগণ, চলুন এখন আমরা ঘরের আরও কাছে আসি। শুধু জার্মানি, রাশিয়া এবং চীনের তরুণরাই জেগে ওঠেনি, এই কল্পনাবিলাসী অলসদের দেশেও জাগরণ এসেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই জাগরণ এসেছে অন্তর থেকে এবং এই জাগরণ শুধু বাইরের বুদ্বুদ নয়। ভারতের তরুণরা আর সব দায়িত্ব বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, করজোড়ে বসে থেকে অথবা তাড়িত মূক গবাদি পশুর মতো অনুসরণ করে সন্তুষ্ট নয়। তাঁরা বুঝতে পেরেছে যে, তাঁদেরই এক নতুন ভারত সৃষ্টি করতে হবে—এক স্বাধীন, মহান্ এবং শক্তিশালী ভারত। তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, পরিণামের জন্য তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করেছেন এবং যে-মহান্ কার্যভার তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে তার জন্য এখন তাঁরা নিজেদের প্রশিক্ষিত করতে ব্যস্ত রয়েছেন। এই সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে ভারতের শুভার্থীদের কর্তব্য হল বর্তমানে যে-সব আন্দোলন চলছে সে-সম্পর্কে তাঁরা কী ভাবেন তা নির্ভীকভাবে ঘোষণা করা। এর সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে, ত্রুটিগুলিকে নির্মমভাবে অনাবৃত করতে হবে এবং সমগ্র আন্দোলনটি ফলপ্রসূ খাতে পরিচালিত করতে হবে।

আমি আজ যখন আমার চতুর্দিকে তাকাই, দুই প্রকারের চিন্তাধারা আমার মনে রেখাপাত করে, যার সম্পর্কে খোলাখুলি এবং নির্ভীকভাবে কথা বলা আমার কর্তব্য। আমি যে-দুটি

চিন্তাধারার উল্লেখ করছি তাদের কেন্দ্র সবরমতি এবং পণ্ডিচেরি। এই দুটি চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত মৌলিক দর্শন আমার বিবেচ্য নয়। এটা অধিবিদ্যামূলক গবেষণার সময় নয়। আজ আমি প্রয়োগবাদী (pragmatist) হিসাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব, কথা বলব এমন এক ব্যক্তি হিসাবে যে যে-কোনও চিন্তাধারার নিজস্ব মূল্যকে আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার না করে তার প্রকৃত প্রভাব এবং ফলাফলের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করবে।

সবরমতির চিন্তাধারা-পরিচালিত প্রচারকার্যের প্রকৃত ফল হল এমন এক অনুভূতি এবং ধারণা সৃষ্টি করা যে, আধুনিকতা মন্দ, ব্যাপক হারে উৎপাদন অমঙ্গলজনক, চাহিদা বাড়ানো অনুচিত, জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা উচিত নয়, গো-যানের যুগে ফিরে যাবার জন্য আমাদের অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে এবং আত্মার গুরুত্ব এত বেশি যে শরীরচর্চা এবং সামরিক প্রশিক্ষণ সহজেই উপেক্ষা করা যায়।

পণ্ডিচেরির চিন্তাধারা-পরিচালিত প্রচারকার্যের প্রকৃত ফল হল এমন এক অনুভূতি এবং ধারণা সৃষ্টি করা যে, শান্তিপূর্ণ ধ্যান অপেক্ষা উন্নততর অথবা মহত্তর আর কিছু নেই, যোগের অর্থ প্রাণায়াম এবং ধ্যান, কর্মকে উত্তম বলে মেনে নেওয়া গেলেও এই বিশেষ ধরনের যোগ উচ্চতর এবং উন্নততর কিছু। এই প্রচারকার্য অনেক লোককে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, বর্তমান অবস্থায় কেবল অবিরত এবং নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব, প্রকৃতিকে জয় করবার সর্বোত্তম পন্থা হল তার সঙ্গে সংগ্রাম করা এবং আমরা যখন চতুর্দিক থেকে বিপদ এবং বাধায় পরিবৃত তখন ধ্যানের মধ্যে আশ্রয় খোঁজা দুর্বলতা। এইসব চিন্তাধারা যে-নিষ্ক্রিয়তার, দার্শনিক নয় প্রকৃত, জন্ম দেয় তারই বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে আশ্রম কোনও নতুন প্রতিষ্ঠান নয় এবং সাধু এবং যোগীরাও অভিনব কোনও চরিত্র নন ; সমাজে তাঁরা শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং থাকবেন। কিন্তু একই সঙ্গে স্বাধীন, সুখী এবং মহান এক নবীন ভারত সৃষ্টি করতে হলে তাঁদের নেতৃত্ব অনুসরণ করলে আমাদের চলবে না।

বন্ধুগণ, স্পষ্ট কথা বলার আবেগে আমি যদি আপনাদের অনুভূতিতে আঘাত করে থাকি তা হলে আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। যেমন একটু আগেই বলেছি যে, আমি এক মুহূর্তের জন্যও দুটি চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত মৌলিক দর্শনের কথা বিবেচনা করছি না, আমি বিবেচনা করছি প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রকৃত ফলাফলের কথা। ভারতবর্ষে আজ আমরা এক সক্রিয় দর্শন চাই। আমাদের অবশ্যই প্রচণ্ড আশাবাদে অনুপ্রাণিত হতে হবে। আমাদের বর্তমান কালে বাস করতে হবে এবং আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

আমরা আর পৃথিবীর এক বিচ্ছিন্ন কোণে বাস করতে পারি না। ভারত যখন স্বাধীন হবে তখন তাকে আধুনিক উপায়ে তার আধুনিক শত্রুদের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই। গোরুর গাড়ির দিন শেষ হয়েছে, শেষ হয়েছে চিরকালের মতো। যতদিন সমগ্র বিশ্ব সর্বান্তঃকরণে নিরস্ত্রীকরণ নীতি গ্রহণ না করে ততদিন স্বাধীন বিশ্বকে যে-কোনও পরিণতির জন্য অবশ্যই প্রস্তুত থাকতে হবে।

আধুনিকতা সম্পর্কে উৎসাহের বশে ভারতের অতীত গৌরবকে যাঁরা বিস্মৃত হন আমি তাঁদের একজন নই। আমরা অবশ্যই আমাদের অতীতের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকব। ভারতবর্ষের এক নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, নিজের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারায় যার বিকাশ সে অব্যাহত রাখবে। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প এবং বিজ্ঞানে পৃথিবীকে আমাদের নতুন কিছু দেবার আছে, যার জন্য পৃথিবী সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। এক কথায়, আমাদের অবশ্যই এক সমন্বয়ে পৌঁছতে হবে। আমাদের শ্রেষ্ঠ চিন্তক এবং কর্মীদের কেউ কেউ এর মধ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত। একদিকে আমাদের "বেদের যুগে ফিরে চলো" এই প্রচারকে এবং অপরদিকে আদব-কায়দা এবং পরিবর্তনের জন্য আধুনিক ইউরোপের অর্থহীন উন্মাদনাকে প্রতিরোধ করতে হবে। প্রাণবন্ত এক আন্দোলনকে যথাযথ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন, তবে আমি বিশ্বাস করি যে, আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং নেতারা যদি মোটামুটিভাবে ঠিক পথে চলেন তবে যথাসময়ে আন্দোলন উপযুক্ত রূপ পরিগ্রহ করবে।

বন্ধুগণ, আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। বর্তমান বছরটি কেবল আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনেরই নয়, ভারতের যুব-আন্দোলনের ইতিহাসেও এক যুগসন্ধি। আমি আশা এবং প্রার্থনা করি এই অধিবেশন এই দেশের যুবকদের বলিষ্ঠ এবং

নিশ্চিত নেতৃত্ব দেবে। এই দেশের যুবকদের কাছে যাঁর পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন নেই, বোম্বাই-এর সেই শ্রীযুক্ত নরিম্যানকে আমাদের সভাপতিরূপে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমরা ভাগ্যবান। হয়তো পশ্চিম ভারতের যুবকরা শ্রীযুক্ত নরিম্যানকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন ; কিন্তু একথাও সত্য যে, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যুবকরাও তাঁকে চেনেন, ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। গত কয়েক বছর আমরা তাঁর কর্মজীবনের ধারা এবং কর্মতৎপরতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করেছি এবং তাঁকে আমাদের মধ্যে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমরা ভাগ্যবান। তাঁর যোগ্য নির্দেশ এবং নেতৃত্বে আমাদের অধিবেশন অত্যন্ত সফল হবে।

কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে ভাষণ, ডিসেম্বর ১৯২৮

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত এবং বেশি না হলেও আমাদের কিছু প্রবীণ নেতা কর্তৃক সমর্থিত একটি প্রস্তাবের উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনবার জন্য উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে বলে আমি দুঃখিত। আমি যে আজ সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি এই ঘটনা এক মতভেদের স্পষ্ট লক্ষণ, কংগ্রেসের ভিতরে প্রাচীন এবং নবীন চিন্তাধারার মধ্যে মৌলিক মতভেদ।

কিছু কিছু বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন, নেহরু রিপোর্টে স্বাক্ষর করেও কেন আমি স্বাধীনতার সমর্থনে কথা বলতে উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি শুধু রিপোর্টের মধ্যে প্রদত্ত বিবৃতিটিরই উল্লেখ করব, যাতে বলা হয়েছিল যে, গঠনতন্ত্রের যে-নীতি আমরা রিপোর্টের মধ্যে দাখিল করেছিলাম তা স্বাধীনতার গঠনতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। আমার সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনকে কোনও মতেই সঙ্গতিহীন বলে ব্যাখ্যা করা চলে বলে আমি মনে করি না।

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত হিসাবে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। আপনারা অবগত আছেন যে, একান্ত আলোচনায় এবং অন্যত্র আমি বলেছি যে, প্রবীণ নেতাদের পথে বাধা হবার কোনও অভিপ্রায় আমার নেই। যে-কারণে আমি এমন করেছিলাম তা হল এই যে, আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলে এই সভায় যে-মতভেদ হবে তার পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সেই সময়ে আমি নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করিনি। আজ আমি পরিণাম মেনে নিতে এবং আমার সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলে শেষ পর্যন্ত বিষয়টির মুখোমুখি হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত বলে মনে করি।

কয়েকটি ঘটনা আমাকে আমার আগের মতামত কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত করতে বাধ্য করেছে। আপনারা অবগত আছেন যে, বাঙলার প্রতিনিধিরা, অথবা অন্তত তাঁদের অধিকাংশ, সমবেত হয়ে তাঁদের পক্ষ থেকে এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং পরিণাম যাই হোক না কেন তাঁরা সভার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। আমি আপনাদের নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে আজ আমি এখানে উঠে না দাঁড়ালেও এই কাজ করতে তাঁদের পক্ষ থেকে কেউ উঠে দাঁড়াতেন।

আর একটি ব্যাপার আছে, এবং সেটি হল সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করতে এবং সভার সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন তা-ই মেনে নিতে ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লীগের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত।

আমরা, যারা সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন অথবা সমর্থন আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি, অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অনুভব করি যে, সময় এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, সাম্রাজ্যের অধীনে স্বায়ত্তশাসন (dominion status) বনাম স্বাধীনতা এই প্রশ্নে ভারতের মনোভাব স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। আমি আমাদের নেতৃবৃন্দকে বলেছি যে, লালা লাজপত রায়ের মৃত্যু, লখনউ এবং কানপুরের ঘটনাবলী এবং মহামহিম ভাইসরয়ের বক্তৃতার পরে আমরা আশা করব কংগ্রেস এমন এক বলিষ্ঠ মনোভাব গ্রহণ করবে, যা আত্মসম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তার পরিবর্তে আমরা দেখছি যে, মাদ্রাজ প্রস্তাবকে কিছুটা খর্ব করা হচ্ছে।

আমরা অনুভব করি এবং আমরা বলি যে, মাত্র একটি দিনের জন্যও স্বাধীনতার পতাকা আমরা অবনমিত করতে প্রস্তুত নই। এই সভায় হারি অথবা জিতি তা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ নেই। তরুণ প্রজন্মেরও এ-নিয়ে কোনও উদ্বেগ নেই, কারণ তাঁরা ভারতকে মুক্ত করবার

দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আমরা আমাদের নেতাদের চাই, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা চাই তাঁরা সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলুন। আমি তাঁদের একথাও বলেছি যে, আমি আর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু চরমপন্থীদের মধ্যে মধ্যপন্থীরূপে বিবেচিত এবং যদি প্রবীণ নেতারা এই মধ্যপন্থীদের সঙ্গেও আপোষ করতে প্রস্তুত না থাকেন তা হলে প্রাচীন এবং নবীনদের মধ্যে বিচ্ছেদ হবে অপ্রতিরোধ্য। দেশের তরুণদের মধ্যে এক নতুন চেতনার উন্মেষ হয়েছে। তাঁরা আর অন্ধের মতো অনুসরণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার তাঁদের, ভারতবর্ষকে তাঁরাই মুক্ত করবেন এবং যে-কঠিন দায়িত্ব তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছে এই নতুন চেতনা নিয়ে তা পালনের জন্য তাঁরা নিজেদের প্রস্তুত করছেন।

আর একটি যুক্তি আছে যার আবেদন আমার কাছে অত্যন্ত জোরালো, এবং সেটি হল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। আপনাদের মনে থাকা উচিত যে, মাদ্রাজ প্রস্তাবের পরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত এক নতুন মর্যাদা লাভ করেছে। আমার ভয় হয় এই প্রস্তাব পাস হলে মাদ্রাজ কংগ্রেসের পরে আমরা যে-মর্যাদা লাভ করেছি, বেশি না হলেও, অন্তত তার কিছুটা আমরা হারাব। আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে, মাদ্রাজ কংগ্রেসের পরে আমরা পৃথিবীর দূর-দূরান্তর থেকে বার্তা পেয়েছি। এখন প্রশ্ন হল : মাদ্রাজে গৃহীত সিদ্ধান্ত থেকে আমরা কি পিছিয়ে যাব ? না কি আমরা এগিয়ে যাব ? আমরা কি সরকারের মনোভাবের উপযুক্ত জবাব দেব ? এবং সেই মনোভাবটি কী ? আমরা পেয়েছি লালাজীর শোকাবহ মৃত্যু এবং লখনউ এবং কানপুরের দুঃখজনক ঘটনা। এই সবের পরেও কি আমরা প্রতিরোধমূলক এবং নির্ভীক মনোভাব গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করব না ?

আমি সোজাসুজি একটি প্রশ্ন করতে চাই। মূল প্রস্তাবে আপনারা ব্রিটিশ সরকারকে বারো মাস সময় দিয়েছেন। আপনারা কি বুকে হাত রেখে বলতে পারেন যে, এই সময়ের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (dominion status) লাভের যুক্তিসঙ্গত কোনও সম্ভাবনা আছে ? পণ্ডিত মতিলাল তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, এমন বিশ্বাস তাঁর নেই। তবে কেন আমরা এই বারো মাসের জন্য পতাকা অবনমিত করব ? কেন বলব না—ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আস্থার শেষ বিন্দুটুকু আমরা হারিয়েছি এবং আমরা এক নির্ভীক পদক্ষেপ করতে যাচ্ছি ?

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন স্বাধীনতার এই প্রস্তাব থেকে আমাদের কী লাভ হবে ? আমি বলি, আমরা এক নতুন মানসিকতার বিকাশ ঘটাই। মোট কথা, আমাদের রাজনৈতিক অধঃপতনের মূল কারণ কী ? এটা এক মানসিকতার প্রশ্ন, এবং দাসমনোবৃত্তিকে জয় করতে হলে আমাদের স্বদেশবাসীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অটল থাকতে উৎসাহিত করেই তা করতে হবে। আরব্ধ কাজ শেষ করবার জন্য আমরা পরবর্তী কর্মপন্থা গ্রহণ করব না এটা ধরে নিয়ে আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতে চাই যে, কেবল সততার সঙ্গে অভ্রান্ত সত্য প্রচার করে এবং আমাদের দেশবাসীর সামনে স্বাধীনতার লক্ষ্য স্থাপন করেই আমরা এক নতুন প্রজন্মকে লালন করে তুলব।

তবে আপনাদের বলে দিচ্ছি আমরা যুক্তকরে বসে থাকব না। আমি আগেই বলেছি যে, তরুণ প্রজন্ম নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত। আমাদের প্রস্তাবের ভাগ্যে যাতে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হবার বিপদ না ঘটে সেজন্য আমরা নিজেদের কর্মসূচী রচনা করব এবং আমাদের সর্বোত্তম যোগ্যতানুযায়ী তাকে কার্যে পরিণত করব।

শেষ করবার আগে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। সমস্ত ঘটনা দেখে মনে হচ্ছে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। অনেক কারণে আমি একথা বলছি। প্রথম কারণ, যে-সব কারণে যুদ্ধ লাগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে তা উপস্থিত। ভার্সাই-এর সন্ধি যে-মীমাংসা করেছিল তা সকলের জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতে পারেনি। এই সন্ধি ইতালি, বালকান দেশসমূহ, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারি প্রভৃতি দেশগুলিকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। এর পরে আছে এশিয়ার পরিস্থিতি। দেখতে পাচ্ছি সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক দেশগুলি জোটবদ্ধ। আবার আছে রণসজ্জার প্রতিযোগিতা। এই সমস্ত কারণ বিশ্বযুদ্ধের প্রবণতা সৃষ্টি করে। আমি বলছি নিরস্ত্রীকরণের কথা এক বিরাট প্রহসন। ঘটনা এই যে, এই সব স্বাধীন দেশগুলি আর একটি

যুদ্ধের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষকে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হলে আমাদের অবশ্যই এক নতুন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে, এমন এক মানসিকতা যা বলবে যে, আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। কেবল স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে আদর্শ ঘোষণা করেই তা করা সম্ভব।

আমার মনে হয় না আর একটি মুহূর্তও আমরা অপচয় করতে পারি। বাঙলার প্রসঙ্গে বলতে পারি যে, আপনারা অবহিত আছেন যে, এখানে জাতীয় আন্দোলনের উষাকাল থেকে সর্বদাই আমাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে আমরা কখনও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন রূপে ব্যাখ্যা করিনি। আমাদের এত স্বদেশবাসীর জীবন বিসর্জনের পরে, আমাদের কবিদের স্বাধীনতার বাণী প্রচারের পরে, স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝেছি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা আমাদের দেশবাসীর মনে, যে-নতুন প্রজন্ম বেড়ে উঠছে তাঁদের মনে; বিন্দুমাত্র সাড়া জাগায় না, এবং আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, যা-ই হোক না কেন নতুন প্রজন্মের ভারতীয়রাই ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী।

সব শেষে আমি আপনাদের কাছে একটি চূড়ান্ত আবেদন করতে চাই। আমি মনে করি না যে, সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের নেতাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রীতি, প্রশংসা এবং ভক্তি এক জিনিস আর নীতির প্রতি শ্রদ্ধা অন্য জিনিস। আমার প্রস্তাব গ্রহণ করুন এবং তরুণ সমাজকে নতুন চেতনায় অনুপ্রাণিত করুন।

ফরোয়ার্ড থেকে পৃঃ ৭
রবিবার, ডিসেম্বর ৩০, ১৯২৮
ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা
হিন্দীর প্রতি বাঙলার মনোভাব
বিরোধী নয়
শ্রীযুক্ত সুভাষ বসু ভ্রান্ত ধারণা নিরসন করলেন

* রাষ্ট্রভাষা সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সুভাষ বসু নিম্নলিখিত ভাষণটি দেন। (২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৮) :—

"গভীর আনন্দের সঙ্গে মহান এই কলকাতা শহরে আপনাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এই শহরকে যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে এ-কথা বলবার প্রয়োজন নেই যে, এখানে প্রায় পাঁচ লক্ষ হিন্দুস্থানীর বাস। সমগ্র ভারতবর্ষে এমন আর একটি শহরও নেই যেখানে এত বেশি সংখ্যায় হিন্দীভাষী অধিবাসী দেখা যায়। আমি হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত নই। আমাকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রকৃতপক্ষে আমি বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে আমার মনের ভাব প্রকাশে অক্ষম। আপনারা হয়তো এই আশা করছেন যে, আধুনিক হিন্দী ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু বলব। এই সেই শহর যেখানে লাল্লুইলাল তাঁর গ্রন্থ প্রেম সাগর এবং সদল মিশ্র তাঁর চন্দ্রাবলী গ্রন্থ রচনা করেছিলেন এবং আমি শুনেছি এঁরা দু'জন আজকের হিন্দী গদ্যের পথিকৃৎরূপে পরিচিত। প্রথম হিন্দী ছাপাখানা কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এখানেই অন্যতম প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র 'বিহারবন্ধু' প্রকাশিত হয়। এইভাবে হিন্দী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও কলকাতার স্থান তুচ্ছ নয়। এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রথম হিন্দীতে এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করে। এমন কি আজও কলকাতা হিন্দী সাংবাদিকতা এবং হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে। অতএব কলকাতা হিন্দীভাষীদের কাছেও স্বগৃহের মতো।

প্রথমেই আমাদের অনেক হিন্দীভাষী বন্ধুর মন থেকে একটি ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে চাই। তাঁদের মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে, আমরা, বাঙালীরা, হিন্দীকে

---

* ভাষণটি হিন্দীতে প্রদত্ত হয়েছিল।

জাতীয় ভাষা হিসাবে গ্রহণের বিরোধী অথবা হিন্দী ভাষার প্রতি উদাসীন। কেবল অশিক্ষিতরাই নন, শিক্ষিত এবং বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও এমন ধারণা পোষণ করেন। তাঁরা আমাদের সম্পূর্ণরূপে ভুল বুঝেছেন এবং সেই ভ্রান্তি দূর কবা আমার কর্তব্য।

হিন্দীর জন্য বাঙালীরা যা করেছে

আমি যদি বলি যে, হিন্দীভাষী প্রদেশগুলি ছাড়া অন্য যে-কোনও প্রদেশের লোকের তুলনায় আমরা, বাঙালীরা, হিন্দী সাহিত্যের অধিকতর সেবা করেছি তা হলে, আশা করি, আপনারা আমার বিরুদ্ধে দাম্ভিকতা অথবা প্রাদেশিকতার অভিযোগ আনবেন না। এখানে আমি হিন্দী প্রচারের কাজ বিবেচনার মধ্যে আনছি না। স্বামী দয়ানন্দ এবং তাঁর আর্য সমাজ হিন্দীর প্রচারে যে-প্রচণ্ড উদ্যম সঞ্চারিত করেছেন আমি তা স্বীকার করি এবং মহাত্মা গান্ধী প্রচারকার্যের জন্য যা করেছেন এবং করছেন আমি তাও জানি। আমি শুধু এর সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দিকটি আপনাদের সামনে পেশ করব। হিন্দীভাষী লোকেরা কি ভূদেব মুখার্জির বিহারে হিন্দী ভাষা এবং দেবনাগরী লিপি জনপ্রিয় করবার মহান্ প্রচেষ্টার কথা বিস্মৃত হতে পারেন ? এবং আমাকে কি পাঞ্জাবে হিন্দীর স্বার্থে নবীন চন্দ্র রায়ের মহান্ সংগ্রামের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ? আমি শুনেছি এই দু'জন বাঙালী বিগত শতাব্দীর অষ্টম দশকের প্রথম দিকে পথিকৃতের কাজ করেন—যখন এই প্রদেশগুলির হিন্দীভাষী জনগণ এই আন্দোলনের বিরোধী অথবা এ-সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। অতএব এই দুই জন বাঙালীকে যে উত্তর ভারতে হিন্দী আন্দোলনের পথিকৃৎদের মধ্যে গণ্য করা হয় তা নিতান্তই সমীচীন। এবং ইন্ডিয়া প্রেস-এর স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষ হিন্দী সাহিত্যের যে অপরিসীম মঙ্গলসাধন করেছেন সে সম্পর্কে আমি কী বলব ? এই একজন বাঙালী ভদ্রলোক হিন্দী সাহিত্যের যে-সেবা করেছেন জানি না কোনও হিন্দীভাষী প্রকাশক তা করেছেন কি না। স্বর্গীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার বিষয় আপনারা অবগত আছেন—যিনি দেবনাগরীকে জনপ্রিয় করতে এক-ভাষা-প্রতিহার পরিষদ নামে পরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং দেবনাগরীতে একটি পত্রিকাও প্রতিষ্ঠা করেন। 'হিত্বার্থে'র স্বত্বাধিকারী ছিলেন একজন বাঙালী এবং 'হিন্দী বঙ্গবাসী'-র পরিচালনা করছেন এই প্রদেশেরই এক ভদ্রলোক।

বর্তমান সময়ে

বর্তমানেও হিন্দী ভাষার জন্য আমরা আমাদের যৎসামান্য করছি। হিন্দী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী পাঁচ বছর ধরে যে কঠিন পরিশ্রম করছেন তা বিস্মৃত হলে নিতান্তই অকৃতজ্ঞতা হবে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষ হিন্দীতে অনুবাদ করে এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'বিশাল ভারত' প্রকাশ করে হিন্দী ভাষার মূল্যবান সেবা করছেন। এবং বাঙলা ভাষা থেকে যে প্রচুর সংখ্যক বই হিন্দীতে অনূদিত হয়েছে এবং যা হিন্দীভাষী জনগণের জ্ঞানের পরিধি উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে সে সম্পর্কে আমি কিছু বলব না। গর্ব অথবা অশোভন আত্মাভিমান-প্রণোদিত হয়ে আমি এই বিষয়গুলি আপনাদের সামনে উত্থাপন করিনি, কিন্তু আমি সবিনয়ে আপনাদের জিজ্ঞাসা করব যে, এই ঘটনাগুলি জানবার পরেও কোনও বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাদের—বাঙালীদের—হিন্দীবিরোধী বলে অভিযুক্ত করতে পারেন কি না। আমরা আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে ভালবাসি এবং সেটা অপরাধ নয়।

এক অমূলক ভীতি

আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে পারেন যাঁদের মনে এই অমূলক ভীতি আছে যে, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলাকে পদদলিত করবার চরম লক্ষ্য সামনে রেখে হিন্দীর প্রচার শুরু হয়েছে। এই ভীতি অমূলক। আমি যতদূর জানি 'হিন্দী প্রচার'-এর একটিই উদ্দেশ্য এবং তা হল হিন্দুস্থানীকে ইংরেজীর স্থলাভিষিক্ত করা। মায়ের থেকেও অধিক প্রিয় আমাদের নিজের ভাষা বাঙলাকে আমরা কখনও পরিত্যাগ করতে পারি না। বিভিন্ন প্রদেশের লোকের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্য আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা হিসাবে আমাদের হিন্দুস্থানী শেখা উচিত। শুধু তাই

নয়, আমি বিশ্বাস করি যে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবার জন্য স্বাধীন এবং স্ব-শাসিত ভারতের তরুণদের ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি দুই একটি ইউরোপীয় ভাষাও শিখতে হবে। জাতীয় ভাষার জন্য আমাদের হিন্দী অথবা উর্দু কোন লিপি গ্রহণ করা উচিত হবে সে-প্রশ্ন আমি উত্থাপন করব না। আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে একমত যে, দেবনাগরী এবং উর্দু উভয় লিপিই আমাদের অবশ্য শিখতে হবে। কালক্রমে দুটির মধ্যে যেটি অধিকতর উপযুক্ত সেটি অবশ্যই জাতীয় ভাষার লিপি হিসাবে নিজের স্থান নিশ্চিত করে নেবে। সরল হিন্দী এবং সরল উর্দুর মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের কলহের প্রয়োজন নেই। সমাধান করতে হবে এমন বিতর্কিত সমস্যার সংখ্যা অনেক, তাদের সংখ্যা আর কিছুতেই বাড়াব না।

মহাত্মাজীর নিকটে একটি অনুরোধ

মহাত্মাজী, হিন্দী প্রচারকার্যের সাহায্যার্থে আমি আপনার এবং হিন্দীভাষী জনগণের কাছে অনুরোধ জানাব যে, মাদ্রাজ প্রদেশে যেমন সুবিধা দিয়েছেন একই রকম সুবিধা বাঙলায় এবং আসামে আমাদের দেওয়া হোক। বাঙলার যুবক এবং কর্মীদের হিন্দী শিক্ষা দেবার জন্য আপনারা একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারেন। শুধু কলকাতাতেই অজস্র শিক্ষার্থী হিন্দী শিখতে আগ্রহী, কিন্তু শিক্ষক কোথায় ? বাঙলা ধনী প্রদেশ নয় এবং এখানকার ছাত্ররা হিন্দী শিক্ষার জন্য বেতন দিতে অসমর্থ। আপাতত আপনাদের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কলকাতার হিন্দীভাষী অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা ধনী তাঁরা যদি বাঙালী যুবকদের হিন্দী শিক্ষা দিতে মনস্থির করেন তা হলে তাঁদের পক্ষে কাজটা খুব কঠিন হবে না। বাঙালী ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে তাঁদের হিন্দী প্রচারক করতে পারেন। চার অথবা পাঁচ মাসে কথ্য হিন্দী শিখিয়ে আমাদের এক ধরনের সার্টিফিকেট দিতে পারেন। আমার মতো ব্যস্ত মানুষদেরও আপনাদের ছাত্রতালিকাভুক্ত করতে হবে। আমরা, যারা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, প্রতিদিনই হিন্দুস্থানী শিখবার জরুরী প্রয়োজন অনুভব করি। হিন্দুস্থানী ভাষায় কিছুটা জ্ঞান না থাকলে আমরা উত্তর ভারতের শ্রমিকদের অন্তরের কাছে পৌঁছতে পারি না। আপনারা যদি আমাদের হিন্দী শেখাবার কোনওরকম ব্যবস্থা করতে পারেন তা হলে আমি আশ্বাস দিতে পারি যে, আমরা আপনাদের অযোগ্য ছাত্র প্রমাণিত হব না।

বাঙলার তরুণদের প্রতি আবেদন

শেষে বাঙলার তরুণদের কাছে আমি হিন্দী শিখবার আবেদন জানাচ্ছি। একাজে যাঁরা অর্থ ব্যয় করতে পারবেন তাঁদের তা করা উচিত। শেষ পর্যন্ত এই প্রদেশের অধিবাসীদেরই হিন্দী প্রচারের আনন্দদায়ক ভার বহন করতে হবে, তবে বর্তমানে আমাদের সাহায্য করতে হিন্দিভাষী প্রদেশগুলির এগিয়ে আসা অপরিহার্য। কত জন লোককে হিন্দী শেখানো যাবে তার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এই আন্দোলনের পিছনে যে মানসিকতা রয়েছে আমার শ্রদ্ধা তার প্রতি। এই মানসিকতা গভীর দূরদৃষ্টি এবং ভবিষ্যৎ-চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং বেশ কিছুকাল পরে তা ফলপ্রসূ হবে। প্রাদেশিকতা এবং আন্তঃপ্রাদেশিক ঈর্ষা দূর করতে জাতীয় ভাষার জন্য আন্দোলনের থেকে বেশি সাহায্য আমাদের আর কিছুই করতে পারে না।

আসুন, আমরা প্রাদেশিক ভাষাগুলির যথাসম্ভব উন্নতি সাধন করি। একাজে কেউ বাধা দিতে চায় না। প্রকৃতপক্ষে মাতৃভাষার ক্ষেত্রে আমরা কোনও মহল থেকে কোনও রকম হস্তক্ষেপ সহ্য করতে পারি না। কিন্তু আমাদের জাতীয় ভাষার স্থান দেওয়া হবে হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানীকে। নেহরু রিপোর্টেও এই সুপারিশ করা হয়েছে। আমরা যদি বাঙলাদেশে হিন্দী প্রচারে আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করি তবে নিঃসন্দেহে সফল হব এবং সেই দিন সুদূর নয়, যে-দিন হিন্দী স্বাধীন ভারতের জাতীয় ভাষা হবে।

ব্রিটিশ পণ্য বর্জন

(ইংরেজীতে প্রকাশিত নেতাজীর প্রথম গ্রন্থের নাম "Boycott of British Goods", ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে প্রকাশিত। গ্রন্থকারের মূল ভূমিকা এবং তালিকা-নকশাসহ সমগ্র রচনাটি এখানে মুদ্রিত হল।—সম্পাদক)

গ্রন্থকারের মূল ভূমিকা

এই গ্রন্থের তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অধিকাংশই সংগৃহীত হয়েছে সরকারি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিবরণী থেকে এবং অন্য কয়েকটি প্রামাণিক রচনা থেকেও। আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থ-বিবরণী দেবার চেষ্টা করেছি। আশা করি এইগুলি এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রত্যেকটি বিবরণের প্রমাণ হিসাবে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। প্রচলিত ধারণার সঙ্গে যে-সকল সিদ্ধান্তের মিল নেই, যেমন—ব্রিটিশ কার্পাসজাত পণ্য বর্জনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ধারণা, সেগুলি সম্পূর্ণরূপে সরকারি পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গৃহীত। সন্দেহ নেই এগুলি এক নতুন ধরনে, গ্রন্থে যা ব্যাখ্যাত হয়েছে, উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য দিক থেকে এগুলি সরকারি বিবরণীতে ঠিক যেমন দেখা যাবে তেমনই আছে।

কেবল যে অন্য অনেক সূত্রের উপর এইভাবে নির্ভর করতে হয়েছে তাই নয়, সঙ্কলনও করতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে এমন সব কাজের মধ্যে যা অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে। বাঙলাদেশে বস্ত্রশিল্পের ইতিহাসের উপর প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয় ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। কার্পাসজাত ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের উপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছিল ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, বাঙলায় বর্জন আন্দোলন শুরু হবার ঠিক আগে। শেষ দুটি পরিচ্ছেদ লেখা হয়েছে মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে। এইসব বিভিন্ন অংশ যেমন-যেমন লেখা হয়েছিল তেমন-তেমন ছাপা হয়েছিল, ফলে আমার ইচ্ছা যতই প্রবল থাক না কেন সমগ্র গ্রন্থটি চূড়ান্ত পর্যায়ে সংশোধন করা সম্ভব হয়নি। এই ত্রুটির জন্য আমি পাঠকের কাছে মার্জনাপ্রার্থী।

পরিশেষে, এই গ্রন্থের সঙ্কলনকার্যে সাহায্যের জন্য ডঃ হরিশচন্দ্র সিংহকে এবং মুদ্রণকার্য তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রীযুক্ত গোপাললাল সান্যালকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কলিকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯

সুভাষচন্দ্র বসু

গ্রন্থ-বিবরণী

১) Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian mills (monthly).

২) Annual statement of the Sea-Borne Trade of British India (annual).

৩) Accounts relating to the trade by land of British India with foreign countries (annual).

৪) Notes on Indian Piece Goods Trade by A.C Coubrough (Bulletin of India Industries and labour No. 16. 1921.)

৫) Notes on the Indian Textile Industry by R. D. Bell (Department of Industries, Bombay : Bulletin No. 6 : 1926).

৬) Report on the Conditions and Prospects of British Trade in India by H. M. Senior Trade Commissioner in India (H. M. S. Stationary Office, London, annual).

৭) Economist : Supplement dated February 12, 1927 and corresponding numbers for previous years.

৮) Statist : Supplement dated February 12, 1927.

৯) Satist : Supplement dated February 13, 1927 and corresponding numbers for previous years.

১০) Indian Tariff Board (Cotton Textile Industry Inquiry, Bombay, 1922).

১১) Khadder Work in India (All-India Congress Khadder Department : Bombay, 1922).

১২) Economics of Khadi (Bihar Charkha Sangha : Muzaffarpur, 1927).

১৩) Review of the Trade of India (Annual).

১৪) Capital, March 9, 1928. Article on Indian Purchases of British Cotton goods.

১৫) Reporter of the India Tariff Borad (Cotton Textile Industry Enquiry) (Government of India, 1927).

১৬) Modern Review, April 1925. Article on the Dacca Muslin Industry.

১৭) Khadi Guide (A. I. S. A. Ahmedabad 1927).

১৮) Cotton (Khadi Manual Vol. II Part IV Khadi Pratisthan 1925).

১৯) Hand Spinning and Hand Weaving (A. I. S. A.) Ahmedabad 1926.

প্রথম পরিচ্ছেদ

বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস

১ম অধ্যায় — প্রাচীন ইতিহাস
২য় ,, — ব্রিটিশ শুল্ক
৩য় ,, — কোম্পানির আমলে এবং পরবর্তী কালে
৪র্থ ,, — অন্যায্য অন্তঃশুল্ক
৫ম ,, — ইতিহাসের শিক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বস্ত্রশিল্পের ইতিহাস*

প্রথম অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস

আপাতদৃষ্টিতে বাঙলার কার্পাসজাত পণ্য সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, যেখানে বঙ্গের তথা পূর্ববঙ্গের সূক্ষ্ম কার্পাসজাত পণ্যের কথা বলা হয়েছে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে জনৈক অজ্ঞাতনামা লেখকের **The Peripluss of the Erythroean Sea** গ্রন্থে যাকে **Gangitiki** বলা হয়েছে তা সম্ভবত বাঙলা থেকে এসেছিল। আরব পরিব্রাজক সুলেমান, যিনি নবম শতকে ভারতভ্রমণে এসেছিলেন, লিখছেন—"রাহ্‌মি রাজ্যে (যাকে পূর্ববঙ্গরূপে শনাক্ত করা গিয়েছে) প্রস্তুত কার্পাসবস্ত্র এত মিহি এবং সূক্ষ্ম যে, এর থেকে তৈরি পোশাক একটি আংটির ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে।" মার্কো পোলোর সময়ে (১২৯৪-৯৫ খ্রিস্টাব্দ) বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে সমৃদ্ধ বস্ত্রশিল্প ছিল। ইংরেজ পরিব্রাজক র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ, যিনি তিন শতাব্দী পরে (১৫৮৩) ভারতভ্রমণে এসেছিলেন, ঢাকার ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সোনারগাঁও**-এর বর্ণনা দিচ্ছেন, "এমন একটি শহর যেখানে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সূক্ষ্মতম বস্ত্র প্রস্তুত হয়।" একই সময়ে আবুল ফজল লিখছেন, "সোনারগাঁও-এর সরকার† অতি সূক্ষ্ম ধরনের মসলিন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে। প্রফেসর জে. এন. সরকার†† বলেছেন, আগ্রা, মালোয়া-র সিরোঞ্জ, ব্রোচ, বরোদা এবং গুজরাটের নবসিরি-রে অতি মিহি কার্পাসজাত দ্রব্য উৎপন্ন হত। অবশ্য ঢাকার মসলিন ছিল সর্বোত্তম। এই মসলিন যে-সব কাব্যিক নামে ভূষিত হয়েছিল তা হল, অব-ই-রাওয়ান বা প্রবহমান জলধারা (কারণ স্রোতের জলে রাখলে এটি প্রায় দেখা যেত না), বাফ্‌ত্ হাওয়া বা বোনা বাতাস (কারণ হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলে মেঘের মতো ভাসত) এবং শব-নম অথবা সায়াহ্ন-শিশির (কারণ ঘাসের উপর বিছিয়ে দিলে একে সন্ধ্যায় শিশির বলে মনে হত)। এইসব সুন্দর জিনিস কেবল সম্রাট এবং তাঁর প্রতিনিধিদের দরবারেই আনুকূল্য লাভ করত না, দেশের বাইরেও সর্বদা এর চাহিদা ছিল। ১৬৬৬ সালে ট্যাভার্নিয়ের (Tavernier) যখন ঢাকা পর্যটনে আসেন তখন ওলন্দাজ এবং ইংরেজ উভয়েরই সেখানে কারখানা ছিল। ঢাকার সঙ্গে ফরাসীদের বাণিজ্য শুরু হয় এর ষাট বছর পরে। ইংরেজরা প্রথম ঢাকার মসলিন রপ্তানি করে ১৬৬৬ সালের কাছাকাছি সময়ে এবং ১৬৭৫ সালের মধ্যে এই মিহি বস্ত্রের ব্যবহার ইংল্যান্ডে সাধারণ রেওয়াজ হয়ে ওঠে। **Streynsham Master**-এর রোজনামচায় (১৬৭৫-১৬৮০) দেখা যাচ্ছে বাঙলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে—যেমন শান্তিপুর, হুগলী এবং নদীয়ায়—অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের মসলিন পাওয়া যেত।

---

* এই অধ্যায়ের ভিত্তি ১৯২৫ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ডঃ জে. সি. সিংহ কর্তৃক 'ঢাকা মসলিন শিল্প' সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত একটি বক্তৃতা।

** আক্ষরিক অর্থ সোনায় তৈরি গ্রাম

† আধুনিক একটি জেলার অনুরূপ

†† Industries in Mughal India, Modern Review, June, 1922.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ শুল্ক

১৭০০ এবং ১৭২০ সালের আইন*

১৬৮৮ সালের বিপ্লবের পরে ইংল্যান্ডে "সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে পূর্বভারতীয় সুতী বস্ত্রের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে।" কাশিমবাজার এবং মালদহে ইংরেজদের কারখানা স্থাপনের পরে একই সময়ে বাঙলাদেশ থেকে রেশমজাত দ্রব্যের আমদানিও বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছর ধরে সুতী এবং রেশমী বস্ত্রের এই লাভজনক ব্যবসা দ্রুত প্রসার লাভ করে।† এবং স্বাভাবিকভাবেই এটা ব্রিটিশ রেশম এবং পশম প্রস্তুতকারকদের ঈর্ষার উদ্রেক করে। ফলে ১৭০০ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই মর্মে আইন পাশ করে যে, "১৭০১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর এবং তার পর থেকে কারখানায় উৎপন্ন সকল প্রকার রেশম, বাঙলার রেশম এবং রেশম অথবা হার্বার (herba) সঙ্গে মিশ্রিত বস্ত্র, পারস্য, চীন অথবা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রস্তুত রেশম অথবা এইসব স্থানে চিত্রিত করা, রঙ করা অথবা ছাপানো যাবতীয় সুতী বস্ত্র, যা এই রাজ্যে আমদানি করা হবে, তা গ্রেট ব্রিটেনে পরিধান করা অথবা অন্য কোনওভাবে ব্যবহার করা যাবে না ; এবং ওই তারিখের পরে আমদানি করা যাবতীয় পণ্য গুদামজাত করে আবার রপ্তানি করা হবে।" একই সময়ে কয়েক প্রকার মসলিনও নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যান্য প্রকার বস্ত্র এবং সাদা সুতী বস্ত্রের উপর মূল্যানুসারে ১৫% শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৭০০ সালের আইনের অন্যতম ফল হল ভারতবর্ষ থেকে সাদা সুতী বস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি, যা ইংল্যান্ডে ব্যাপকভাবে ছাপানো হতে শুরু করে। অনুরূপভাবে ইংল্যান্ডে অথবা অন্য যে-কোনও জায়গায় ছাপানো সুতী বস্ত্র পরিধান অথবা ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ১৭২০ সালে আর একটি আইন পাশ করা হয়।

এই সকল ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ফলাফল

কয়েকজন ইউরোপীয় লেখক এই দুটি ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ফলাফলকে তুচ্ছ করেছেন। এইভাবে বোঝানো হয়েছে যে, ইংল্যান্ডের বাজার ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কেবল অল্প কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর সুতী পণ্যের উপর এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু পণ্যের উপযোগ যদি এত কম হয় তাহলে বিশেষ আইনের প্রয়োজন হল কেন? এ-ছাড়াও যুক্তিগ্রাহ্য বিপরীত কতকগুলি কারণ আছে। শীতের দেশে স্বাভাবিক কারণেই সুতী বস্ত্রের মতো মোটা জিনিস মসলিনের মতো মিহি জিনিসের থেকে বেশি বিক্রি হবে। অধিকন্তু, শীতের দেশে** কাপড় সাদা করবার অসুবিধার জন্য সাদা কাপড়ের চেয়ে রঙিন কাপড়ই লোকে বেশি পছন্দ করত। একথা ঠিক যে, শুধু ১৭০০ এবং ১৭২০ সালের আইনই ভারতে বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটায়নি। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে, বস্ত্রশিল্পে ইংরেজদের যান্ত্রিকপ্রথা অবলম্বনের তাৎক্ষণিক অনুপ্রেরণা††, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পে এমন প্রচণ্ড আঘাত হানে, এসেছিল ভারতীয় বস্ত্র আমদানির উপর আরোপিত বাধা-নিষেধ থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ জনসাধারণ ভারতীয় সুতী বস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল, এবং এর আমদানি সীমাবদ্ধ করা হলে ইংরেজ উৎপাদকরা দেখতে পেল ঘরের চাহিদা মেটাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা লাভজনক। এইভাবে মূলত ইংল্যান্ডের পশম এবং রেশম উৎপাদকদের রক্ষা করাই এই আইনগুলির উদ্দেশ্য হলেও কার্যত পরবর্তী বছরগুলিতে ইংল্যান্ডের নবজাত সুতীবস্ত্র শিল্পকেই রক্ষা করে, কারণ এই আইনগুলি ১৮২৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ইংল্যান্ডে তৈরি হলে কয়েক শ্রেণীর সুতী বস্ত্র পরিধানের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল ১৭৭৪ সালে।

---

* বাঙলার বস্ত্রশিল্পের ক্রমাবনতি সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদগুলির ভিত্তি প্রধানত ডঃ জে. সি. সিংহের Economic Annals of Bengal (Macmillan & Co., 1927)

† ইংরেজরা যখন বাঙলায় মোগল সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, ১৬৮৬-১৬৮৯, সেই বছরগুলি বাদ দিয়ে।

** ১৭৭৪ সালের আগে ক্লোরিন আবিষ্কৃত হয়নি।

†† Knowles: The Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century pp. 43-45.

তৃতীয় অধ্যায়

কোম্পানির আমলে এবং পরবর্তী কালে
১৭৫৩ সালে ঢাকায় বস্ত্রের ব্যবসা

এই সমস্ত আইন সত্ত্বেও পলাশীর আগে বাঙলায় সুতী বস্ত্রের ব্যাপক কারবার ছিল। টেলর-এর মতে ১৭৫৩ সালে বাঙলার প্রধান কেন্দ্র ঢাকার বস্ত্রব্যবসার সম্ভাব্য মোট মূল্য ছিল, ২,৮৫০,০০০ আর্কট টাকা*, যার দফাওয়ারি বিবরণ নীচে দেওয়া হল :—

দিল্লির বাদশার জন্য	আর্কট টাকা	১০০,০০০
মুর্শিদাবাদের নবাবের জন্য	,,	৩০০,০০০
জগৎ শেঠের জন্য (স্টেট ব্যাঙ্কার)	,,	১৫০,০০০
তুরানি বণিকদের জন্য (উত্তরের প্রদেশগুলিতে বিক্রির জন্য)	,,	১০০,০০০
পাঠান বণিকদের জন্য (উত্তরের প্রদেশগুলিতে বিক্রির জন্য)	,,	১৫০,০০০
আর্মেনীয় বণিকদের জন্য (বসরা, মোচা এবং জেড্ডা বন্দরের জন্য)	,,	৫০০,০০০
মোগল বণিকদের জন্য (স্থানীয় উপযোগ এবং বসরা, মোচা এবং জেড্ডা বন্দরের জন্য)	,,	৪০০,০০০
হিন্দু বণিকদের জন্য (স্থানীয় বাজারে বিক্রির জন্য)	,,	২০০,০০০
ইংরেজ কোম্পানির জন্য (ইউরোপের জন্য)	,,	৩৫০,০০০
ফরাসী কোম্পানির জন্য (ইউরোপের জন্য)	,,	২৫০,০০০
ফরাসী বণিকদের জন্য (বিদেশী বাজারের জন্য)	,,	৫০,০০০
ওলন্দাজ কোম্পানির জন্য (ইউরোপের জন্য)	,,	১০০,০০০
	আর্কট টাকা	২,৮৫০,০০০

তাঁতীদের উপর উৎপীড়ন

১৭৫৩ সালের আগে কোম্পানি দাদনি অথবা চুক্তি-প্রথা অনুযায়ী (contract system) ভারতীয় বণিকদের মাধ্যমে মাল কিনত। ১৭৫৩ সালে একটি নতুন প্রথা, প্রতিনিধিত্ব-প্রথা চালু হয়। এই প্রথা অনুসারে কোম্পানির ইউরোপীয় অফিসারগণ, যেমন—রেসিডেন্ট, সিনিয়র এবং জুনিয়র মার্চেন্ট এবং নিজেদের অধীন ভারতীয় কর্মচারী বা গোমস্তাসহ আড়তদাররা, কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে তাঁতীদের দাদন দিত। রপ্তানির জন্য প্রচুর পরিমাণে থানবস্ত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করবার জন্য কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতীদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখত। কোম্পানিকে যথেষ্ট পরিমাণ বস্ত্র সরবরাহ না-করা পর্যন্ত তাঁতীদের অন্যের জন্য কাজ করতে দেওয়া হত না। কোম্পানির কাছে ধার আছে সাধারণত এই অজুহাতে নিয়ন্ত্রণ খাটানো হত। ফ্রান্সিস লিখছেন, —"ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যাতে নিজেদের আয়

* প্রথমে আর্কটের নবাব এবং পরে ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ কোম্পানিগুলি তৈরি করেন। খাদসমেত ওজন ১৭১ থেকে ১৭৭ গ্রেনের মধ্যে এবং খাদ ছাড়া ওজন ১৬৬ থেকে ১৭০ গ্রেনের মধ্যে। নিজেদের টাকশাল হবার আগে ইংরেজ কোম্পানি মাল খরিদের জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে প্রচুর পরিমাণে আর্কট টাকা আমদানি করত।

বাড়াতে পারে সেজন্য তাদের লগ্নি* বাড়ানো প্রয়োজন ছিল।...উৎপাদনের উপর একচেটিয়া অধিকার ছাড়া হঠাৎ এটা করা যেত না। এই একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করা হত কর্তৃত্বের অধিকারী অজস্র কর্মচারী এবং প্রতিনিধির সাহায্যে, যারা উৎপাদকদের প্রচণ্ড উৎপীড়ন করত।" কর্নওয়ালিস-ও মন্তব্য করছেন, "প্রভাব খাটানো কেবল কোম্পানির ব্যবসার কাজেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের কর্মচারীরা, অন্যান্য ইউরোপীয়রা এবং বিশেষ করে দেশীয় প্রতিনিধিরাও একাজ করত। হিন্দুস্তানের উত্তরাংশের বণিকরা কার্যত বিতাড়িত হয়েছিল, সমুদ্রপথে রপ্তানির কাজে যাঁরা লিপ্ত ছিলেন তাঁদের নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল এবং উৎপাদকদের উপর কেবল বাধানিষেধই আরোপ করা হত না, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য দেশীয় প্রতিনিধিদের দল, যারা তাদের নিয়োগকর্তা এবং যাদের সঙ্গে তারা কারবার করত উভয়কেই বঞ্চিত করে (অবিকল উদ্ধৃতি) নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিত, উৎপাদকদের হরদম উৎপীড়ন করত।"**

বোল্ট্স্-এর বিবরণ

বোল্ট্স্ লিখছেন যে, কোম্পানির গোমস্তারা তাঁতীদের "নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করতে একটি মুচলেকা সই করতে বাধ্য করে এবং মূল্যের একটি অংশ অগ্রিম হিসাবে দেয়। হতভাগ্য তাঁতীদের সম্মতি, সাধারণত, প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয় না ; কারণ কোম্পানির লগ্নির কাজে নিযুক্ত হলে গোমস্তারা তাদের নিয়ে যা-খুশি তাই সই করিয়ে নিতে বাধ্য করে এবং জানা গেছে যে, তাঁতীরা দাদন নিতে অস্বীকার করলে তাদের কোমরে টাকা বেঁধে দিয়ে বেত মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হত।...সাধারণত এইসব তাঁতীদের অধিকাংশের নাম কোম্পানির গোমস্তাদের খাতায় তালিকাভুক্ত থাকত এবং তাদের অন্য কারও জন্য কাজ করতে দেওয়া হত না। তাদের ক্রীতদাসের মতো এক গোমস্তা থেকে অন্য গোমস্তার কাছে বদলি করা হত এবং তারা প্রতিটি নতুন গোমস্তার অত্যাচার এবং প্রতারণার শিকার হত। কাপড় তৈরি হলে একটি গুদামে জমা করা হয়...সেখানে তাঁতীর নাম লিখে এগুলি রেখে দেওয়া হয় যতদিন না বাছাই করে প্রতিটি থানের দাম ঠিক করার জন্য গোমস্তার 'খাতা ধরার' (কাজটি এই নামেই অভিহিত) সুবিধা হয়। এই কাজের জন্য নিযুক্ত অফিসারকে বলা হয় কোম্পানির 'যাচনদার' বা বাছাইকারী। এই ক্ষেত্রে যে-রকম প্রতারণা চলে তা কল্পনার অতীত, তবে সব প্রতারণারই শেষ কথা হতভাগ্য তাঁতীদের বঞ্চনা করা ; কারণ কোম্পানির গোমস্তারা এবং তাদের সঙ্গে যোগসাজসে 'যাচনদাররা' মালের যে-দাম ঠিক করে তা সকল ক্ষেত্রেই খোলা বাজারে এই মাল যে-দামে বিক্রি হয় তার থেকে শতকরা ১৫ ভাগ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে ৪০ ভাগ কম। সুতরাং তাঁতী তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার আশায় প্রায়ই গোপনে অন্যের কাছে মাল বিক্রির চেষ্টা করে। এই কারণে কোম্পানির গোমস্তা তাঁতীর উপর নজরদারি করতে চাপরাশীদের লাগিয়ে রাখে এবং প্রায়ই বোনা শেষ হতে না হতেই তারা তাঁত থেকে কাপড় তুলে নিয়ে আসে...।"

সমসাময়িক অন্যান্য বিবরণ

একথা সত্য যে, ইস্টি ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে বোল্ট্স্-এর ক্ষোভ ছিল, কারণ মাত্র ছয় বছর চাকরি করার পরে ১৭৬৬ সালে তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় এবং ১৭৬৮ সালে তাঁকে ইংল্যান্ডে ফেরত পাঠানো হয়। তাঁর "Consideration on India Affairs" কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারকার্যের অঙ্গ। কিন্তু তাঁর উপরোক্ত বিবরণ অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না, কারণ সমকালীন সরকারি নথিপত্রে তাঁর বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৬৮ সালের ১১ নভেম্বর তারিখের চিঠিতে Court of Directors মন্তব্য করছে, "তারা (তাঁতীরা) কোম্পানির কাজ করতে অনিচ্ছুক, কারণ আমরা তাদের ন্যায্য

---

* অর্থাৎ রপ্তানির জন্য ভারতীয় পণ্য ক্রয়।

** Court of Directors-দের কাছে ১ নভেম্বর, ১৭৮৮ তারিখে লেখা লর্ড কর্নওয়ালিসের চিঠি। (ভারত সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ইন্ডিয়া অফিসের সরকারি দলিলের নকল থেকে সংক্ষেপিত : খণ্ড ৪৬)

পারিশ্রমিক দিই না। ঢাকার ভদ্রলোকেরা বলেন যে, বিদেশীরা আমাদের থেকে ২০ বা ৩০ শতাংশ বেশি দাম দেয়। তবে এই বক্তব্যের সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি এই যে, সাধারণ নিলামে fenilit (?) এবং ক্ষতিগ্রস্ত মালের শতকরা ১০ থেকে ১০০ ভাগ আগাম বিক্রি তাঁতীদের প্রতি অবিচারের স্পষ্ট প্রমাণ।" ১৭৭৩ সালের ১২ এপ্রিলের কার্যবিবরণীতে নিম্নলিখিত নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যাবে :—"আসঞ্জিত দুটি দলিল, শান্তিপুরের তাঁতীদের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট যা দেখতে পেয়েছিলেন এবং যা তাঁর কাছে সর্বপ্রকারে প্রামাণ্য বলে বিশ্বাস করবার কারণ ছিল, বর্তমানে তাঁতীদের করুণ অবস্থা প্রমাণ করবে। কারণ এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোম্পানির দাদনের খাতে সরবরাহ করা বস্ত্রের জন্য যে-মূল্য তাদের দেওয়া হয়েছে তা মালমসলার মূল্যের থেকে বেশি নয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার চেয়ে কম এবং তাদের শ্রম কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কোনও প্রকার মূল্য না দিয়ে। সেই সঙ্গে শারীরিক নিগ্রহ এবং বাজেয়াপ্ত করার ভয় দেখিয়ে কোম্পানির লগ্নির জন্য ফরমাশি মাল তৈরি করা ছাড়া তাদের অন্য কোনও বেসরকারি বণিকের জন্য অথবা অন্য কোনও প্রকার কাজ করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে দাদনের এক অংশ অপরিশোধ্য অবশিষ্ট হিসাবে সরিয়ে রাখা, তহবিল তছরূপ করা এবং আপনাদের বস্ত্র লুকিয়ে বিক্রি করা ছাড়া তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় নেই।" Verelst এই বর্ণনা সমর্থন করে বলছেন, "কোম্পানির গোমস্তা এবং প্রতিনিধিদের উপর প্রয়োজনে যে-ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল নিজেদের লাভের জন্য তারা প্রায়ই তার অপব্যবহার করত...।"*

বস্ত্রশিল্পে অবনতি

কখনও কখনও এমন বলা হয়ে থাকে যে, প্রাক্-ব্রিটিশ আমলেও তাঁতীদের উপর অত্যাচারের অস্তিত্ব ছিল, অতএব বস্ত্রশিল্পের অবনতির জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দায়ী করা যায় না। এই ধরনের যুক্তির মধ্যে যে-কথা স্বীকার করা হয় না তা হল এই যে, মোগল আমলে অত্যাচার হয়ে থাকলে তাতে ক্ষতি হত কেবল সামান্য কিছু তাঁতীর যারা দরবারের জন্য কাজ করত। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে এই অত্যাচার যেমন নিয়মিত এবং ব্যাপক ছিল তেমন আর কখনও ছিল না। যাই হোক না কেন, সত্য এই যে, অত্যাচার "এমন শিল্প-ধ্বংসকারী হয়ে উঠল" যে অনেক তাঁতী তাদের পেশা বর্জন করল। Verelst ১৭৬৭ সালের ১৭ মার্চ তারিখে Court of Directors-কে লেখা তাঁর চিঠিতে তাঁতীর অস্বাভাবিক অভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাদের এক বিরাট সংখ্যা "অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক জীবিকার সন্ধানে নিজেদের জীবিকা পরিত্যাগ করে যায়।" ১৭৬৮ সালের ২৮ মার্চ তারিখে Court of Cirectors-কে লেখা তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে Verelst আবার মন্তব্য করেন যে, "প্রচুর লোক দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং নিরাপত্তা দেশীয় লোকদের আবার শ্রম এবং বাণিজ্যে নিজেদের নিয়োজিত করতে প্রবৃত্ত করেছে ; কিন্তু উৎপাদন প্রায় বাড়েনি, আড়ংগুলিতে† ২০ বছর আগে যত লোক ছিল এখন আর তত লোক নেই এবং প্রতিটি বস্ত্র কিনে নিলেও আপনাদের এবং অন্যান্য দেশের চাহিদা মেটানো এদেশের সরবরাহ করবার সামর্থ্যের বাইরে।" এই বর্ধিত চাহিদা বাঙলার ক্ষয়িষ্ণু বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ঘটাতে পারেনি, কারণ একচেটিয়া এবং উৎপীড়িক ব্যবস্থার মধ্যে কোনও শিল্প সমৃদ্ধ হতে পারে না। ১৭৬৯ সালের ৩০ জুন তারিখে বাঙলাকে লেখা এক চিঠিতে Court of Directors যথার্থভাবেই মন্তব্য করছেন, "আপনার বিবরণীর** প্রতিটি পাতায় আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, বাধানিষেধ, সীমাবদ্ধতা এবং নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ একটি দেশে এটি নিকৃষ্টতম নীতি। ক্রয়-বিক্রয়ের স্বাধীনতা উৎপাদনে উৎসাহ যোগায় এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, কিন্তু যখন উৎপাদকদের উপর কর্তৃত্বের হস্ত প্রসারিত হয় এবং বলা হয় যে, তাঁদের মাল বিক্রির মাত্র একটি বাজারই খোলা আছে তখন তাঁরা আর বেশি দিন সেই ব্যবসায়ে শ্রম নিয়োগ করবে না এবং প্রতি বছরই উৎপাদনের

---

* Verelst: A view of the Rise, Progress and Present State of the English Government in Bengal (London 1772, p. 85)

† অর্থাৎ উৎপাদন কেন্দ্র ; উৎপন্ন দ্রব্য মজুত রাখবার গুদাম।

** অর্থাৎ কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী

পরিমাণ হ্রাস পাবে।" একজন লেখক বলেছেন, "কোম্পানি অনুসৃত ক্রয়ে অগ্রাধিকার প্রথা এবং দাদন প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনাচার" এই অবক্ষয়ে ইন্ধন যোগায়নি, কারণ ১৭৬৫ সালের পরে থান কাপড়ে কোম্পানির লগ্নি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ঘর্মাক্ত শ্রমের দ্বারা কেবল রপ্তানি বৃদ্ধি অবশ্যই শিল্পে অগ্রগতির লক্ষণ নয়। টেলর অবশ্য লিখছেন যে, ঢাকার বস্ত্রব্যবসা ১৭৮৭ সালে মূল্যের দিক থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। তিনি মন্তব্য করছেন, "এটাই ঢাকায় বস্ত্র-ব্যবসায়ে সব থেকে সমৃদ্ধ সময় বলে মনে হয়," তবে সেই সঙ্গে "অথবা অন্তত এই বছরে রপ্তানির পরিমাণ সর্বোচ্চ ছিল" এই কথা যোগ করে তিনি তাঁর বিবৃতিকে সীমাবদ্ধ করেন। অতএব এর থেকে অনিবার্যভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে, শিল্প সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল।

ব্রিটিশ উৎপাদকদের ঈর্ষা

এই একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁতীদের উপর উৎপীড়ন ছাড়াও বাঙলার বস্ত্রশিল্পের অবনতির অন্যান্য কারণ ছিল। ১৭০০ এবং ১৭২০ সালের আইনের সাহায্যে ভারতীয় পণ্যের জন্য ইংরেজ বাজারের দরজা বন্ধ করেও সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রিটিশ উৎপাদকরা অন্যান্য উপায়েও প্রতিযোগিতা বন্ধ করবার চেষ্টা করেছিল। কারণ ১৭৮২ সালের ১২ জুলাই তারিখের চিঠিতে Court of Directors মন্তব্য করছেন, "সুতী বস্ত্রের রঞ্জকরা আমাদের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে তাতে প্রস্তাব করেছে যে, পার্লামেন্টের কাছে এই মর্মে আবেদন করা হোক যেন বাঙলা থেকে আমদানি করা ছাপানো সুতী বস্ত্রের উপর এমন শুল্ক ধার্য করা হয় যাতে এখানে উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে তার সমতা থাকে। পার্লামেন্টের কাছে এই আবেদনও জানানো হোক যেন ছাঁচ, ছাপার জন্য ব্যবহৃত পাত এবং সুতী বস্ত্র ছাপার কাছে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার সরঞ্জাম ভারতবর্ষে রপ্তানি এবং এই ধরনের কাজে দক্ষ শিল্পীদেরও ভারতবর্ষে পাঠানো নিষিদ্ধ করা হয়।" তদনুযায়ী Court of Directors "আপোষ-মীমাংসারূপে বাঙলা থেকে ছাপানো সুতী বস্ত্র আমদানি চার বছরের জন্য স্থগিত রাখার" সিদ্ধান্ত নেয়।

ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্কের উচ্চ হার

এই সাময়িক সুবিধা ফলপ্রসূ হল না এবং ভারতীয় সুতী বস্ত্রের উপর নিম্নলিখিত হারে চড়া আমদানি শুল্ক* ধার্য করতে হয় :—

প্রতি ১০০ পাউন্ড মূল্যের জন্য

সাল	সাদা বস্ত্র	মসলিন এবং নানকিন	রঞ্জিত এবং ছাপানো বস্ত্র	অন্যান্য বস্ত্র
	পা. শি. পে.	পা. শি. পে.	নিষিদ্ধ	পা. শি. পে.
১৭৯৭	১৮ ৩ ০	১৯ ১৬ ০	,,	
১৭৯৮	২১ ৩ ০	২২ ১৬ ০	,,	
১৭৯৯	২৬ ৯ ১	৩০ ৩ ৯	,,	
১৮০২	২৭ ১ ১	৩০ ১৫ ৯	,,	
১৮০৩	৫৯ ১ ৩	৩০ ১৮ ৯	,,	
১৮০৪	৬৫ ১২ ৬	৩৪ ৭ ৬	,,	
১৮০৫	৬৬ ১৮ ৯	৩৫ ১ ৩	,,	
১৮০৬	৭১ ৬ ৩	৩৭ ৭ ১	,,	
১৮০৯	৭১ ১৩ ৪	৩৭ ৬ ৮	,,	২৭ ৬ ৮
১৮১২	৭৩ ০ ০	৩৭ ৬ ৮	,,	— — —
১৮১৩	৮৫ ২ ১	৪৪ ৬ ৮	,,	৩২ ৯ ২
১৮১৪	৬৭ ১০ ১	৩৭ ১০ ০	,,	৩২ ১০ ০
১৮২৫-৩২	মূল্যের উপর ১০% শুল্ক এবং ছাপানো বস্ত্র হলে প্রতি বর্গগজের জন্য ৩½% অতিরিক্ত শুল্ক			২০ ০ ০
১৮৪৬	শুল্ক প্রত্যাহৃত			

* অল ইন্ডিয়া স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশান কর্তৃক প্রকাশিত Hand-Spinning and Hand-Weaving, পৃঃ ৮৭। Baines-এর History of Cotton Manufactures in England-ও দ্রষ্টব্য।

১৮১৩-১৪ থেকে ১৮৩২-৩৩ পর্যন্ত বাণিজ্যের পরিসংখ্যান

১৮১৩ সালের পরে, যখন ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার বন্ধ হয়, এই শুল্কের প্রভাব নিম্নোদ্ধৃত সংখ্যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় :—

সাল	ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি করা সুতী বস্ত্রের মূল্য	ভারতবর্ষ থেকে আমদানি করা সুতী বস্ত্রের মূল্য	ভারতবর্ষে আমদানি করা তুলা এবং তুলাজাত পাকানো সুতার মূল্য
১৮১৩-১৪	৫২,৯১,৪৫৮	৯২,০৭০	
১৮১৪-১৫	৮৪,৯০,৭০০	৪৫,০০০	
১৮১৫-১৬	১,৩১,৫১,৪২৭	২,৬৮,৩০০	
১৮১৬-১৭	১,৬৫,৯৪,৩৮০	৩,১৭,৬০২	
১৮১৭-১৮	১,৩২,৭২,১৫৪	১১,২২,৩৭২	
১৮১৮-১৯	১,১৫,২৭,৩৮৫	২৬,৫৮,৯৪০	
১৮১৯-২০	৯০,৩০,৭৯৬	১৫,৮২,৩৫৩	
১৮২০-২১	৮৫,৪০,৭৬৩	২৫,৫৯,৬৪২	
১৮২১-২২	৭৬,৬৪,৮২০	৪৬,৭৮,৬৫০	
১৮২২-২৩	৮০,০৯,৪৩২	৬৫,৮২,৩৫১	
১৮২৩-২৪	৫৮,৭০,৫৩২	৩৭,২০,৫৪০	
১৮২৪-২৫	৬০,১৭,৫৫৯	৫২,৯৬,৮১৬	
১৮২৫-২৬	৫৮,৩৪,৬৩৮	৪১,২৪,১৫৯	১,২৩,১৪৬
১৮২৬-২৭	৩৯,৪৮,৪৪২	৪৩,৪৬,০৫৪	৭৫,২৭৬
১৮২৭-২৮	২৮,৭৬,৩১৩	৫২,৫২,৭৯৩	৮,৮২,৭৪৩
১৮২৮-২৯	২২,২৩,১৬৩	৭৯,৯৬,৩৮৩	১৯,১১,২০৫
১৮২৯-৩০	১,৩২,৪২৩	৫২,১৬,২২৬	৩৫,২২,৬৪০
১৮৩০-৩১	৮,৫৭,২৮০	৬০,১২,৭২৯	১৫,৫৫,৩২১
১৮৩১-৩২	৮,৪৯,৮৮৭	৪৫,৬৪,০৪৭	৩১,১২,১৩৮
১৮৩২-৩৩	৮,২২,৮৯১	৪২,৬৪,৭০৭	৪২,৮৫,৫১৭

অতএব এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে ১৮৪৬ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি করা সুতীপণ্যের মূল্য এত নগণ্য হয়ে যায় যে নির্ভয়ে শুল্ক প্রত্যাহার করা গেল।

চতুর্থ অধ্যায়

অন্যায্য অন্তঃশুল্ক

বস্ত্র উৎপাদকদের উপর ভারতীয় অন্তঃশুল্ক

ব্রিটিশ আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে যেমন, ভারতীয় অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রেও তেমন। ১৮৭৪ সালে ম্যানচেস্টার বণিক-সভা তুলাজাত পাকানো সুতা এবং থানবস্ত্রের উপর ভারতীয় আমদানি শুল্ক* রদ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে এই কারণে দুটি স্মারকলিপি পেশ করে যে, এর থেকে ভারতীয় উৎপাদকরা অন্যায় সুবিধা ভোগ করে। ইংল্যান্ডে তখন সাধারণ নির্বাচন আসন্ন এবং যে-কোনও প্রকারেই হোক ল্যাঙ্কাশায়ারের ভোট সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তদনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ বণিক এবং কর্মচারীদের নিয়ে লর্ড নর্থব্রুক একটি শুল্ক কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন ১৮৭৫ সালে একটি নতুন শুল্ক আইন পাশ করে, যে-আইনে বোনা সুতা এবং থানবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক আগের মতো শতকরা ৩১$\frac{১}{২}$ এবং ৫ হারে বহাল রাখা হয় কিন্তু এদের শুল্ক-মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়। শুধু তাই নয়, আমেরিকা এবং মিশরের লম্বা আঁশযুক্ত তুলার, যা সম্ভবত ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত, উপর শতকরা ৫ ভাগ আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। লর্ড স্যালিসবেরি অবশ্য আমদানি শুল্ক পুরোপুরি রদ করবার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতির ফলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। লর্ড নর্থব্রুক এ সম্পর্কে লর্ড স্যালিসবেরির নির্দেশ মেনে নেওয়া অপেক্ষা পদত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন। কিন্তু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে লর্ড লিটন ভাইসরয়ের কাউন্সিলের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে স্বীয় ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৮৭৯ সালে আমদানি শুল্ক রদ করেন। টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন ৩$\frac{১}{২}$ কোটি টাকার ঘাটতি পূরণের জন্য ভারত সরকারকে পূর্বে রদ করা আমদানি শুল্ক পুনরায় ধার্য করতে হয়, তবে কার্পাসজাত কোনও পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করা থেকে বিরত থাকতে হয়। কিন্তু এইভাবে ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হল না, অতএব সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারকে কার্পাসজাত পণ্যের উপর পুনরায় আমদানি শুল্ক ধার্য করবার নির্দেশ দিলেন, তবে সেই সঙ্গে এগুলিকে সংরক্ষণমূলক বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করবার নির্দেশও দিলেন। ভারত সরকার দেখলেন আমদানি করা পণ্যকে, যা ভারতে উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, ছাড় দিয়ে অথবা মূল্যের সমতা বজায় রাখতে শেষোক্ত পণ্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করে এই কাজ করা সম্ভব। স্যার জেম্‌স্ ওয়েস্টল্যান্ড আমদানি করা সুতী থানের উপর শতকরা পাঁচ হারে শুল্ক এবং দেশে উৎপন্ন অথবা বিদেশ থেকে আমদানি করা ২৪-এর উপর সকলপ্রকার কার্পাস সুতার উপর শতকরা ৩$\frac{১}{২}$ হারে শুল্ক ধার্যের সুপারিশ করেন। সেক্রেটারি অব স্টেট এতে আপত্তি জানান এবং তাঁর অনুরোধে ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে সমস্ত প্রকার সুতার উপর শুল্কের হার বাড়িয়ে শতকরা পাঁচ করা হয় এবং সীমানির্দেশক রেখা কমিয়ে ২৪-এর জায়গায় ২০ করা হয়। এতৎসত্ত্বেও ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থকে তুষ্ট করা গেল না। তাদের হুকুমে আমদানি করা সুতী থানের উপর আমদানি শুল্ক কমিয়ে শতকরা ৩$\frac{১}{২}$ করে এবং সুতার উপর থেকে শুল্ক তুলে দিয়ে ১৮৯৬ সালে একটি নতুন আইন পাশ করা হয়। এই সময়ে সুতী কাপড়ের উপর শতকরা ৩$\frac{১}{২}$ হারে শুল্কও নির্ধারিত হয়। এর ৩০ বছর পরে ১৯২৫ সালের ১ ডিসেম্বর এই শুল্ক রদ হয় এবং ততদিন পর্যন্ত শুল্কের এই হার বজায় ছিল।

---

* সম্পূর্ণরূপে রাজস্বের প্রয়োজনে এই শুল্ক ধার্য করা হয় এবং দেশজ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯২৫ সালের ২ ডিসেম্বর ফরোওয়ার্ড-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে এই ইতিহাস সঙ্কলিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাসের শিক্ষা

ব্যবসা এবং ভাবপ্রবণতা

অনিবার্য কারণেই বর্তমান তথ্যাবলী যেমন অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত তাতে ভারতবর্ষে বস্ত্রোৎপাদনের ইতিহাসের শিক্ষা সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো কঠিন। কিন্তু কয়েকটি সিদ্ধান্ত দুর্নিবার বলে মনে হয়। অতীতে আমাদের শিল্পের বিরুদ্ধে অন্যায়, উৎপীড়নমূলক এবং অলাভজনক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব ভবিষ্যতেও এমন আশা পোষণের অধিকার আমাদের নেই যে, আমাদের শিল্প পুনর্গঠনের জন্য কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই যথেষ্ট হবে এবং এইভাবে ব্যবসার ক্ষেত্রে রাজনীতি এবং ভাবপ্রবণতাকে নিষিদ্ধ করা যাবে। যে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাত অতীতে আমাদের শিল্পকে আঘাত করেছে তা এখনও বর্তমান এবং অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য কোনও অস্ত্রে তাকে নিষ্ক্রিয় করতে হতে পারে। অতএব এটা যুক্তিগ্রাহ্য যে, ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই বর্তমান বর্জন আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী এবং রাজনীতিকদের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত।

বর্জনসহ স্বদেশী বনাম সংরক্ষণ

এই বিষয়টি আরও বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজন। কারণ, বর্জন সফল হলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হবে, যা পূর্ণ করতে অবশ্যই স্বদেশীকে ছুটে আসতে হবে। স্বদেশী এক বিরাট সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, সংরক্ষণ অপেক্ষা যা অধিকতর কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, এমন কি কোনও দেশের নিজের স্বার্থে যেমন-খুশি রক্ষণমূলক শুল্ক ধার্যের পূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকলেও। এর বিশেষ গুণ এই যে, এটি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছামূলক। কাউকে একই জিনিস বেশি দামে অথবা নিকৃষ্টতর জিনিস একই দামে কিনতে বাধ্য করা হয় না, যদি না তার মনে দেশের জন্য এই স্বার্থ ত্যাগের বাসনা জন্মায়। ভারতবর্ষকে চড়া শুল্কের দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখলে যে-ফল পাওয়া যাবে জাতিকে ঘনিষ্ঠতর বন্ধনে আবদ্ধ করতে তার চেয়েও অনেক বেশি সাহায্য করবে এইসব সচেতন কাজ। এই নৈতিক দিক ছাড়াও রয়েছে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক দিক। পিয়ার্সন এবং আরও অনেক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ যেমন বলেছেন, "রক্ষণমূলক ব্যবস্থার অবশকারক এবং দুর্বলকারক প্রভাব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রয়োজন নেই বলে মনে হয় না। বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে সংরক্ষিত কোনও শিল্প কদাচিৎ স্থিতিস্থাপক হয়, কদাচিৎ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে।" সংরক্ষণপন্থীরা অবশ্য যুক্তি দেখান যে, মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞান অনুযায়ী উৎসাহ আসতে পারে কেবল খেপে খেপে এবং সেই কারণে বর্জনসহ স্বদেশী থেকে যে-চাহিদার সৃষ্টি হয় তা অবশ্যই অনিশ্চিত এবং আকস্মিক। কেবল ভাবপ্রবণতাকে ভিত্তি করে কোনও সংগঠিত শিল্প চালু করা যায় না। বড়জোর ব্যাঙের ছাতার মতো ছোট ছোট হস্তশিল্প গড়ে উঠতে পারে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যেমন অজস্র দেখা গিয়েছিল। এই যুক্তির পিছনে যথেষ্ট জোর আছে। অতএব বর্জন প্রকৃতই সম্ভব কিনা তা জানতে হলে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যের অবস্থা কিছুটা সবিস্তারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কারণ, স্বদেশী যত কাম্যই হোক না কেন, আমাদের অবস্থা যদি সত্যই এত অসহায় হয় যে, ব্রিটিশ পণ্য ছাড়া আমাদের চলবে না, তা হলে স্বদেশী অথবা বর্জন এবং অতঃপর ভারতবর্ষে শিল্পে পুনর্জাগরণের কথা বলা অর্থহীন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের প্রস্তাব বাস্তবসম্মত কিনা এই প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য বিশেষ করে ভারতবর্ষে আমদানি করা ব্রিটিশ পণ্য সবিস্তারে দেখানো হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রিটিশ কার্পাসজাত পণ্য বর্জন

১ম অধ্যায় — ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ
২য় ,, — ভারতের থানবস্ত্র উপযোগের বিশ্লেষণ
৩য় ,, — বিদেশী থানবস্ত্র—আমদানির হ্রাস-বৃদ্ধি
৪র্থ ,, — ভারতীয় সুতা বনাম বিদেশী সুতা
৫ম ,, — বিদেশী থানবস্ত্রের বিশ্লেষণ
৬ষ্ঠ ,, — ব্রিটেনের কাছে কার্পাসজাত পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব
৭ম ,, — ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

প্রথম অধ্যায়

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিশ্লেষণ

তুলনামূলক বিবরণ

১৯২৬-২৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্য ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বণ্টন নীচে দেখানো হল :

দেশ	১৯২৬-২৭ সালে টাকার অঙ্কে (কোটি) পণ্যদ্রব্যে ভারতের বাণিজ্যের মূল্য		
	ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি	ভারতবর্ষে আমদানি	আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে পার্থক্য (রপ্তানি-আমদানি) – প্রতিকূল অবস্থার সূচক + অনুকূল অবস্থার সূচক
যুক্তরাজ্য	৬৭	১১১	(–) ৪৪
অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ	৫২	১৬	+ ৩৬
ইউরোপ	৬৬	৪৭	+ ১৯
আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র	৩৪	১৮	+ ১৬
জাপান	৪১	১৬	+ ২৫
অন্যান্য দেশ	৪৯	২৩	+ ২৬
সব দেশ মিলিয়ে মোট	৩০৯	২৩১	+ ৭৮

কেবল যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রেই আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি আছে, অর্থাৎ আমাদের রপ্তানি থেকে আমদানি বেশি।

প্রধান যে-সব দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষ বাণিজ্য করে সেই সব দেশের সঙ্গে ১৯২৪-২৫, ১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৬-২৭ সালে বাণিজ্যের শতকরা হার নীচের তালিকায় দেখানো হল :

	মোট আমদানির শতকরা হার			মোট রপ্তানির শতকরা হার		
	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
যুক্তরাজ্য	৫৪.১	৫১.৪	৪৭.৮	২৫.৫	২১.০	২১.৫
জার্মানি	৬.৩	৫.৯	৭.৩	৭.১	৭.০	৬.৬
জাপান	৬.৯	৮.০	৭.১	১৪.৩	১৫.০	১৩.২
যুক্তরাষ্ট্র	৫.৭	৬.৭	৭.৯	৮.৮	১০.৪	১১.১
বেলজিয়াম	২.৭	২.৭	২.৯	৩.৯	৩.২	২.৯
ফ্রান্স	১.০	১.৪	১.৫	৫.৩	৫.৫	৪.৫
ইতালি	১.৬	১.৯	২.৭	৫.৯	৫.০	৩.৪

যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাজ্যের প্রাধান্য কত প্রবল নীচের তালিকা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। যুক্তরাজ্য কেবল ভারতের সঙ্গে মোট বাণিজ্যের ব্যাপারেই অগ্রবর্তী নয়, প্রধান-প্রধান পণ্যের বাণিজ্যের ব্যাপারেও যুক্তরাজ্য অগ্রবর্তী। ভারতের বিভিন্ন আমদানি এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য এবং তার প্রধান প্রতিযোগীদের অংশের শতকরা হার সম্বলিত সংযোজিত তালিকা থেকে এটা দেখা যাবে :

(ক) ভারতে আমদানি

১৯২৬-২৭ সালে আমদানি-করা পণ্য	মূল্যানুযায়ী যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি-করা পণ্যের শতকরা হার	প্রতিযোগী দেশগুলি থেকে আমদানি-করা পণ্যের শতকরা হার	
কার্পাসজাত দ্রব্য	৭৫.৩	জাপান	নেদারল্যান্ডস
		১৭.২	২.০
মেশিনপত্র	৭৮.২	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি
		১০.২	৬.৯
লোহা এবং ইস্পাত	৬২.০	বেলজিয়াম	জার্মানি
		১৮.৭	৭.৪
যন্ত্রপাতি	৬২.৫	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি
		১৪.৮	১৩.১
রেলের সরঞ্জাম	৬১.৬	বেলজিয়াম	অস্ট্রেলিয়া
		১১.৮	৭.৩
লোহালক্কড়	৩৬.৪	জার্মানি	যুক্তরাষ্ট্র
		৩১.২	১৪.০
মোটর গাড়ি, মোটর সাইকেল, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি	২৬.১	যুক্তরাষ্ট্র	কানাডা
		৩৫.৩	২৫.৩
কাগজ	৩৫.৫	জার্মানি	নরওয়ে
		১৬.১	১০.১
সুরা	৫৭.৪	ফ্রান্স	জার্মানি
		১৮.৭	১১.১

(খ) ভারত থেকে রপ্তানি

১৯২৬-২৭ সালে রপ্তানি করা পণ্য	মূল্যানুসারে যুক্তরাজ্যে রপ্তানির শতকরা হার	অন্যান্য প্রতিযোগী দেশে রপ্তানির শতকরা হার	
চা ...	৮৫.০	কানাডা	যুক্তরাষ্ট্র
		২.৯	২.১
পাট (কাঁচা)...	২২.৯	জার্মানি	ফ্রান্স
		২৭.৬	১৩.০
পাটজাত দ্রব্য...	৫.৪	যুক্তরাষ্ট্র	আর্জেন্টিনা
		৩৫.০	১২.১

ভারতে ব্রিটিশ রপ্তানি

উপরে বলা হয়েছে যে, ১৯২৬-২৭ সালে যুক্তরাজ্য থেকে ভারত ১১১ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য আমদানি করে। আমদানির তালিকায় নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ছিল প্রধান। এদের প্রতিটির মূল্য ছিল ১ কোটি টাকার বেশি এবং গুরুত্ব অনুসারে এইগুলি সাজানো হয়েছে :

গুরুত্ব অনুসারে ক্রমিক সংখ্যা	পণ্যদ্রব্য		কোটি টাকার হিসাবে বিভিন্ন বছরে আমদানি-করা পণ্যের মূল্য		
			১৯২৬-২৭	১৯২৫-২৬	১৯২৪-২৫
*(১)	সাদা থান কাপড়	...	১৬.৫৭	১৬.০৮	১৯.২৪
*(২)	ধূসর থান কাপড়	...	১৫.২৪	১৭.০৮	২৪.০৬
*(৩)	রঙিন থান কাপড়	...	১২.৫৮	১১.৯১	১৬.৪৫
(৪)	মেশিনপত্র এবং মিলের যন্ত্রপাতি	...	১০.৬৬	১১.৮৭	১২.৪০
(৫)	লোহা অথবা ইস্পাত	...	৯.৯৩	১১.৬১	১১.২৫
*(৬)	পাকানো সুতা এবং সুতা	...	৩.০৮	৩.১৩	৪.৫৪
(৭)	যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম প্রভৃতি	...	২.৫১	২.২২	১.৯৯
(৮)	তামাক	...	২.১২	১.৭৬	১.৪০
(৯)	খাদ্যসামগ্রী	...	২.০৩	১.৭২	১.৫৪
(১০)	রেলের সরঞ্জাম প্রভৃতি	...	২.০১	৪.২৫	৫.৪১
(১১)	পশমী দ্রব্য এবং সুতা	...	১.৯৫	২.১১	২.০৮
(১২)	লোহালক্কড়	...	১.৮৪	১.৯৮	২.০০
(১৩)	ছুরি-কাঁটা	...	১.৫৩	১.৭৭	১.৯৪
(১৪)	রাসায়নিক দ্রব্য	...	১.৪২	১.২৪	১.৩০
(১৫)	সাবান	...	১.৩৭	১.৩৬	১.২৫
(১৬)	সুরা	...	১.৩৬	১.৩৫	১.৩১
*(১৭)	কার্পাসজাত এবং কৃত্রিম রেশমজাত থানকাপড়	...	১.১৭	.৫৮	.৮৩
(১৮)	কাগজ এবং পেস্ট বোর্ড	...	১.০৯	১.১৭	১.৩০
(১৯)	রঙ এবং চিত্রকরের সরঞ্জাম	...	১.০৫	১.০০	.৯৬

এইভাবে কেবল ১, ২, ৩ এবং ৬ সংখ্যক পণ্যগুলি ধরে এবং ১৭ সংখ্যক পণ্য, যার মধ্যেও অংশতঃ কার্পাসজাত দ্রব্য আছে, বাদ দিয়ে ১৯২৬-২৭ সালে মোট ১১০.৫৪ কোটি টাকার মধ্যে কার্পাসজাত পণ্যের মূল্য ছিল ৪৭.৪৭ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের থানবস্ত্র উপযোগের বিশ্লেষণ

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্ভব কিনা তা বিবেচনা করতে হলে ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সরবরাহকারী যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি-করা পণ্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই পণ্যটির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই জন্য প্রথমেই থানবস্ত্রের মোট উপযোগের প্রাক্‌কলন করা দরকার। নিম্নলিখিত দুইটি দফা যোগ করে প্রাক্‌কলন করা যেতে পারে :—

(১) মোট আমদানি থেকে স্থল এবং জল উভয় পথে পুনরায় রপ্তানি-করা পণ্যের পরিমাণ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত আমদানি-করা থানবস্ত্রের নীট উপযোগ (সংযোজিত তালিকায় ২, ৩, ৪ এবং ৫ শীর্ষক দ্রষ্টব্য)।

(২) (ক) মিল এবং (খ) হস্তচালিত তাঁতের মোট উৎপাদন থেকে রপ্তানির পরিমাণ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত ভারতীয় থানবস্ত্রের নীট উপযোগ (শীর্ষক ১৯, ২০,২১ এবং ২২)।

হস্তচালিত তাঁত উৎপাদনের প্রাক্‌কলন

আমদানি-করা থানবস্ত্রের হিসাব সরকারি প্রকাশনায় পাওয়া যায়। ভারতীয় মিলে উৎপাদনের হিসাবও এইভাবে পাওয়া যায়, যদিও এর মধ্যে কতটা আমদানি-করা সুতায় এবং কতটা দেশজ সুতায় বোনা তা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু সব থেকে বড় অসুবিধার সৃষ্টি হয় হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনের ক্ষেত্রে, যার কোনও হিসাব পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে Messrs. Mather and Platt, Ltd-এর ম্যানেজার Mr. A.C. Coubrough, C.B.E., ১৯২১ সালে এক প্রাক্‌কলনের চেষ্টা করেছিলেন। বোম্বাই-এর ডাইরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ Mr. R.D. Bell, C.I.E., I.C.S, এই কাজ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানে একই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে, কারণ, অপ্রত্যক্ষ হলেও, পদ্ধতিটি বিশ্বাসযোগ্য। আমদানি-করা এবং স্থানীয় উভয় প্রকার সুতা নিয়ে মোট যে-পরিমাণ সুতা পাওয়া যায় তার থেকে পুনরায় রপ্তানি-করা বিদেশী সুতা এবং রপ্তানি-করা ভারতীয় সুতার পরিমাণ বাদ দিলে নীট পরিমাণ পাওয়া যাবে যা (১) মিলে (২) হস্তচালিত তাঁতে (৩) এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে বোনা থানবস্ত্রের হিসাব Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving-এ* দেখানো হয়েছে। এর থেকে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন কর্তৃক অবলম্বিত অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতি (১১২ পাউন্ড বস্ত্র=১১০ পাউন্ড সুতা) প্রয়োগ করে সমতুল সুতার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। গৃহস্থালির প্রয়োজনে ব্যবহৃত সুতার পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না তবে সরকারিভাবে এর আনুমানিক পরিমাণ ধরা হয়েছে মোট সুতার ১০%। আর একটি জিনিসের হিসাব করাও সহজ নয়। আগে যে স্থানীয় সুতার কথা বলা হয়েছে তার খানিকটা তৈরি হয় মিলে, খানিকটা চরকায়। মিলে তৈরি সুতার নির্ভুল হিসাব পাওয়া গেলেও ভারতের জাতীয় মহাসভা এবং সমগ্রোত্রীয় অন্যান্য সংস্থার** প্রকাশনা থেকে চরকায় তৈরি সুতা সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রাক্‌কলন সম্ভব নয়। তবে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত সুতার লোকসান হাতে-কাটা সুতার লাভে পুষিয়ে গেলে ফলাফলে উল্লেখযোগ্য কোনও হেরফের হবে না। এইভাবে, দেশে প্রাপ্ত কলে তৈরি সুতার নীট পরিমাণ এবং ভারতীয় কলে ব্যবহৃত সুতার পরিমাণের বিয়োগফলকে হস্তচালিত তাঁতে ব্যবহৃত সুতার পরিমাণ হিসাবে ধরা যেতে পারে

(শীর্ষক ১৪, ১৫ এবং ১৬)। এর থেকে ১ পাউন্ড বস্ত্র=৪ গজ এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত থানবস্ত্রের দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।†

---

*ওজন এবং দৈর্ঘ্যের সম্বন্ধ—১ পাউন্ড বস্ত্র=৪·২৭ গজ।

** ১৯২৭ সালের নিম্নলিখিত প্রাক্‌কলনটি সরবরাহ করেছেন বাঙলার খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত :—হাতে-কাটা সুতা উৎপন্ন হয়েছে ১·৬ মিলিয়ন পাউন্ড ; হাতে-কাটা সুতায় বোনা এবং হাতে-বোনা বস্ত্র বিক্রি হয়েছে ৪·৫ মিলিয়ন গজ। এর মধ্যে বাঙলার অংশ $\frac{১}{৭}$।

† শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁর Economics of Khadi গ্রন্থে (পৃঃ ২০-২১) এই পদ্ধতির প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলছেন "এটা...ঊনমূল্যায়ন...বস্তুতপক্ষে আমরা জানি যে, অল ইন্ডিয়া স্পিনারস' অ্যাসোসিয়েশনের উৎপাদন ছাড়াও প্রচুর সুতা বোনা হচ্ছে যা নিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ অথবা মিশ্রিত খাদি বুনতে ব্যবহার করে।" এই যুক্তির পিছনে যথেষ্ট জোর আছে কিন্তু অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে বর্তমান পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হবে। ইন্ডিয়ান ট্যারিফ বোর্ডের রিপোর্টে (কটন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি এনকোয়ারি) একই পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে ভুলটা অতিমূল্যায়ন অপেক্ষা ঊনমূল্যায়নের দিকে হওয়াই অধিকতর নিরাপদ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদেশী থানবস্ত্র—আমদানির হ্রাস-বৃদ্ধি

এই শ্রমসাধ্য হিসাব থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্য প্রকাশ পায়। শীর্ষক ৫ থেকে দেখা যাবে যে, ১৮৯৬-৯৭ সাল থেকে বর্ধিত পরিমাণে থানবস্ত্র আমদানি করা হয়েছিল। পরিসংখ্যান পাওয়া যায় এমন বছরগুলির মধ্যে এটাই প্রাচীনতম। প্রথম নিশ্চিত বিপত্তি দেখা দেয় ১৯০৫-০৬ সালের পরে, অর্থাৎ বর্জন আন্দোলনের সময়ে, যা বঙ্গভঙ্গের পরে শুরু হয়। অবশ্য পরিমাণ সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছয় এর কিছুদিন পরে (অর্থনৈতিক সঙ্ঘাতের জন্য), অর্থাৎ ১৯০৮-০৯ সালে, যার পরে থানবস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির আংশিক কারণ মর্লি-মিন্টো সংস্কারের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি। ১৯১৩-১৪ সালে, যুদ্ধের ঠিক আগের বছর, সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করে। সমগ্র ৩০ বছরের মধ্যে, এই বছরগুলির পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, সর্বনিম্ন পরিমাণ দেখা যায় ১৯১৯-২০ সালে। অতঃপর অংশতঃ পূর্ববর্তী বছরগুলির প্রচণ্ড মন্দার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ারূপে এবং অংশতঃ টাকার বিনিময়মূল্যের কৃত্রিম বৃদ্ধির জন্য ভারতীয়দের ক্রয়-ক্ষমতা হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার ফলে অবস্থার আকস্মিক উন্নতি হয়। বিনিময় ব্যবস্থাকে সুবিধামাফিক কাজে লাগাবার এই সরকারি ব্যবস্থা তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ ছিল তা পরবর্তী বছরের, ১৯২১-২২, আমদানির পরিমাণ থেকে বোঝা যাবে ; এই বছর প্রায় ১৯১৯-২০ সালের পরিমাণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই উদ্দেশ্যে অঙ্কিত গ্রাফ থেকে দেখা যাবে যে, এই সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী কালে এক বছর আমদানি বাড়লে পরের বছর কমেছে। এতদনুসারে, ১৯২৬-২৭ সালে আমরা যা আমদানি করেছিলাম ১৯২৭-২৮ সালে তার থেকে কম আমদানি করব। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ১৯২৬-২৭ সালের আমদানির পরিমাণ ১৮৯৬-৯৭ সালের আমদানির থেকে উল্লেখযোগ্যরূপে কম এবং তা হয়েছে বিগত ৩০ বছরে মোট উপযোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯৬৩ মিলিয়ন গজ থেকে ৫০৮৬ মিলিয়ন গজ হওয়া সত্ত্বেও (২৩ শীর্ষক দ্রষ্টব্য)।

হস্তচালিত তাঁত—মুমূর্ষু নয়, পরন্তু এক সমৃদ্ধিশালী শিল্প

হস্তচালিত তাঁত মুমূর্ষু শিল্প সাধারণত এমন বিশ্বাস প্রচলিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বিগত ৩০ বছরে এই শিল্পের প্রভূত প্রসার দেখা যাচ্ছে। ১৮৯৬-৯৭ সালে এই শিল্পের উৎপাদন ৭৮৪ মিলিয়ন গজ থেকে বেড়ে ১৯২৬-২৭ সালে ১৩১৫ মিলিয়ন গজ হয়েছে। অবশ্য এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকেনি এবং গ্রাফে যেমন দেখা যাচ্ছে তেমন উত্থান এবং পতন হয়েছে (শীর্ষক ১৭ এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য)। অর্থনৈতিক কারণে ১৯০০-০১ সাল থানবস্ত্র ব্যবসার পক্ষে ছিল খারাপ বছর, থানবস্ত্র উপযোগের মোট পরিমাণ ছিল ১৮৯৬-৯৭ সালের থেকে কম। মিলের উৎপাদন আপাতদৃষ্টিতে হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয়নি, নতুন তাঁত এবং টাকু বসাবার জন্য বাৎসরিক সম্প্রসারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনের ঘাটতি ঢেকে রেখেছে। কিন্তু থানবস্ত্র ব্যবসার অন্য দুটি উপাদানের বেলায় এই ব্যাপারটি অনুপস্থিত ছিল। এই কারণে আমদানি-করা থানবস্ত্র এবং হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন থানবস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত শেষোক্তটি হ্রাস পেয়ে ৬৯২ মিলিয়ন গজে দাঁড়ায়। এমন কি যুদ্ধের সময়েও পরিমাণ এত কম হয়নি। ১৯০০-০১ সাল থেকে পরবর্তী কালে প্রসার অব্যাহতভাবে চলেছিল এবং বাঙলা দেশে স্বদেশী জিনিসের সমর্থনে ব্যাপক প্রচারের পরে ১৯০৫-০৬ সালে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০৯-১০ সালে মিন্টো-মর্লি সংস্কার পর্যন্ত পরবর্তী এই কয়েক বছর জনসাধারণের উৎসাহ অব্যাহত থাকে। তার পরে উপরে বর্ণিত কারণে আমদানি-করা এবং কলে উৎপন্ন থানবস্ত্র হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন থানবস্ত্রের স্থান দখল করে। প্রকৃতপক্ষে

হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনের ইতিহাসে এই বছরেই প্রথম হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনের পরিমাণ মিলে উৎপাদনের পরিমাণের থেকে কম হয়। উপযোগ বৃদ্ধির ফলে, যুদ্ধ শুরু না-হওয়া পর্যন্ত, ধীরগতিতে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলে। কারণ, যুদ্ধ স্থানীয় মিলগুলিতে প্রচণ্ড উদ্দীপনার সঞ্চার করে এবং এগুলি বর্ধিত পরিমাণে সুতা উৎপাদন করতে শুরু করে। এই বৃদ্ধি আমদানি-করা সুতার ঘাটতি মেটাবার পক্ষে ছিল যথেষ্ট বেশি। অতএব যুদ্ধ সত্ত্বেও হস্তচালিত তাঁর আরও বেশি বস্ত্র উৎপাদন করতে থাকে এবং ১৯১৪-১৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয়। এই বছর হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন মিলের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায়।

সুতা তৈরি করার চেয়ে থানবস্ত্র তৈরি করা অধিক লাভজনক বলে মিলগুলি নিজেদের তৈরি সুতা নিজেরা বর্ধিত পরিমাণে ব্যবহার করতে শুরু করলে পরের বছর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু মিলগুলি তাদের বিদ্যমান সমস্ত তাঁতের সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষমতা কাজে লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের সুতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, কারণ নতুন যন্ত্রপাতি আমদানি করা ছিল অসম্ভব। ফলে ১৯১৮-১৯ সালে হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন হঠাৎ বেড়ে যায় এবং সেই বছরে প্রকৃতপক্ষে হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন আমদানি-করা থানবস্ত্রের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়। পরের বছর প্রচণ্ড এক প্রতিক্রিয়া হয়, উৎপাদন হয় ৫৬৪ মিলিয়ন গজ, যা আলোচ্য ৩০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। কারণগুলি ছিল ১৯০০-০১ সালের কারণগুলির অনুরূপ, যেমন :—

(ক) থানবস্ত্রের উপযোগ হ্রাস,

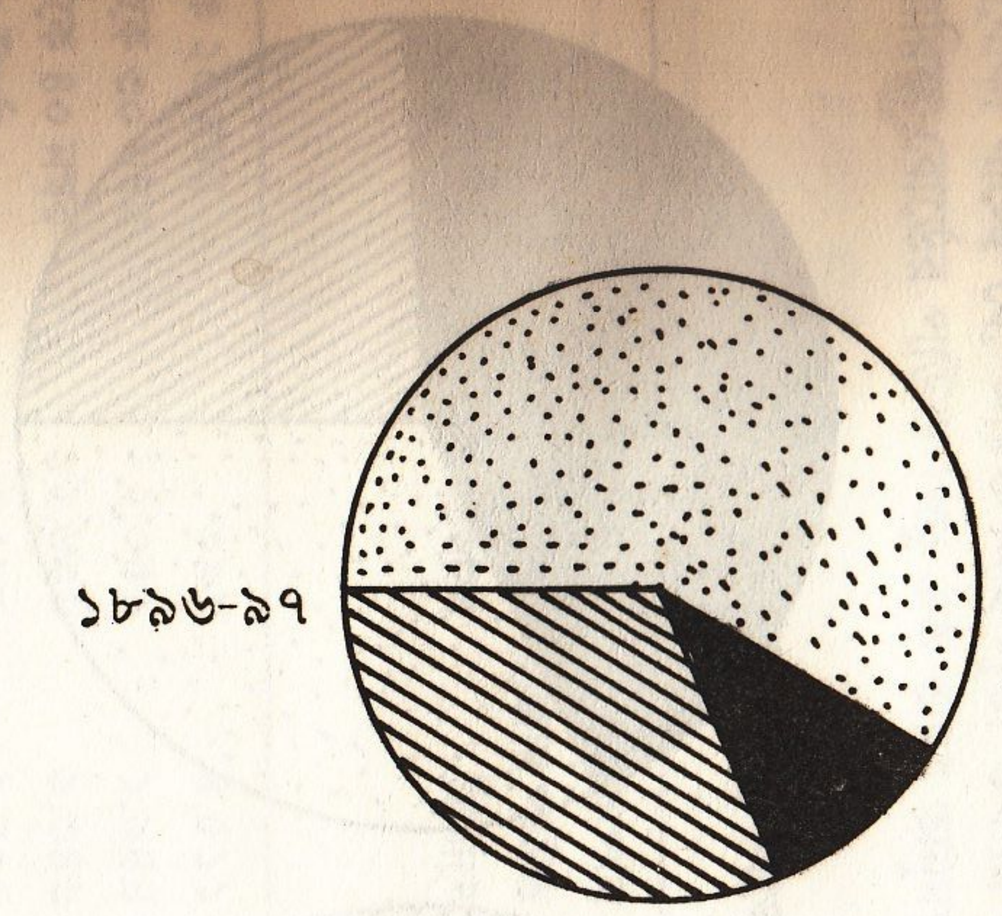
(খ) বিদেশী সুতার আমদানি হ্রাস,

(গ) সুতার স্থানীয় উৎপাদন হ্রাস।

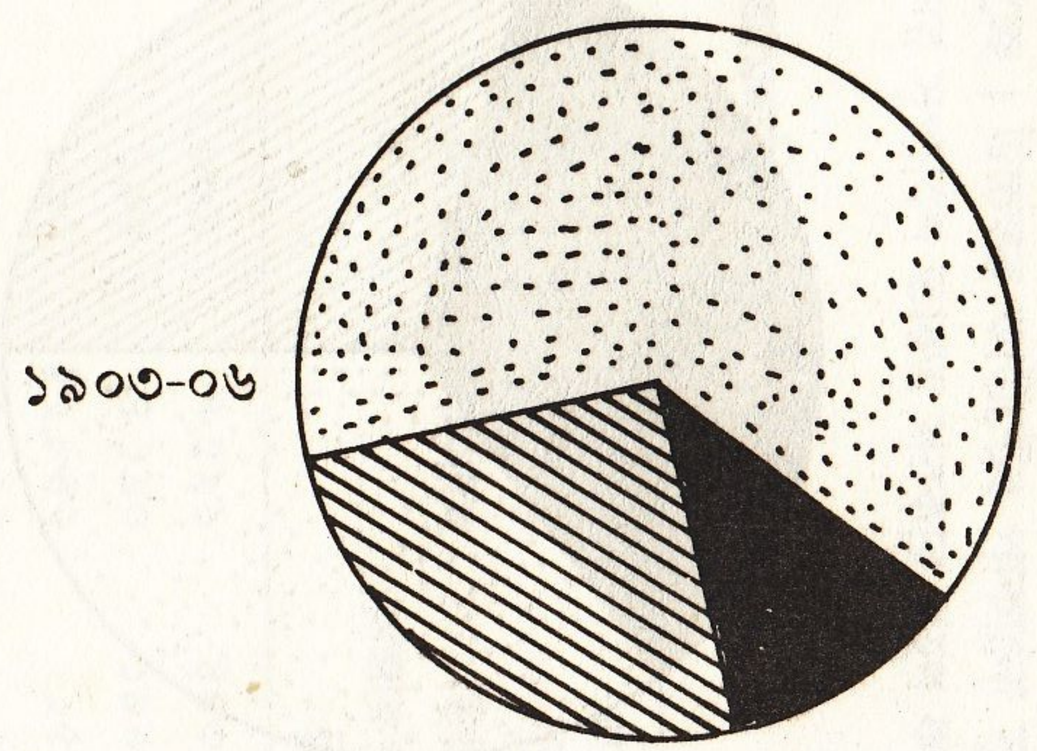
১৯২১-২২ সালে, অসহযোগ আন্দোলনের পরে, দ্বিতীয় বারের জন্য হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন আমদানি-করা থানবস্ত্রের পরিমাণ ছাড়িয়ে যায়, আর পরে এক্ষেত্রেও অনুরূপ আমদানি-করা থানবস্ত্রের মতো একই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়, তবে হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদন সব সময়েই আমদানি-করা থানবস্ত্রের চেয়ে কম থাকে।

মিলের উৎপাদন

বিগত ৩০ বছর যাবৎ মিলের উৎপাদনে অব্যাহত প্রসার দেখা গিয়েছে। ১৮৯৬-৯৭ সালে আমদানি-করা, মিলে উৎপন্ন এবং হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন এই তিন প্রকার থানবস্ত্রের মধ্যে মিলে উৎপন্ন থানবস্ত্রের পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ; কিন্তু ১৯২৬-২৭ সালে এটি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। তখন থেকে, ১৯১৪-১৫ সালে সামান্য কিছু সময় ছাড়া, মিলের উৎপাদন সব সময়েই হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনের উপরে আছে। ১৯১৭-১৮ সালে মিলের উৎপাদন প্রথম আমদানি-করা থানবস্ত্রকে ছাড়িয়ে যায় যার পর থেকে ক্রমাগত একই অবস্থা বজায় আছে। একথা সত্য যে, ভারতীয় মিলভিত্তিক বস্ত্রশিল্প বর্তমানে এক সঙ্কটজনক সময়ের ভিতর দিয়ে চলেছে, কিন্তু প্রতিযোগী দেশগুলির, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনের, অবস্থা আরও অনেক খারাপ। এমন কি এখনও মিলের উৎপাদন বিদেশী সুতাকে বাজার থেকে বিতাড়িত করছে।



১৮৯৬-৯৭



১৯০৩-০৬

কালো ফুটকি আমদানি-করা বিদেশী থানবস্ত্রের সূচক

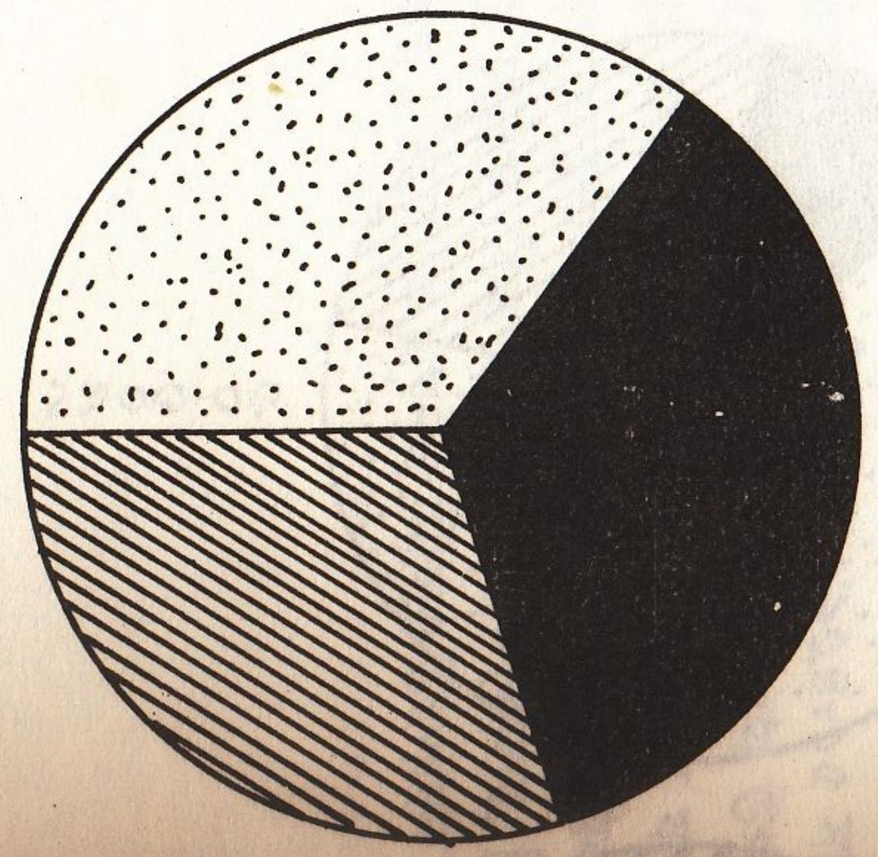
■ কালো রেখা হস্তচালিত তাঁতের উৎপাদনের সূচক

ভারতীয় মিলে উৎপাদনের সূচক

বিদেশী থানবস্ত্র	১৯৯৭ মিলিয়ন গজ	
হস্তচালিত তাঁতের থানবস্ত্র	৭৮৪ ,, ,,	১১৩৮
মিলের থানবস্ত্র	৩৫৪ ,, ,,	৩৭
মোট	৩১৩৫ ,, ,,	
বাদ রপ্তানি এবং পুনরায় রপ্তানি	১২৭ ,, ,,	
মোট উপযোগ	২৯৬৩ ,, ,,	

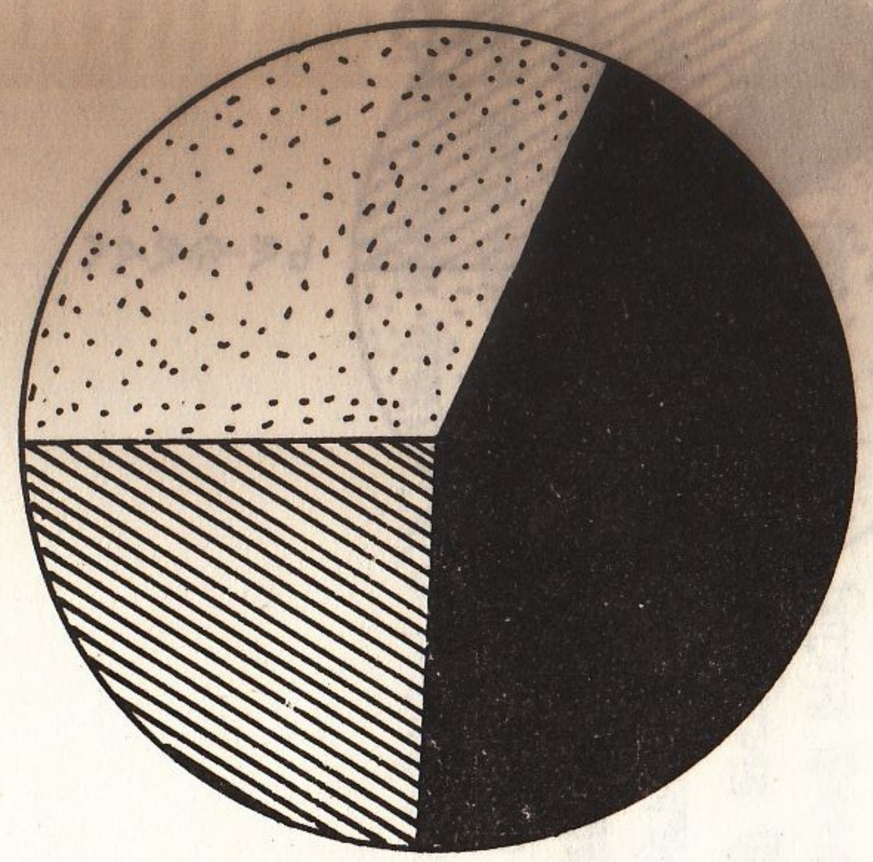
বিদেশী থানবস্ত্র	২৪৬৩ মিলিয়ন গজ	
হস্তচালিত তাঁতের থানবস্ত্র	১০৮৪ ,, ,,	১৭৮৪
মিলের থানবস্ত্র	৭০০ ,, ,,	
মোট	৪২৪৭ ,, ,,	
বাদ রপ্তানি এবং পুনরায় রপ্তানি	২৫৭ ,, ,,	
মোট উপযোগ-	৩৯৯০ ,, ,,	

১৯২০-২১



বিদেশী থানবস্ত্র	১৫১০	মিলিয়ন	গজ	
হস্তচালিত তাঁতের থানবস্ত্র	১১৪৮	,,	,,	} ২৭২৯
মিলের থানবস্ত্র	১৫৮১	,,	,,	
মোট	৪২৩৯	,,	,,	
বাদ রপ্তানি এবং পুনরায় রপ্তানি	২৭৫	,,	,,	
মোট উপযোগ	৩৯৬৪	,,	,,	

১৯২৬-২৭



বিদেশী থানবস্ত্র	১৭৮৮	মিলিয়ন	গজ	
হস্তচালিত তাঁতের থানবস্ত্র	১৩১৫	,,	,,	} ৩৮২ ৭০
মিলের থানবস্ত্র	২২৫৯	,,	,,	
মোট	৫৩৬২	,,	,,	
বাদ রপ্তানি এবং পুনরায় রপ্তানি	২৭৬	,,	,,	
মোট উপযোগ	৫০৮৬	,,		

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় সুতা বনাম বিদেশী সুতা

মিলে তৈরি থানবস্ত্র যেমন অধিক পরিমাণে বিদেশী থানবস্ত্রের জায়গা দখল করছে তেমনই মিলে তৈরি সুতা বিদেশী সুতার জায়গা নিয়ে নিচ্ছে। এইভাবে ১৮৯৬-৯৭ সালের তুলনায় ১৯২৬-২৭ সালে কম বিদেশী সুতা আমদানি করা হয়, পক্ষান্তরে, একই সময়ের মধ্যে মিলে তৈরি সুতা ৪২৩ মিনিয়ন পাউন্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০৭ মিলিয়ন পাউন্ড হয়েছে। অতএব এটা স্পষ্ট যে, সুতার ব্যবসার ক্ষেত্রেও স্থানীয় সুতা আমদানি-করা সুতাকে হটিয়ে দিচ্ছে।

সামগ্রিক উৎপাদন সম্পর্কে একথা সত্য হলেও সকল কাউন্টের সুতার ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। এই পৃষ্ঠায় ১৯২০-২১ সালের পাকানো সুতা এবং সুতার পরিমাণ-নির্দেশক সংখ্যা থেকে এটা বোঝা যাবে।

একথা সুবিদিত যে, কম কাউন্টের সুতার ক্ষেত্রে গুরুতর কোনও প্রতিযোগিতা নেই। এই ধরনের ভারতীয় সুতা সহজেই ব্রিটিশ এবং জাপানী সুতাকে পিছনে ফেলে যায়। কেবল ৩০-এর বেশি কাউন্টের সুতার ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা গুরুতর। তবে সম্ভাবনা উৎসাহব্যঞ্জক, কারণ পর পৃষ্ঠায় দেওয়া পরবর্তী কয়েক বছরের তালিকা থেকে দেখা যাবে ভারতীয় মিলগুলি আরও সূক্ষ্ম কাউন্টের সুতা উৎপাদনে কীভাবে মনোযোগ দিচ্ছে।

এইভাবে পাঁচ বছরের মধ্যে ৪০ কাউন্টের উপরের সুতা ২ মিলিয়ন পাউন্ড থেকে বেড়ে ১১½ মিলিয়ন পাউন্ড হয়েছে, যেখানে ২০ কাউন্টের নীচের সুতা ৪৭০½ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে ৫১৫½ মিলিয়ন পাউন্ড। কার্যরত টাকুর সঙ্গে তুলার উপযোগের সম্পর্ক বিবেচনা করলে উচ্চতর কাউন্টের সুতার প্রতি মনোযোগ স্থাপনের এই প্রবণতার সমর্থন মেলে। তুলার ব্যবহার যেমন বছরের পর বছর অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে বাড়ছে, টাকুর সংখ্যা বাড়ছে তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত হারে। তার মানে, টাকুপ্রতি তুলার ব্যবহার কমে যাচ্ছে এবং এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আরও মিহি সুতা উৎপন্ন হচ্ছে। উচ্চতর কাউন্টের পাকানো সুতার জন্য ট্যারিফ বোর্ডের পাউন্ড পিছু এক আনা অনুদানের সুপারিশ ভারত সরকার গ্রহণ করলে

বিদেশ থেকে সমুদ্র-পথে আমদানি-করা

কাউন্ট	যুক্তরাজ্য হাজার পাউন্ড হিসাবে	জাপান হাজার পাউন্ড হিসাবে	অন্যান্য দেশ হাজার পাউন্ড হিসাবে	মোট হাজার পাউন্ড হিসাবে	ভারতীয় মিলের উৎপাদন হাজার পাউন্ড হিসাবে
১ থেকে ২০ নম্বর	৩৯১	৪,৫১১	২,৬৮৯	৭,৫৯১	৪৪৩,৪৭১
২১ থেকে ৩০ নম্বর	২,০৫৩	১,৯৪৪	১৯৩	৪,১৯০	১৯৯,০৮৬
৩১ থেকে ৪০ নম্বর	১২,৬৩৬	৯,৩৪৬	৮৬০	২২,৮৪২	১৫,০২৪
৪০-এর ঊর্ধ্বে	৩,৫৯০	১,৪০৬	২৪	৫,০২০	২,০৬৭
অন্যান্য	৪,৭২৬	২,৯১৬	৪৯	৭,৬৯১	—
বর্জিত (waste)					৩৫৫
মোট	২৩,৩৯৬	২০,১২৩	৩,৮১৫	৪৭,৩৩৪	৬৬০,০০৬

সাল	১ থেকে ২০ কাউন্ট হাজার পাউন্ড হিসাবে	২১ থেকে ৩০ কাউন্ট হাজার পাউন্ড হিসাবে	৩১ থেকে ৪০ কাউন্ট হাজার পাউন্ড হিসাবে	৪০ কাউন্টের উর্ধ্বে হাজার পাউন্ড হিসাবে	বর্জিত হাজার পাউন্ড হিসাবে	মোট হাজার পাউন্ড হিসাবে
১৯২১-২২	৪৭০,৬২৮	২০৩,১৬২	১৬,৯০০	২,৩৬৪	৫১৭	৬৯৩,৫৭১
১৯২২-২৩	৪৭৮,৫৯৫	২০৮,৯৫৯	১৫,৯৩০	২,১৯৫	২১৪	৭০৫,৮৯৩
১৯২৩-২৪	৪০৩,৪৪০	১৮১,৭৪৭	১৯,৬৬৬	৩,২৬১	৫১৪	৬০৯,৬২৮
১৯২৪-২৫	৪৬৯,৮১০	২২৩,৮১২	১৯,৩৬৮	৫,৮২৩	৫৭৭	৭১৯,৩৯০
১৯২৫-২৬	৪৪৪,৭৪৯	২১৩,৭৮৮	১৯,৭৩৭	৫,৮৩৪	১,৪১৫	৬৮৫,৫২৩
১৯২৬-২৭	৫১৫,৬৮২	২৪৮,৩১১	২৭,৬৫৭	১১,৫৩১	৩,৯৩৬	৮০৭,১১৬

এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যেত। যাই হোক, সরকার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে এবং প্রয়োজন দেখা দিলে কেবল আমদানি-করা সুতার উপর বর্তমান ৫ শতাংশ শুল্কের বদলে পাউন্ড প্রতি ১ আনা শুল্ক ধার্য করতে রাজি হয়েছে।

বিদেশী সুতার বিশ্লেষণ

ভারতে আমদানি-করা বিভিন্ন প্রকার পাকানো সুতা এবং সাধারণ সুতার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল :-

(হাজার পাউন্ড হিসাবে)

সাল	ধূসর (অবিরঞ্জিত)	সাদা (বিরঞ্জিত)	রঙিন	মার্সেরাইজ্‌ড্
১৯২২-২৩	৪৮,৯৮৩	১,৮৯৪	৭,০২৭	১,৩২০
১৯২৩-২৪	৩১,২৫৬	২,৬৫০	৯,৬৪৫	২,০১৯
১৯২৪-২৫	৪১,২৭৭	৩,৪২৭	৮,৪৮৩	২,৬৬৪
১৯২৫-২৬	৩৭,৯৫৮	৩,৭৫১	৭,১০৭	২,৮৪৫
১৯২৬-২৭	৩৫,৭৬৫	৪,০৬২	৫,৩৭৩	৪,১৬৯

প্রথম প্রকারের ক্ষেত্রে, এটি অন্যান্য প্রকার সুতার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে, জাপান যুক্তরাজ্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশেষ করে ৩১ থেকে ৪০ কাউন্টের মধ্যে সুতার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় প্রকার সুতার প্রায় সবটাই আসে যুক্তরাজ্য থেকে এবং তৃতীয় প্রকার সুতা আসে মুখ্যত ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে। চতুর্থ এবং সর্বশেষ প্রকার সুতা প্রধানত জাপান থেকে আনা হয়। পাকানো সুতা এবং সাধারণ সুতার আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য এবং জাপানের শতকরা হিসাবে অংশ নীচের তালিকায় দেখানো হয়েছে :—

কাল	যুক্তরাজ্য	জাপান
১৯১৩-১৪	৮৬	২
১৯১৪-১৫	৮৭	২
১৯১৫-১৬	৯১	২
১৯১৬-১৭	৮৩	১৪
১৯১৭-১৮	৭৭	২২
১৯১৮-১৯	২৫	৭২
১৯১৯-২০	৮১	১৩
১৯২০-২১	৪৯	৪২
১৯২১-২২	৭০	২৬
১৯২২-২৩	৫২	৪৫
১৯২৩-২৪	৪৯	৪৬
১৯২৪-২৫	৩৭	৫৭
১৯২৫-২৬	৩১	৬৫
১৯২৬-২৭	৪১	৫৪

১৯২৬-২৭ সালে যুক্তরাজ্যের অংশের আকস্মিক বৃদ্ধি এবং জাপানের অংশের অনুরূপ হ্রাস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, জাপান যুক্তরাজ্যের মতো নিজের অবস্থা সংহত করতে সমর্থ হয়নি। উপরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কার্যত ধূসর (অবিরঞ্জিত) সুতারই বিশ্লেষণ—কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯২৬-২৭ সালে ধূসর সুতাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, মোট ৪৯ মিলিয়ন পাউন্ডের মধ্যে ৩৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদেশী থানবস্ত্রের বিশ্লেষণ

(ক) মানানুসারে

নীচের তালিকায় বিগত পাঁচ বছরের তিন প্রকার বিদেশী থানবস্ত্র পৃথকভাবে দেখানো হয়েছে :—

(মিলিয়ন গজ হিসাবে)

সাল	ধূসর	সাদা	রঙিন
১৯২২-২৩	৯৩১	৪০২	২৪৪
১৯২৩-২৪	৭০৪	৪১৫	৩৪৭
১৯২৪-২৫	৮৪৬	৫৪৯	৪০৭
১৯২৫-২৬	৭০৯	৪৬৫	৩৬৬
১৯২৬-২৭	৭৪৮	৫৭১	৪৪৭

উৎস অনুসারে বিশ্লেষণ

প্রধান দেশগুলির মধ্যে থানবস্ত্রের মোট আমদানি-বাণিজ্যের বণ্টন পরিমাণের শতকরা অংশ হিসাবে দেখানো হয়েছে :-

	যুক্তরাজ্য	জাপান	যুক্তরাষ্ট্র	নেদারল্যান্ডস	অন্যান্য দেশ
১৯১৩-১৪	৯৭.১	.৩	.৩	.৮	১.৫
১৯২০-২১	৮৫.৬	১১.৩	.৯	.৯	১.৩
১৯২১-২২	৮৭.৬	৮.৩	২.১	১.১	.৯
১৯২২-২৩	৯১.২	৬.৮	.৫	.৮	.৭
১৯২৩-২৪	৮৮.৮	৮.২	.৫	.৭	১.৮
১৯২৪-২৫	৮৮.৫	৮.৫	.৫	.৬	১.৯
১৯২৫-২৬	৮২.৩	১৩.৯	১.০	১.১	১.৭
১৯২৬-২৭	৮২.০	১৩.৬	.৯	১.১	২.৪

কোন কোন বিশেষ শ্রেণীর ব্রিটিশ পণ্যের স্থান জাপানী পণ্য অধিকার করছে তা দেখাবার জন্য যুক্তরাজ্য এবং জাপান এই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর বাণিজ্য নীচে আরও বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে :-

		ধূসর	সাদা	রঙিন
১৯১৩-১৪	যুক্তরাজ্য	৯৮.৮	৯৮.৫	৯২.৬
	জাপান	.৫	—	.২
১৯২৩-২৪	যুক্তরাজ্য	৮৫.২	৯৭.০	৮৭.৪
	জাপান	১৩.৭	৬	৬.৭
১৯২৪-২৫	যুক্তরাজ্য	৮৬.০	৯৭.১	৮৩.১
	জাপান	১৩.০	.৮	১০.০
১৯২৫-২৬	যুক্তরাজ্য	৭৯.২	৯৬.০	৭৩.১
	জাপান	২০.১	১.০	১৯.০
১৯২৬-২৭	যুক্তরাজ্য	৭৮.৭	৯৬.৪	৭৯.১
	জাপান	২০.৭	.৫	১৯.২

দেখা যাচ্ছে সাদা কার্পাসজাত পণ্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে জাপান ক্রমাগত যুক্তরাজ্যকে হটিয়ে দিচ্ছে।

(খ) ভারতবর্ষে গন্তব্যস্থান অনুযায়ী

ভারতবর্ষে আমদানি-করা থানবস্ত্র বণ্টনের ক্ষেত্রে বাঙলা প্রত্যেক বছর প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বোম্বাই-এর স্থান দ্বিতীয়, তবে গত তিন বছর তার অংশ ক্রমেই কমে আসছে। পক্ষান্তরে, বর্মার বেলায় ক্রমাগত বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

নীচে তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হয়েছে :-

(মিলিয়ন গজ হিসাবে)

বন্দর	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
কলিকাতা	৬৫২	৯৩৩	৭৫৩	৯০৫	৭৬৭
করাচি	১২৯	২১৮	২২০	৩২৪	২৫০
বোম্বাই	৬৫	৬৯	৫৭	৪৯	৩২
রেঙ্গুন	৫৬	৮৬	৭২	১০৩	১১৮
মাদ্রাজ	৪৭	৬৫	৭০	৭৮	৫২

সুতা আমদানির বিশ্লেষণ

বন্দর অনুসারে

বিদেশী পাকানো সুতা এবং সাধারণ সুতা অন্য যে-কোনও প্রদেশের তুলনায় বাঙলা বেশি নেয়। মাদ্রাজ, যেখানে হস্তচালিত তাঁতশিল্প অত্যন্ত সক্রিয়, নেয় বাঙলা যে-পরিমাণ নেয় তার অর্ধেক। বন্দর অনুসারে গত কয়েক বছরের আমদানির বিশ্লেষণ নীচের তালিকায় দেখানো হল :

(মিলিয়ন পাউন্ড হিসাবে)

বন্দর	১৯২১-২২	১৯২২-২৩	১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
কলিকাতা	১৪.২	১৫.৫	১২.০	১৬.৩	১৩.৬
করাচি	১.০	.৭	১.০	১.২	.৮
বোম্বাই	.৪	১.৪	১.৫	১.০	১.০
রেঙ্গুন	২.৩	১.৮	১.৬	২.৩	২.৯
মাদ্রাজ	৮.০	৭.১	৬.১	৮.০	৭.৩

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রিটেনের কাছে কার্পাসজাত পণ্য উৎপাদনের গুরুত্ব

একথা সুবিদিত যে, ব্রিটেনের রপ্তানির প্রধান অংশ কার্পাসজাত পণ্য। কিন্তু কার্পাসজাত বস্ত্রের বাণিজ্যের সমৃদ্ধির উপর ব্রিটেন কতটা নির্ভরশীল পরিসংখ্যানের অভাবে তা সঠিকভাবে বোঝা যায় না। তুলনামূলক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য গত কয়েক বছরের প্রধান-প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের রপ্তানি-মূল্য নীচের তালিকায় দেখানো হল :

রপ্তানি-মূল্য মিলিয়ন পাউন্ড (£) হিসাবে

ক্রঃ নং	যুক্তরাজ্য থেকে রপ্তানি-করা পণ্য	১৯২৬	১৯২৫	১৯২৪	১৯২৩	১৯২২
১)	কার্পাসজাত সুতা এবং উৎপাদন	১৫৪	১৯৯	১৯৯	১৭৭	১৮৭
২)	লৌহ এবং ইস্পাতের উৎপাদন	৫৫	৬৮	৭৫	৭৬	৬১
৩)	মেশিনপত্র	৪৫	৪৯	৪৫	৪৫	৫২
৪)	পশমজাত দ্রব্য	৫১	৫৯	৬৮	৬৩	৫৮
৫)	গাড়ি (রেল ইঞ্জিন, জাহাজ এবং বিমান সমেত)	৩১	৩৩	২৭	২৮	৫০
৬)	কার্পাস, পশম এবং রেশম ছাড়া অন্যান্য বয়নশিল্পজাত দ্রব্য	২৭	২৮	২৮	২৪	২২
৭)	পোশাক	২৭	২৯	৩০	২৬	২৩
৮)	রাসায়নিক দ্রব্য	২২	২৪	২৫	২৬	২০
	সম্পূর্ণরূপে উৎপাদিত অথবা প্রধানত উৎপাদিত দ্রব্য যার প্রতিটির মূল্য অনূর্ধ্ব ৯০ মিলিয়ন পাউন্ড (£)	১২৬	১২৮	২৯৮	৩০২	২৪৬
	মোট	৫৩৮	৬১৭	৭৯৫	৭৬৭	৭১৯

ব্রিটিশ কার্পাসজাত পণ্যের কাছে ভারতীয় বাজারের গুরুত্ব

তাহলে এটা এখন সুস্পষ্ট যে, ব্রিটেনের রপ্তানি-পণ্যের মধ্যে কার্পাসজাত উৎপাদনই প্রধান। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাজার ভারতবর্ষ। কতটা গুরুত্বপূর্ণ নীচের তালিকা থেকে তা বোঝা যাবে :-

যুক্তরাজ্য থেকে রপ্তানি-করা থানবস্ত্র
(.০০০ বর্গ গজ হিসাবে)

	১৯২৬	১৯২৫	১৯২৪	১৯২৩	১৯১৩
ব্রিটিশ ভারত	১,৫৬৫,২৪২	১,৪২১,৩৯২	১,৬৪১,৯৪১	১,৪১১,৬৯৯	৩,০৫৭,৩৫১
মিশর	১২৩,৮৭৩	২৩৭,০০৮	১৯৮,৬৬৬	২০৭,২০২	২৬৬,৬২৩
চীন (হংকংসহ)	১৭৭.৪৬৬	১৭৩,৩৯১	২৯২,৫৭৭	২৩৪,৭১০	৭১৬.৫৩৩
ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ	১২১,৭৪৫	১৯১,৯৭০	১৩৬,১৮৮	১৩৬,২৯০	৩০৪·৯২৮
অস্ট্রেলিয়া	১৮১,১২২	১৬৯,৯৬১	১৫৮,৬০১	১৭১,২৩৭	১৬৭,৯১৫
আর্জেন্টাইন প্রজাতন্ত্র	১১২,৫৭৬	১৫৮,৩৩৭	১৪৭,৯০১	১৭৩,২০৯	১৯৯,১১৮
ব্রিটিশ পশ্চিম আফ্রিকা	১০৬,৬৮১	১৫২,৩১৫	৮৪,৪৮১	১০৫,৯৫৯	১৪৪,৬১৭

অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, ভারতবর্ষ কেবল আংশিকভাবে ব্রিটিশ থানবস্ত্র বর্জন করলে যে-প্রতিক্রিয়া হবে তার সঙ্গে তুলনা করলে মিশর এবং চীনের ব্রিটিশ থানবস্ত্র বর্জনের প্রতিক্রিয়া নিতান্তই নগণ্য।

সপ্তম অধ্যায়

ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা

এখন প্রশ্ন উঠছে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন ঘোষণার পক্ষে এটা সব থেকে উপযুক্ত সময় কিনা। রাজনৈতিক ছাড়াও কেবল অর্থনৈতিক কারণেই সময় উপযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত মুখ্য ব্রিটিশ রপ্তানি-পণ্যের তালিকা থেকে এটা যথেষ্ট স্পষ্ট যে, বিগত কয়েক বছরে অধিকাংশ পণ্যের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ১৯২৮ সালের ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বার্কলে ব্যাঙ্কের বাৎসরিক সাধারণ সভায় ডেপুটি চেয়ারম্যান Sir Herbert Hambling বর্তমান অসন্তোষজনক অবস্থার বর্ণনা করেছেন এইভাবে :— "কয়লা, লোহা, ইস্পাত এবং তুলার অবস্থা স্বাস্থ্যকর নয়... আমি কখনও কখনও ভেবে বিস্মিত হই যে, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সংস্থাগুলির কোনও কোনওটি ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারে নিজেদের যুগোপযোগী রাখতে পেরেছে কিনা অথবা তারা তাদের ৫০ বছর আগের সুনাম ভাঙিয়ে খাচ্ছে। আমার মনে হয় তারা পরিবর্তিত অবস্থাকে এবং এই সত্যকে উপেক্ষা করছে যে, অনেক বছর আগে যে-সব শিল্পে আমরা এত অগ্রণী ছিলাম, যখন, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের কোনও প্রতিযোগী ছিল না, সেই সব শিল্পেই অনেক বছর ধরে অন্যান্য দেশগুলি আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং সর্বাধুনিক কার্যপদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে··· ।" অতএব ব্রিটেন কঠোর কোনও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে প্রতিযোগী দেশগুলি ব্রিটিশ পণ্যকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেবে।

ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা

দি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ম্যানচেস্টার, যা এই অঞ্চলের বস্ত্রকলগুলিকে প্রচুর মূলধন সরবরাহ করে, ১৯২৭ সালে তাদের ডিভিডেন্ট শতকরা ২ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস করতে বাধ্য হয়। দু'শোরও বেশি সংস্থা ১৫ মিলিয়ন স্টার্লিং ওভারড্র্যাফ্‌ট্ নিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ৩১০টি কোম্পানির ১৯২৭ সালের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল ১০১টি কোম্পানি আদৌ ডিভিডেন্ট দিতে পেরেছে, অংশীদারদের ভাগ করে দেওয়া ডিভিডেন্টের গড় হার মাত্র শতকরা ১.৮। এই বছরের মধ্যে বয়নশিল্পে ৪½ মিলিয়ন পাউন্ড (£) নতুন মূলধন আহ্বান করতে হবে এবং ৫০টি কোম্পানি এমন ব্যবস্থার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছে যার ফলে বেশ কিছুদিন অংশীদারদের কোনও ডিভিডেন্ট দিতে হবে না। এক বিরাটসংখ্যক উৎপাদকের বেতন হ্রাস এবং কাজের সময় বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংবাদ স্পষ্টরূপে নির্দেশ করছে যে, শিল্পে এক প্রচণ্ড মন্দা চলেছে। ১৯২৫ সালে কয়লাশিল্পের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রস্তাব ধর্মঘট ত্বরান্বিত করার ঘটনা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনে ব্যাপক ভিত্তিতে সমতা আনবার উদ্দেশ্যে জাপানে বয়নশিল্পে একত্রীকরণের মতো কয়েকটি মিলকে সংযুক্ত করে একটি বড় মিলে পরিণত করবার সাম্প্রতিক প্রস্তাব থেকেও সঙ্কটের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্জনের প্রভাব

১ম অধ্যায়—বর্জনের ঘোষণা এবং অতঃপর

২য় অধ্যায়—ব্রিটিশ আমদানির পরিসংখ্যান

(১) কার্পাসজাত থানবস্ত্র
(২) মেশিনপত্র এবং কলে-তৈরি জিনিস
(৩) রাং-ঝালাই-করা লোহার চাদর
(৪) পাকানো এবং সাধারণ কার্পাস-সুতা
(৫) রেল-কারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদি
(৬) খাদ্যদ্রব্য
(৭) সিগারেট
(৮ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি
(৯) লৌহজাত দ্রব্য
(১০) পশমী থানবস্ত্র
(১১) সাবান
(১২) সুরা
(১৩) সুতী থানবস্ত্র এবং কৃত্রিম বস্ত্র
(১৪) মোটর গাড়ি
(১৫) রং এবং রঞ্জক দ্রব্য

৩য় অধ্যায়—উপসংহার

প্রথম অধ্যায়
বর্জনের ঘোষণা এবং অতঃপর
বর্জন এবং ট্রেড কমিশনার

পূর্ববর্তী অংশ লেখা হয়ে যাবার পরে বর্জনের প্রশ্নটি বর্জনের সম্ভাব্যতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর তার প্রভাব সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস্ কমিটি বাঙলায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ঘোষণা করেছে। এই ঘটনাটি মহামহিম সম্রাটের সিনিয়র ট্রেড কমিশনার তাঁর ১৯২৭-২৮ সালের রিপোর্টে এই ভাষায় বর্ণনা করেছেন—"স্বরাজ পার্টি বাঙলা দেশে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ঘোষণা করে সাইমন কমিশন নিয়োগের বিরোধিতায় তাদের তৎপরতা আরও জোরদার করবার চেষ্টা করেছিল। যদিও এই চেষ্টায় ফল হয়েছিল সামান্য।" ট্রেড কমিশনার এই অসুবিধাজনক সত্যটিকে অবজ্ঞা করেছেন যে, তাঁর সমীক্ষা ছিল ১২ মাস সময়ের উপর (১৯২৭ সালের ১ এপ্রিল থেকে ১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত), যার মধ্যে পণ্য বর্জন চলেছিল বড়জোর দেড় মাস। তিনি অবশ্য দু'টি সত্যকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর রিপোর্টের ১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "অবশ্য এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, তরুণতর প্রজন্মের ভারতীয়দের মধ্যে, বিশেষ করে বাঙলা দেশে, বর্ণবিদ্বেষ ব্রিটিশ পণ্য বিক্রয়ের উপর অবশ্যই কিছুটা প্রভাব ফেলবে।" আবার পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই অনিচ্ছুক স্বীকৃতি রয়েছে যে, "এই মনোভাব সম্ভবত বিদেশী প্রতিযোগীদের, বিশেষ করে যুদ্ধের পর থেকে জার্মানিকে, বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করতে সাহায্য করেছে।" শেষোক্ত বক্তব্যকে তিনি এই কথা বলে সীমাবদ্ধ করেছেন, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রির প্রস্তাব এবং ক্রেতাকে অন্যান্য কিছু নিশ্চিত সুবিধা দিয়ে তারা এই বাজার দখল করেছে।"

কিন্তু এত সদম্ভঘোষিত উৎকর্ষ নিয়েও ব্রিটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় কম দামে পণ্য সরবরাহের প্রস্তাব দিতে সমর্থ হবে না কেন তার কারণটি তিনি উল্লেখ করছেন না। কারণ এই সত্য উপেক্ষা করা উচিত নয় যে, প্রতিযোগিতা এমন একটি বা দু'টি শিল্পের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয় যার পরিচালনায় আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য আছে। প্রতিযোগিতা যে কত ব্যাপক ট্রেড কমিশনারের নিজের ভাষাতেই তা সব থেকে ভালভাবে বলা যায় :—

> "যে-সব ব্যবসা এ পর্যন্ত ব্রিটিশদের একচেটিয়া ছিল সেগুলি সমেত কার্যত প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রেই এখন বিদেশী প্রতিযোগিতা ঢুকে পড়ছে। এই বছরের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল—যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি, রবারের টায়ার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং টুকিটাকি জিনিসের ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রতিযোগিতার তীব্রতা বৃদ্ধি ; জার্মানি থেকে রং, রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম রেশম এবং পশমের তৈরি থানবস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি ; জাপান থেকে ধূসর, সাদা এবং রঙিন থানবস্ত্রের আমদানিতে মূল্যের দিক থেকে প্রায় ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি ; ইতালির কৃত্রিম রেশমের সুতা এবং থানবস্ত্র, পশমী এবং রঙিন সুতীর জিনিস ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং লোহা, ইস্পাত এবং রেলের সরঞ্জামের ক্ষেত্রে বাঙলার তীব্র প্রতিযোগিতার ধারাবাহিকতা।" (পৃঃ ২৩)।

ট্রেড কমিশনার যে-কারণই দেখান না কেন, উপরের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল নয়। নীচের তালিকায় যুদ্ধ-পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে সাম্প্রতিক অবস্থার বৈষম্য দেখানো হয়েছে। ১৯২৪-২৫, ১৯২৫-২৬ এবং ১৯২৬-২৭ সালের অবস্থা আগেই পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে দেখানো হয়েছে :—

দেশের নাম	মোট আমদানির শতকরা হার	
	১৯১৩-১৪	১৯২৭-২৮
যুক্তরাজ্য	৬৪.১	৪৭.৭
যুক্তরাষ্ট্র	২.৬	৮.২
জাপান	২.৬	৭.২
জার্মানি	৬.৯	৬.১
বেলজিয়াম	২.৩	৩.০
ইতালি	১.২	২.৭
স্ট্রেট্‌স্ সেট্‌ল্‌মেন্ট	১.৮	২.৩
নেদারল্যান্ডস	.৮	১.৯
চীন	.৯	১.৮
পারস্য, আরব, এশীয় তুরস্ক	১.৫	১.৮
ফ্রান্স	১.৫	১.৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রিটিশ আমদানির পরিসংখ্যান

সাম্প্রতিক চিত্র

মহামান্য সম্রাটের সিনিয়র ট্রেড কমিশনারের বক্তব্যের প্রকৃত চরিত্র উন্মোচনের জন্য ১৯২৭-২৮ সালের শেষে ব্রিটেন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অবস্থা সম্পর্কে এর মধ্যেই যথেষ্ট বলা হয়েছে। এখন বিগত কয়েক মাসে ব্রিটিশ বাণিজ্যের উপর বর্জনের প্রভাব সম্পর্কে বিষয়মুখ বিচারে মনোযোগ দেওয়া যাক। নীচের তালিকায় ১ এপ্রিল, ১৯২৮ থেকে ১ ডিসেম্বর, ১৯২৮ পর্যন্ত ৯ মাসে ভারতবর্ষে ব্রিটেন থেকে আমদানি-করা প্রধান পণ্যগুলি দেখানো হয়েছে। তুলনার সুবিধার জন্য পূর্ববর্তী দুই বছরের একই সময়ের হিসাবও দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান পূর্ণাঙ্গ করতে ১৯২৭-২৮ সালের হিসাবও সন্নিবিষ্ট হয়েছে এবং ১৯২৬-২৭ সালের হিসাব (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আগেই যা প্রদর্শিত হয়েছে) সমুদ্রপথে বাণিজ্যের মাসিক বিবরণ অনুসারে সামান্য পরিবর্তিত আকারে পুনরায় দেওয়া হয়েছে :—

পণ্যের বর্ণনা	কোটি টাকার হিসাবে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি-করা পণ্যের মূল্য				
	আর্থিক বছর		১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর এই নয় মাসে		
	১৯২৬-২৭	১৯২৭-২৮	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
(১) সুতী থানবস্ত্র (সাদা, ধূসর এবং রঙিন)	৪৪.৩৯	৪২.৩৩	৩৩.৫১	৩১.৪৪	২৯.৫৮
(২) মেশিনপত্র এবং কারখানার সরঞ্জাম	১০.৬৬	১২.৫৩	৭.৮৩	৯.৩০	১০.৭৪
(৩) রাং-ঝালাই-করা লোহার চাদর	৬.৪৫	৭.২৪	৪.৮৯	৫.৫৭	৪.২৯
(৪) পাকানো এবং সাধারণ কার্পাস সুতা	৩.০৮	৩.০৯	২.৫০	২.৪৫	২.৫৯
(৫) রেল কারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদি	২.০০	৩.৭১	১.৫৯	২.৮৭	..
(৬) খাদ্যদ্রব্য	২.০৩	২.৩৪	১.৭০	১.৭৭	১.৭৪
(৭) সিগারেট	১.৯৩	২.৩৮	১.৪২	১.৮৬	১.৪৭
(৮) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি	১.৭০	১.৮৫	১.১৮	১.৩৪	১.৪৬
(৯) লৌহজাত দ্রব্য	১.৮৪	২.০৬	১.৩৩	১.৫১	১.৪১
(১০) পশমী থানবস্ত্র	১.৪৩	১.৬২	১.২০	১.৩২	১.০৬
(১১) সাবান	১.৩৭	১.৪৭	১.০৩	১.০৬	১.০৪
(১২) সুরা	১.৩৬	১.৩৬	.৯৭	.৯৬	.৯৭
(১৩) সুতী এবং কৃত্রিম রেশমী থানবস্ত্র	১.১৭	.৯৯	.৮১	.৬২	.৭০
(১৪) মোটরগাড়ি	.৮০	১.০৩	.৫৫	.৭১	.৬৯
(১৫) রং এবং রঞ্জক দ্রব্য	.৭৯	.৮৪	.৫৬	.৬২	.৫৬
অন্যান্য পণ্য	২৯.৫৪	৩৪.৩৭	২১.৮১	২৫.২৭	২৫.৭৭
যুক্তরাজ্য থেকে মোট আমদানি	১১০.৫৪	১১৯.২১	৮২.৮৮	৮৮.৬৭	৮৪.০৭
সব দেশ মিলিয়ে মোট আমদানি	২৩১.২২	২৪৯.৮৫	১৭০.৭৮	১৮৬.১৪	১৮৪.৩৭
মোট আমদানির মধ্যে ব্রিটিশ পণ্যের শতকরা ভাগ	৪৭.৮	৪৭.৭	৪৮.৫	৪৭.৬	৪৫.৬

উপরের তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ১৯২৮ সালের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে আমদানি-করা ব্রিটিশ পণ্যের মূল্য পূর্ববর্তী দুই বছরের একই সময়ে আমদানি-করা ব্রিটিশ মূল্যের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। যদিও সব দেশ থেকে আমদানি-করা পণ্য হ্রাস পেয়েছে অতি সামান্য পরিমাণে—১৮৬.১৪ কোটি টাকা থেকে ১৮৪.৩৭ কোটি টাকা, অর্থাৎ হ্রাসের হার এক শতাংশের কম।

(১) সুতী থানবস্ত্র

ব্রিটিশ সুতী থানবস্ত্রের আমদানি ৩১.৪৪ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৯.৫৮ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় ৫%। দুর্ভাগ্যক্রমে যেখানে বর্জন আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বেশি সক্রিয় ছিল, সেই বাঙলায় আমদানির পরিসংখ্যান আলাদাভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু সব দেশ থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আমদানি-করা সুতী থানবস্ত্রের নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে এটা দেখা যাবে যে, বাঙলায় আমদানি হ্রাসের পরিমাণ প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। অবশ্যই এই হ্রাসের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অনিবার্য কারণে ব্রিটিশ থানবস্ত্রের আমদানি হ্রাসের জন্য, কারণ মোট আমদানির বেশির ভাগ ব্রিটিশ পণ্য :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা থানবস্ত্রের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বাঙলা	১৯.৪২	১৯.৭৭	১৪.৮০
বোম্বাই	৮.৯২	১০.০৯	১১.৫০
সিন্ধু	৭.০৩	৬.৩৪	৭.৯৫
মাদ্রাজ	২.২৪	১.৭০	২.১০
ব্রহ্মদেশ	৩.৬৪	৩.৪০	২.৮৪
	৪১.২৫	৪১.৩০	৩৯.১৯

(২) মেশিনপত্র এবং কারখানার সরঞ্জাম

এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধি দেখা যায়, আংশিকভাবে বর্জনের ফলস্বরূপ, যার ফলে ব্রিটিশ পণ্যের অভাব পূরণের জন্য নতুন যন্ত্রপাতির প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু নীচের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, যুক্তরাজ্যের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার দ্রুততর :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা যন্ত্রপাতি এবং কারখানার সরঞ্জামের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	৭.৮৩	৯.৩০	১০.৭৪
যুক্তরাষ্ট্র	.৯৭	১.১৯	১.৫৩
জার্মানি	.৬৫	.৭০	.৮২
অন্যান্য দেশ	.৪৪	.৫৬	.৬৭
মোট	৯.৮৯	১১.৭৫	১৩.৭৬

বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টনের হিসাব এইরকম :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা যন্ত্রপাতি এবং কারখানার সরঞ্জামের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ		১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বাঙলা	... ...	৩.৩৮	৪.৩৪	৬.০১
বোম্বাই	... ...	৩.১৯	৩.১৫	৩.৬৮
সিন্ধু	... ...	১.০৫	.৯২	১.১০
মাদ্রাজ	... ...	১.১৩	১.৩৫	১.৬৮
ব্রহ্মদেশ	... ...	১.১৬	১.৯৯	১.২৯
	মোট	৯.৮৯	১১.৭৫	১৩.৭৬

(৩) রাং-ঝালাই-করা লোহার চাদর

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, হ্রাসের পরিমাণ এক কোটি টাকার বেশি, আংশিকভাবে এই কারণে যে সাধারণত প্রধান ভোক্তা বাঙলা দেশে বর্জন আন্দোলন ছিল সর্বাধিক সক্রিয়। সংযোজিত দুটি তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট হবে :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা রাং-ঝালাই-করা লোহার চাদরের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ		১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	... ...	৪.৮৯	৫.৫৭	৪.২৯
বেলজিয়াম	... ...	.১৪	.৩২	.৪৩
যুক্তরাষ্ট্র	... ...	.৩০	.০৯	.০৫
অন্যান্য দেশ	... ...	.০৪	.১২	.০৯
	মোট	৫.৩৭	৬.১০	৪.৮৬

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা রং-ঝালাই-করা লোহার চাদরের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ		১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বাঙলা	... ...	২.৭৩	৪.১৬	৪.৬৩
বোম্বাই	... ...	১.৮৮	১.৮৮	১.১৯
ব্রহ্মদেশ	... ...	.৫০	.৬৪	.৫১
সিন্ধু	... ...	.১৩	.১৪	.১১
মাদ্রাজ	... ...	.১৬	.১৭	.১৮
	মোট	৫.৪০	৬.৯৯	৬.৬২

(৪) পাকানো এবং সাধারণ কার্পাস-সুতা

এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রিটেনের অংশ সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২.৪৫ কোটি টাকা থেকে ২.৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এর আংশিক কারণ বোম্বাই-এর মিলে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট।

বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আমদানি-করা মোট পণ্যের বণ্টন-তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা পাকানো এবং সাধারণ কার্পাস-সুতার মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বাঙলা	.৯৩	১.৩১	১.১৬
বোম্বাই	২.৮৭	৩.২০	২.১০
সিন্ধু	.০৭	.০৬	.০৪
মাদ্রাজ	১.১৭	.৯১	১.০৩
ব্রহ্মদেশ	.১৯	.১৬	.১২
মোট	৫.২৩	৫.৬৪	৪.৪৫

(৫) রেল-কারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদি

সমীক্ষাধীন সময়ে এই পণ্য আমদানি করা হয়নি, তবে এর পূর্ববর্তী সময়ে এই পণ্যের উৎপাদক দেশগুলি এবং আমদানিকারী প্রদেশগুলির মধ্যে এই ব্যবসার বণ্টন-ব্যবস্থা পৃথকভাবে নীচে দেখানো হল। এই ব্যবসার ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের অংশ এত বড় তার কারণ রেলওয়ে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।*

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা রেল-কারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদির মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	১.৫৯	২.৮৭	...
বেলজিয়াম	.২০	.৩৯	...
জার্মানি	.২৪	.১২	...
অস্ট্রেলিয়া	.২৪	.১০	...
যুক্তরাষ্ট্র	.১৩	.০৯	...
অন্যান্য দেশ	.১২	.০৫	...
মোট	২.৫২	৩.৬২	...

* ট্রেড কমিশনার সানন্দে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯২৭-২৮ সালে মোট আমদানি-বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ হ্রাস পেয়েছে মাত্র শতকরা .১ ভাগ, যেখানে পূর্ববর্তী তিন বছরে হ্রাসের হার ছিল শতকরা ১০ ভাগ। তিনি অবশ্য এই সত্য উপেক্ষা করছেন যে, ১৯২৭-২৮ সালে রেল-কারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদি ছিল ৩.৭১ কোটি টাকার, যেখানে ১৯২৬-২৭ সালে ছিল ২.০০ কোটি টাকার।

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা রেল-কারখানার সরঞ্জাম ইত্যাদির মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বাঙলা	৩.০১	২.২০	১.২১
বোম্বাই	১.৮৩	১.৪৩	.৮৯
মাদ্রাজ	.৬৭	.৭৯	.৭৩
ব্রহ্মদেশ	.২০	.২০	.৩০
সিন্ধু	.৩৭	.৩৩	.১৪
মোট	৬.০৮	৫.০০	৩.২৭

(৬) খাদ্যদ্রব্য

এখানে সামান্য হ্রাস পরিলক্ষিত হয়, কারণ ভোক্তাদের বেশিরভাগই অভারতীয়, যাদের কাছে, স্বাভাবিক কারণেই, বর্জন আন্দোলনের আবেদন পৌঁছয় না। অন্যান্য তালিকার মতো খাদ্যদ্রব্যের তালিকাও নীচে দেওয়া হল। লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ব্রিটেনের তীব্রতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেদারল্যান্ডস-এর বাণিজ্য কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই তুলনায় ব্রিটেনের বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে।

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা খাদ্যদ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	১.৭০	১.৭৭	১.৭৪
নেদারল্যান্ডস	১.১৮	১.৫৩	১.৫৮
স্ট্রেটস সেট্‌ল্‌মেন্ট (লাবুয়ানসহ) ...	.৪১	.৩৪	.২৬
যুক্তরাষ্ট্র	.৩৩	.৩৪	.৩১
চীন (হংকংসহ)	.১১	.১৭	.১৩
অস্ট্রেলিয়া	.১১	.০৭	.০৭
অন্যান্য দেশ	.৩৯	.৫৩	.৬০
মোট	৪.২৩	৪.৭৫	৪.৬৯

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা খাদ্যদ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
ব্রহ্মদেশ	১.০১	১.২৮	১.৫৩
বাঙলা	১.০৬	১.১৭	১.৫২
বোম্বাই	১.০৯	১.৩৩	১.৪৬
সিন্ধু	.৪০	.৪৯	.৫৬
মাদ্রাজ	.৩৬	.৩৭	.৪৪
মোট	৩.৯২	৪.৬৪	৫.৫১

(৭) সিগারেট

প্রকৃতপক্ষে সমস্ত সরবরাহই আসে যুক্তরাজ্য থেকে। তবে যেহেতু মোট পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ আমদানি করে বাঙলা, বর্জন প্রচারের ফলে হ্রাস সন্তোষজনক হয়েছে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে না থেকে আমদানির তালিকা থেকে এই দ্রব্যটিকে একেবারে মুছে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। নীচের দুটি তালিকায় অবস্থাটা দেখানো হল :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা সিগারেটের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	১.৪২	১.৮৬	১.৪৭
অন্যান্য দেশ	.০১	.০১	.০১
মোট	১.৪৩	১.৮৭	১.৪৮

১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা সিগারেটের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বাঙলা	.৭৬	.৭৫	.৮৮
বোম্বাই	.৩১	.৪৭	.৭৭
ব্রহ্মদেশ	.২৮	.৩৫	.৪১
মাদ্রাজ	.৩৯	.২৭	.৩২
সিন্ধু	.২৫	.৩০	.১৯
মোট	১.৯৯	২.১৪	২.৫৭

(৮) বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি

মেশিনপত্র এবং কলে-তৈরি জিনিসের ক্ষেত্রে যে-কারণ দেখানো হয়েছে আংশিকভাবে সেই কারণেই এখানে সামান্য বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নীচের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, ব্রিটেনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির শতকরা হার মোট বৃদ্ধির শতকরা হার অপেক্ষা কম :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতির মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	১.১৮	১.৩৪	১.৪৬
যুক্তরাষ্ট্র	.২৭	.২৫	.২৬
জার্মানি	.১৭	.১৯	.২১
নেদারল্যান্ডস	.০৬	.০৮	.১০
ইতালি	.০৫	.০৫	.০৮
জাপান	.০২	.০২	.০৪
অন্যান্য দেশ	.০৫	.০৭	.০৯
মোট	১.৮০	২.০০	২.২৪

নীচের তালিকায় বিভিন্ন প্রদেশের অংশ দেখানো হল :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ			১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বাঙলা	...	...	.৯৮	১.০০	১.১৬
বোম্বাই	...	...	.৬০	.৭১	.৭৯
ব্রহ্মদেশ	...	...	.১৯	.২৩	.৩১
সিন্ধু	...	...	.১০	.১৪	.১৪
মাদ্রাজ	...	...	.১০	.১৭	.১৩
	মোট		১.৯৭	২.২৫	২.৫৩

(৯) লৌহজাত দ্রব্য

এই ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধির সঙ্গে তুলনায় ব্রিটেন থেকে আমদানিতে কিছুটা হ্রাস পরিলক্ষিত হয়। এখানেও যথারীতি তালিকা সংযোজিত হল।

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা লৌহজাত দ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ			১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	...	...	১.৩৩	১.৫১	১.৪১
জার্মানি	...	...	১.১৭	১.১৮	১.৩০
যুক্তরাষ্ট্র	...	...	.৫৫	.৪৭	.৪৭
জাপান	...	...	.১৯	.১৯	.২২
অস্ট্রিয়া	...	...	.০৯	.০৯	.১৩
সুইডেন	...	...	.১১	.১১	.১১
অন্যান্য দেশ	...	...	.২৬	.২৮	.৩৪
	মোট		৩.৭০	৩.৮৩	৩.৯৮

১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা লৌহজাত দ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ			১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বাঙলা	...	...	১.৬৮	১.৮৪	১.৭৩
বোম্বাই	...	...	১.৬৯	১.৬১	১.৫৬
ব্রহ্মদেশ	...	...	.৬৯	.৮১	.৭৬
মাদ্রাজ	...	...	.৫৩	.৫৪	.৬০
সিন্ধু	...	...	.৩৯	.৪১	.৪১
	মোট		৪.৯৮	৫.২১	৫.০৬

(১০) পশমী থানবস্ত্র

এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রদেশে যে-সময়ে পণ্য আমদানি করা হয়েছে সেই একই সময়ে বিভিন্ন সরবরাহকারী দেশ থেকে যে-পরিমাণ পণ্য এসেছে তারও হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সরবরাহকারী দেশগুলি থেকে সরবরাহ-করা পণ্যের মধ্যে কেবল থানবস্ত্রের হিসাব পাওয়া যায় এবং আমদানিকারী প্রদেশগুলির বেলায় যে-হিসাব পাওয়া যায় তা সবরকম উৎপন্ন দ্রব্যের। যাই হোক, তুলনামূলক তালিকাগুলি নীচে দেওয়া হল :—

	১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা পশমী থানবস্ত্রের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)		
সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	১.২০	১.৩১	১.০৬
ফ্রান্স	.৩৪	.৫৫	.৫৬
জার্মানি	.২৭	.৩২	.৩৬
ইতালি	.৩৪	.৩৬	.৩০
অন্যান্য দেশ	.৩০	.৩০	.২৯
মোট	২.৪৫	২.৮৪	২.৫৭

	১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা সকল প্রকার পশমজাত দ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)		
বিভিন্ন প্রদেশের অংশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বাঙলা	.৬৯	.৮৫	.৮৭
বোম্বাই	১.৩৮	১.৫৩	১.৬৮
সিন্ধু	.৮৫	১.০৯	১.১৮
মাদ্রাজ	.০৫	.০৫	.০৬
ব্রহ্মদেশ	.৭২	.৭৬	.৩৪
মোট	৩.৬৯	৪.২৮	৪.১৩

(১১) সাবান

সিগারেটের বেলায় যেমন, সাবানের বেলায়ও তেমনই কার্যত প্রায় সমস্ত সরবরাহই আসে যুক্তরাজ্য থেকে। বাঙলা অবশ্য সিগারেটের তুলনায় সাবান আমদানি করে কম। অন্যান্য প্রতিযোগী দেশ থেকে আমদানি যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে সেখানে যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি সামান্য হ্রাস পেয়েছে দেখা যায়। গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত দেশজ সাবানকে, মানের দিক থেকে যা বিদেশী সাবানের সঙ্গে তুলনীয়, জনপ্রিয় করতে সোৎসাহ প্রচেষ্টা করা উচিত, কারণ আমদানি-করা মোট সাবানের দুই-তৃতীয়াংশ হল গৃহকর্মে ব্যবহৃত কাচার সাবান।

	১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা সাবানের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)		
সরবরাহকারী দেশ	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	১.০৩	১.০৬	১.০৪
অন্যান্য দেশ	.১১	.০৯	.১৪
মোট	১.১৪	১.১৫	১.১৮

১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা সাবানের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ		১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বোম্বাই	... ...	.৫৩	.৫৭	.৫৭
ব্রহ্মদেশ	... ...	.৩২	.৩৫	.৩৪
বাঙলা	... ...	.২১	.২৬	.২৭
মাদ্রাজ	... ...	.১৩	.১৭	.২০
সিন্ধু	... ...	.১৩	.১২	.১৫
	মোট	১.৩২	১.৪৭	১.৫৩

(১২) সুরা

এখানে সামান্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে এই কারণে যে, এই পণ্যের প্রধান ভোক্তা অভারতীয়রা, যারা বর্জন মেনে চলবে এমন আশা করা যায় না। যথারীতি তালিকা সংযোজিত হল :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা সুরার মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ		১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	... ...	.৯৭	.৯৬	.৯৭
ফ্রান্স	... ...	.৩৯	.৩৪	.৩৬
যুক্তরাষ্ট্র	... ...	.১০	.১১	.১২
জাভা	... ...	.০৮	.০৯	.০৭
জার্মানি	... ...	.০৬	.০৬	.০৫
অন্যান্য দেশ	... ...	.০৫	.০৫	.০৪
	মোট	১.৬৫	১.৬১	১.৬১

১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা সুরার মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ		১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বোম্বাই	... ...	.৭০	.৬৭	.৭২
বাঙলা	... ...	.৬৩	.৬৭	.৬৮
সিন্ধু	... ...	.৩৪	.৩৯	.৩৮
ব্রহ্মদেশ	... ...	.২৭	.২৯	.৩২
মাদ্রাজ	... ...	.১৬	.১৮	.১৯
	মোট	২.১০	২.২০	২.২৯

(১৩) সুতী এবং কৃত্রিম রেশমজাত থানবস্ত্র

এই পণ্যের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি সূচিত হচ্ছে, তবে এই বৃদ্ধির হার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালির তুলনায় অনেক কম। নীচের তালিকায় সন্নিবিষ্ট সরবরাহকারী দেশগুলির মধ্যে ইতালি এখন প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। বিভিন্ন প্রদেশে বণ্টনের তালিকা নীচে দেওয়া হল :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা সুতী এবং কৃত্রিম রেশমী থানবস্ত্রের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ			১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
ইতালি	...	...	.৫৮	.৫৬	.৭৪
যুক্তরাজ্য	...	...	.৮১	.৬২	.৭০
সুইজারল্যান্ড	...	...	.৩৮	.৫২	.৩৬
জার্মানি	...	...	.২০	.৩৮	.২৩
অস্ট্রেলিয়া	...	...	.০৫	.১৬	.১৪
বেলজিয়াম	...	...	.০৭	.০৫	.০৬
অন্যান্য দেশ	...	...	.০৭	.১৫	.২৭
		মোট	২.১৬	২.৪৪	২.৫০

১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা সুতী এবং কৃত্রিম রেশমী থানবস্ত্রের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ			১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বোম্বাই	...	...	১.০১	.৮৬	১.৯৭
বাঙলা	...	...	.৫৩	.২৯	.৬৯
ব্রহ্মদেশ	...	...	.১২	.১৪	.২৩
সিন্ধু	...	...	.১০	.০৬	.১৯
মাদ্রাজ	...	...	...	.০২	.০১
		মোট	১.৭৬	১.৩৭	৩.০৯

(১৪) মোটর গাড়ি

এখানে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধির তুলনায় যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে হ্রাস লক্ষিত হচ্ছে। যথারীতি তালিকা সংযোজিত হল :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা মোটর গাড়ির মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ			১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাষ্ট্র	...	...	.৬৭	১.০২	১.৩৬
কানাডা	...	...	.৫৬	.৪৭	.৮০
যুক্তরাজ্য	...	...	.৫৪	.৭১	.৬৯
অন্যান্য দেশ	...	...	.৩৪	.৪০	.২৩
		মোট	২.১১	২.৬০	৩.০৮

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা মোটর গাড়ির মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ		১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
বাঙলা	... ...	.৬৪	.৮২	.৮৬
বোম্বাই	... ...	.৬৭	.৭৭	.৯৭
সিন্ধু	... ...	.২৮	.৩৩	.৩৯
মাদ্রাজ	... ...	.২৯	.৪৫	.৫৮
ব্রহ্মদেশ	... ...	.২৩	.২৩	.২৮
	মোট	২.১১	২.৬০	৩.০৮

(১৫) রং এবং রঞ্জক দ্রব্য

এখানেও হ্রাস ঘটেছে। বণ্টনের তালিকা দুটি এভাবে দেখানো যেতে পারে :—

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে আমদানি-করা রং এবং রঞ্জক দ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

সরবরাহকারী দেশ		১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮
যুক্তরাজ্য	... ...	.৫৬	.৬২	.৫৬
যুক্তরাষ্ট্র	. .	.০৪	.০৪	.০৬
জার্মানি	... ...	.০৬	.০৬	.০৬
জাপান	... ...	.০৩	.০২	.০২
অন্যান্য দেশ	... ...	.১০	.১৪	.১০
	মোট	.৭৯	.৮৮	.৮০

১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন আর্থিক বছরে আমদানি-করা রং এবং রঞ্জক দ্রব্যের মোট মূল্য (কোটি টাকার হিসাবে)

বিভিন্ন প্রদেশের অংশ		১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬	১৯২৬-২৭
বাঙলা	... ...	.৩৯	.৩৮	.৪৫
বোম্বাই	... ...	.৩৫	.৩৬	.৩৭
ব্রহ্মদেশ	... .	.১৪	.১৩	.১২
মাদ্রাজ	... ...	.০৬	.০৭	.০৯
সিন্ধু	... ...	.০৮	.০৮	.০৮
	মোট	১.০২	১.০২	১.১১

তৃতীয় অধ্যায়

উপসংহার

ব্রিটিশ বাণিজ্যের সরকারি পূর্বাভাস

ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্যের উপর বর্জনের প্রভাব সম্পর্কে উপরোক্ত বিশ্লেষণ সমস্ত জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের অত্যধিক পরিমাণে উল্লসিত করতে না পারলেও পরিমিতরূপে সন্তুষ্ট করতে পারবে। সরকারি বিবরণ অনুযায়ী সমীক্ষাধীন সময়ের শুরুতে সমস্ত কিছুই মোট বাণিজ্যে ব্রিটেনের অংশ বৃদ্ধির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিল। শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মহামান্য সম্রাটের সিনিয়র ট্রেড কমিশনার নিম্নলিখিত ভাষায় সম্ভাবনার বর্ণনা দিয়েছিলেন :—

"ভারতবর্ষ বর্তমানে আরও মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা আগে কখনও হয়নি। তার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক জমার অবস্থা কখনও এত ভাল ছিল না...। বিনিময়ের হার ১ শি. ৬ পে.-এ স্থিতিলাভ করেছে, যে-হার, তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, আমদানি বাণিজ্যের পক্ষে সহায়ক। কৃষকরা সমৃদ্ধিশালী এবং সম্ভবত বর্তমানে তাঁদের সঞ্চয়ের পরিমাণ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, আগে যা কখনও হয়নি। আমদানি-দ্রব্যের, বিশেষ করে বস্ত্রের, মজুত কম এবং এইসকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে কেনার সময় পেরিয়ে গেছে...

ভারতে ব্রিটিশ রপ্তানির ৪০ শতাংশ অধিকার করে আছে সুতীবস্ত্র। বলা যায় যে, সব মিলিয়ে সুতীবস্ত্রের সম্ভাবনা অনুকূল। মফস্বলের জেলাগুলিতে মজুত যথেষ্ট কম...।

ভারতবর্ষে বর্ধিত উৎপাদন সত্ত্বেও লোহা এবং ইস্পাত আমদানির প্রসার অব্যাহত থাকবার সম্ভাবনাই অধিক।...।

যন্ত্রপাতি এবং কারখানার সরঞ্জামের আমদানি-বাণিজ্যের সম্ভাবনা আশাব্যঞ্জক। রেলপথ নির্মাণের, বন্দর উন্নয়নের, সেচ এবং জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এবং সেতু নির্মাণের বড় বড় পরিকল্পনা থেকে ব্রিটিশ যন্ত্রশিল্প লাভবান হতে বাধ্য...সমগ্র দেশে ক্ষুদ্র শিল্পে, চাষের কাজে বিদ্যুৎ প্রয়োগে এবং বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে ক্রমাগত যে-অগ্রগতি হচ্ছে তার ফলে বয়লার, ট্র্যাক্টর এবং বৈদ্যুতিক কারখানার সরঞ্জামের চাহিদা বাড়বে...

এর ফলে বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জাম, কলকারখানা এবং যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত—যার সামগ্রিক মূল্য প্রচুর এবং যা ব্রিটিশ বাণিজ্যের এক মূল্যবান অংশ।"

প্রকৃত অবস্থা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উদ্ধৃত তথ্য থেকে এটা পরিষ্কার হবে যে, এমন উজ্জ্বল সম্ভাবনা সত্ত্বেও গত কয়েক মাসে ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রচণ্ড মার খেয়েছে। ১৯২৯ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখের "Economist"-এর ক্রোড়পত্র থেকে সঙ্কলিত নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে যুক্তরাজ্যের দুটি প্রধান শিল্পের বর্তমান অবস্থা বোঝা যাবে :—

যুক্তরাজ্য থেকে রপ্তানি (০০০,০০০ বাদ দেওয়া হয়েছে)

	সুতী থানবস্ত্র বর্গ গজ	লোহা এবং ইস্পাত টন
মাসিক গড়, ১৯১৩ ...	৫৮৯	০.৪১
সেপ্টেম্বরের গড়, ১৯২৭ ...	৩৪৩	০.৩৫
সেপ্টেম্বরের গড়, ১৯২৮ ...	২৯৮	০.৩০
অক্টোবরের গড়, ১৯২৮ ...	৩৩৪	০.৩৮
নভেম্বরের গড়, ১৯২৮ ...	৩৩১	০.৪০
ডিসেম্বরের গড়, ১৯২৮ ...	২৯০	০.৩৬

ব্যাঙ্কের সভাপতিদের বিবরণ

বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির সাম্প্রতিক বাৎসরিক সভায় ব্যাঙ্কের সভাপতিরাও ব্রিটেনের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৯ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সভায় বার্কলেজ ব্যাঙ্কের সভাপতি **Mr. F. C. Goodenough** বলেছেন :—

"...ভারী শিল্পে মন্দা এত গুরুতর যা এমন এক সাধারণ ধারণার সৃষ্টি করবে যে, আমাদের শিল্প-সংগঠন যেমন হওয়া উচিত তেমনটি নয়... ।"

"প্রধানত দূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যে নিযুক্ত এমন অনেকগুলি মিল অধিগ্রহণ করবার জন্য একটি নতুন সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা সম্প্রতি আলোচিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হল এই মিলগুলিকে আরও সস্তায় নিজেদের কাঁচা মাল কিনতে সমর্থ করে, একযোগে বিভিন্ন মিলের মাধ্যমে সর্বাধুনিক পন্থায় এবং কম খরচে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে এবং সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক বিপণন সংস্থার সাহায্যে নিজেদের সুতীবস্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা করে যে-বাণিজ্য হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তা পুনরুদ্ধার করা।"

মিডল্যান্ড ব্যাঙ্কের সভাপতি **Right Hon'ble Mr. R. McKenna**-ও নিম্নলিখিত ভাষায় একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করেছেন :—

"...আমাদের সব থেকে বড় খাতক বয়নশিল্পে নিযুক্ত কিছু প্রতিষ্ঠান। এই অর্থের প্রায় সবটাই মোটামুটি সমান হারে কার্পাস এবং পশমশিল্পে ঋণ দেওয়া হয়, রেশম এবং অন্যান্য বয়নশিল্পে দেওয়া ঋণের পরিমাণ খুবই সামান্য। আপনারা অবগত আছেন যে, কার্পাস এবং পশমের ব্যবসা দীর্ঘকাল যাবৎ সঙ্কট এবং মন্দার ভিতর দিয়ে চলেছে। বিশেষত বস্ত্রশিল্প রপ্তানি-বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ হারিয়েছে... ।"

বর্জনের দুটি প্রতিবন্ধক

অতএব এটা স্পষ্ট যে, এক সুসম্বন্ধ বর্জন-আন্দোলন দ্বারা ব্রিটিশ শিল্পকে পঙ্গু করবার জন্য বর্তমান সময় অপেক্ষা অধিকতর সুসময়ের কথা কল্পনা করা যায় না। অবশ্য মহামান্য সম্রাটের ট্রেড কমিশনার বর্জনের দুটি প্রতিবন্ধকের উপর আস্থাশীল। তিনি বলছেন, "প্রথমত ব্যবসায়ী মহলে চরমপন্থী রাজনীতিকদের প্রভাব নেই বললেই চলে।" তিনি কেবল এমন একটি বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করছেন যা সুবিধাজনক এবং সান্ত্বনাদায়ক হলেও সত্যের অপলাপ। তিনি ভুলে যাচ্ছেন সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কীভাবে রাজনীতিক এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কোনও দেশজ শিল্পের সংরক্ষণের দাবি হোক, সুতীবস্ত্রের উপর ধার্য ঘৃণিত অন্তঃশুল্ক হোক অথবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোনও অপ্রতিনিধিত্বমূলক পরিকল্পনার প্রত্যাখ্যানই হোক—প্রত্যেক ব্যাপারেই ব্যবসায়ী দেখতে পেয়েছেন যে, রাজনীতিকদের সহযোগিতায় কাজ করা লাভজনক।

ট্রেড কমিশনার অপর প্রতিবন্ধকটির উল্লেখ করেছেন নিম্নলিখিত ভাষায় :—

"আমদানি-পণ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে এমন এক শক্তিশালী ভারতীয় কায়েমি স্বার্থ আছে যে, এই ধরনের যে-কোনও বিক্ষিপ্ত আন্দোলনের, যা তাদের জীবিকা ব্যাহত করতে পারে, বিরুদ্ধে তারা আত্মরক্ষায় সমর্থ।"

বর্জন প্রচারের পদ্ধতি

ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের গোটা কাঠামো যদি এই দুর্বল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তবে সাফল্য অর্জন কঠিন হওয়া উচিত নয়। বর্জন যে সম্ভব এবং তা যে ব্রিটিশ বাণিজ্যকে প্রভাবিত করবে ট্রেড কমিশনার সেকথা প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। অতএব প্রশ্ন উঠছে প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে। এ বিষয়ে ধরা-বাঁধা কোনও পদ্ধতি অবলম্বন করা বিজ্ঞজনোচিত নয়, তবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি সুপারিশ করা যেতে পারে :—

(১) বলা হয়েছে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানিকারকদের কায়েমি স্বার্থ আছে এবং (ক) যতক্ষণ পর্যন্ত সমান লাভজনক অ-ব্রিটিশ পণ্য সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত করা না যায় এবং (খ) যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁদের বিশ্বাস করানো না যায় যে, তাঁরা চাইলেও তাঁদের পণ্য বিক্রি হবে না ততক্ষণ

পর্যন্ত তাঁরা আমদানি বন্ধ করবেন না। অতএব কেবল দেশপ্রেমকে ভিত্তি করে কোনও আবেদন যথেষ্ট নাও হতে পারে।

(২) এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, কাজটা নীচের দিক থেকে শুরু করে উপরের দিকে যেতে হবে, অর্থাৎ খোদ ভোক্তাদের মধ্যেই ব্যাপক এবং নিয়মিতভাবে ব্রিটিশ-পণ্য-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

(৩) জনসাধারণের নিরক্ষরতার কথা মনে রেখে এই প্রচারকার্য প্রধানত জনসভার মাধ্যমে এবং কেবল সীমিতভাবে সংবাদপত্র এবং প্রচারপত্রের মাধ্যমে চালাতে হবে। উত্তেজনার সময় বক্তার পক্ষে রাজনীতি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। এবং রাজনীতি এড়ালেও কেবল সফল প্রচারক* বলেই লোকজনকে গ্রেফতার করা হতে পারে। অতএব বক্তা নির্বাচনের সময় তাঁরা জোরালোভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝিয়ে বলতে পারেন কিনা শুধু তা দেখলেই চলবে না, তাঁদের আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা আছে কিনা তাও দেখতে হবে।

(৪) দোকানের সামনে পিকেটিং করা প্রচারের এক কার্যকর পদ্ধতি। কিন্তু এই পদ্ধতি প্রায়ই পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের পথে নিয়ে যায়, বিশেষত যদি প্ররোচনা দেবার লোক নিয়োগ করা হয়। পিকেটিং ছাড়াই উদ্দীপনাকে এমন এক উচ্চ স্তরে তুলে দিতে হবে যে, কঠোর নির্যাতনও আন্দোলনকে দমন করতে পারবে না।

(৫) ভারতীয় পণ্য দিয়ে অনুরূপ ব্রিটিশ পণ্যের স্থান পূর্ণ করতে হলে নিকটতম বদলি পণ্যটি ক্রেতা এবং খুচরো ব্যবসায়ীদের সামনে দর্শনীয়ভাবে তুলে ধরতে হবে এবং একই সঙ্গে পণ্যের সম্ভাব্য বিক্রি সম্পর্কে উৎপাদককে একটা ধারণা দিতে হবে। প্রয়োজনীয় কারিগরি-জ্ঞান সংগ্রহেব জন্য তাঁদের সাহায্যও করতে হবে।

(৬) যে-ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্য পাওয়া যাবে না সেখানে অ-ব্রিটিশ বিদেশী পণ্য দিয়ে ব্রিটিশ পণ্যের স্থান পূর্ণ করবার জন্য একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলিকে তাদের নিজেদের স্বার্থে আন্দোলনকে সাহায্য করতে বলতে হবে। এই কারণে শুধু তাদের নিজেদের দেশের উৎপাদকদের ভারতীয় বাজারের চাহিদার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেই চলবে না, বিপণন কেন্দ্রও খুলতে হবে, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করবার জন্য থাকবে দক্ষ প্রচারবিভাগ।

কর্তব্যের গুরুত্ব ভারতের জাতীয়তাবাদীদের নিরুৎসাহিত না-করে কোন আশা এবং সাহসে উদ্দীপিত করা উচিত। যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো কিছু অর্জিত নাও হয় তবু এইটুকু নিশ্চিত লাভ হবে যে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি যতটা হ্রাস পাবে অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে জাতি ততটাই মুক্ত হবে। এমন কি ভারতবর্ষে এখন শিল্প চালু না হলেও পরবর্তীকালে দেশের অর্থনৈতিক মঙ্গলের স্বার্থে প্রয়োজন হলে অ-ব্রিটিশ পণ্য বিতাড়ন সহজতর হবে।

যদি চিরন্তন সতর্কতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য হয় তবে নিরন্তর সংগ্রাম যে একটি জাতির অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য এই কথাও কম সত্য নয়।

---

* এটা যে অমূলক ভীতি নয় বাঙলা সরকারের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের তৎকালীন সদস্য মাননীয় স্যার হিউ স্টিফেনসনের ১৯২৪ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখের বক্তৃতার নিম্নে উদ্ধৃত সারাংশ থেকে তা বোঝা যাবে :—

"বাঙলা সরকার ১৮১৮ সালের রেগুলেশন ৩ অনুযায়ী বর্জন-সম্পর্কে হিংসাত্মক বক্তৃতা এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের কাজকর্মের জন্য ১৯০৮ সালে বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্রের গ্রেফতার চেয়েছিল।...অনুরূপভাবে, পূর্ববঙ্গ সরকার বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের ক্ষেত্রেও একই রেগুলেশন প্রয়োগের অনুমতি প্রার্থনা করেছিল—কারণ তাঁর ঝটিকাগতি প্রচারকার্য...এবং ব্রজমোহন ইনিস্টিটিউশনের উপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ—যে-ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন থেকে ক্রমাগত স্বদেশী প্রচারকের স্রোত বেরিয়ে আসছিল।"

পরিশিষ্ট—১

[বর্মার কারাগারে লেখা নেতাজীর নোটগুলি থেকে সেখানে বন্দী থাকবার সময়ে তিনি যে-সব বই পড়েছিলেন তার উপরে তাঁর স্বহস্তে লেখা বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা পেয়েছি। এই খণ্ডে সেগুলি আমরা প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত "পুরোহিত দর্পণ" নামে একটি বই-এর উপর নেতাজীর বাঙলায় লেখা মন্তব্য ছিল। এই মন্তব্যগুলি এই খণ্ডের পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হল। আমাদের নিশ্চিত ধারণা উৎসাহী পাঠক, তাঁর মাতৃভাষা যা-ই হোক না কেন, এর মর্মোদ্ঘাটনের পথ খুঁজে পাবেন—সম্পাদক]

পুরোহিত দর্পণ
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
সঙ্কলিত
৩৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের স্ট্রীট
অবসর কার্য্যালয় হইতে
৺সুরেনচণ্ডী দত্তের পত্নী
শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী
সত্বাধিকারিণীর ম্যানেজার
শ্রীহরিদাস বসাক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত মূল্য দু'টাকা বার
আনা,বাঁধান তিনটাকা চার
আনা

বারাহী তন্ত্র—তারাচক্র, রাশিচক্র এবং নামচক্র বিচারে যদি মন্ত্র অনুকূল মন্ত্র হয় তবে অন্য চক্র বিচার করিবে না। কিন্তু ধনী মন্ত্র ও অকুল গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি নিষেধ বাক্য থাকায় ঋণী ধনী চক্র ও কুলাকল চক্রের বিচারও আবশ্যক বুঝা যাইতেছে।

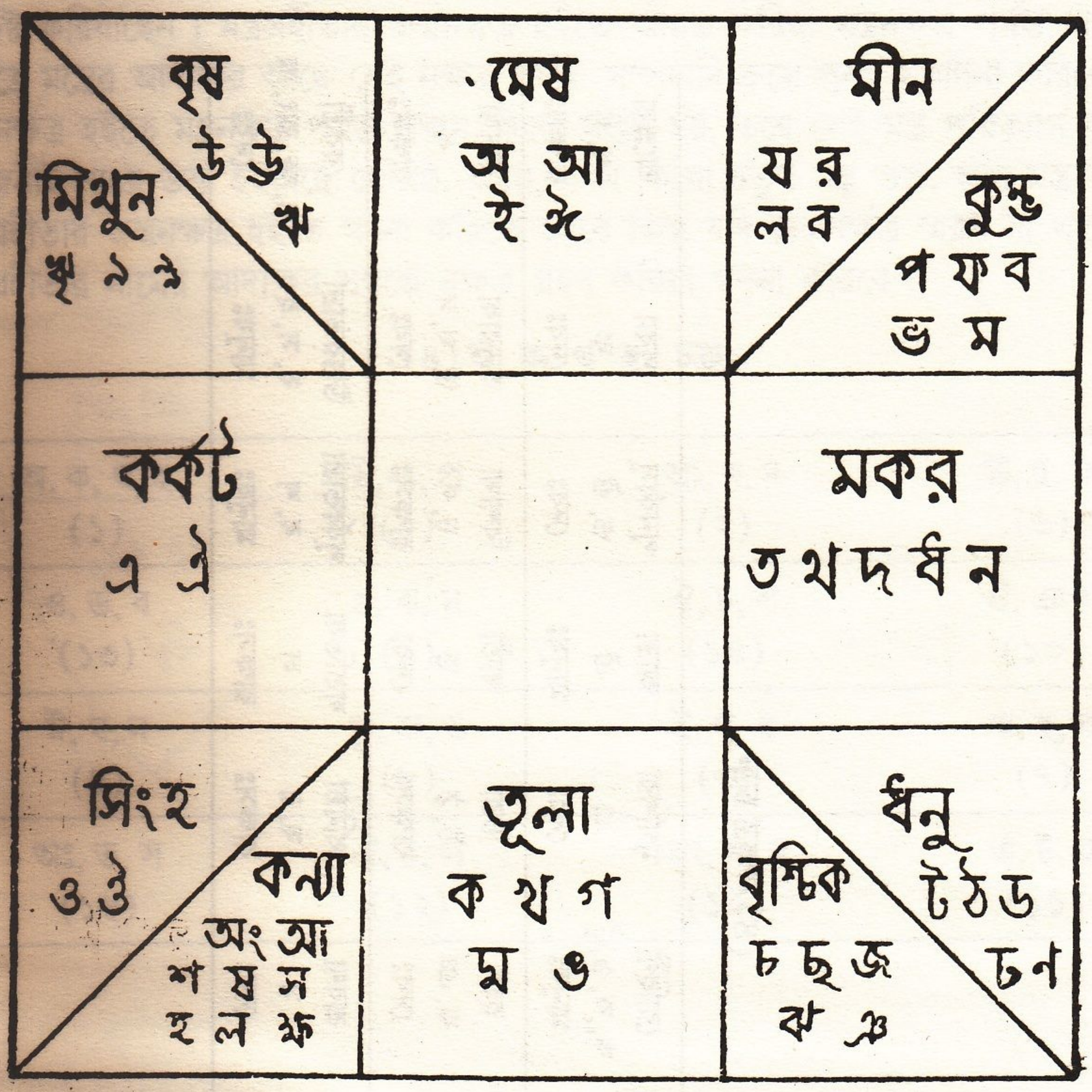
মন্ত্রভেদ—যে মন্ত্রের অন্তে "হুঁ ফট্" আছে তাহাকে পুংমন্ত্র—যাহার অন্তে "স্বাহা" আছে তাহা স্ত্রীমন্ত্র—এবং যাহার অন্তে "নমঃ", আছে তাহা নপুংসক মন্ত্র বলিয়া জানিবে।

(১) কুলাকুলচক্র

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
(১) অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ
(২) এ	ঐ	ও	ঔ	অং
(৩) ক	খ	গ	ঘ	ঙ
(৪) চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
(৫) ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
(৬) ত	থ	দ	ধ	ন
(৭) প	ফ	ব	ভ	ম
(৮) য	র	ল	ব	শ
(৯) ষ	ক্ষ	ল	স	হ

মন্ত্রগ্রহীতার আদ্যক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ করিবে তাহার আদ্যক্ষর, এই দুই অক্ষর যদি একভূত বা একদোত হয় তবে সেই মন্ত্র স্বকুল অন্যথা অকুল বলিয়া জানিবে। যদি মন্ত্র-গ্রহীতার নামের আদিবর্ণ ও মন্ত্রের আদিবর্ণ বর্ণ এককোঠস্থ না হয়, তবে উক্ত বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলেও সে মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। শত্রুতা হইলে কখনই সে মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই। বারুণ বা জল বর্ণ ভৌম বর্ণের এবং মারুত বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র, মারুত বর্ণ পার্থিব বর্ণের, আগ্নেয় বর্ণ বারুণ বর্ণের ও পার্থিব বর্ণের শত্রু বলিয়া কথিত হইয়াছে। উদাহরণ

তারানাথ মন্ত্র গ্রহীতা, সে কালী এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কিনা ? তারানাথের আদ্যক্ষর "ত" আর মন্ত্রের আদ্যক্ষর "ক"—উভয় বর্ণ এক কোষ্ঠার মধ্যে অবস্থিত, সুতরাং তারানাথ কালীমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তারানাথ রামমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কিনা ? তাহাও পারে—যদিও "র"ও"ত" এক কোষ্ঠাশ্রিত নহে। কিন্তু বায়ুবর্ণ "ত" আগ্নেয় বর্ণের "র"—উভয়ের মিত্রতা আছে।



মন্ত্রগ্রহীতার জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্মকালীন রাশি জানা না থাকে তবে নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধীয় রাশি গ্রহণ পূর্বক গণনা করিতে হয়। এইরূপ গণনা করিলে যদি মন্ত্ররাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ হয় তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। কারণ ষষ্ঠাদি রাশিগত রিপুমন্ত্র গ্রহণ করিলে গ্রহীতার অনিষ্ট হয়। "রামার্চ্চণ চন্দ্রিকায়" লিখিত আছে—এক, পঞ্চম ও নবম রাশিগত মন্ত্র বন্ধুর ন্যায় হিতকারী। দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্র সেবক। তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তম রাশিগত মন্ত্র পুষ্টিকর। দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থরাশি স্থির মন্ত্র ঘাতক—ইহা কেবল বিষ্ণু বিষয় জানিবে।

শক্তিমন্ত্র গ্রহণে ষষ্ঠ মন্ত্রও অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত আছে—লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম, কর্ম, আয় ও ব্যয়—মেষাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুসারে ইহাদের শুভাশুভ ফল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিষ্ণু মন্ত্র বিচার বিষয়ে চতুর্থাংশ শত্রুস্থান এবং ষষ্ঠরাশি বন্ধুস্থান জানিবে।

যে-যে স্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে যেরূপ ফল হইবে, তাহা এই—"লগ্নরাশিগত মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্র সিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে ধনবৃদ্ধি, ভ্রাতৃস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, বন্ধুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে বন্ধুবৃদ্ধি, পুত্রস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে পুত্রবৃদ্ধি, শত্রুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্র স্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে মধ্যবিষ ফল, মৃত্যুস্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে মৃত্যু। দ্বাদশ স্থানস্থিত মন্ত্র গ্রহণে সঞ্চিত ধনের ব্যয় হয়।

অশ্বিনী অ, আ (দেব:	ভরণী ই আদর:	কৃত্তিকা উ, ঊ, ঊ রাক্ষস:	রোহিণী ও, বা, ভ, ভী আদর:	মৃগশিরা এ দেব:	আর্দ্রা ঐ আদর:	পুনর্বসু ও, ঔ দেব:	পুষ্যা ক দেব:	অশ্লেষা খ, গ রাক্ষস:
মঘা ঘ, ঙ রাক্ষস:	পূর্বফাল্গুনী চ আদর:	উত্তরফাল্গুনী ছ, জ আদর:	হস্তা ঝ, ঞ দেব:	চিত্রা ট, ঠ রাক্ষস:	স্বাতী ড দেব:	বিশাখা ঢ, ণ রাক্ষস:	অনুরাধা ত, থ, দ দেব:	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষস:
মূলা ন, প, ফ রাক্ষস:	পূর্বাষাঢ়া ব আদর:	উত্তরাষাঢ়া ভ আদর:	শ্রবণা য দেব:	ধনিষ্ঠা গ, ঘ রাক্ষস:	শতভিষা ঙ রাক্ষস:	পূর্বভাদ্রা ক, শ আদর:	উত্তরভাদ্রা ঝ, ঞ, ট আদর:	রেবতী ত, থ, দ, ধ, ন দেব:

(৪) নক্ষত্র চক্র

স্বজাতিতে পরম প্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যম প্রীতি, রাক্ষস ও মনুষ্যে বিনাশ এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা হয়। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র এবং মন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে পড়িবে, সেই গৃহগত নক্ষত্র লইয়া গণনা করিবে। যদি মন্ত্র ও মন্ত্রগ্রহীতার এক গণ হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ হইয়া থাকে এবং যাহার মানুষগণ সে দেবগণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। মানুষগণ ও রাক্ষসগণে এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শত্রুতা হয় ; কাজেই তাদৃশ মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

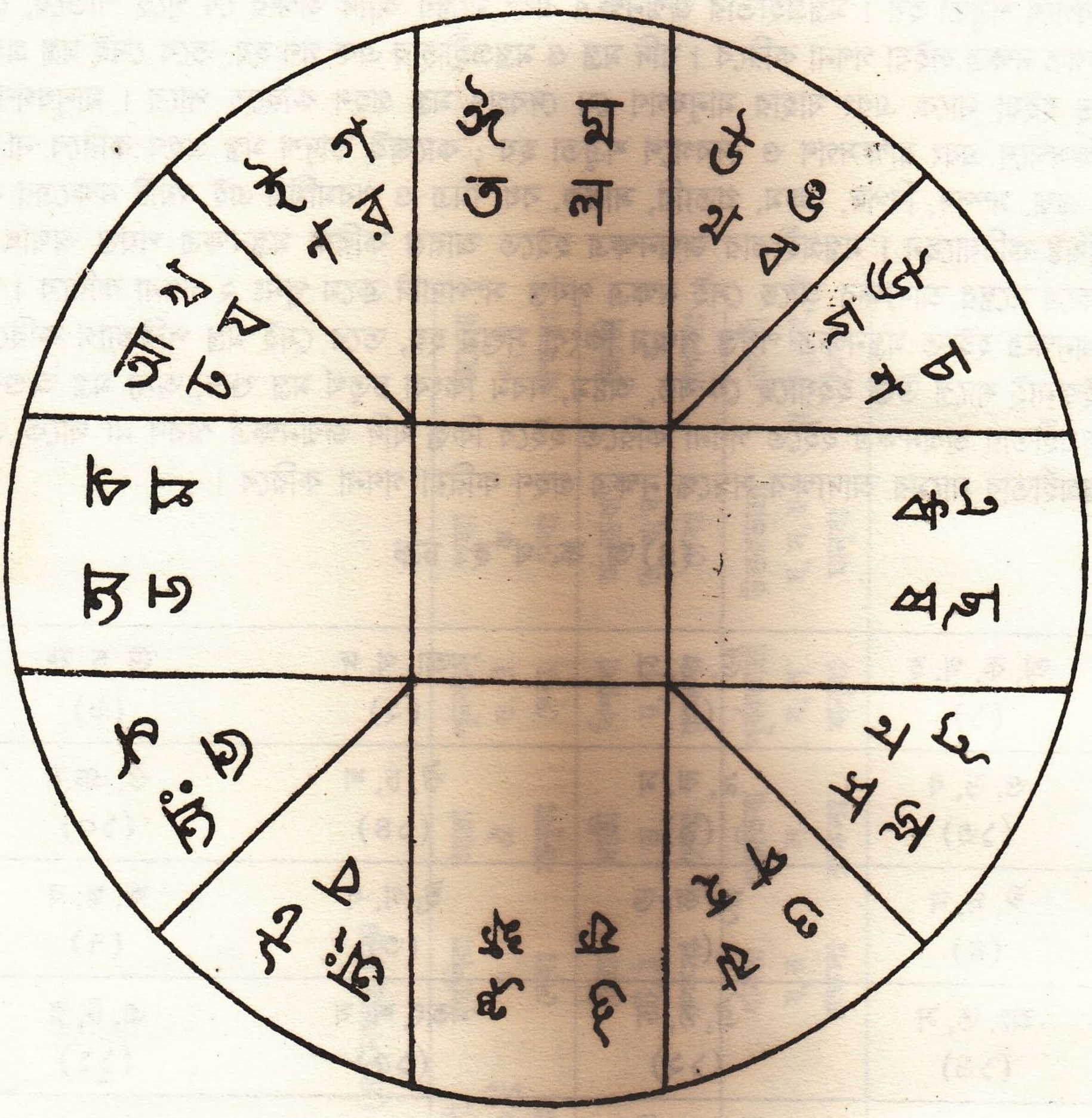
জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র এই নয়টি নক্ষত্রের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রনক্ষত্র পর্যন্ত অর্থাৎ যে নক্ষত্রে মন্ত্রের আদ্যক্ষর আছে সেই নক্ষত্র পর্যন্ত সম্পদাদি ক্রমে পুনঃ ২ গণনা করিবে। যদি জন্মনক্ষত্র হইতে মন্ত্রনক্ষত্র পর্যন্ত পঞ্চম কিংবা সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। এইজন্যই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম কিংবা চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্য মন্ত্র অশুভ। মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে কিন্তু যদি জন্মনক্ষত্র স্মরণ না থাকে তবে মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধে নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে।

(৪) অ ক থ হ চক্র

অ, ক, থ, হ (১)	উ, ঙ, প (৫)	আ, খ, দ (২)	ঊ, চ, ফ (৬)
ও, ড, ব (১৩)	৯, ঝ, ম (৯)	ঔ, ঢ, শ (১৪)	ঔ, ঞ,য (১০)
ঈ, ঘ, ন (৪)	ৠ, জ, ড (৮)	ই, গ, ধ (৩)	ঋ, ছ, ব (৭)
অঃ, ত, স (১৬)	ঐ, ঠ, ল (১২)	অং, শ, ষ (১৫)	এ, ট, র (১১)

অনন্তর মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ গণনা করিবে। এক কোষ্ঠাতে নাম ও মন্ত্রের আদিবর্ণ হইলে তাহাতে ঐরূপ বর্ণ গণনা করিবে। উক্ত চক্রে বর্ণবিন্যাস ও গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিবে। এক্ষণে কোন্ মন্ত্র গ্রহণে কিরূপ ফল হয়, তাহা এই সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়। সাধ্য মন্ত্র গ্রহণ জপহোমাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হয়। সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধ হয় এবং অরিমন্ত্র গ্রহণে সমূলে বংশ বিনাশ হয়। কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই। ভ্রম বা প্রসাদ বশতঃ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আবার মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

(৫) অ ক ড ম চক্র



গণনা প্রণালী এইরূপ—সাধকের নামের আদ্যক্ষর হইতে মন্ত্রের আদ্যক্ষর পর্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে পুনঃ ২ গণনা করিবে। কিন্তু যদি মেষ হইতে মীন পর্যন্ত অর্থাৎ বামাবর্ত্তে মন্ত্র সমুদয় লিখিত হয়, তবে গণনাও বামাবর্ত্তে করিতে হইবে। এই চক্রে পুনঃ পুনঃ সিদ্ধ-সাধ্যাদি গণনা কোন্ কোন্ কোষ্ঠা সাধ্য ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লেখা হইয়াছে—যথা, নবম, প্রথম ও পঞ্চম গৃহ সিদ্ধ ; দশম ও দ্বিতীয় গৃহ সাধ্য ; তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশ গৃহ সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ গৃহ রিপু জানিবে। এই চক্রের গণনায়, মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য অথবা সুসিদ্ধ হইলে শুভ ফল হয়। অরিমন্ত্র গ্রহণে অশুভ হইয়া থাকে—অতএব কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

(৬) ঋণী-ধনী চক্র

বিচারের প্রণালী :—মন্ত্রের স্বর ব্যঞ্জন বর্ণ সমুদয় পৃথক ২ রাখিবে। এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হইবে সেই সকল বর্ণ চক্রের যে যে কোষ্ঠায় আছে, সেই ২ কোষ্ঠার উপরিভাগে যে সকল অঙ্ক থাকিবে, প্রত্যেক বর্ণের সেই সকল অঙ্ক লইয়া একত্রযোগ করিলে যোগফল যত হইবে, তাহাকে ৮ দিয়া হরণ-পূর্ব্বক অবশিষ্ট অঙ্ক একস্থানে রাখিবে। তারপর মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ব্যঞ্জন বর্ণ সকল পৃথক ২ করিয়া উক্তরূপে নিম্ন কোষ্ঠায় কি অঙ্ক আছে, সেই অঙ্ক লইয়া যোগ ও ৮ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা লইবে। এখন মন্ত্রের অঙ্ক কি মন্ত্রগ্রহীতার অঙ্ক অধিক হইলে দেখিতে হইবে। যে অঙ্ক অধিক হইবে তাহা ঋণী, এবং যে অঙ্ক ন্যূন হইবে তাহা ধনী। মন্ত্র ঋণী হইলে তাহা গ্রহণ করিবে। মন্ত্র ধনী হইলে তাহা কদাচ গ্রহণ করিবে না। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্ক সমান হইলেও তাহা অমঙ্গলপ্রদ নহে।

মন্ত্রগ্রহীতার নাম গ্রহণ সম্বন্ধে সমস্ত তন্ত্রেরই সাধারণ মত এই যে লোক প্রসিদ্ধ নাম ও পিতামাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত নাম এবং যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয়,

দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে এবং যে নাম গ্রহণ করিলা আহ্বান করিলে অন্যমনস্ক অবস্থাতেও উত্তর প্রদান করে—সেই নাম গ্রহণ ও তাহা লইয়া বিচার করিবে।

"কালিদাস"—'হর' এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে ঋণী-ধনী চক্রের বিচার এইরূপ করিতে হয়। প্রথমে সাধ্যাঙ্ক দেখিতে হয়। সাধ্য হইল মন্ত্র, অতএব "হর" মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক করিলে এইরূপ হয়—হ, অ, র, অ। সাধ্যাঙ্ক চক্রের উপর কোষ্ঠায়—এখন দেখিতে হইবে সাধ্যাঙ্ক ঐগুলি কত অঙ্ক—হ=৩ ; অ=৬ ; র=৩ ; অ=৬। এই সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে ১৮ হইল। ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১৮-র ২ অবশিষ্ট থাকিল। এখন সাধকাঙ্ক দেখিতে হইবে। সাধকাঙ্ক নীচের কোষ্ঠায়। সাধক বা মন্ত্রগ্রহীতার নাম কালিদাস। উহার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক করিয়া তাহার অঙ্ক স্থির এইরূপ হয়। কালিদাস=ক, আ, ল, ই, দ, আ, স, অ। ক=২ ; আ=২ ; ল=২ ; ই=২ ; দ=১ ; আ=২ ; স=৪ ; অ=২। এই সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে ১৭ হইল। ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, সাধ্যাঙ্ক অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক অধিক অতএব মন্ত্রাঙ্ক ঋণী। আর সাধকাঙ্ক অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার অঙ্ক কম, অতএব ধনী। সুতরাং "কালিদাস" "হর" মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে।

(৬) ঋণী-ধনী চক্র

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ, আ	ই, ঈ	উ, ঊ	ঋ, ৠ	ঌ, ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড়	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

পরিশিষ্ট—২

পত্রাবলী

জানকীনাথ বসু লিখিত

১

কটক,
১৭ মার্চ, ১৯২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৭ ফেব্রুয়ারির পত্র পেয়েছি। জেনে সুখী হলাম যে তুমি ভাল আছ।

আমি এই মাসের ৮ তারিখে কলকাতায় গিয়েছিলাম। ১২ তারিখে ফিরে এসেছি। তোমার মা এখনও ওখানে আছেন।

গরম পড়তে শুরু করেছে। যত শীঘ্র সম্ভব পুরী যাবার কথা ভাবছি।

এখানে এবং কলকাতায় সকলে ভাল আছে।

তোমার কুশল সংবাদ দেবে।

ইতি,
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

২

কটক
৯-৬-২৫
(মঙ্গলবার)

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৬ মে তারিখের পত্র পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলাম। তোমার মা, সরলা এবং তার ছেলেমেয়েরা এখনও পুরীতে। ওরা সবাই ভাল আছে। এমন কি পুরীতেও এখন গরম—কটকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

মান্দালয়ে এখন নিশ্চয় অসহ্য গরম।

শরৎ চার-পাঁচ দিনের জন্য কার্সিয়াং গিয়েছিল, গত বৃহস্পতিবার ফিরে এসেছে।

সুনীল লন্ডনে পৌঁছেছে। ও ঘোষ রিসর্চ স্কলারশিপ পেয়েছে এবং ওখানে এক বছর গবেষণা করবে।

সুধীর ১ জুন জামশেদপুরে তার পদে যোগ দিয়েছে। ও ভাল আছে। পলি প্রায় তিন সপ্তাহ এখানে আছে। ও এখন আগের চেয়ে ভাল।

সুরেশ এবং গোপালী শিখরপুর বাগানে দেশলাই কারখানার যন্ত্রপাতি বসাতে অত্যন্ত ব্যস্ত।

আমরা সবাই ভাল আছি।

আমাদের আশীর্বাদ জেনো। আশা করি তুমি ভাল আছ।

ইতি,
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

৩

কটক
৩-৭-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ১৩ জুনের পত্র যথাসময়ে পেয়েছিলাম, কিন্তু শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না বলে সময়মত উত্তর দিতে পারিনি। আমার কোমরে প্রচণ্ড স্নায়ুর অথবা বাতের যন্ত্রণা হয়েছিল, তবে বর্তমানে আমি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ। তোমার মা এবং মেজদিদি এখনও পুরীতে—রথযাত্রা শেষ হয়ে গেছে। আশা করছি দু'তিন দিনের মধ্যেই ওঁরা এখানে ফিরে আসবেন।

পলি এবং তার ছেলেটি এখানে আছে। ওদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। সুরেশ এবং গোপালী দেশলাই কারখানা তৈরি করতে এবং যন্ত্রপাতি বসাতে ব্যস্ত। বর্ষা নেমেছে এবং গরম কমেছে।

আশা করি তুমি সুস্থ আছ।

ইতি
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

৪

কটক
১৬-৮-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ২৫ জুলাই-এর পত্র পেয়েছি এবং তুমি ভাল আছ জেনে সুখী হয়েছি।

আমার কোমরে বাতের ব্যথা সেরে গেছে, কাজেই আমার জন্য তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার আদৌ কোনও কারণ নেই। প্রথম দিকে আমি কিছু অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেয়েছিলাম, কিন্তু পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিয়েছি।

দেশের এই অঞ্চলে গ্রীষ্ম প্রায় শেষ এবং সেপ্টেম্বরে ভুবনেশ্বরে গরম থাকবে না—তা ছাড়া আমি ওখানকার জল ব্যবহার করে দেখতে চাই।

আমি ২৬ আগস্ট কটক থেকে ভুবনেশ্বর যাব।

তোমার মার শরীরটা তেমন ভাল নয়, তবে গুরুতর কিছু নয়।

কারখানা এখনও চালু হয়নি। সুরেশ কারখানার কাজে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে। অন্য সকলে ভাল আছে। তোমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি।

ইতি,
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

৫

কটক
১৩-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার গত মাসের ৫ এবং ২৫ তারিখের পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। তোমার কুশল সংবাদ পেয়ে সুখী হলাম।

আমার এবং তোমার মা-র বিজয়ার আন্তরিক আশীর্বাদ জেনো।

কোদালিয়ায় দুর্গাপূজা যথারীতি এবং সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ওখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুলির কাশীনাথ চ্যাটার্জি, এম. বি.-কে চিকিৎসালয়ের ভার দেওয়া হয়েছে। লোকজনের মধ্যে খুব আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে।

আমাদের কটকের বাড়িতে দুর্গাপূজা চমৎকারভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুরেশ এই পূজায় অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে। আমাদের কাছে এটি একটি বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

ডলি এবং ছেলেমেয়েরা সরলার সঙ্গে গোরখপুর থেকে কলকাতা এসেছে।

সতীশ এবং বউমা কয়েকদিনের জন্য ওয়ালটেয়ার গিয়েছে।

আমার কোমরের ব্যথা সেরে গিয়েছে। তোমার মা কলকাতায় এবং তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। আমি আগামী মাসের ১৫ তারিখে কলকাতা যাব।

মান্দালয় জেলে দুর্গাপূজা করতে পেরেছ জেনে খুশি হলাম। এ সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবর আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি।

ভুবনেশ্বরে আমরা অল্প দিন ছিলাম। আমরা ২১ সেপ্টেম্বর কলকাতা পৌঁছেছিলাম এবং ৩ অক্টোবর আমি এখানে এসেছি।

এখানে, কলকাতায় এবং কার্সিয়াঙে সবাই ভাল আছে।

আশা করি তোমার স্বাস্থ্যের এখন আরও উন্নতি হয়েছে।

ইতি,
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

শরৎচন্দ্র বসু লিখিত

৬

গিদ্দা পাহাড়
কার্সিয়াং
২৪-১০-২৫

প্রিয় সুভাষ,

তোমার ৯ তারিখের পত্র ২১ তারিখে পেয়েছি। খদ্দরের ধুতি আর চাদরের পার্সেলটি শেষ পর্যন্ত তোমার হাতে পৌঁছেছে এবং পূজার এই সামান্য উপহার পেয়ে তোমার সহনির্বাসিতেরা খুশি হয়েছেন জেনে আমরা সুখী হলাম।

সংবাদপত্রেও পড়েছি যে, তোমাদের দেবীপ্রতিমা সর্বোত্তম হয়েছিল। পূজার খরচ বাবদ তোমরা কি সরকার থেকে কোনও টাকা পেয়েছ ? মদের ব্যবসা বিলোপের জন্য যে প্রচার অভিযান আরম্ভ করব তার প্রকৃতি এবং পদ্ধতি সম্পর্কে আমি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনি। সরকারের কাছ থেকে কর্পোরেশনে গৃহীত প্রস্তাবের জবাব এসেছে (আমার ধারণা কার্যবিবরণীতে তুমি তা দেখেছ) এবং আগামী মাসে আমি কলকাতায় ফিরলে এর উপরে বিতর্ক হবে। বিতর্ক শেষ হলে মদ নিষিদ্ধ করার জন্য আমাদের কী ব্যরস্থা গ্রহণ করা উচিত আমি তা নির্দেশ করব।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তোমার মতামত কর্পোরেশনের সদস্যদের (বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা কমিটির সদস্যদের) সামনে পেশ করব এবং তাঁদের বক্তব্য তোমাকে জানাব। আমি কলকাতায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত এটাও স্থগিত থামবে।

"হেমেন্দ্রবাবুর লেখা দেশবন্ধুর জীবনী সার্থক হবে না" এই অভিমত তুমি অত্যন্ত নম্রভাবে প্রকাশ করেছ। আমি প্রায় নিশ্চিত যে, এটি হতাশাব্যাঞ্জকরূপে অসার্থক। তুমি হয়তো সংবাদপত্রে লক্ষ করেছ যে, শ্রীপৃথ্বীশ রায়ও ঘোষণা করেছেন যে, তিনি একটি জীবনী লিখবেন। তাঁর রচিত জীবনীটি কেমন হবে তা অনুমান করা শক্ত।

কোদালিয়ায় গ্রামের কাজকর্ম সম্পর্কে সর্বশেষ খবর উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের ডিসপেনসারিতে ডাক্তার গড়ে দৈনিক ১৫ থেকে ১৬ জন রোগীর চিকিৎসা করছেন। দরিদ্র এবং সহায়সম্বলহীনদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। পল্লীসমিতির মতানুযায়ী যাঁদের ওষুধের দাম দেবার সামর্থ্য আছে, তাঁদের কাছ থেকে ওষুধের দাম নেওয়া হচ্ছে। ১৭ তারিখ পর্যন্ত ওষুধ বিক্রি করে ৬৪ অথবা ৬৫ টাকা পাওয়া গিয়েছে। ওই দিন পর্যন্ত ডাক্তার ৫৯ জন রোগীকে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছেন। ১৭ দিনের পক্ষে এই রেকর্ড খারাপ নয়।

২৬ তারিখে ফরোয়ার্ডের বাৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে আমি আজ বিকেলে কলকাতা রওনা হচ্ছি। আমি ৩৮/১ নম্বরের চাতাল এবং এর দক্ষিণ দিকের ফাঁকা জমি পরিদর্শন করে দেখব কোথাও কেরোসিন তেল দিয়ে পরিষ্কার করবার দরকার আছে কিনা। ৩৮/১ যথেষ্ট

পরিষ্কার। এমন হতে পারে যে, ফাঁকা জমিতে জল জমে থাকে।

ব্যক্তিগত

চিররঞ্জন প্রকৃতপক্ষে প্রায় কিছুই করছে না। সে তার মা এবং পরিবারের জন্য হাজরা লেনে চমৎকার একটি বাড়ি ভাড়া করেছে। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম সে নিজের জীবন সম্পর্কে দায়িত্ববান হয়ে উঠছে। কিন্তু শীঘ্রই সে তার পুরনো পথে ফিরে গেল এবং তিন-চার দিন তাঁর খোঁজই পাওয়া গেল না। সে ফিরে এসেছে এবং এখন হাজরা লেনে আছে। শ্রীযুক্তা দাশ এখন শ্রীযুক্ত...হালদারের বাড়িতে (২০ মুলেন স্ট্রিট) আছেন। ওখানে কল্যাণীর একটি পুত্র হয়েছে। সুধীর তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে উটকামন্ড গিয়েছে এবং সেই কারণেই শ্রীযুক্তা দাশ শ্রীযুক্ত হালদারের বাড়িতে গিয়েছেন।

চিররঞ্জন তার বাবার বই ছাপা এবং বিক্রির জন্য বসুমতীর সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করেছে। এই ব্যবস্থার খুঁটিনাটি আমার জানা নেই। তবে নলিনী সরকার আমাকে বলেছেন যে, তিনি চুক্তিপত্র দেখবেনএবং শ্রীযুক্ত দাশের পরিবারকে আরও কিছুটা আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য চুক্তিপত্রে কিছু পরিবর্তন করতে হলে তিনি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করবেন।

পৃথ্বীশ এখনও কোনও চাকরি জোগাড় করতে পারেনি। আমি শ্রীযুক্ত জে. সি. মুখার্জিকে মাঝে-মাঝে ওর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

আমি যখন কলকাতা যাব তখন তোমার বাড়তি চশমাজোড়া খুঁজে দেখব এবং পেলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব। গোপালী কয়েকদিন আগে কটক গিয়েছিল। ফিরে এসেছে কিনা জানি না।

কিরণশঙ্কর তাঁর পত্রে জানিয়েছেন যে, ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভোটার তালিকায় তোমার নাম তুলবার জন্য তোমার দরখাস্ত দাখিল করেছেন। আমি মাত্র আজ সকালেই জানতে পারলাম যে, ১২০০০ টাকা আয়ের উপর আয়কর দিই বলে আমি ভোটার হবার অধিকারী। জানি না ভোটার তালিকায় আমার নাম আছে কিনা। যদি না থাকে, তা হলে এখন আর কিছু করা যাবে না, কারণ আপত্তি জানাবার শেষ দিন ছিল ২০ তারিখ।

এই কথা ভেবে অবাক লাগছে যে, আমার ২৫ সেপ্টেম্বরের পত্রে এমন কী ছিল যার উপর কালি ঢেলে দেবার প্রয়োজন হল।

আমি সরকারের কাছে যে তোমাকে দৈনিক "ফরোয়ার্ড" পাঠাবার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু সরকার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছে। দেশবন্ধুসংখ্যা তোমাকে পাঠাবার জন্য মিঃ আর্মস্ট্রং-এর কাছে একটি কপি পাঠাতে আমি ফরোয়ার্ডের ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম। পরে জেনেছি তোমার কাছে ওটা পাঠানো হয়েছিল। দেশবন্ধুসংখ্যা আর্থিক দিক থেকেও লাভজনক হয়েছে।

আজ এখানে শেষ করছি। আমি ৬ নভেম্বর সপরিবার পাহাড় থেকে নীচে নামব। আশা করি তুমি ভাল আছ। তুমি ভাল থাকলেই আমরা ভাল থাকব।

পুঃ রামিয়া আমার চিঠির যে জবাব দিয়েছেন তা এই সঙ্গে পাঠালাম। বিষয়টি সম্পর্কে তোমার স্পষ্ট নির্দেশ আমাকে জানাও। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি—বেবি ভাল আছে। খবরটা এখানে পেলাম। আমি দুঃখিত। দাদা ভাল আছেন একথা বলতে পারছি না। উনি ওয়ালটেয়ারে আছেন।

ইতি
শরৎচন্দ্র বসু

শরৎচন্দ্র বসুকে লিখিত

৭

মান্দালয় জেল
১-৩-২৬

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আমার শেষের কয়েকটি পত্র পেয়েছেন কিনা জানি না। আমি ইচ্ছা করেই ধর্মঘট সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিনি, কারণ আমার ভয় ছিল চিঠিগুলি আটক করা হবে এবং যা ঘটেছে তার জন্য আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন। আমার চিঠিতে ধর্মঘটের কোনও সংবাদ থাকলে তা আটক করা হবে আমার এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

আপনার দীর্ঘ তার আমি ২৭-২-২৬ তারিখে বিকেল পাঁচটা নাগাদ পাই এবং তৎক্ষণাৎ এক্সপ্রেসে জবাব পাঠাই। জানি না কবে তা আপনার হাতে পৌঁছেছিল।

আমি দুর্বল—অন্য দিক থেকে ভালই আছি এবং আমার জন্য উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ নেই। প্রথম কয়েক দিন আমার মাথায় যন্ত্রণা ছিল এবং মস্তিষ্কে সামান্য গোলমাল হয়েছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে উপবাসে আমি ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। কর্মশক্তি সংরক্ষণের জন্য আমি যতক্ষণ পারি শুয়ে থাকছি। ধর্মঘট এখনও চলছে এবং আরও কিছু দিন চলবে। আমি উপবাস ভঙ্গ করেছি একথা যতদিন আমার কাছ থেকে না জানবেন ততদিন আপনি নিশ্চিতরূপে ধরে নিতে পারেন যে, ধর্মঘট চলছে।

এক চিমটি নুনের সঙ্গে গরম জল অত্যন্ত পরিপোষক। মাঝে-মাঝে আমার মাথা ধরে এবং মাথা ঘোরে—তবে এতে আশঙ্কার কিছু নেই। এখানে আমার কয়েকজন বন্ধু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

আশা করছি রঙ্গমামাবাবু আগামী বুধবার এখানে আসবেন। উনি এখানে কতদিন থাকবেন তা জানি না।

২৭-২-২৬ তারিখে ওজন ছিল ১৪৪ পাউন্ড।

দেখবেন, বাবা এবং মা যেন কিছুতেই ভয় না পান। আমি জানি ওঁদের উদ্বেগ দূর করা সম্ভব নয়।

এতদিনে আপনি জানতে পেরেছেন যে, আত্মীয়বন্ধুদের কাছে এবং ভারতবর্ষে পাঠানো আমাদের তার এখানে কয়েকদিন আটকে রাখা হয়েছিল। আমরা ব্রহ্মদেশ এবং বাঙলার সরকার এবং গভর্নর জেনারেলের কাছে ১৮ তারিখে, যে-দিন ধর্মঘট শুরু করি, তার পাঠিয়েছিলাম।

আশা করি আপনারা সকলে সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন।

ইতি,

আপনার স্নেহের সুভাষ

পুঃ—আমি রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে কর্পোরেশনে এবং ব্যবস্থাপক সভায় বিতর্কের রিপোর্ট দেখেছি। যদিও ধর্মীয় প্রশ্ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের অভিযোগ অনেক এবং দীর্ঘস্থায়ী। এইসব অভিযোগের বিস্তৃত বিবরণ আমরা ভারত সরকারকে জানাইনি, কারণ ১৯২৫ সালের ১১ ডিসেম্বর স্যার হিউ স্টিফেনসনের বক্তৃতার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, সমস্ত ব্যাপারটা বর্মা সরকারের হাতে এবং বাঙলা সরকার অথবা ভারত সরকারকে লেখার প্রয়োজন নেই।

২৪ ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুনের সংবাদপত্রে (ডাক সংস্করণ) অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একটি বিজ্ঞপ্তি—যা সরকারি বিজ্ঞপ্তির সমতুল্য—প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিটি এই মর্মে :—..."মান্দালয়ের জেলে বাঙলার রাজবন্দীদের বিষয়ে ফরোয়ার্ডে প্রকাশিত রিপোর্ট সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে যে, এই রাজবন্দীদের ভাতা সম্পর্কে বর্মা সরকারের অবস্থা বাঙলা সরকারের প্রতিনিধির মতো। এইসব রাজবন্দীদের দেয় ভাতা সম্পর্কে প্রণীত নিয়ম অথবা যে অবস্থায় তাঁদের আটক রাখা হয় বর্মা সরকার তার জন্য দায়ী নয়।

জানা গিয়েছে যে, বাঙলা সরকার বাঙলা দেশের অভ্যন্তরে আটক বন্দীদের ধর্মীয় উৎসবের জন্য কোনও খরচ দেয় না।" আমি ২১-২-২৬ তারিখে আপনাকে এবং শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্তকে (দিল্লিতে) তার পাঠিয়েছিলাম। শ্রীযুক্ত গোস্বামীকে (দিল্লিতে), মেয়র শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তকে, শ্রীযুক্ত অমরনাথ দত্ত এবং আপনাকে ২৬ ফেব্রুয়ারি তার করেছিলাম। আশঙ্কা করছি আমাদের তার রেঙ্গুনে কয়েক দিন আটকে রাখা হয়েছিল—হয় ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ নয় রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েট এই কাজ করেছিল।

আমি ভারত সরকার এবং রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েট মারফত আমাদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে দিল্লি থেকে পাঠানো শ্রীযুক্ত লাজপত রায় এবং শ্রীযুক্ত গোস্বামীর তার পেয়েছিলাম। তারে বলা হয়েছিল—"আপনাকে এবং অন্যান্য বন্ধুদের

অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি—অভিযোগের প্রতিকার অপেক্ষা আপনাদের স্বাস্থ্য দেশের কাছে অনেক বেশি মূল্যবান।" যে পরিপ্রেক্ষিতে অনশন ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং আমাদের সামনে যে কোনও বিকল্প পন্থা ছিল না, জবাবি তারে আমরা সেই কথা সংক্ষেপে জানিয়ে দিই।

আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে দৈনিক রিপোর্ট চেয়ে সুপারিন্টেন্ডেন্টকে পাঠানো আপনার তার পৌঁছেছে। আমার বিশ্বাস গোয়েন্দা বিভাগ মারফত দৈনিক রিপোর্ট পাঠানো হচ্ছে।

আমার কোন্ কোন্ তার এখন পর্যন্ত পেয়েছেন, দয়া করে জানাবেন। তারের খবর উদ্ধৃত করে পাঠালে আমার নিজের কপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কোনও তার আটকে রাখা হয়েছে কিনা জানতে পারব। প্রাপ্তির তারিখগুলিও দয়া করে জানাবেন।

স. চ.ব.

১/৩

এগুলি ছাড়াও তারে আমাদের যৌথ আবেদনও পাঠানো হয়েছিল।

জানকীনাথ বসু লিখিত

৮

৩৮/২ এলগিন রোড
কলিকাতা
১৬ এপ্রিল ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

তোমার বর্তমান মাসের ৩ তারিখের পত্র পেয়েছি। আমি গত শনিবার সকালে কলকাতা এসেছিলাম এবং আজ রাত্রে কটক ফিরে যাচ্ছি। আমি আগের চাইতে ভাল—তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার মা আপাতত এখানে থাকবেন।

বৈশাখে অরুণার বিবাহ হবে। মে মাসের শেষ দিকে আমার কার্সিয়াং যাবার ইচ্ছা আছে কিন্তু ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হব কিনা জানি না। না হলে, যতদিন সম্ভব পুরীতে থাকব।

তোমার মা শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখবেন। তিনি এবং অন্যান্য সকলে ভাল আছেন। তোমার জন্য আমি উদ্বিগ্ন থাকব, কারণ মান্দালয়ের গরম তোমার সহ্য হয় না। তুমি কেমন থাক যত ঘন ঘন সম্ভব আমাকে জানিও।

আশা করি তোমার স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হয়েছে।

ইতি
আশীর্বাদক
জানকীনাথ বসু

শরৎচন্দ্র বসু লিখিত

৯

৩৮/১ এলগিন রোড
১১ জুন, ১৯২৬

প্রিয় সুভাষ,

আশা করি আমার ২৬ মে-র পত্র ইতিমধ্যে পেয়েছে। আমি এর মধ্যে তোমার ১৭ মে এবং ২৬ মে তরিখের পত্র যথাক্রমে ২৮ মে এবং ৫ জুন পেয়েছি। The Statesman কেন তাদের বিরুদ্ধে রুজু করা মামলার শুনানি মুলতুবির আবেদন করেছিল, আমার শেষ চিঠিতে তোমাকে তা জানিয়েছি। ওই দিন তারা মিঃ জাস্টিস বাকল্যান্ডকে জানিয়েছিল যে, মিঃ এইচ. আর. উইলকিনসন, যাঁকে তারা লর্ড লিটনের মালদা বক্তৃতার প্রমাণ দিতে ডাকতে চায়, এই মাসের ২০ তারিখের আগে কলকাতা আসতে পারবেন না বলে মুলতুবির মেয়াদ বাড়াতে

চায়। আমরা মুলতুবির আর্জিতে সম্মতি দিয়েছি। মিঃ উইলকিনসিন যদি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ান তাহলে মামলা অবশ্যই কৌতূহলজনক মোড় নেবে।

তুমি ওখানে 'Capital' পাচ্ছ আমি তা জানতাম না। তুমি Capital থেকে যে অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছ তাতে দি স্টেট্‌স্‌ম্যান-এর জোন্‌স্‌-এর ইংল্যান্ড থেকে লেখা একটি পত্রের উল্লেখ রয়েছে। পত্রটি দি ইংলিশম্যান-এর মামলা প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় আসনে তাঁর উত্তরাধিকারী রে নাইটকে লেখা। জোন্‌স্‌ ইন্ডিয়া অফিস থেকে তোমার সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং শেষপর্যন্ত মিঃ হোস-এর (তিনি যুক্তপ্রদেশের অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এবং বর্তমানে ইণ্ডিয়া অফিসে আছেন) নিকট থেকে কেবল এই তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে যে, "তোমার বিরুদ্ধে কোনও তথ্যভিত্তিক সাক্ষ্য নেই।" বেচারা মিঃ জোন্‌স্‌-এর জন্য দুঃখ হয়।

Capital-এ জোন্‌স্‌-এর যে-পত্রের উল্লেখ করা হয়েছে সেটি আমি আলাদা খামে পাঠাচ্ছি।

হাসপাতালে অনুদানের প্রশ্নটি গত পরশুর কর্পোরেশনের বিষয়সূচীতে ছিল, কিন্তু আলোচনায় আসেনি। কবিরাজ শ্যামাদাসের প্রতি যাতে কোনও অবিচার না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে এবার আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের জন্য এক খণ্ড জমির জন্য এক্ষুনি দরখাস্ত করতে তাঁর ছেলেকেও আমি পরামর্শ দিয়েছি। আমি এক্সিকিউটিভ কমিটিতে এটি পাস করবার চেষ্টা করব। মুশকিল এই যে, কর্পোরেশনে আমাদের কমিটিগুলিতে কর্মতৎপর লোকের সংখ্যা নগণ্য এবং আমি সবসময় সেখানে উপস্থিত থাকতে পারি না। যাঁদের মধ্যে কর্মতৎপরতা আছে তাঁরা যামিনীর পক্ষ সমর্থন করছেন এবং তাঁদের সমকক্ষ কেউ নেই।

কাশ্মীরে তৈরি সুট এবং সার্টের কাপড়ের নমুনার জন্য আমি শ্রীনগরে পত্র লিখব এবং পেলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেব। তোমাকে ভয় দেখিয়ে যে-চিঠি লেখা হয়েছিল পুলিশ তা কয়েক মাস পরে আমাকে ফেরত দিয়েছে এবং এটি আমার কাছে আছে। আমি ওটি মিঃ সরকারকে দেখাব এবং The Statesman-এর মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে ওটি ব্যবহার করা উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করব।

হ্যাঁ, আমারও মনে হয় প্রথমে তোমার কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির মাস্টার্স ডিগ্রি নেওয়া উচিত। টাকার সংস্থান করতে পারলে আমি চিঠিটি পাঠিয়ে দেব।

বুক কোম্পানি তোমাকে যে বইগুলি পাঠিয়েছে সে সম্পর্কে এখন পর্যন্ত ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি বলে দুঃখিত। শীঘ্রই আমি কথা বলব এবং ফলাফল তোমাকে জানাব। তুমি কি জানতে না যে, আর্থার অ্যাভালন ছিলেন স্যার জন উডরফ ?

হ্যাঁ, আমি রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালভাবেই চিনি। বস্তুত, আমরা কলেজে একসঙ্গে পড়তাম। আমি নিশ্চিত যে, বর্মা রেকর্ড্‌স্‌-এ যে-তথ্য আছে সে সম্পর্কে উনি কৌতূহল বোধ করবেন। তুমি ওগুলি কী করে পেলে ?

শ্রীযুক্ত এস. এন. মল্লিক এবং শ্রীযুক্তা মল্লিক গত রাত্রে ইংল্যান্ড রওনা হয়েছেন। ওঁরা লর্ড লিটনের সঙ্গে একই জাহাজে যাবেন। না, এ বছর গ্রীষ্মে আমি ছুটি নিতে পারব বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, আমার ছুটির প্রয়োজনও নেই। শেষের কয়েকটি পত্রে তুমি তোমার স্বাস্থ্যের কথা কিছুই লেখোনি। এ ব্যাপারে নীরব থেকো না।

ইতি
শরৎ

(সবগুলি পত্রই ইংরেজী থেকে অনূদিত)

নির্ঘণ্ট

অনুষঙ্গ-মনস্তত্ত্ব মতবাদ ১০৩
অমৃতবাজার পত্রিকা ১১
অপেরা হাউস ১৬২
অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এ আই সি সি) ১৪২, ১৬৭, ১৬৮
অশোক ৬৬
অস্ট্রিয়া ১৩০, ১৭৫, ২১৯
অস্ট্রেলিয়া ৮১, ৮২, ৮৪, ১২১, ১২২, ১৩১, ১৫৭, ১৯৩, ২০৭

আইন অমান্য আন্দোলন (Civil Disobedience) ১৩৬, ১৬০
আইরিশ ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৫১, ৫২, ১২২
আইরিশ ফ্রি স্টেট ৬১
আইল অ্যামব্রিম (নিউ হেব্রাইডিজ) ৮০
আইল ভানুয়া লাভা ৮১
আক্রাম খাঁ, মৌলানা ২৫
আটলান্টিক ১২৩, ১৫৯
আনসারি, ১৬৫
আফগান ১৫২
আফগানিস্তান ৬৬, ১৩১, ১৫২
আফ্রিকা ১৪, ১১৫, ১৩১, ১৬৩
আবদার রহমান ৬৭
আবদুর রউফ, মৌলবি ১৬৪
আবদুর রহিম, স্যার ১৬৪
আবুল ফজল ১৮২
আব্রাহাম ৬৮
আমেরিকা ৪০, ৮৩, ১০১, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২২, ১৮৪, ১৮৯
আমেরিকান (মার্কিন) ৬২, ৭৯, ৮৩, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৭, ১১৮, ১২১
আয়ার্ল্যান্ড ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪-৫২, ১৩০, ১৬৮
আয়েঙ্গার, শ্রী শ্রীনিবাস ১৫০, ১৬৭
আয়োনিয়া ৫৬
আরব ৫৩, ৬১, ৬৩, ৬৫-৬৮, ৭১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ১১২, ২১১
আর্জেন্টাইন ২০৭
আর্জেন্টিনা ১৩১, ১৯৩
আর্মস্ট্রং, মিঃ ২৩৭
আর্য ২৫, ২৬
আর্য সমাজ ২৬
আল হাকেম ৬৭
আলজিরিয়া ১৩১
আলপীয় ১০৮, ১১২
আলফ্রেড ৫৩
আলস্টার ৩৮, ৩৯
আলানি ৫৮
আলিপুর বোমা মোকদ্দমা ১৩৫
আলিপুর সেন্ট্রাল জেল ২০, ২৩, ২৫, ১৬৩
আলেকজান্ডার, ৩য় ৮৩
আলেকজান্ডার (ম্যাসিডনের) ৮৪
আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য ৯০
আলেকজান্দ্রিয়া ৮৭
আসাম ১৫৬
অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ১৯৯, ১২২
অ্যাজটেক ৮১
অ্যানি বেসান্ত ১৪২
অ্যাবারক্রম্বি, জেনারেল ৩৮
অ্যালথেনস ৭২
অ্যালবিজেনসেজ ৫৪

ইংরাজ ১৭, ১৮, ৪০, ১১৪, ১৫২, ১৬১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭
ইংরেজ পার্লামেন্ট ৫৪
ইংরেজ বিদ্রোহ ৫৫
ইংলিশম্যান, দি ২৪০
ইংল্যান্ড ৪১, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫০, ৫৪, ৫৫, ৬২, ৬৭, ৭৩, ৮২, ৮৪, ৮৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১৬, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৪২, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৯, ১৬৩, ১৬৮, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৯
ইউফ্রেটিস ৬৫
ইউরোপ ১৮, ২৫, ৪৫, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৫-৫৭, ৬৩, ৬৭, ৭০, ৭১, ৮২-৮৬, ৮৯, ১০১, ১১০, ১১৩, ১১৫, ১১৮, ১২৭, ১৫২, ১৬৩, ১৭৩, ১৯২
ইউরোপীয় ৭৪, ৮৬-৮৯, ১০৭, ১৫৩, ১৫৫, ১৭৮, ১৮৩, ১৮৫
ইউরোপীয় শিল্প ৬৩
ইউরোপীয় সভ্যতা ৫৪, ৫৬-৫৯
ইউলিসিস (Ulysses) ১৭, ১৬২
ইট্রুরিয়া ৬৬
ইতালী ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬৬, ৭২, ১০০, ১০৯, ১১০, ১৩০, ১৬৩, ১৯২, ২১১, ২১৮, ২২০, ২২২
ইতালীয় ৮৭, ১০৬, ১০৭, ১১৪, ১১৮
ইতালীয় প্রজাতন্ত্রসমূহ ৫৪

ইন্টারন্যাশন্যাল টাইমস ১৪১, ১৪২
ইন্ডিপেন্ডেস ফর ইন্ডিয়া লীগ ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৪
ইথিওপিয়ান ৬৮
ইফেসাস ৪৯
ইসলাম ১৪, ১৬, ২৪, ৮৬, ১৬২
ইয়েট্‌স ৪৭, ৫১
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪-১৮৮
ইহুদী ৮৭, ১১২, ১১৩, ১১৮

উইলকিনসন, এইচ· আর· ২৩৯, ২৪০
উডরফ, স্যার জন (আর্থার অ্যাভালন) ২৪০
উত্তর আফ্রিকা ৫৮, ৮৪
উত্তর আমেরিকা ৮১
উত্তরপ্রদেশ ১৫৭

এট্রুসকান ৬৬
এট্রুসিয়ান ৬২
এডিলেড ১২২
এমার্সন ৪৮
এল-মামুন ৬৫
এলাহাবাদ ১৬৪
এশিয়া ৫৮, ৮৩-৮৬, ৮৮, ৯০, ১৩০, ১৫২, ১৬৩, ১৭৫
এশিয়াবাসী ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯০
এশিয়া মাইনর ৫৬
এশীয় তুরস্ক ২১১

ও'কনেল ৪০
ওয়াশিংটন (ব্যক্তি) ৮৭
ওয়াশিংটন (শহর) ১২১
ওয়েলস ১১০, ১২০
ওয়েস্টমিনস্টার ৩৯
ওয়েস্টল্যান্ড, স্যার জেমস ১৮৯
ওলন্দাজ ১২০, ১৮২
ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ২০৭

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ১৭৬

কংগ্রেস ১৪২, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০
কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল পার্টি ১৪২
কঙ্গো ফ্রি স্টেট ১৩১
কটক ২৩৪, ২৩৫, ২৩৯
কন্যাকুমারী ১৫১, ১৬৩
করাচি ২০৫
কর্নওয়াল ১১০
কর্নওয়ালিস ১৮৫
করিন্থ ৭৩
কর্সিকা ১১০
কনফুসিয়াসের মত ৮৭
কনস্ট্যান্টনোপল ৮২
কলিকাতা ১৬, ১৭, ২২, ১৩৫, ১৩৭, ১৪১, ১৪২, ১৫২, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮, ২০৫, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭
কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ১৪২, ২৩৬
কানপুর ১৭৪
কানাডা ১১১, ১২১, ১৩১, ১৫৭, ১৯৩, ২২২
কায়রো ৭১
কারলোভিনগ্র্যান ৬০
কার্সন ৪১
কাশ্মীর ১৬, ৬৬, ১৬৩
কার্সিয়াং ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯
কুয়োসস ৭০, ৭২, ৭৩
কৃষ্ণ ২৬, ১৩৬
কেট্‌ল, টি· এম· (Kettle, T.M.) ৩৯, ৪৮, ৪৯
কেপ কলোনি ১২৩, ১৩১
কেপ টাউন ১২৩
কেমব্রিজ ১৯
কেলসল লজ ১৪০
কোদালিয়া ২৩৫, ২৩৬
কোরান ১৬
ক্যাথলিক বিশপ ৩৮
ক্যাথলিসিজম ১১১
ক্যান্টন ১২২
ক্যালিফোর্নিয়ান ৮৭
ক্রমওয়েল ৫৫
ক্রিট ৭৪
ক্রেটান ৬৮, ৭২
ক্লাইভ, লর্ড ১৮

খাদি ১৫৭
খাসি ১৫৬
খোরাসান ৮৫
খ্রিস্টিয় চার্চ ৫২, ৫৭, ৫৮
খ্রিস্টিয় সমাজ ৫৯
খ্রীস্টধর্ম ১৩, ৫৬, ৫৮, ৮৭

গথ ৫৮
গথিক গির্জা ১০৮
গথিক রাজত্ব ৭০
গয়া কংগ্রেস ১৩৬, ১৬০
গল ৫৭, ৬০
গাঙ্গুলি, ডঃ কে· এল· ১৬৬
গাঙ্গুলি, বিপিনবিহারী ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৬৩, ১৬৪
গান্ধী, মহাত্মা ১৭০, ১৭৪, ১৭৭, ১৭৮
গুজরাট ১৫৭, ১৬৩, ১৮২
গেল ৪৮, ৫২
গেলিক ৫১, ৫২
গেলিক লীগ ৪৩

গোখেল ১৫৯
গোণ্ডা ৮১
গৌরাঙ্গ ১৩৬
গ্রীক ৪৯, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭১, ১০৯, ১১৮, ১২৯
গ্রীক ভাস্কর্য ৭২
গ্রীস ৫৫, ৬৬-৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ১০৯, ১১৮, ১২২
গ্রেগরি, ৭ম ৫৩, ৫৪
গ্রেট ব্রিটেন ১১৭, ১১৮, ১২১, ১৩০, ১৫১, ১৫৭, ১৬১, ১৮৩, ১৯৮

ঘোষ, চিন্তামণি ১৭৭
ঘোষ, সুরেন্দ্রমোহন ১৬৩, ১৬৪
ঘোষাল, যোগেন্দ্রনাথ ১৪৬

চক্রবর্তী, অমিয় ১৭৭
চট্টগ্রাম ১৬৪
চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ ১৫৫, ১৭০, ১৭৭
চিত্রলেখ লিপি ৭১
চীন ৮৩, ৮৪, ১০৭, ১২২, ১৩১, ১৫৮, ১৬১, ১৬৩, ১৭২, ১৮৩, ২০৭, ২১১, ২১৭
চৌধুরী, জে· ১৭০
চ্যাটার্জী, জীবনলাল ১৪৪

জগন্নাথ ১৩৬
জনসন, ডঃ বেন ৩৯, ৭৫, ১০১, ১১৭
জয়সওয়াল, কে· পি· ১৫৬
জরথুস্ট্র ৪৯
জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) ১৫৮
জাপান ১৭, ১২২, ১৩১, ১৫২, ১৯২, ১৯৩, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৮, ২১১, ২১৮, ২১৯, ২২৩
জাপানী ২০১, ২০৪
জামশেদপুর ১৬৫, ১৬৬, ২৩৪
জার্মান ৫৩, ৫৯, ৬১, ৭০, ৮২, ৮৩, ১১২, ১১৫, ১২০, ১২৮, ১৭৮
জার্মানি ১৭, ৪১, ৪৮, ৫৪, ৬৭, ১০৯, ১১১, ১২৭, ১৩০, ১৫৩, ১৬৩, ১৭২, ১৯২, ১৯৩, ২১০, ২১১, ২১৪, ২১৬, ২১৮-২২৩
জাস্টিনিয়ান ৫৯
জিন্না, শ্রী ১৭১
জুরিখ ৯৪
জের (Zer) ৬৮
জেসুইট সম্প্রদায় ৫৫
জোন্‌স, মিঃ ২৪০

টাইগ্রিস ৬৫
টাটা, স্যার দোরাব ১৫৪
টার্নার ১০৮
টেনিসন ১৭, ১৬২
টেরাক ৬৮
টেলর ১৮৪, ১৮৭
টোডা ৮১
ট্যাভার্নিয়ের ১৮২
ট্রয়, আর্চবিশপ ৩৮
ট্রান্সভাল ১২৩, ১৩১

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৮, ২৭, ১৫০, ১৫৩

ডাবলিন ৫০
ডায়ানা ৪৯
ডারউইন (Darwin) ১১৩, ১১৫
ডিকেন্‌স ৪৭
ডেন ৫৯
ডেনমার্ক ১০৯, ১১১
ডেভনশায়ার ১১০
ডোরিয়ান ৭২
ড্যুইয়ার ১০৮
ড্রেক, ফান্সিস ১৮

ঢাকা ১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৭

তরুণ তুর্কী আন্দোলন ১৭২
'তরুণের ব্রত' ১৬২
তাঞ্জোর ৮৯
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ১৩৭
তিব্বত ১৫৮
তুরস্ক ৮২, ৮৫, ৮৬, ১৫২, ১৭২
তুর্কী ৮৪, ৮৬
তুর্কিস্থান ৬২
তেজ সিং ৮৬
তেল-এল-আমারুয়া ৭৩
ত্রিপুরা ১৬৪

থিওডোসিয়াস ৫৯
থিবিস ৭১
থুরিনজিয়ান ৫৯

দক্ষিণ আফ্রিকা ১২১, ১২২, ১২৩, ১৫৭
দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি ১২, ১৪৯
দত্ত, অবনীকুমার ১৪২
দত্ত, অমরনাথ ২৩৮
দত্ত, সরল ১৬৫
দয়ানন্দ, স্বামী ২৬, ১৭৭
দারদানেলিস ৮৩
দাশ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১১, ২০-৩০, ১৩৫-১৩৯, ১৪৩, ১৪৮, ১৫৪, ১৬০, ১৬৮
দাশ, চিররঞ্জন ২৩, ২৩৭
দাশ, শ্রীযুক্তা (বাসন্তী) ২৩৭
দাশগুপ্ত, ডঃ জে· এন· ১৪৬, ১৪৮
দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ ২০, ২৩৬
দিব্যতান্ত্রিক চার্চ ৫৩

দিল্লী ৮৯, ১৫২, ১৬৬, ১৬৮
দে, পরমানন্দ ১৪৪
দে, পরাগরঞ্জন ১৭
দেশমাতৃকার ধ্যান ১৩৩
দ্রাবিড় ২৬

ধর্মঘট (মান্দালয় জেলে) ২৩৭-২৩৯
ধর্মযোদ্ধা ৮৪

নওশের আলি, মৌলবি ১৬৪
নরওয়ে ১০০, ১৯৩
নরিম্যান, (কে· এফ·) ১৭৪
নর্ডিক ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৫, ১১৮
নর্থক্লিফ ৪২
নর্থব্রুক, লর্ড ১৮৯
নর্মান ৬০
নাটাল ১২৩
নানক ১৩২
নানকিং ১২২
নায়ার (মালাবারের) ৭৯
নারী আন্দোলন ১৫৯
নিউ ইয়র্ক ১১০, ১২১
নিউ ক্যালিডোনিয়া ৮২
নিউ স্টেট্‌সম্যান ৪১
নিউজিল্যান্ড ১২৩, ১৩১
নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস ১৭১, ১৭২
নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভা ১৫০, ১৫১
নিগ্রো ৮৩, ১০৬, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১৬৩
নিবেদিতা, ভগিনী ১৪, ২৭
নীলনদ ১০২
নেগ্রিটো ১২২
নেতাজী ২২৭
দেখুন, বসু, সুভাষচন্দ্র
নেদারল্যান্ডস ১৯৩, ২০৪, ২১১, ২১৭, ২১৮
নেপাল ১৫৩
নেহরু, পণ্ডিত জওহরলাল ১৬৭, ১৭৫
নেহরু, মতিলাল ১৬৪, ১৬৫, ১৭৫
নেহরু রিপোর্ট ১৬৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭৪, ১৭৮
নোয়াখালি ১৬৪

পণ্ডিচেরি ১৭৩
পর্তুগাল ৫৪
পর্তুগীজ ১০৬, ১০৭
পলিনেশিয় ১১৫
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ১১৫
পাঞ্জাব ১৬৮
পাপুয়ান ১২২
পারস্য ৬৫, ৬৭
পারসীয় শিল্প ৭১
পার্নেল ৫০
পিকিং ১২২
পিয়ার্সন ১৯০
পিরামিড ৪৮
পীল ৪০
পুরাণ ১৩
পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ১৮৩
পেশোয়ার ১৬
পোল্যান্ড ১৩০
প্যালেস্টাইন ৮৪
প্রতীকবাদ ৮০, ৮১
প্রতীকী গোষ্ঠী ৭৯, ৮০
প্রাচীন মিশর ৫৬
প্রাসিয়া ৮৮
প্রাসিয়ানিজম ৪১
প্রেসিডেন্সী জেল ২৩
প্রোটেস্ট্যান্টিজম ১১১
প্লেটো ১০০
প্ল্যাঙ্কেট, স্যার হোরেস ৪১, ৪৬

ফরাসী ১৭, ৫৫, ৬১, ৯৭, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৬, ১৫২, ১৭৮, ১৮২
ফরাসী চরিত্র ৫৫
ফরাসী বিপ্লব ৪৩, ১১৬
ফরাসী সমাজ ৬১
ফরোয়ার্ড ১৬৭, ১৭৬, ২৩৬, ২৩৭
ফাইস্তস (Phaistos) ৭৪
ফান্‌সিস টমসন ৪৯
ফিজি ৮১
ফিনল্যান্ড ১১১
ফিলাডেলফিয়া ১২১
ফেডারাল কমনওয়েলথ বিল ১৪২
ফেনিয়ানস ৪০, ৪৩
ফোনিসিয়া ৫৬, ১১২
ফ্যাসিবাদ ১৭২
ফ্রয়েড ১১৩, ১১৪
ফ্রাঙ্ক ৫৮, ৫৯
ফ্রান্স ৫২, ৫৪, ৫৫, ৬১, ৬৭, ৮৪, ১০০, ১১০, ১১১, ১৩০, ১৯২, ১৯৩, ২১১, ২২০, ২২১
'ফ্রি প্রেস অব ইন্ডিয়া' ১৭০
ফ্রিবুর্গ ৯০
ফ্ল্যান্ডার্স ১৫৮

বঙ্কিমচন্দ্র ২৭
বঙ্গমাতার ধ্যান ১৩৩
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) ১৩৬-১৩৮, ১৪০, ১৪৩-১৪৫
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (বি পি সি সি) ১৪৪, ১৪৮, ১৬৫, ২১০
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস ২৪০
বরদলৈ, এন· সি· ১৪২

বরিশাল ১৬৪
'বর্তমান ভারত' ২৫
বর্মা (ব্রহ্মদেশ) ১৪৮, ২০৫, ২১৬-২২৩, ২২৭, ২৩৮
বরো ৫৩, ৫৪
বরো (ফ্ল্যান্ডার্স-এর) ৫৪
বরোদা ৮৯
বলড্ুইন ১৫৪
বসু, জগদীশচন্দ্র ১৫৩
বসু, জানকীনাথ ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯
বসু, নগেন্দ্রনাথ ১৭৭
বসু, শরৎচন্দ্র ২৩৪, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৯, ২৪০
বসু, সতীশ ২৪০
বসু (অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ) ১৫৩
বসু, সুধীর ২৩৪, ২৩৭
বসু, সুনীল ২৩৪
বসু, সুভাষচন্দ্র ১১, ১৪১, ১৪২, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৫, ১৭০, ১৭১, ১৭৬, ১৭৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯
বসু, সুরেশ ২৩৪, ২৩৫
বহরমপুর জেল ২০
বাঙলা ১২২, ১৩৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩-১৪৬, ১৫০-১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৪, ১৭৬-১৭৯, ১৮২-১৮৪, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯৭, ২০৫, ২১০, ২১৪-২২৩
বাঙালী ২৬, ২৭, ১১৮, ১৩৬, ১৩৮, ১৬৩
বাউড়িয়া ১৬৮, ১৬৯
বাউড়িয়া চটকল ১৬৮, ১৬৯
বাকল্যান্ড, মিঃ জাস্টিস ২৩৯
বাব্-এল্-ফাতা ৭১
বায়রন ৩৯
বারবারিক চার্চ ৫৩
বারবারিয়ান ৫৩, ৫৮, ৭০, ১০২
বারাণসী ৮৯
বালকান দেশসমূহ ১৭৫
বার্কেনহেড, লর্ড ১৫০
বার্লিন ৮৩
বিচারক (ফৌজদারী আদালত) ৯৯
বিবেকানন্দ, স্বামী ১৪, ২৫, ৫৬
বিঠোফেন ৭৫, ১০৮
বিসমার্ক ৮২, ৮৩
বিষ্ণু ২৭
বুদ্ধ ১৩, ২২, ১৭২
বুলগেরিয়া ১৩০
বৃন্দাবন ২৬
বেকন ৭৫
বেল, মিঃ কেনেথ ১৯
বেলজিয়াম ১৭, ১০০, ১৩০, ১৫৩, ১৯২, ১৯৩, ২১১, ২১৫, ২১৬, ২২২
বেলফাস্ট ৪১
বেলুচিস্তান ৬৬
বেটিঙ্ক, লর্ড হেনরি ক্যাভেনডিশ ৪২
বেসিন জেল ১৪৮
বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ ২৪০
বৈষ্ণব ১৩, ১৩৬
বৈষ্ণব ধর্ম ১৩, ১৫, ২৬, ১৩২, ১৩৬
বোম্বাই ৮৫, ১৩৭, ১৬৫, ১৭১, ১৯৫, ২০৫, ২১৪-২২৩
বোর্নিও ১৩১
বোল্টস ১৮৫
বোস্টন ১২১
বৌদ্ধগণ ১৬
বৌদ্ধধর্ম ১৩, ১৫, ১৭, ৮৭, ১৩২
ব্যাকট্রিয়া ৬৬
ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ড ৮৫
ব্যাবিলন ৬২
ব্রহ্মা ২৭
ব্রাজিল ১৩১
ব্রাহ্মসমাজ ১৩, ১৬২
ব্রাহ্ম হিন্দু ১৬২
ব্রাহ্মণ ১৩২
ব্রাহ্মণ্যধর্ম ১৪, ১৫, ১৩২
ব্রিটিশ ১৯, ১০০, ১১৯, ১২১, ১২৭, ১৩৫, ১৩৬, ১৫১-১৫৪, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৮৩, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৯-১৯১, ১৯৫, ২০১, ২০৪, ২০৭-২১০, ২১২, ২১৪, ২২৪-২২৬
ব্রিটিশ ভারত ২০৭
ব্রিটিশ রাজ ১৫২
ব্রিটিশ শাসক ৪১
ব্রিটিশ সরকার ৪২, ১৫০, ১৭৫, ২৫৬
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ১৫৭, ১৫৮, ১৬১
ব্রিটেন ১১১, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৯১, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২১২, ২১৭, ২১৮, ২২৫
ব্রুনেল-এর tubular bridge ৭৫
ব্লেক ৪৭, ৪৮

ভট্টাচার্য, যতীন ১৪৪
ভট্টাচার্য, সুরেন্দ্র মোহন ২২৭, ২২৮
ভাগনার ১০৮
ভারত সরকার ১৮৯, ২০২
ভারতবর্ষ ১৮, ১৯, ২২, ৫৬, ৬৬, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১০৭, ১১৮, ১২২, ১৩১-১৩৪, ১৩৭, ১৩৯, ১৪২, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫-১৬৩, ১৭২-১৭৬, ১৮২, ১৮৩, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০-১৯৫, ২০২, ২০৫, ২০৭, ২১০, ২১২, ২১৪, ২২৪, ২২৫
ভারতবাসী (ভারতীয়) ২২, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ১০৭, ১০৮, ১১৯, ১৩৯, ১৫২-১৫৪, ১৫৬-১৫৮, ১৬১-১৬৩, ১৮৩, ১৮৭,

১৮৯, ১৯১, ১৯৫, ১৯৭-১৯৯, ২০১, ২০৭, ২১০, ২২৫, ২২৬
ভারতীয় যৌথ পরিবার ৭৮
ভারতের জাতীয় মহাসভা ১৪২, ১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫৯, ১৬০, ১৭০, ১৭২, ১৯৫
ভার্সাই-এর সন্ধি ১৭৫
ভিসিগথ ৬০
ভূমধ্যসাগর (ভূমধ্যীয়) ৬০, ৬৫, ৬৬, ৭২, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৮

মঙ্গলচণ্ডী ১৪
মঙ্গোল ২৬
মঙ্গোলিয়া ১৩১
মথুর ২৫
মধ্য এশিয়া ১৭
মনসার ভাসান ১৪
মন্ত্রবিচার ২২৮
মহাভারত ১৪
মলিং অ্যাবি ৭১
মহারাষ্ট্র ১৫৫
মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলন ১৫৫
মহীশূর ৮৯
মহেশ্বর ২৭
মাঞ্চুরিয়া ১৩১
মাদ্রাজ ১৩৭, ১৫১, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৮, ২০৫, ২১৪-২২৩
মান্দালয় ২৩৪, ২৩৯
মান্দালয় জেল ১৪০, ২৩৬-২৩৮
মার্কস, কার্ল ২৪
মাবুইয়াগ দ্বীপ ৮০
মায়া রাজত্ব ৬৬
মার্কো পোলো ১৮২
মালদা ১৮২, ২৩৯
মালব্য, পণ্ডিত মদনমোহন ১৫১, ১৫৪
মালয়ী ১১২, ১১৫, ১২২
মালয়েশিয়া ১১৫
মিত্র, কৃষ্ণকুমার ১৭০
মিত্র, জিতেন্দ্রনাথ ১৪৮
মিত্র, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ১৪৬, ১৪৮
মিত্র, বিচারপতি সারদাচরণ ১৭৭
মিনার্ভা ৭৪
মিন্টো-মর্লি সংস্কার ১৯৭
মিশর ৪৮, ৫৬, ৬১, ৬৩, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৮৮, ১৩১, ১৫৮, ১৮৯, ২০৭
মিশরীয় ৭৩, ১১৫
মিশরীয় সভ্যতা ৭০
মিশ্র, সদল ১৭৬
মুডিম্যান, স্যার আলেকজান্ডার ১৪৪
মুঞ্জে, ডঃ ১৫০, ১৫১
মুখার্জী, জে· সি· ২৩৭
মুখার্জী,যাদুগোপাল ১৪৪
মুখোপাধ্যায়, ভূদেব ১৩, ১৭৭
মুর ১১৮
মুসলমান ৬১, ৮৯, ১৪৮, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৭১
"মূল আদর্শ" ১১৩
মেক্সিকান ১১৭
মেক্সিকো ৬৬, ১৩১
মেনা (Mena) ৭১
মেরোভিনগ্র্যান রাজবংশ ৬০
মেলবোর্ন ১২২
মেলানেশিয়া ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২
মেয়ো, মিস ১৫৯
মেসোপটেমিয়া ৬৫-৬৮, ১০২
মোগল সাম্রাজ্য ৬৬, ১৬৩
মোদি, শ্রীহোমি ১৬৫
ম্যাকডোনেল, লর্ড ৩৯
ম্যাৎসিনি ৪৭, ১৬৩
ম্যানচেস্টার ১২১, ১৮৯

যারবেদা জেল ১৬৪
যুক্তরাজ্য ১৯২, ১৯৩, ১৯৫, ২০১-২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১১, ২১৩-২২৩
যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২২, ১৩১, ১৯২, ১৯৩, ২০৪, ২১১, ২১৪-২১৯, ২২১-২২৩
যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র ১৫৭
যুব-আন্দোলন ১৫৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩

রঘুনন্দন ১৩
রহমান, মৌলবি মুজিবর ১৭০
রাইন ৫৪, ৫৯
রাধা ২৬, ১৩৬
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২৬
রামচন্দ্র ১৩২
রামমোহন রায় ছাত্রাবাস ১৬২
রামানুজ ১৩
রামায়ণ ১৪
রায়, কিরণশঙ্কর ১৬৫, ২৩৭
রায়, দিলীপকুমার ১৩৭, ১৪৯, ১৫০
(রায়) দ্বিজেন্দ্রলাল ২৭
রায় নবীনচন্দ্র ১৭৭
রায়, পৃথ্বীশ ২৩৬, ২৩৭
রায়, লালা লাজপত ১৬৮, ১৭৪, ২৩৮
রাশিয়া ৮২, ৮৪, ১৩০, ১৫২, ১৭২, ১৭৫
রাষ্ট্রভাষা সম্মেলন ১৭৬
রাস্কিন ৪৭
রুবেনস ১০৮
রেঙ্গুন ১৬, ২০৫, ২৩৮
রেড ইন্ডিয়ান ১১২
রেমব্রাঁ ১০৮
রোনাল্ডশে, লর্ড ১৫৫

রোম ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৭০, ১০২, ১১৮, ১৫২
রোমান ৫৮, ৬৯, ৮৩, ১০৯, ১১৮, ১২১, ১২৯
রোমান সভ্যতা ৬০
রোমান সম্রাট ৫৯
র‍্যালফ্ ফিচ ১৮২

লখনউ ১৬৭, ১৬৮, ১৭৪, ১৭৫
লন্ডন ৭১, ১১০, ২৩৪
লয়েড জর্জ ৪১, ৪২
লস অ্যাঞ্জেলস ১২১
লাইপজিগ ৯০
লাতিন জাতি ৫৭
লাতিন শহর ৫৭
লাল্লুইলাল ১৭৬
লাহোর ১৬৮
লুই, ১১শ ৫৪
লুই, ১৪শ ৫৫
লুডোভিসি ৭২
লুসিফার ৪৯
লিটন, লর্ড ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ১৮৯, ২৩৯, ২৪০
লিবিয়ান ৬৮
লেকি ৩৮
লোম্যান, মিঃ ১৪৮
ল্যাঙ্কাশায়ার ১৮৯

শওকত আলি, মওলানা ১৭১
শঙ্করাচার্য ১৫
শান্তিপুর ১৮২, ১৮৬
শান্তিসেনা ১৩৮
শার্লামেন ৫৩, ৬০
শিকাগো ৯৫, ১২১, ১২৭
শিখ ধর্ম ১৩২
শিবাজী ১৮, ১৯, ৮৯
শিলং ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩
শেক্সপীয়ার ১০৮
শ্যাম ১৩১
শ্যামাদাস, কবিরাজ ২৪০
শ্রীমদ্ভাগবত ১৩
শ্রীসত্যমূর্তি ১৬৭

সক্রেটিস ১৭২
সবরমতি ১৭৩
সরকার, জে· এন· ১৮২
সরকার, নলিনী ২৩৭
সর্বদলীয় সম্মেলন ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৭২
সর্বভারতীয় বার্তাজীবী সম্মেলন ১৭০
সাইমন কমিশন ১৫২, ১৬০, ১৬৮, ২১০
সাইমন, স্যার জন ১৭০
সাইপ্রাস ৭২
সাইবেরিয়া ১৩০
সাংহাই ১২২
সাধনা (তান্ত্রিকদের) ১৩
সানফ্রানসিসকো ১২১
সান্যাল, গোপাললাল ১৭৯
সামন্ততান্ত্রিক চার্চ ৫৩
সাম্রাজ্যিক চার্চ ৫৩
সার্ডিনিয়া ১১০
সাসেক্স ১১০
সিং, মহারাজ দলিপ ৮৬
সিংহ, ডঃ হরিশচন্দ্র ১৭৯
সিটি কলেজ ১৫৪, ১৬২
সিডনি ১২১
সিন্‌হা, লর্ড ১৫৪
সিন্ধিয়া ৮৯
সিন্ধু ১৬৮, ২১৪-২২৩
সিয়া ১৩
সিরিয়া ৫৬, ৬৩
সিরীয় ৭১
সুইজারল্যান্ড ৬০, ২২২
সুইডেন ২১৯
সুইনবার্ন ৪৯
সুন্নি ১৩
সুপ্রজনন বিজ্ঞান ১০১
সুফি ১৩
সুমাত্রা ১৩১
সুলেমান ১৮২
সেন, দীনেশচন্দ্র ১৪
সেনগুপ্ত, জে· এম· ১৭১, ২৩৮
সেলটিক ৫১, ১২১
সেলিনাস ৭৩
সেল্ট ৭০
স্যাক্সন ৫৯, ১২১
স্যালিসবেরি ক্যাথিড্রাল ৭৫
স্যালিসবেরি, লর্ড ১৮৯
স্কটল্যান্ড ৭৯, ১১১, ১২৭, ১৩০
স্কান্ডিনেভিয়া ৪৫, ১০৯, ১১১, ১২৭
স্কান্ডিনেভিয়ান ১২০
স্পেন ৪৫, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৬, ৬৭
স্পেনীয় ১০৬, ১০৭
স্প্যানিশ-ইন্ডিয়ান ১১৭
স্প্যানিশ আমেরিকান ৮৯
স্ফিংস ৪৮
স্বদেশী ১৯০, ১৯৭
স্বদেশী আন্দোলন ১৫৫, ১৬১
স্বরাজ সংবিধান ১৪১, ১৪২
স্বরাজ্য দল ১৩৭
স্বরাজ পার্টি ১৬০, ২১০
স্টিফেনসন, স্যার হিউ ২২৬

হজরত [মহম্মদ] ১৬
হল্যান্ড ১১, ১২৭, ১৩০
হাইনে ৪৯

হাঙ্গারি ১২৭, ১৩০, ১৭৫
হাড্রিয়ান ৭৪
হান্টিংডন, মিঃ ৬৩
হারকিউলিস ৪৯
হাস, জন ৫৪
হিন্দী ভাষা ১৭৬-১৭৮
হিন্দু ৮৩, ৮৯, ১৪৮, ১৫১, ১৫৪, ১৫৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
হিন্দুধর্ম ১৪, ১৫, ২৪, ১৫১, ১৬২
হিন্দু সমাজ ১৩২
হিন্দু মহাসভা ১৫০, ১৫১, ১৬২
হিমালয় ১৫১
হিলস, মেজর ৪২
হুইটম্যান, এমারসন ১০৮
হুগলী ১৮২
হেবিয়াস কর্পাস অ্যাক্ট ১৪৫
হোস, মিঃ ২৪০
হ্যানসিয়াটিক লিগ ৫৪

Abailard ৫৩
Azam, M.৯৮
Aschaffenburg ৯০
Arlitt, Miss A.H. ১০৬
Arles ৫৭
Apollo ৪৯
Amphiosus Lanceotalus ৯৮
Altichiers ৭৫
Alfred Fonillee, M. ১০০

Bachofen J.J. ৭৭
Bell, R.D. ১৯৫
Berenger আইন ৯৯
Berillon ১০০
Berossos ৬২
Beethoven ৭৫
Boulainvilliers, M.de ৫৯
Bourbon, Constable de ৭০
Bowmet ১০০
Brown, A.R. ৭৭
Brunton, Sir Lauder ১১৯
Bryn Mawr কলেজ ১০৬
Buckle, J. H. ৮৬, ১০০, ১০৩, ১১১

Cantlie, James ৮২, ১২০, ১২১, ১২২-১২৫, ১২৮
Capital ২৪০
Castlereagh ৩৮
Cattell, J. Mac ১১৭
Cautlic, James ১১৯
Chamberlain, H.S. ১০৩
Christison, Dr. ৯৫
Clare ৩৮
Clouston, Dr. ১১৯
Conklin, E. G. ১০১
Coubrough, A.C. ১৯৫
Crichton-Browne, Sir James ১১৯
Crooke, W. ৭৭
Cunow, H. ৭৭
Cunningham, General ৮৬

D' Avanzo, Jacopo ৭৫
Davenport, C.B. ১১৭
De Fleury, Dr Maurice ৮২, ৯৬
De Lapouge ১০৪
De Morgan, J. ৭৬
Delaporte, L.৭৭

English, H.B. ১০৬
Enrico ৯৭

Fancher ১০০
Fazer, J.G. ৭৭
Finot, M.J. ১০৪
Firi, M.C. ৯৯
Febore, L.৭৬
Felida ৯৮
Ferguson, Sir Samuel ৫১
Ferri ৯৭
Flinders, Prof. Petric ১০০, ১০২, ১৫৫
Forth Bridge (বেকার-এর) ৭৫
Frazer ৭৯
French ১১৩

Gabriel, M. ৯৭
Gaeton ১০১
Galton ১০৬
Garogalo ৯৭
Gehring ১০১, ১০৮
Glotz, G. ৭৬
Goddard, H.H. ১০০, ১১৭
Golgi ৯৭
Gobincan, Count ১০০, ১০৩
Goodenough, F.C. ২২৫
Grant, Madison ১০৪
Grattan ৪৫
Green, Mrs. J.R. ৪৫
Gros ৯০
Guild ১৩২
Guillot ১০০
Guizot ৫৬

Halford, S.H. ১০১

Hambling, Sir Herbert ২০৮
Haydn ৭৫
Hertz, Friedrich ১০৩
Hirsch, N.D. ১০৪
Hobhouse, L.T. ৭৭
Hull, Miss ৫২
Humphrey, S.K. ১০১
Hyksos ৬৩

James, William ১০৮
Janet, Mi Pierre ৯৮
Joyce, Dr. ৪৫
Jung, Dr. ৯০, ৯৪, ১০৯, ১১৩

Kaltur Kampf ৮২
Kleidai, Hera ৬৮
Kohler, J. ৭৭

Lacassagne ১০০
Lang ৭৯
Ledwidge ৫০
Les Miserable ২৫
Lipmann ৯০
Lionese অনুগামী ৯৭
Lombrose ৯৭, ১০০
Lowie, R.H. ৭৭
Lynch ৪৫

Macdonagh, Pearse ৫০
Macdonagh, Thomas ৫২
Maine, Sir H. ৭৭
Mayne, J.D. ৭৯
Mc. Dougall, Wm. ১০১, ১০২, ১০৪, ১০৬, ১০৮, ১১০-১১৩, ১১৬, ১১৮
Mcheunan, J.F. ৭৭
Mc Kenna, R. ২২৫
Mck Cattell, J. ১১৭
Meckenzie, D.A. ৭৬, ৭৭
Meyer, Dr. Kuno ৫২
Mill, J.S. ১০৩
Mochlos ৭২
Moret, A. ৭৬
Morgan, L.H. ৭৭
Morselli ৯৭
Moset, A. ৭৬
Munsterberg, Hugo ৮২, ৯০, ৯২, ৯৪, ৯৬
Mykenaean ৬৮, ৬৯, ৭৫
Myres, J.L. ৭৬

Nietzsche ৪৯, ১০৩
O' Connor, Margaret ৪৫
O' Gnive ৫১
O' Neill ৪৫, ৫১
O' Rahilly ৫১
Oakesmith, J. ১০৪
Olto Seack ১০৯
Othman ৮৫
Ottolenghi ৯৭

Paul, C and E ১০১
Pax Britannica (ব্রিটিশ শান্তি) ১৯, ৮৮, ১৫১
Pearse, P.H. ৪২, ৫১
Pearson, Karl ১০৬, ১১৭
Perrier, E. ৭৬
Pittard, E. ৭৬
Popenoc, Paul ১০১, ১১৭
Pressey ১০৬, ১০৭
Prince, Dr. ৯৬

Quessal, L. ১০১, ১১৭

Ralston ১০৭
Ramon of Cajal ৯৭
Reid, Sir Archdall ১১০
Rioers ৭৭
Ripley, Z.১০১, ১১০, ১১৫
Rislay, Sir H. ৭৭
Rivers ৮০, ৮১
Robertson. J. M.১০৪
Rolleston, T.W. ৫২
Ross, E.A. ১০১, ১১৮
Royer-Collard, M. ৫৬
Russell, R.V. ৪৫, ৭৮

Schurz ৭৭
Sergi ৯৭
'Servant' ১১
Shaler, N.S. ১০০, ১১২, ১১৪
Sigerson, Dora (Mrs Shorter) ৪৯
Smith, G.Elliot ৭৬
Sneferu ৭১
Sommer ৯০
Spencer ১১৫
Statesman, The ২৩৯, ২৪০
Stephens, James ৫১
Stern, Binet ৯০, ৯৭
Streynsham Master ১৮২

Terman, S.M. ১০০, ১০৬, ১০৭, ১১৪, ১১৭
Teter ১০৬
Thierry, M. ৫৮
Tholos Hagia Triada ৭২

Thurston, E. ৭৮
Townsend, Meredith ৮২, ৮৩
Turinege পন্থী ৯৭
Tynan, Katharine ৪৯

Vendryes, I. ৭৬
Verelst ১৮৬
Victor Hugo ১০০
Virgilio ৯৭
Volney ১১১

Wagner, Richard ১০৩
Wallace, A.R. ১১৫
Wangh, K.T. ১০৭
Weale, B. L. Putnam ১২৯
Webster ৭৭
Weismann ১১৫
Wertheiman ৯০
Westermarck ৭৭
Wolfi Tone ৪৩
Woodruff, Dr. C. ১০৪
Woodworth, R.S. ১০১

Yoakum & Yarkes ১০০

Zollshan, Ignaz ১০৩